চাওয়া ও পাওয়া

অমলা দেবী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট্ লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭

নূতন

সংস্করণ :

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

চার টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :

অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ

৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

তারকনাথ প্রেস

২, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪

উৎসর্গ

অগ্রজপ্রতিম 'বনফুল'কে

স্থান—পশ্চিম-বঙ্গের কোন একটি গণ্ডগ্রাম।

কাল—অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহ।

স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক বিনয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে, গরম চাদরে পা হইতে গলা পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়া, চিৎ হইয়া শুইয়া, একখানা বাংলা উপন্যাস পাঠ করিতেছিল। দিন দুই হইল, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। স্কুলে ছাত্রগুলিকে নিজ নিজ ক্লাসে আটকাইয়া রাখা ছাড়া বিশেষ আর কোন কাজ নাই। কাজেই সপ্তাহখানেক ধরিয়া একটানা ইতিহাস, ভূগোল ও ব্যাকরণের অশুদ্ধি সংশোধন করিতে করিতে শুকাইয়া-উঠা মনটাকে একটুখানি সরস করিয়া লইবার জন্য নর-নারীর মিলন-বিরহ কাহিনীর গাঢ় ও মধুর রসের প্রলেপ লাগাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে, পত্নী সুখদাসুন্দরী আহার ও রান্নাঘরের কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া, ঘর-দুয়ার বন্ধ করিয়া, শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। দরজা বন্ধ করিয়া দৈনন্দিন অভ্যাসমত দেওয়ালে টাঙানো আয়নাতে নিজের চেহারাটি একবার দেখিয়া লইয়া, পার্শ্বে বিস্তৃত খাটে নিদ্রিত ছেলে-মেয়েদের তদারক করিয়া, বিনয়ের খাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং কিছুক্ষণ একদৃষ্টে স্বামীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "অদ্ভুত মানুষ!" পত্র-চিহ্ন হিসাবে তর্জ্জনীটি পঠ্যমান পত্রের উপর রাখিয়া, বইখানি বন্ধ করিয়া বিনয় পত্নীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "কি হ'ল?"

বিনয়ের পাশেই বিছানার উপর চাপিয়া বসিয়া সুখদা কহিল, "ববির বিয়ের কথা কিছু ভাবছ? না, অমনই আলগা-আলগা দিন

কাটালেই চলবে?” স্ত্রীর এই অতর্কিত আক্রমণে বিনয় কিঞ্চিৎ ঘাবড়াইয়া গেল কিন্তু চট করিয়া সামলাইয়া লইয়া কহিল, “ও! এই কথা! ওর জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।” বলিয়া আবার বইখানি খুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই সুখদা ছোঁ মারিয়া বইখানা কাড়িয়া লইয়া কহিল, “কি ঠিক করেছ শুনি?” বিনয় অসহায় ও অনুপায় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পত্নীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, “ঠিক একটা কিছু করেছি, পরে বলব’খন।” সুখদা বইটা অদূরবর্ত্তী একটা টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া, ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, “পরে বলব মানে? আমি কি তোমার পর যে, আগে-ভাগে বললে ভাঙ্‌চি দিয়ে দেব?” যুক্তিটা অকাট্য; কাজেই উঠিয়া বসিয়া, বার দুই ঢোক গিলিয়া বিনয় কহিল, “মানে—এমন কিছু পাকাপাকি ঠিক করিনি, তবে মনে মনে একটু আঁচ ক’রে রেখেছি—মানে—ছেলেটি ভালই, আর অনুরোধ করলে ঠেলতে পারবে না।” ভ্রূ দুইটি কুঁচকাইয়া সুখদা বিস্ময়ের স্বরে কহিল, “কে আবার তেমন ছেলে তোমাদের গাঁয়ে রয়েছে? সবগুলিই তো বাপের স্কন্ধে ভর ক’রে খেয়ে-দেয়ে, ধর্ম্মের ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে—চাকরি-বাকরি ক’রে এক পয়সা ঘরে আনবার মুরোদ কারও নেই।” মাথা চুলকাইয়া বিনয় কহিল, “তুমি হয়তো খুব পছন্দ করবে না, কিন্তু—” সুখদা ধমকের সুরে কহিল, “বক্তিমে রাখ দেখি! কি নাম বল?” বিনয় কোনমতে বলিয়া ফেলিল, “আমাদের পরেশ।”—বলিয়া বোকার মত হাসিতে লাগিল। সুখদা চোখ-মুখ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, “ছিঃ! তোমার কি রুচি! কুলীন বামুনের মেয়েকে মেয়ে-বেচা পুরুত বামুনের ঘরে দেবে? ওর পিসীর বিয়েতেও যে ওর বাবা এক কাঁড়ি টাকা নিয়েছিল, শুনি—” বিনয় হাস্য সংবরণ করিয়া শুষ্কমুখে কহিল, “তা নিয়েছিল বটে। কিন্তু ওর বাবা তো আর বেঁচে নেই। তা ছাড়া

ছেলেটির কত গুণ! দেখতে শুনতেও—” বাধা দিয়া সুখদা কহিল, “ডাক্তারি পাস করলেই গুণের ঝুড়ি হয় না; এক পয়সা তো রোজগার নেই—বিনা পয়সার ডাক্তার।” বিনয় কহিল, “প্রথম প্রথম সব ডাক্তারেরই ওই অবস্থা; দু'বছর গেলে খেতে-নাইতে সময় পাবে না, দেখবে।”

সুখদা মাথার ঝাঁকানি দিয়া কহিল, “তা হোক, তাই ব'লে যে-সে ঘরে মেয়ে দিতে পারব না। তুমি অন্য ছেলে দেখ। আর যদি না পারবে, স্পষ্ট ব'লে দাও। কালই দাদাকে লিখে দেব। তিনি তোমার মত অকর্ম্মা নন—লোকের কাছে মান-খাতিরও আছে, কাউকে মুখ ফুটে বললে, ‘না’ বলতে পারবেন না।”

বিনয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “পরেশ আমাদের কত উপকার করেছে, বল দেখি! ও না থাকলে—” বাধা দিয়া সুখদা কহিল, “ডাক্তার চিকিচ্ছে করেছে—তাতে আর হয়েছে কি? পয়সা অবশ্য নেয়নি—কিন্তু নেবে কোন্ মুখে শুনি? বাড়ীর ছেলের মত আসে যায়, আমাকে ‘কাকীমা’ ব'লে ডাকে, ছেলে-মেয়েরা ওকে নিজের দাদার মত ভালবাসে; তা ছাড়া—” বিনয়ের মুখের কাছে মুখ আনিয়া নাক উঁচাইয়া কহিল, “তুমি যখন ওকে প্রাইভেট পড়াতে, তখন ক' পয়সা দিয়েছিল, শুনি?”—বলিয়া মিনিট কয়েক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, “যা উপকার ওর তুমি করেছ, তারই আগে শোধ দিক ও।” বলিয়া মুখটা সরাইয়া লইয়া, মাথাটা তির্য্যকভাবে নাড়িয়া দিল। বিনয় কহিল, “শুধু ডাক্তারি তো করেনি—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সেবা করেছিল যে, ও না থাকলে তোমার ববি কি বাঁচত?”

ববি—বিনয় মাস্টারের বড় মেয়ে, আসল নাম ভবানী; বয়স—সতেরো। পরেশ এই গ্রামেরই ছেলে; পদবী আচার্য্য; গ্রামের স্কুল

হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া কলিকাতায় কোন কলেজ হইতে আই-এস-সি ও মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারি পাস করিয়াছে এবং মাস কয়েক কলেজের হাসপাতালে শিক্ষানবিশী করিয়া গ্রামেই প্র্যাক্‌টিস সুরু করিয়াছে। গত বৈশাখ মাসে ববির টাইফয়েড হইয়াছিল ; রোগ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ; পরেশ চিকিৎসা ও সেবা করিয়া ববিকে বাঁচাইয়া তোলে।

বাম চোখ ও ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া, মাথা নাড়িয়া, সুখদা কহিল, "তা হোক। তা ব'লে ওর হাতে মেয়ে দিতে পারব না।" মুখ ফিরাইয়া নিদ্রিতা ভবানীর দিকে একবার তাকাইয়া কহিল, "কুলীনের ছেলে হবে, বাড়ীতে বিষয়-আশয় থাকবে, চাকরি-বাকরি করবে, এমন ছেলে না হ'লে আমি মেয়ের বে' দেব না—আমি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি। যেখানে সেখানে কথা ক'য়ে ব'সো না।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বরং কিছু ক'রে কাজ নেই তোমার, যে রকম গতিক দেখছি, হয়তো ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসবে। আমি কালই দাদাকে চিঠি দেব—যা করতে হয়, তিনিই করবেন।"

পরম নিশ্চিন্তভাবে বিনয় কহিল, "বেশ তো, তাই হবে।" —বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই সুখদা কহিল, "কোথায় যাচ্ছ ?" বিনয় কহিল, "বইটা একটু পড়ব ভাবছি—কালই ফেরত দিতে হবে কিনা।" সুখদা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "কেরোসিন পুড়িয়ে আজ আর প'ড়ে কাজ নেই, রাত অনেক হয়েছে ; কাল প'ড়ো।" কাঁচুমাচু মুখে বিনয় কহিল, "কাল যে ফেরত দিতে হবে বইটা !" "তা হোক"—বলিয়া সুখদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া লণ্ঠনের আলোটা কমাইয়া দিয়া, এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া, একটা খাতা দিয়া আড়াল করিয়া দিল। তারপর ছেলে-মেয়েদের পাশে শুইয়া পড়িয়া কহিল, "আর ব'সে রইলে কেন ? শোও!" যুক্ত হস্ত কপালে ঠেকাইয়া কয়েক মিনিট

ধরিয়া মনে মনে ভগবানের কাছে প্রাত্যহিক প্রার্থনাবলী নিবেদন করিয়া কহিল, "কি যে ভালবাসা-বাসির গল্প পড়তে ভাল লাগে তোমার! বয়স তো কম হয়নি—রামায়ণ-মহাভারত পড়লে তোমারও কাজ হয়, আমিও দু'দণ্ড ব'সে শুনতে পারি। কিন্তু কোন সুবুদ্ধির কাজ করতে তো ইচ্ছা করে না তোমার।"

হতাশভাবে শুইয়া পড়িয়া বিনয় করুণকণ্ঠে কহিল, "তাই করব কাল থেকে; একটা রামায়ণ নিয়ে আসব—উঠোনে আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে সন্ধ্যে থেকে সুর ক'রে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ব। তুমি গাঁয়ে যতগুলি কচি ও কাঁচা বিধবা আছে, শোনাবার জন্যে ডেকে নিয়ে এস।"

সুখদা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "তাই বলছি নাকি আমি, যত ঢং!"

পরদিন সকাল আটটা। বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া বিনয় মেয়ে দুইটিকে পড়াইতেছিল। এই কাজটি তাহাকে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিদিন নিয়মিতভাবে করিতে হয়। এ সম্বন্ধে পত্নীর সমীপে সে বিস্তর আবেদন-নিবেদন করিয়াছে; তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে—ডাক্তারদের যেমন নিজেদের বাড়ীতে চিকিৎসা করিতে নাই, করিলে কোন ফল হয় না, মাস্টারদেরও তেমনি নিজেদের ছেলে-মেয়েদের পড়াইতে নাই, পড়াইলে ছেলেমেয়েগুলির আর যাহাই লাভ হউক, বিদ্যালাভ হয় না। নিজের যুক্তি সমর্থনের জন্য সে সাধ্যমত দুই-চারিটি নজিরও দেখাইয়াছে। কিন্তু পত্নী কিছুতেই বুঝিতে চাহে নাই, বলিয়াছে, "হয় সকালে পড়াও, না হয় বাজার করতে যাও।" অলস ও নিরীহ-প্রকৃতির লোকের পক্ষে এ কাজটিও বিশেষ আরামপ্রদ

নহে ; কাজেই বিনয় পড়ানোটাই বাছিয়া লইয়াছে। কারণ এ কার্য্যে আর যাহাই হউক, ফাঁকি দিবার নানা রকমের ফন্দি বেশ রপ্ত হইয়া আছে, নূতন করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে না।

ছোট মেয়ে খাঁদু চীৎকার করিয়া উঠিল, "পরেশদাদা!" বলিয়া হাতের বইটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বাহিরে ছুটিয়া গেল। পরেশ অতি মৃদুগতিতে সাইকেল চালাইতেছিল, বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া ঘন ঘন ঘণ্টা বাজাইয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছিল এবং বৈঠকখানা পার হইয়া গিয়াও ডাকের আশায় কান খাড়া করিয়াছিল ; কাজেই ডাক শুনিবামাত্র সাইকেল থামাইয়া নামিয়া পড়িল এবং অচিরে বৈঠকখানার সামনে আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া বিনয় হাসিয়া কহিল, "কোথায় চলেছ হে?" পরেশ সাইকেলটা ঠেকাইয়া রাখিয়া কহিল, "বড়জুড়িতে একটা কল আছে।" বিনয় কহিল, "খুব জরুরি নাকি?" পরেশ কহিল, "আজ্ঞে না। রেমিটেণ্ট ফিভার—ক'দিন ধ'রেই দেখছি।" বলিতে বলিতে ভিতরে আসিয়া বিনয়ের পাশে জাঁকিয়া বসিল। বিনয় প্রশ্ন করিল, "সারবে?" খুকী এই সুযোগে বই-খাতা-স্লেট লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল, ববি একা নতমুখে পড়িতেছিল। তাহার দিকে এক চোখ চাহিয়া লইয়া পরেশ কহিল, "সারবে বই কি? তবে দেরি হবে। ইনজেক্শন করতে পারা যাচ্ছে না কিনা।" বিনয় গম্ভীর মুখে ঔৎসুক্যের সহিত কহিল, "পারা যাচ্ছে না কেন?" পরেশ হাসিয়া কহিল, "মেয়েটির ফোঁড়া-ফুঁড়িতে ভারি ভয়, রাজী হচ্ছে না কিছুতেই।" ববি চকিতে মুখ তুলিয়া চাহিয়াই মুখ নামাইয়া লইল। ইহার মধ্যেই পরেশ চোখে চোখ মিলাইয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "অথচ ববিরই সমবয়সী মেয়ে। ববি কতগুলো ইনজেক্শন নিয়েছিল বলুন দেখি? একদিন একটু 'উঃ-আঃ' পর্য্যন্ত করেনি।" বিনয় স্নেহসিক্ত দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল,

"সত্যি।" পরেশ এই সুযোগে পুরাপুরি ভাবেই তাকাইল। ববি মুখ তুলিয়া বিনয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "বাবা! চা আনতে হবে?" বিনয় যেন এতক্ষণ এই প্রশ্নটির জন্যে অপেক্ষা করিতেছিল, সাগ্রহে কহিল, "আনতে পারবি?" ববি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "পারব। সকালে তো দুটো উননে রান্না হয়—এতক্ষণ ভাত হয়ে গেছে।" বিনয় চিন্তিত মুখে কহিল, "তা হয়ে গেছে বোধ হয়। তাই যা তবে—আমার নামটা করিস নে।" পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "মানে—সকালে এর মধ্যেই দু কাপ হয়ে গেছে কিনা—তোমার খুড়ীমা আবার বেশি চা খাওয়া পছন্দ করেন না।" ববি উঠিয়া বক্তা ও শ্রোতার দিকে তাকাইয়া স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল—বিনয় তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "তোর মাকে বুঝিয়ে বলবি—আমার জন্যে নয়—পরেশের জন্যে। অনেক দূরে একটা কলে যাচ্ছে—এক কাপ চা খেয়ে শরীরটা একটু চাঙ্গা ক'রে নেওয়া দরকার।"

কিছুক্ষণ পরে চা আসিল, কিন্তু ববির হাতে নয়, স্বয়ং গৃহিণীর হাতে। বিনয় বিশেষ স্ফূর্তিসহকারে গল্প করিতেছিল; গৃহিণীকে, বিশেষ করিয়া তাহার হাতে মাত্র এক পেয়ালা চা দেখিয়া একেবারে দমিয়া গেল। পরেশ চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া বলিতে গেল, "কাকাবাবুর—" কথা শেষ করিতে হইল না, গৃহিণী কহিল, "এখন চা খাওয়া কেন? এখনই তো ভাত খাবেন।" বিনয় হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "তুমি খাও, বাবা! আমার তো স্কুলের সময় হয়ে এল, এখনই খেতে বসতে হবে। তা ছাড়া চা খাওয়াটা বেশ পছন্দ—" গৃহিণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "পছন্দ খুব হয়; আমিই টিক্‌টিক্ ক'রে খেতে দিই নে।" বোকার মত হাসিয়া বিনয় কহিল, "তা বটে! তা বটে! তবে কিনা—মানে—আমার খুব পছন্দ—তবে আমার শরীরটা মানে—আমার সিস্টেমটা—মানে—" সুখদা বাধা দিয়া

পরেশকে কহিল, "ববির শরীরটা তো এখনও সেরে উঠছে না, বাবা! একটা সালসা-টালসার ব্যবস্থা ক'রে দাও।" চা খাইতে খাইতে পরেশ ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল। বিনয় কহিল, "শরীর আবার সারতে বাকি আছে নাকি? বেশ তো সেরেছে; এর চেয়ে সারলে যে একেবারে তোমার মত, মানে—হাতীর মত—" লজ্জায় ও রাগে সুখদার মুখ লাল হইয়া উঠিল; অতিকষ্টে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া কহিল, "শোন কথা! শরীর একেবারে সেরে গেছে! শরীর সারলে ঐরকম কালচে গায়ের রঙ থাকে? কেমন ধবধবে ফরসা রঙ ওর।" পরেশকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "বাজে কথা শুনে নিশ্চিন্ত থেকো না বাবা! আমি মা, আমার চেয়ে কথা কি কেউ বেশি জানবে? আমি বলছি—ওর শরীর সারেনি। তুমি একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও।" পরেশ চা-পান শেষ করিয়া পেয়ালাটা নামাইয়া দিয়া কহিল, "দেব। তবে ওজনটা একবার নিতে হবে।" বিনয় কহিল, "বাটখারা দিয়ে নাকি?" পরেশ কহিল, "আজ্ঞে না, আমার একটা ওজন করবার যন্ত্র আছে, নিয়ে আসব একদিন। দিনকয়েক অন্তর ওজন নিলে বোঝা যাবে শরীরের উন্নতি হচ্ছে, না অবনতি হচ্ছে।" সুখদা কহিল, "শুধু ওজন নিলেই হবে না—সালসাও চাই। তাড়াতাড়ি যেন সেরে ওঠে। আসছে মাঘে বিয়ে দিতে হ'লে—আর তো দেরি নেই।" পরেশ শুষ্কমুখে হাসি টানিয়া কহিল, "ববির বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছে বুঝি? কাকাবাবু তো কিছু বলেননি!" সুখদা বিনয়ের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "ওঁর কি কিছু হুঁশ-টুস আছে নাকি? বাপ-মা ধ'রে সংসার করিয়ে দিয়েছিল তাই, না হ'লে বোধ করি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতেন। নিজের স্ত্রী-ছেলে-মেয়েকে মায়া করে না, এমন লোক দেখেছ? নিজের মেয়ের গতর খুঁড়তে কাউকে শুনেছ?" বিনয় প্রতিবাদ-কল্পে কহিল, "বা রে! গতর

আবার খুঁড়লাম কখন ? বেশি মোটা হওয়া কি ভাল ? দেখতে কিম্ভুতকিমাকার হয়ে যাবে যে !” আর একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সুখদা কহিল, “কিম্ভুতকিমাকার হয়ে যাবে যে ! প্যাঁকাটির মত সিড়িঙ্গে হ'লেই সবাই লুফে নিয়ে যাবে তোমার মেয়েকে ! বুদ্ধির একেবারে বেরস্পতি !” পরেশকে কহিল, “আমার কথা মনে রেখো বাবা ।” কণ্ঠস্বর একমুহূর্ত্তে অনুনয়-কোমল করিয়া তুলিয়া কহিল, “তোমার তো অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, খোঁজ নিয়ে দেখ না বাবা ; যদি কেউ বিয়ে করতে রাজী হয় । তবে খাঁটি কুলীনের ছেলে হওয়া চাই—ভঙ্গ-টঙ্গ চলবে না ।” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—খোঁজ লইবে । বিনয় তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিল, “আজকাল আবার কুল-টুল কেউ দেখে নাকি ! মনের মত পাত্র যোগাড় করতেই সাতঘাটের জল খেতে হয়, তার উপর আবার—” সুখদা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “সমাজের শিরোমণি কিনা, আইন-কানুন একেবারে নখের ডগায় !” তারপর মুখ-চোখের ভঙ্গীতে বিনয়কে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিয়া পরেশের উদ্দেশে কহিল, “তুমি ওসব কথায় কান দিও না বাবা । কত ছেলেই তো পড়ত তোমাদের সঙ্গে, একটু খোঁজ করলেই হয়তো মনের মত একটি পাওয়া যাবে ।” কণ্ঠস্বর নিখাদে নামাইয়া ক্ষোভের সহিত কহিল, “বুঝতে তো পারছ—কি রকম মানুষ নিয়ে আমার সংসার, যদি তোমরা পাঁচজন চেষ্টা না কর তো মেয়ের আমার বিয়ে হবে না ।” বিনয় মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল । সুখদা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, “হাসবার ভাবনা কি ! বুদ্ধিও খরচ করতে হয় না, গতরও খোয়াতে হয় না ।” চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়া দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া ঘরের বাহির হইয়া যাইতে যাইতে কহিল, “ঘরের কোণে মেয়েমানুষের মত ব'সে থাকে, নিজের কাজ নিজে করে না, এ রকম পুরুষ মানুষ ভূ-ভারতে দেখিনি—যেমন আমার কপাল !”

পরেশ কহিল, "কাকীমা আজ সকাল থেকেই ভারী রেগে আছেন দেখছি।" বিনয় গম্ভীর মুখে কহিল, "হুঁ, তাই তো দেখতে পাচ্ছি।" বলিয়া কপালটা কুঁচকাইয়া ডান হাঁটুটা নাড়িতে লাগিল।

পরেশ কহিল, "আমি ওজন করবার যন্ত্রটা নিয়ে আসব এখন—কেমন ক'রে ওজন করতে হয় দেখিয়ে দেব। এইখানেই থাকবে, আপনি মাঝে মাঝে ওজন নিয়ে দেখবেন।" বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আচ্ছা।" পরেশ কহিল, "এখন তা হ'লে আসি।"—বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রান্নাঘরে ঢুকিয়া বিনয় ভয়ে ভয়ে কহিল, "রান্না হয়েছে?" কোন জবাব মিলিল না। বিনয় কহিল, "স্কুলের বেলা হয়ে গেল। ডাল-ভাত যা হয়েছে—" ভারী গলায় জবাব আসিল, "হাতী কি রান্না করতে পারে? খেয়ে-দেয়ে গতর বাড়ানোই তো তার কাজ!"

বিনয় সবিনয়ে নিবেদন করিল, "তোমাকে তো হাতী বলিনি—আমি এমনই একটা উপমা দিয়েছিলাম।" সুখদা মুখ ফিরাইয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিল, "কি দিয়েছিলে?" বিনয় কহিল, "মানে—তুলনা করেছিলাম।" দুই চক্ষে অনল-বর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুখদা কহিল, "আমার সঙ্গে হাতীর? যার-তার সামনে অপমান ক'রেও সাধ মেটেনি তোমার?" বিনয় ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, "অপমান আবার কখন করলাম তোমাকে?" সুখদা ধমক দিয়া কহিল, "খুব হয়েছে—যাও। রান্না-বান্না হয়নি—আমার দ্বারা হবেও না। একটি ছিপছিপে মনের মত কাউকে ঘরে আনগে—সেই রান্না ক'রে দেবে।"

বিনয়কে না খাইয়া স্কুলে যাইতে হইল না। স্নান করিয়া কাপড়-জামা পরিয়া স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেই ববি আসিয়া কহিল, "বাবা, খেয়ে যাও।" বিনয় করুণকণ্ঠে কহিল, "কই ভাত? তোর মা

যে রান্না হয়নি বললে।” ববি কহিল, “রান্না এক রকম হয়েছে, তুমি এস।”—বলিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বিনয় রান্নাঘরের দাওয়ায় পা দিতেই সুখদা ববিকে কহিল, “ওই সাজিয়ে-গুজিয়ে দিগে যা, আমি চললাম।”—বলিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বিনয়ের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া চলিয়া গেল এবং উঠান পার হইতে হইতে কহিল, “ভাল মানুষের মেয়ে যে! যেমন ব্যাভার করে, তেমনই করতে পারি কই? অন্য কোন মেয়ে হ’লে আর জন্মে মুখ দেখত না।”

স্কুলে প্রথম তিন ঘণ্টা বিনয় কোন কাজে মন দিতে পারিল না; গৃহে ফিরিয়া রুষ্টা পত্নীকে কি করিয়া শান্ত করিবে, সারাক্ষণ মনে মনে তাহারই উপায় হাতড়াইতে লাগিল। টিফিনের ঘণ্টা বাজিবার কিছুক্ষণ পরে মাস্টারদের আড্ডা-ঘরে আসিয়া দেখিল, সব কয়টি মাস্টার ও পণ্ডিত ইতিমধ্যে হাঁজির হইয়া গিয়াছে। হেড পণ্ডিত উবু হইয়া বসিয়া চোখ বুজিয়া তামাক টানিতেছে; জন দুই ছোকরা মাস্টার আগের দিনের খবরের কাগজখানি ভাগাভাগি করিয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয় পণ্ডিত এক মুখ গোঁফ ও দাড়ি লইয়া বাম পায়ের উপর ডান পা চাপাইয়া দিয়া বিড়ি টানিতেছে; খ’ড়ো ঘরের ভিতর আগুন জ্বালিলে চাল ও ঘুলঘুলি দিয়া যেমন ধোঁয়া বাহির হয়, তেমনি যুগপৎ নাকের ছিদ্র ও দাড়ি-গোঁফ হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে। দ্বিতীয় শিক্ষক ঘনশ্যাম চক্রবর্তী একটি ছোট রূপার ডিবা হইতে এক চিমটি নস্য লইয়া নাসিকা-গহ্বরে অত্যন্ত অভিনিবেশের সহিত প্রবেশ করাইতেছে; ঘনকৃষ্ণ তাহার গায়ের রঙ, গোঁফ ও দাড়ি পরিষ্কার করিয়া কামানো,

মাথার চুল চারিদিক্ সমান করিয়া ছাঁটা, পরণে পাড়হীন ধুতি, গায়ে সাদা জিনের গলাবন্ধ কোট, পায়ে কালো অ্যালবার্ট স্লিপার। ঘনশ্যাম পকেট হইতে অত্যন্ত মলিন ও অপরিচ্ছন্ন, নস্য-সুরভিত, নাসিকা-রস-সিক্ত রুমাল বাহির করিয়া, নাক মুছিয়া, রুমালটি পকেটে ঢুকাইল; তারপর কোটের সম্মুখভাগটা হাত দিয়া ঝাড়িয়া বিনয়ের দিকে তাকাইয়া কহিল, "বিনয় যে! এস, ব'সো।"—বলিয়া মুখের ইঙ্গিতে বেঞ্চিতে নিজের পাশের জায়গাটি নির্দ্দেশ করিল। বিনয় বসিতেই ঘনশ্যাম কহিল, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ?" বিনয় জবাব দিল, "ক্লাসে ছিলাম।" দুই ভ্রূ নাচাইয়া হেড পণ্ডিত কহিল, "এতক্ষণ ক্লাসে কি করছিলে হে? ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?" বিনয় জবাব দিল না, জবাব দিল ছোকরা মাস্টারদের একজন—খবরের কাগজের পাশ হইতে মুখ বাড়াইয়া কহিল, "ও অভ্যাস আপনার ছাড়া স্কুলে আর কারও তো নেই পণ্ডিত মশায়।"

ঘনশ্যাম ও হেড পণ্ডিত ছাড়া বাকি সকলে হাসিয়া উঠিল। হেড পণ্ডিত অপ্রতিভভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তোমাদেরও হবে হে। আমার মত বয়স ও গৃহিণী দুই-ই একটু পাকুক।—"

ঘনশ্যাম গলা ঝাড়িয়া হাস্য-পরিহাস-তরল আবহাওয়াটাকে একটু থমথমে করিয়া তুলিয়া বিনয়ের উদ্দেশে কহিল, "খালি ক্লাসে ব'সে থাকলে, আর পুরানো পচা নবেল জোগালেই হবে না বিনয়, আরও নূতন কিছু করতে হবে।"

ঘনশ্যামের কথায় রহস্যের গন্ধ পাইয়া সকলেই জিজ্ঞাসু মুখে খাড়া হইয়া বসিল; শুধু বিনয় গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া, খবরের কাগজটা টানিয়া লইয়া তাহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

ঘনশ্যাম কহিল, "আপনারা আমার বক্তব্যটা বেশ বুঝতে পারছেন না বোধ হয়!" সকলে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "না।" ঘনশ্যাম চোখ

ভুরুইটি কুঁচকাইয়া, মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "তবে প্রকাশ ক'রে বলছি—শুনুন।"—বলিয়া ডিবা হইতে আর এক চিমটি নস্য লইয়া নাকে গুঁজিয়া রুমাল দিয়া নাক মুছিয়া, কোট ঝাড়িয়া, রুমাল ও ডিবা যথাস্থানে রাখিয়া গলা ঝাড়িয়া, চোখের দৃষ্টি রহস্য-ঘন করিয়া তুলিয়া কহিল, "আমাদের হেডমাস্টার মশায় একটি সুন্দরী তরুণী শ্যালিকা আমদানি করেছেন।"

সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করিল, "কবে ?" ছোকরা মাস্টার দুইটি কহিল, "আমরা জানতে পারলাম না কেন ? ঘনশ্যাম পাইকারী জবাব হিসাবে কহিল, "দিন কয়েক।" এবং খুচরা-জবাব হিসাবে ছোকরা মাস্টার দুইটির দিকে তাকাইয়া কহিল, "তোমাদের জানানো হয়নি কেন—এর জবাব হেডমাস্টার মশায়ের কাছ থেকেই জেনে নিও, ভায়ারা।" তারপর, প্রশ্নবর্ষণ শুরু হইল—বয়স ? দেখতে কেমন ? বিয়ে হয়েছে ?

ঘনশ্যাম জবাব দিল, "বয়স—বাইশ কি তেইশ ; দেখতে ভালই, বিয়ে হয়নি।" প্রশ্ন হইল, "কেন হয়নি ?"

ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "জানি নে।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, বাম চোখটা ছোট করিয়া, ঠোঁটের বাম প্রান্তটা একটু কুঁচকাইয়া কহিল, "বোধ হয়, প্রয়োজন হয়নি।" সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করিল, "মানে ?" ঘনশ্যাম কহিল, "শহরের স্কুলের মাস্টারণী ; বন্ধু-বান্ধবের অভাব নেই ; আরও বছর কয়েক অভাব হবে ব'লে মনে হয় না। যখন হবে, তখন না হয় বিয়ে করবে।" প্রশ্ন হইল, "কি জন্যে এসেছেন ?"

ঘনশ্যাম মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "শহুরে ঘি-ভরা মাথা খেয়ে-খেয়ে অরুচি ধ'রে গেছে বোধ হয়, তাই দু-দশটা পাড়াগেঁয়ে কেঠো মাথা চিবিয়ে মুখ বদলাতে এসেছে—মাংসে অরুচি হ'লে কুকুর যেমন ঘাস চিবোয়, তেমনই আর কি !"

বিনয় খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া ভারী গলায় কহিল, "বাজে কথা। শরীর সারাতে এসেছেন।"

প্রশ্ন হইল, "কি অসুখ ?"

বিনয় কহিল, "জানি নে।" মুখের ইঙ্গিতে ঘনশ্যামকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "উনিই জানেন। রোজ ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা— উনিই করেন কিনা!"

ঘনশ্যাম কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কহিল, "সব দিন নয়, একদিন—" মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "সমাজে বাস ক'রে বিনয়ের মত তো চোখ-কান বুজে বাড়িতে ব'সে থাকতে পারি নে—লোকের বিপদে আপদে খবর নিতে হয়।" একজন ছোকরা মাস্টার কহিল, "তা হ'লে অসুখের খবরটা বিনয়বাবুর চেয়ে আপনিই ভাল ক'রে জানেন।"

ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তা জানি—মেয়েটা ধাড়সেছে।" সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "সে আবার কি ?"

ঘনশ্যাম হাসিয়া কহিল, "বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যেমন বালসায় না, ধেড়ে মেয়েরা তেমনই ধাড়সায়।"

"রোগের লক্ষণ কি কি ?"

ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিল, "কি আবার লক্ষণ! মাথা-ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, মন আনচান করা, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা।"

"চিকিৎসা করছে কে ?"

"আমাদের বুড়ো কার্ত্তিক।" ঠোঁট দুইটা চাপিয়া, চোখ বুজিয়া, ঘাড় নাড়িয়া, ঘনশ্যাম কহিল, "কিন্তু কিছু ফল হচ্ছে না। তরুণীর রোগে তরুণ ডাক্তার দরকার—পরেশকে না ডাকলে সুবিধে হবে না বোধ হয়।"

ছোকরা মাস্টারদের একজন কহিল, "পরেশবাবুকে তো আগেই ডাকা উচিত ছিল—ঠাট্টা ক'রে বলছি না, সত্যই বেশ চিকিচ্ছে করেন।

বিনয়বাবুর মেয়ের অসুখের সময়ে যে ভাবে চিকিচ্ছে করলেন।” ঘনশ্যাম কথাটা লুফিয়া লইয়া কহিল, “চমৎকার! আমিও তো তাই বলছি! তা ছাড়া ঠিক ঘরের ছেলের মত! ফীয়ের তাগিদ নেই—অথচ প্রাণ দিয়ে চিকিচ্ছে করে। রোগী সেরে উঠলেও ছ'মাস পর্য্যন্ত ত্বুবেলা খবর নেয়।” বলিয়া বিনয়ের দিকে কটাক্ষ করিয়া মুচকি হাসিল। হেড পণ্ডিত প্রতিবাদ করিয়া কহিল, “আপনার যেমন কথা! কোথায় খবর নেয়? আমার গিন্নীর তো ওই চিকিচ্ছে করেছিল—ফী অবশ্য নেয়নি, কিন্তু এখন একবারও ডেকে জিজ্ঞাসা করে না—কেমন আছে।” ঘনশ্যাম ভ্রূ কুঁচকাইয়া প্রশ্ন করিল, “আপনার গিন্নীর বয়স কত?” হেড পণ্ডিত কহিল, “কত আবার? চল্লিশ পার হয়েছে।” চোখ ত্বুইটা বড় করিয়া ঘনশ্যাম কহিল, “তা হ'লে আর কি আশা করেন আপনি? চিকিচ্ছে করেছে, পয়সা নেয়নি, সারিয়েও দিয়েছে। কুলীন বামুন তো, একটি ষোড়শী বধূ সংগ্রহ ক'রে আনুন না, পরেশ আপনার বৈঠকখানাতেই ডিসপেন্সারি তুলে নিয়ে যাবে দেখবেন।”

ছোকরা মাস্টারদের একজন কহিল, “ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন। যা শোনা গেল, তাতে বোঝা যাচ্ছে, আপনি আর বিনয়বাবু ত্বুজনেই ঔষধবাহকের কাজ করেছেন—আপনি দৈহিক ঔষধ, আর বিনয়বাবু মানসিক ঔষধ।”

ঘনশ্যাম বাধা দিয়া ডান হাতের তর্জ্জনী প্রসারিত করিয়া কহিল, “বললাম যে, মাত্র একদিন। বিনয় অবশ্য রোজ ত্বুবেলা—” বিনয় কহিল, “আপনিও তো সকাল-সন্ধ্যে—” ঘনশ্যাম কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, “তাই তো বলছিলাম, আমাদের গাঁয়ের লাইব্রেরীতে সেই সেকেলে পচা পুরানো বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের বই ছাড়া তো কিছু পাওয়া যায় না—ওসব বই গাদা গাদা পড়লেও রোগ সারবে না।

আজকালকার তরুণ সাহিত্যিকদের দু-দশখানা বই পড়াও। আমাদের পাশের গাঁ বড়জুড়িতে নূতন লাইব্রেরী খুলেছে, সব পাওয়া যায়।"

একজন প্রশ্ন করিল, "আপনি পড়েছেন বুঝি?" ঘাড় নাড়িয়া ঘনশ্যাম কহিল, "পড়েছি দু-চারখানা।" চোখে ও মুখে ভাল-লাগা-সূচক ভঙ্গী করিয়া কহিল, "এক-একখানা বই যেন এক-এক-দলা মদনানন্দ মোদক—পড়লেই মন চন্‌মন্ ক'রে ওঠে, মনে হয়—"

"কি মনে হয়?"

"মনে হয়, ঘর-ঘরণী ছেলে-মেয়ে ছেড়ে পালিয়ে যাই।"

"কোথায়? বানপ্রস্থে নাকি?"

"না কলকাতায়, সেখানে গিয়ে আবার কলেজে ভর্ত্তি হই।"

সকলে সবিস্ময়ে কহিল, "কলেজে ভর্ত্তি হ'তে চান কেন?"

ঘনশ্যাম মৃদু হাসিয়া চোখ ঠারিয়া কহিল, "আরে ভায়া! আজকাল কলকাতার কলেজগুলো তো সব এক-একটি বৃন্দাবন—যত কিছু প্রণয়লীলা সব তো ওখানেই।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সকাতরে কহিল, "আমরাও কলকাতার কলেজে পড়েছিলাম একদিন, কিন্তু এমনই কপাল—কলেজের চৌহদ্দীর মধ্যে মেয়েমানুষের গন্ধটুকু পর্য্যন্ত কোনদিন পাইনি। মেসের সামনে দিয়ে কোনদিন মেয়ে-স্কুলের গাড়ি গেলে একসঙ্গে সবাই হন্যে হয়ে উঠতাম।"

স্কুল বসিবার ঘণ্টা বাজিয়া গেল। কাজেই পর-চর্চ্চা ও রস-চর্চ্চা বন্ধ করিয়া শিক্ষকদিগকে নিজ নিজ ক্লাসে চলিয়া যাইতে হইল।

বেলা দুইটা। সুখদা তাহার দুই বৎসরের খোকাটিকে কোলের কাছে লইয়া দ্বৈপ্রহরিক নিদ্রায় নিমগ্না। ছোট খুকী বৈঠকখানার মেঝেতে

বসিয়া পুতুল খেলিতেছিল; ববি খাটে বসিয়া বাবার আনিত উপন্যাসটি পাঠ করিতেছিল। হঠাৎ ক্রিং-ক্রিং করিয়া সাইকেলের ঘণ্টা বাজিতেই ববি বইটা বন্ধ করিয়া খাড়া হইয়া বসিল; খুকী লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "পরেশদাদা আসছেন দিদি! আমার ছোট খুকীটার জ্বর হয়েছে; পরেশদাদাকে একবার হাতটা দেখাতে হবে। টাকা তো আমি দিতে পারব না—তুমি একবার ব'লে দাও না এসে।" বলিয়া কাছে আসিয়া ববির বাম হাতটা ধরিল। ববি হাসিয়া কহিল, "তুই নিজে বল্‌গে না—আমার কথা শুনবেন কেন?" খুকী দুই চোখ নাচাইয়া কহিল, "হ্যাঁ, শুনবেন না বইকি! তোমাকে কত ভালবাসেন।" ববি কৃত্রিম কোপের সহিত ধমক দিয়া কহিল, "ওসব কথা বলতে নেই; কারও কাছে বলবি না; তোরও যেমন দাদা, আমারও তেমনিই; আমাকে—" পরেশ বৈঠকখানার সামনে আসিয়া ব্রেক কষিয়া দাঁড়াইতেই খুকী ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া সাগ্রহে কহিল, "পরেশদাদা, একটিবার আসুন না।" পরেশ ঔৎসুক্যের সহিত কহিল, "কি হয়েছে?" খুকী দুই চোখ বড় করিয়া কহিল, "ভারী বিপদ! ছোট খুকীটার জ্বর—কি যে করব আমি!" পরেশ ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া, আশ্বস্ত হইয়া, কৃত্রিম আগ্রহের সহিত কহিল, "তাই নাকি! চল দেখিগে"—বলিয়া ঘরে ঢুকিতেই ববিকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ববি ইতিমধ্যে বইটা খুলিয়া একটা পাতার দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া বসিয়াছিল—পরেশ স্মিতমুখে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "বাড়িতে বিপদ, তুমি নিশ্চিন্তে ব'সে ব'সে বই পড়ছ!" ববি উপন্যাসের পৃষ্ঠা হইতে চোখ না তুলিয়া মৃদু হাসিল। পরেশ কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া কহিল, "কি বই পড়া হচ্ছে দেখি!" বইটা দেখিয়া কৃত্রিম বিস্ময়ে দুই চোখ বড় করিয়া কহিল, "ওরে বাবা! এইসব বই পড়ছ নাকি আজকাল?" তাড়াতাড়ি বইটা বন্ধ করিয়া মুখ তুলিয়া

চাহিয়া ববি কহিল, "কেন, কি হবে পড়লে ?" জবাব না দিয়া পরেশ কহিল, "কে দিলে তোমাকে এই বই ?" ববি পাংশুমুখে কহিল, "বাবা এনেছিলেন।"

"তোমাকে পড়তে বলেছেন ?"

লজ্জিত মুখে ববি কহিল, "না।"

"তবে পড়ছ কেন ?"

ববি উৎকণ্ঠিত মুখে কহিল, "বইটা কি খারাপ ?"

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া ভুরু দুইটি নাচাইয়া কহিল, "অত্যন্ত খারাপ। বিশেষ কুমারী মেয়েদের পক্ষে—পড়লেই বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়, আর বিয়ে না হ'লে—"

মুখ রাঙা করিয়া ববি কহিল, "যান।"

পরেশ কহিল, "বিশ্বাস না হয়তো পড়, কিন্তু পরে আমাকে দোষ দিও না, তখন যে বলবে—" খুকী এতক্ষণ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ছিল, কিন্তু পরেশ পা-দুই আগাইয়া, খাটে বসিয়া কথাবার্ত্তা চালাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া, তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "পরেশদাদা! আমার খুকীকে দেখবেন না ?" পরেশ বাক্যস্রোত সংবরণ করিয়া কহিল, "ও! তাই তো! ভুলে গেছি ভাই, চল, চল।"

একটি বিস্কুটের টিনের ভিতরে রঙিন শাড়ির টুকরা দিয়া তৈয়ারি ছোট-ছোট কাঁথা দিয়া পুরু শয্যা রচনা করা হইয়াছে। তাহার উপরে লম্বালম্বি ভাবে চার-পাঁচটি কাপড়ের তৈয়ারি ছোট-ছোট বালিস তাহাতে মাথা দিয়া পাশাপাশি চার-পাঁচটি সাদা কাঁচের পুতুল জামা-কাপড় পরিয়া শুইয়া আছে। ইহাঁদের মধ্যে একটি পুতুলের সর্ব্বাঙ্গ একটি রঙিন কাঁথা দিয়া ঢাকা। পরেশ পুতুলের বাক্সটির পাশে উবু হইয়া বসিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "এইগুলি বুঝি তোমার খোকা-খুকী ?" খুকী পাশে বসিয়া মুখখানি ম্লান করিয়া কহিল, "খোকা

আর কই? সবই তো খুকী!” কৃত্রিম সহানুভূতির সহিত পরেশ কহিল, “আহা! তবে তো তোমার ভারী মুস্কিল! বিয়ে দিতে দিতেই ফতুর হয়ে যাবে!” বিষণ্ণ মুখে খুকী কহিল, “আর বিয়ে! যা অসুখ আরম্ভ হয়েছে, বাঁচুক আগে সব।” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “ওঃ হ্যাঁ, তা, তোমার কোন্ খুকীটির অসুখ?” আঙুল বাড়াইয়া কহিল, “ওই কাঁথা-চাপা-দেওয়াটির বুঝি?” খুকী ঘাড় নাড়িয়া ‘হাঁ’ জানাইয়া কহিল, “ওর হাতটা একবার দেখুন।” পরেশ কাঁথাটি সরাইয়া আঙুল দিয়া পুতুলটির সর্ব্বাঙ্গ টিপিয়া দেখিয়া মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া কহিল, “সত্যি! ভারী অসুখ!” খুকী উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিল, “বাঁচবে তো?” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “হ্যাঁ, বাঁচবে বইকি, তবে অনেকদিন চিকিচ্ছে করতে হবে। তোমার দিদির যেমন অসুখ হয়েছিল, তাই। কিন্তু খুকী, তোমার অন্য খুকীগুলিকে পাশেই শুইয়ে রেখেছ কেন? ওদের অন্যত্রে সরিয়ে দাও। রোগটা ছোঁয়াচে কিনা!” খুকী দিদির দিকে তাকাইয়া কহিল, “শুনছ দিদি! কি বলছেন? এখন আমি কি করি? তুমি তো আর পুতুল খেল না, তোমার টিনের বাক্সটা আমাকে দেবে?” পরেশ কহিল, “তোমার দিদি পুতুল খেলে না?” খুকী ঘাড় নাড়িয়া ‘না’ জানাইয়া কহিল, “দিদিকে একটু ব’লে দিন না পরেশদাদা।” পরেশ ববির দিকে তাকাইয়া কহিল, “তোমার দিদিকে ব’লে কিছু ফল হবে না, খুকী! দেখছ না—তোমার এত বিপদেও কেমন গ্যাঁট হয়ে ব’সে আছে!” খুকী মুখ-চোখ ঘুরাইয়া কহিল, “সত্যি পরেশদাদা। ওরা সব অমনই! সারারাতটা মেয়েকে নিয়ে জেগে ব’সে থাকি, একবারও কেউ চোখ চেয়ে দেখে না। কি করব বল—আমার অদেষ্ট।” ববি নতমুখে ডান হাত দিয়া বাম হাতের নখ খুঁটিতেছিল, কটাক্ষে খুকীর দিকে তাকাইয়া কৃত্রিম কোপের সহিত কহিল, “পাকা ঝুনো মেয়ে!” পরেশ

কহিল, "তা ও কি করবে? তোমরা কেউ খোঁজ নাও না।" খুকীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "তা তোমার কোন ভাবনা নেই খুকী! আমি তোমার মেয়ের চিকিচ্ছে করব—রোজ দুবেলা এসে দেখে যাব।" খুকী পরম পুলকিত ভাবে কহিল, "সত্যি! তুমি আমায় বাঁচালে পরেশদাদা!" পরেশ হাত পাতিয়া কহিল, "তা হ'লে আমার ফী?" খুকী দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, "ওমা! তোমাকে আবার ফী দিতে হবে নাকি? তা হ'লে তো—" পরেশ স্মিতমুখে কহিল, "কি তা হ'লে?" খুকী কহিল, "তা হ'লে বুড়ো কার্ত্তিককেই ডাকতাম।" পরেশ মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "ও! আমাকে ফী দিতে হবে না ভেবেই বুঝি ডেকেছ?" হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ববির দিকে থিয়েটারী ভঙ্গীতে হাত বাড়াইয়া বক্তৃতার সুরে কহিল, "অয়ি মোর প্রথমতমা রোগিণী! তোমারও কি তাই মত?" ববি লজ্জারক্ত মুখখানি তুলিয়া কহিল, "বারে! আমি কি জানি?" খুকীর দিকে সকোপ-ভঙ্গীতে তাকাইয়া কহিল, "এক ফোঁটা মেয়ের যত সব পাকা-পাকা কথা!" পরেশ কোমরের দুই পাশে দুই হাত রাখিয়া ববির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "বেশ! আমি চ'লে যাচ্ছি—বিনা ফীতে আর তোমাদের বাড়িতে পা দেব না। যদিও এক গেলাস জল খেয়ে যাব ভেবেছিলাম, ভারী তেষ্টা পেয়েছে—তা হ'লেও যারা—আমার চেয়ে বুড়ো কাত্তিককে ভা—ভা—পছন্দ করে, তাদের বাড়িতে আর জলগ্রহণ করব না—প্রতিজ্ঞা করলাম।" ববি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, "ওমা! তাই নাকি? তা এতক্ষণ বলেননি কেন? আপনি একটুখানি দাঁড়ান পরেশদাদা, আমি জল আনছি।"—বলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই পরেশ পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না কোন দরকার নেই। প্রতিজ্ঞা যখন করেছি, আজীবন তা আমাকে

রক্ষা করতে হবে।" বিস্ময়ে দুই চোখ ডাগর করিয়া ববি কহিল, "ওমা! সে আবার কি? আপনি পাগল হয়েছেন নাকি?" ঘাড় নাড়িয়া দুই চোখ বুজিয়া পরেশ কহিল, "না।" চোখ খুলিয়া দৃষ্টি ববির মুখের দিকে একাগ্র করিয়া কহিল, "ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা ক'রে আমরণ আইবুড়ো কাটিয়ে দিয়েছিলেন, আর আমি এই সামান্য প্রতিজ্ঞাটা রাখতে পারব না—তবে, অবশ্য জলের বদলে অন্য কিছু খেতে পারি, যেমন শরবত।" ববি ব্যস্তসমস্তভাবে কহিল, "বেশ! তাই ক'রে আনছি, পথ ছাড়ুন।"

পরেশ তেমনই দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "উঁহু! তা হবে না। তোমার হাতের শরবত হ'লে চলবে না।" খুকীর দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া কহিল, "যে অপমান করেছে, তাকে নিজের হাতে তৈরি ক'রে আনতে হবে।"—বলিয়া ববির চোখের সহিত চোখ মিলাইয়া ইঙ্গিতময় দৃষ্টিভঙ্গী করিল। ববি লজ্জিত মুখে কহিল, "ছাড়ুন না, ও পারবে না, আমি নিয়ে আসছি।"

খুকী এতক্ষণ অনুতপ্ত মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, কহিল, "তুমি থাক, দিদি! আমি তো শরবত করতে পারি, আমিই নিয়ে আসছি। ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করি, ডাক্তারকে চটালে কি আমার চলে!"—বলিয়া চলিয়া গেল।

খুকী বাহির হইয়া যাইতেই ববি চৌকিটার কাছে গিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। পরেশ কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, "মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও দেখি।" ববি প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিশ্চল। পরেশ কহিল, "দাঁড়াবে না?" ববি নিরুত্তর। পরেশ ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, "বেশ! দাঁড়াবে না তো! তা হ'লে আমি চলে যাচ্ছি।"—বলিয়া বার-দুই নড়িয়া-চড়িয়া জুতার শব্দ করিতেই ববি মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কেন?" পরেশ কহিল, "বলছি, তুমি আগে দাঁড়াও।" ববি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতেই

পরেশ ঝুঁকিয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া এপাশ-ওপাশ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ববি হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "ও কি হচ্ছে?" পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, "পরীক্ষা করছি, তোমার কুলীন-চূড়ামণি বর তোমাকে পছন্দ করবেন কি না।" ববি শুষ্কমুখে প্রশ্ন করিল, "তার মানে?" পরেশ খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া ববির মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "তোমার মা বলছিলেন আজ, আসছে মাঘে তোমার বিয়ে হবে, দেশের সেরা কুলীন বর খুঁজে বের করতে হবে এবং আমাকেই। যত শীঘ্র পারি কোমরে চাদর বেঁধে বেরিয়ে পড়ব ভাবছি।" ববি সভয়ে কহিল, "তাই নাকি?" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া তিক্ত ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ। যার তার হাতে কি তোমাকে দেওয়া যায়! ভাল বংশ হবে, ভাল চাকরি করবে।" হঠাৎ কাছে সরিয়া আসিয়া অনুনয়ের সহিত কহিল, "তোমার বিয়ে হ'লে কিন্তু একটি কাজ ক'রো ববি। আমাকে একটি সার্টিফিকেট লিখে দিও নিজের হাতে।" ববি বিস্ময়ের সহিত কহিল, "কেন?" পরেশ কহিতে লাগিল, "লিখে দিও—আমি বহুদিন যাবৎ নানাবিধ দৈহিক ও মানসিক রোগে ভুগিতেছিলাম, বহু চিকিৎসকের কাছে বহু চিকিৎসা করাইয়াও কিছুই ফল পাই নাই। শেষে ডাক্তার পরেশচন্দ্র আচার্য্য এম. বি.-র চিকিৎসায় সম্পূর্ণরূপে সারিয়া উঠিয়াছি। দেহের বল, নয়নের নিদ্রা, রূপের জৌলুস ও মনের আনন্দ সব ফিরিয়া পাইয়াছি। আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি—তরুণীদের চিকিৎসায়, বিশেষ করিয়া মানসিক রোগের, ইনি সিদ্ধহস্ত; এমন ঔষধের ব্যবস্থা করেন যে তাহা সেবন করিবামাত্র যাবতীয় রোগ চিরতরে দেহ ও মন ছাড়িয়া পলায়ন করে। আমি বাংলা দেশের তারুণ্যরোগাক্রান্তা তরুণীদিগকে ডাক্তার আচার্য্যের চিকিৎসাধীনে থাকিবার জন্য পরামর্শ দিতেছি।"—বলিয়া দম লইবার জন্য চুপ করিতেই ববি কহিল, "আপনার তরুণী রোগিণীটি

কেমন আছে পরেশদাদা ?” পরেশ তাড়াতাড়ি “ভাল” বলিয়া কহিতে লাগিল, “আমি সেই সার্টিফিকেট বাঁধিয়ে আমার ডিসপেন্সারিতে টাঙিয়ে রেখে দেব ; তার নকল ক’রে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে ছাপতে পাঠিয়ে দেব।” দুই চক্ষু বুজিয়া পরেশ কহিল, “আমি দিব্য-চক্ষে দেখতে পাচ্ছি—অদূর-ভবিষ্যতে আমার ডিসপেন্সারিতে বাংলা দেশের নানা ধরণের নানা বরণের তরুণীদের ভিড় লেগে গেছে। তাদের রোগের দাওয়াই বাতলাতে বাতলাতে আমি পরেশ আচার্য্য—”

ববি ম্লান হাসিয়া কহিল, “একটি চমৎকার ধরণের—চমৎকার বরণের তরুণীকে বিয়ে ক’রে ফেলেছি।” পরেশ কহিল, “পাগল! বিয়ে আমি করব না। তোমাদের মত রোগিণীদের কৃতজ্ঞতাই হবে আমার একমাত্র পাওনা। সুস্থ দেহে সুস্থ মনে সুখের সংসারে স্বামী, পুত্র-কন্যা নিয়ে আনন্দ-সাগরে সাঁতার দিতে দিতে হয়তো এই ডাক্তারটির কথা এক একবার মনে পড়বে তোমাদের, হয়তো কোনদিন—”

ববি এতক্ষণ তাহার দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল, বাধা দিয়া কহিল, “আপনার এই রোগিণীটি কি রকম দেখতে ?” সন্দিগ্ধ কণ্ঠে পরেশ কহিল, “কেন বল দেখি ?” মাথায় ঝাঁকানি দিয়া ববি কহিল, “বলুন না।” পরেশ কহিল, “মন্দ নয়।”

ভ্রূ দুইটি কুঁচকাইয়া ববি কহিল, “সুন্দরী তো ?” ঢোক গিলিয়া পরেশ কহিল, “হ্যাঁ, সুন্দরী, গায়ের রঙ ফরসা, চোখ-মুখ-নাক—” ববি বাধা দিয়া কহিল, “বড়লোকের মেয়ে ?” পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, “তা বড়লোকের মেয়ে বইকি! রোজ চার টাকা ক’রে ফী দিচ্ছে।” ঠোঁট দুইটি চাপিয়া, বাম চোখটা একটু ছোট করিয়া, মাথাটা উপরে নীচে নাড়িয়া ববি কহিল, “ওঃ! তাই!” পরেশ উৎসুক কণ্ঠে কহিল, “কি ?” সহসা দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে ববি কহিল,

"মেয়েদের চিকিচ্ছে ক'রে আপনার কাজ নেই পরেশদাদা।"—বলিয়া পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পরেশ হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

এক গ্লাস শরবত হাতে খুকী আসিয়া হাজির হইতেই পরেশ তাহার হাত হইতে গ্লাসটি লইয়া কহিল, "তোমার দিদি কি করছে?" খুকী মুরুব্বিয়ানার সহিত কহিল, "কি জানি! চোখে নাকি কি ঢুকেছে, বলছে—খচ্‌খচ্‌ করছে। জলের ঝাপটা দিচ্ছে ব'সে ব'সে।" পরেশ ঢক্ ঢক্ করিয়া শরবতটা গিলিয়া খুকীর হাতে গ্লাসটি ফেরত দিয়া সাগ্রহে কহিল, "তোমার দিদিকে আমার কাছে ডেকে আন না খুকী। আমি এখনই ভাল ক'রে দেব।" খুকী মুখ-চোখ ঘুরাইয়া কহিল, "তা আমি বলতে বাকি রেখেছি নাকি! বললাম পরেশদাদা রয়েছেন, এস এখনই সারিয়ে দেবেন। তা কথা শোনবার মেয়ে নাকি? বলতেই যেন মারতে এল। আমার এত সহ্যি হয় না, বাপু! একে মেয়ের অসুখের জন্যে মন আমার কেমন হয়ে রয়েছে। তা আপনি আর দাঁড়িয়ে থেকে কি করবেন, ও আসবে না।" পরেশ চিন্তিতমুখে কিছুক্ষণ খুকীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা! আমি যাচ্ছি। সন্ধ্যেবেলায় তোমার মেয়ের খবর নিয়ে যাব।" খুকী ম্লান মুখে কহিল, "ফী তো আমি দিতে পারব না।"

পরেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "ফী তোমাকে দিতে হবে না খুকী! এক কাপ চা খাইয়ে দিও, তা হ'লেই হবে।"

ছুটির পর আপিসে বসিয়া হেডমাস্টার মহাশয় খাবার খাইতেছিলেন। প্রতিদিন স্কুলের ছুটির পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আপিসের কাজ

করিতে হয়। সেইজন্য বাড়ি হইতে গৃহিণী টিফিন-ক্যারিয়ারে ভরিয়া খাবার ও থার্মোফ্লাস্ক ভরিয়া গরম চা পাঠাইয়া দেন।

হেডমাস্টার মহাশয়ের একটি কদভ্যাস—খাইবার সময়ে কাহারও সহিত গল্প না করিতে পারিলে খাইয়া তৃপ্তি পান না; বাড়িতে খাওয়ার সময়ে গৃহিণী সর্ব্বদা সম্মুখে থাকেন। আপিসেও খাদ্য ও পেয়ের সঙ্গে তিনিও যদি আসিতে পারিতেন, হেডমাস্টার মহাশয় খুশি হইতেন। আধুনিকভাবাপন্না গৃহিণীরও আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই পোড়া পাড়াগাঁয়ে তাহাতে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হইবে ভাবিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। ফলে, তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে কোনদিন বিনয়, কোনদিন ঘনশ্যাম, কোনদিন উভয়েই ছুটির পর হেডমাস্টার মহাশয়ের খাওয়ার সময়ে উপস্থিত থাকেন।

আপিসের টেবিলে খাতাপত্র, দোয়াত, কলম ইত্যাদি সরাইয়া স্কুলের চাকর রতন, মাস্টার মহাশয়ের খাবার সাজাইয়া রাখিয়াছিল। চারিটি অ্যালুমিনিয়মের বাটী পাশাপাশি রক্ষিত—একটিতে লুচি, একটিতে ডাল, একটিতে তরকারী ও আর একটিতে গোটাকয়েক রসগোল্লা। টিফিন-ক্যারিয়ারের ফ্রেমটি ডান পাশে চিৎ করিয়া শোয়ানো; তাহারই পাশে থার্মোফ্লাস্কটি খাড়া দণ্ডায়মান। হেডমাস্টার মহাশয়ের সম্মুখে টেবিলের এপাশে বিনয় ও ঘনশ্যাম চেয়ারে উপবিষ্ট।

হেডমাস্টার মহাশয় একটা লুচিতে কতকটা তরকারী মুড়িয়া, একসঙ্গে সবটা মুখে পুরিয়া দিতেই বিনয় 'হাঁ হাঁ' করিয়া বলিয়া উঠিল, "করছেন কি, করছেন কি—গলায় আটকে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবেন যে!" হেডমাস্টার মহাশয় গাল ফুলাইয়া চিবাইতে চিবাইতে হাত ও ঘাড় নাড়িয়া অভয় দিলেন। ঘনশ্যাম কনুই দিয়া বিনয়কে গুঁতাইয়া কহিল, "ধড়ফড় না ক'রে রতনাকে জল আনতে বল না।" বিনয় উঠিয়া বাহিরে গিয়া হাঁকিতে লাগিল, "রতনা! রতনা!" রতন

সাড়া দিল, “যাই আজ্ঞে।” বিনয় আসিয়া বসিল। হেডমাস্টার মহাশয় ততক্ষণ লুচির দলাটা অবলীলাক্রমে গলাধঃকরণ করিয়া আর একটা লুচিতে হাত দিয়াছেন। বিনয়কে দেখিয়া হাসিয়া কহিলেন, “এত ছট্‌ফট্ করছিলেন কেন? বামুনের ছেলে নয় ব'লে কি একখানা লুচি গিলতেই কাবু হয়ে যাব?” ঘনশ্যাম মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, “বাহাদুরি আর কি!” জ্বলন্ত চক্ষে বিনয়ের দিকে তাকাইয়া কহিল, “নিজে গেলো না? না, কাউকে গিলতে দেখনি? তবে অমন হৈ-হৈ করছিলে কেন? যত সব—” বিনয় কহিল, “তা কি করব! যদি একটা কিছু বিপদ হয়ে যেত; উনি তো আমাদের মত পাড়াগেঁয়ে নন যে, এক এক গ্রাসে এক এক গণ্ডা লুচি গিলতে পারবেন।”

রতন কাচের গ্লাসে করিয়া জল আনিয়া হাজির করিল। বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া গ্লাসটি রতনের হাত হইতে লইয়া হেডমাস্টার মহাশয়ের সামনে ধরিয়া কহিল, “একটু জল খান দেখি।” হেডমাস্টার মহাশয় গ্লাসটি লইয়া স্মিতমুখে কহিলেন, “কিছু দরকার ছিল না, তবে আপনি বলছেন—” বলিয়া কতকটা জল গিলিয়া গ্লাসটি টেবিলের উপরে রাখিলেন। বিনয় আসিয়া চেয়ারে বসিয়া কহিল, “এ সব গলার কসরৎ কি আপনাদের চলে? আমি জানি কিনা—আমার শ্বশুরবাড়ি শহরে যে।” ঘনশ্যাম খ্যাঁক করিয়া উঠিল, “শহরে যে! ভারী তো শহর! কলকাতার সঙ্গে তার তুলনা হয়? মাস্টার মশাই খাস কলকাতার লোক।” হেডমাস্টার মহাশয় খাইতে খাইতে ঘাড় নাড়িয়া প্রতিবাদ করিলেন। মুখের খাদ্য গিলিয়া কহিলেন, “আমাদের আসল বাড়ি পাড়াগাঁয়েই। অবশ্য কলকাতাতেই মানুষ হয়েছি। বাবা কলকাতায় চাকরি করতেন কিনা। তবে, আমার শ্বশুরবাড়ী খাস কলকাতায়।”

ঘনশ্যাম ঘন ঘন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “জানি, জানি, বলতে হবে

না—আচার-ব্যবহার, চাল-চলন দেখলেই বুঝা যায়।" বিনয়ের দিকে —আড়চোখে চাহিয়া মাথাটা উঁচাইয়া কহিল, "তোমার গিন্নীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছ? মেলে কিছু?" বিনয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঘনশ্যাম বার দুই সশব্দ নিশ্বাস টানিয়া বিনয়ের দিকে তাকাইয়া কহিল, "তরকারীটার কি রকম সুগন্ধ বেরিয়েছে দেখছ? পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের হাতের তৈরি ব'লে মনে হচ্ছে?" হেডমাস্টারের দিকে তাকাইয়া কহিল, "ওটা বুঝি—" হেডমাস্টার মহাশয় স্মিতমুখে কহিলেন, "কপির ডালনা।" ঘনশ্যাম দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, "এমন সময় এখানে কপি?" হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, "দাদা পাঠিয়ে দিয়েছেন।" লজ্জিতমুখে কহিলেন, "বেশি পাঠাতে পারেননি, রেলে পাঠিয়েছেন তো। না হ'লে আপনাদের বাড়িতে—" বিনয় বাধা দিয়া কহিল, "কিছু দরকার নেই—যা নিশ্বাস টেনেছেন তাতে শুধু ওই কপির ডানলার নয়, আপনার বাড়িতে যে কপিগুলো এখনও আছে, তাদের থেকেও রস-কস সব টেনে নিয়েছেন। এ বৎসর আর ওঁর কপি খাওয়ার দরকার হবে না।" ঘনশ্যাম রুষ্টনেত্রে তাকাইয়া কহিল, "তোমার ভাল লাগছে না বুঝি!" ঠোঁটের কোণ দুইটা একটু প্রসারিত করিয়া ভ্রূ দুইটি নাচাইয়া কহিল, "ও! তোমার যে আবার শহুরে গিন্নী, আমার মনে ছিল না।" বিনয় কর্ণপাত না করিয়া হেডমাস্টার মহাশয়ের উদ্দেশে কহিল, "মিস মিত্র কেমন আছেন?" হেডমাস্টার কহিলেন, "আগের মতই। কার্ত্তিকবাবুর ওষুধে কোন কাজ হচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে না।" খাওয়া শেষ করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "তা ছাড়া ওঁর উপর আরতির বেশ 'ফেথ' আছে ব'লে মনে হয় না।" বিনয় আগ্রহের সহিত কহিল, "আমি আপনাকে বলেছিলাম তখন, আমাদের পরেশকে ডাকুন। নূতন পাস করা হ'লে কি হয়, বেশ চিকিচ্ছে করে।" ঘনশ্যাম

মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "বাজে কথা ব'লো না, বিনয়। ডাক্তারি আর ওকালতি চুল না পাকলে পাকা হয় না। দেখনি আমাদের শহরে অনেকগুলিই তো নতুন নতুন গোঁফ-দাড়ি-চাঁচা, হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট-পরা, ইংরেজী-বুলি-ঝাড়া ডাক্তার বসেছে, তবু পুরানো হারাণ ডাক্তারকে কেউ হারাতে পারেনি—এক মুখ গোঁফ-দাড়ি নিয়ে আর ধুতি-কোট প'রে হারাণ এখনও ঠিক আগের মতই চালাচ্ছে।"

বিনয় বিজ্ঞের মত গম্ভীর-মুখে কহিল, "তা হ'তে পারে। তবে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান দিন-দিন এগিয়ে চলেছে, দিন-দিন নতুন নতুন ওষুধ, নতুন নতুন চিকিৎসা-প্রণালী—" ঘনশ্যাম ধমকের স্বরে কহিল, "তুমি আর বিজ্ঞানের কথা ব'লো না বিনয়! কি জান তুমি বিজ্ঞানের? ছেলেবেলায় পাঠশালায় বস্তু-পাঠ পর্য্যন্ত তো বিজ্ঞানের বিদ্যে তোমার।" বিনয় তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল, "আপনিই বা কি এমন সার্ জগদীশ? বিদ্যে তো আপনারও তাই। হেডমাস্টার মশায়ই বলুন না—আমার কথা সত্যি কিনা। উনি জানেন না—এ কথা তো বলতে পারবেন না।" ঘনশ্যাম কোণঠাসা হইয়া মুখের স্বাভাবিক ঘন কৃষ্ণবর্ণ ঘনতর করিয়া কহিল, "আমি কিছুই বলছি না, বলবও না। তবে অভিজ্ঞতাই হ'ল চিকিৎসকের আসল জিনিস—তা যে যাই বলুন।" হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, "ঘনশ্যামবাবু যা বলছেন খুব সত্য কথা। কথায় আছে—সহস্র-মারী চিকিৎসক—অর্থাৎ অন্তত হাজারবার শক্ত রোগী নিয়ে যমের সঙ্গে টাগ্-অফ্-ওয়ার না করলে সত্যিকার চিকিৎসক হওয়া যায় না।" বিনয় বাধা দিয়া কহিল, "সে দিক্ দিয়ে কার্ত্তিক ডাক্তারের মত চিকিৎসক আর নেই। দেখুন না—ভৈরবপুরের অত বড় হাটটাই উঠে গেল।" হেডমাস্টার মহাশয় বিস্মিতমুখে কহিলেন, "কেন?" বিনয় কহিল, "কার্ত্তিকের

চিকিচ্ছের চোটে ও তল্লাটের সব মরে ভূত হয়ে গেল যে।" ঘনশ্যাম এতক্ষণ বিনয়ের মুখের দিকে জ্বলন্ত চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া খড়-চাপা আগুনের মত ধোঁয়াইতেছিল, হঠাৎ দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া দাঁত মুখ খিঁচাইয়া কহিল, "এখন তো খুব নিন্দে করছ, কিন্তু পরেশ আসবার আগে ওকেই তো পায়ে তেল দিয়ে ডাকতে হ'ত।" বিনয় বেপরোয়া ভাবে কহিল, "হ'ত বটে, কিন্তু আপনার মত পায়ে তেল দিয়ে নয়—রীতিমত ফী দিয়ে।" ঘনশ্যাম কহিল, "ফী দেওয়ার দুঃখ এখনও সামলাতে পারনি দেখছি, তাই যা-তা ব'লে নিন্দে সুরু ক'রে দিয়েছ। আর আমার কথা—আমার কাছে ফী নেবে কি ক'রে কার্ত্তিক ডাক্তার? আমার সাক্ষাৎ পিসতুতো ভাইয়ের সাক্ষাৎ পিসতুতো শালা যে!" হেডমাস্টার মহাশয় ঠোঁটে-ফুটিয়া-উঠা মুচকি হাসিকে সবলে চাপা দিয়া কহিলেন, "ও সব তর্ক যাক। আমার স্ত্রীর ইচ্ছা, একবার পরেশবাবুকে ডাকা।" ঘনশ্যামের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "আপনার কি ওঁর সঙ্গে—" ঘনশ্যাম প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আজ্ঞে না, বিনয়ের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা। ওর বাড়িতেই হামেশাই যায় আসে।" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। হেডমাস্টার মহাশয় বিনয়কে কহিলেন, "আপনার মেয়ের শরীর কি এখনও বেশ সুস্থ হয়নি?" বিনয় কহিল, "অসুখ কিছু এখন নেই, তবে দুর্ব্বলতা এখনও সম্পূর্ণভাবে সারেনি।" ঘনশ্যাম চোখ মটকাইয়া কহিল, "যা সেরেছে, তার বেশি সারলে তোমার দফাও সারা হয়ে যাবে। এমনই তো বাড়ন্ত গড়ন তোমার মেয়ের, তার উপর যদি গায়ে গত্তি লাগে তো নাকে তেল দিয়ে আর ঘুমানো চলবে না—চাল-চিঁড়ে বেঁধে পাত্র খুঁজতে বেরুতে হবে।" বিনয় জবাব দিল না, জবাব দিলেন হেডমাস্টার মহাশয়, "পাত্র আর খুঁজতে বেরুতে হবে কেন? পরেশবাবুকেই জামাই করুন না কেন।" বিনয়

ম্লান-হাসি হাসিয়া কহিল, "এত ভাল ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়া কি আমার অবস্থায় কুলোবে!" ঘনশ্যাম মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "কুলোলেও চলবে না। পরেশ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ছেলে, ওর বাপ-ঠাকুরদাদা চিরদিন পুরুতগিরি ক'রে গেছে; ও যত ভাল ছেলেই হোক, কোন কুলীন বামুন ওর হাতে মেয়ে দেবে না। দিলেও সমাজ তা সহ্য করবে না। তা ছাড়া—"

হেডমাস্টার মহাশয় উৎসুক কণ্ঠে কহিলেন, "তা ছাড়া, কি?" বিনয় বাধা দিয়া কহিল, "ও সব মিথ্যে কথা! গাঁয়ের লোকের কারসাজি।" ঘনশ্যাম বাধা দিয়া কহিল, "মিথ্যে কথা বইকি! যারা নিজের চোখে দেখেছে, তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে দেখগে—কি বলে!" বিনয় কহিল, "কারা দেখেছে শুনি! তোমাদের পরাণ চাটুয্যে আর শ্রীমতী বামনী তো? ওরা নিজেরা যেমন, তেমনি বিশ্বসুদ্ধ সবাইকে দেখে।" ঘনশ্যাম কণ্ঠস্বর চড়াইয়া কহিল, "যা জান না, তা নিয়ে কথা বলতে এস না। মহেশ আচার্য্য মারা যাবার পর—যুগল আগুরী যে ওদের অভিভাবক হয়েছিল, তা কে জানে না গাঁয়ে?" হিংস্র হাসি হাসিয়া কহিল, "যুগল শুধু বিষয়-সম্পত্তিরই ভার নেয়নি, বাল-বিধবার জীবন-যৌবনেরও ভার নিয়েছিল।" হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, "ব্যাপারটা খুলেই বলুন না।" ঘনশ্যাম কহিল, "কি আর ব্যাপার! যৌবনে পরেশের মায়ের চরিত্র ভাল ছিল না, বামুনের মেয়ে হয়ে একটা আগুরীকে—" বিনয় বাধা দিয়া কহিল, "আমি বলছি, শুনুন—পরেশের বাবা যখন মারা যায়, তখন ওর বয়স এক বৎসরের বেশি ছিল না। পরেশের বাবা বিষয়-সম্পত্তি, টাকাকড়ি রেখে গিয়েছিল—আর রেখে গিয়েছিল স্ত্রীর রূপ আর যৌবন। রাস্তায় এঁটো পাতা ফেলে দিলে যেমন তার চারিদিকে কুকুরদের ভিড় লেগে যায়, তেমনই পরেশদের বাড়িতে গাঁয়ের মুরুব্বিদের

ভিড় লেগে গেল। কে দখল নেবে, তাই নিয়ে সুরু হয়ে গেল মারামারি, কাড়াকাড়ি। পরেশের মা বেগতিক দেখে যুগল আগুরীর শরণাপন্ন হ'ল। যুগলের হাতে ছিল পয়সা, গায়ে ছিল অসাধারণ শক্তি, আর তাঁবেদারে ছিল—গাঁয়ের তেঁতুলে বাগ্দীদের লাঠিয়ালদের দল।" হেডমাস্টার মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, "যুগলের সঙ্গে মহিলার আগে কোন পরিচয় ছিল?" ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "ছিল বইকি! মহেশ আচার্য্য বেঁচে থাকতেই যুগল ওদের বাড়িতেই যাওয়া-আসা করত, অনেকে বলে পরেশ নাকি—" বিনয় বাধা দিয়া কহিল, "যুগল ছিল মহেশ আচার্য্যের বাল্যবন্ধু—ছোটবেলায় পাঠশালায় একসঙ্গে পড়ত। তা ছাড়া একটা সুবাদও ছিল, যুগলের মা ছিল মহেশের ধর্ম্ম-মা।" ঘনশ্যাম হাসিয়া কহিল, "তাই সেই সুবাদে যুগল হ'ল মহেশের স্ত্রীর ধর্ম্ম-স্বামী।" হেডমাস্টার মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, "মহিলাটি দেখতে কি রকম ছিলেন?" বিনয় কহিল, "সুন্দরী। পরেশকে দেখেননি? ঠিক অমনই গায়ের রঙ, অমনই মুখের গঠন, তবে—" ঘনশ্যাম বলিয়া উঠিল, "পরেশের মুখের চেহারা ওর মায়ের মত নয়। যুগলকে যারা দেখেছে—তারা বলে, অনেকটা যুগলের মত।" বিনয় ঘনশ্যামের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজের কথার টানে বলিতে লাগিল, "তবে পরেশের যেমন লম্বা-চওড়া, হৃষ্ট-পুষ্ট চেহারা তেমন নয়—ছিপছিপে লম্বা।"

ঘনশ্যাম কহিল, "পল্লবিনী লতেব—যুগলের ভাগ্য ভালই ছিল।" হেডমাস্টার মহাশয় হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "যাকগে ওসব বাজে কথা! পরেশবাবুকে একবার ডাকতে হবে, আমার তো দেখতেই পাচ্ছেন কাজের ভিড়, একেবারে সময় নেই। ঘনশ্যামবাবুর পরেশবাবুর ওপর যা ভালবাসা দেখছি তাতে—' বিনয় বলিয়া উঠিল, "খুব ভালবাসা! রাত দুপুরে অসুখ-বিসুখ হ'লে পরেশকে ছাড়া কাউকে

ডাকেন না। পাছে পরেশ কিছু মনে করে, এই ভয়ে ফী তো দেনই না, এমন কি বাড়ির কলাটা মূলোটা পর্য্যন্ত পাঠাতে সঙ্কোচ বোধ করেন।" হেডমাস্টার বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "আপনিও পরেশবাবুকে ডাকেন নাকি? তবে যে বললেন, কার্ত্তিকবাবু আপনার খুব নিকট-আত্মীয়!" ঘনশ্যাম গম্ভীর মুখে কহিল, "কার্ত্তিকবাবু রাতের ডাকে আজকাল বেরোতে চান না কিনা, তাই ডাকতে হয়। তা ছাড়া পাড়ায় থাকে, না ডাকলে কিছু মনে করতেও পারে।"

বিনয় কহিল, "দিনে না ডাকলে বুঝি কিছু মনে করতে নেই?" ঘনশ্যাম মুচকি হাসিয়া টানিয়া টানিয়া কহিল, "ডাকলেও আসে না যে! স্ত্রীর বয়স হয়েছে, বড় মেয়েটা শ্বশুরবাড়ীতে, বাকি মেয়েগুলো নেহাৎ ছোট।" হেডমাস্টার মহাশয় ও বিনয় একসঙ্গে কহিল, "তার মানে?" ভ্রূ দুইটা তুলিয়া চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "মানে বাড়িতে বেশ যুৎসই মেয়েমানুষ না থাকলে পরেশ বাবাজী আসতে পছন্দ করে না।" বিনয় রাগিয়া উঠিয়া কহিল, "একটু বুঝে-শুঝে কথা বলবেন।" হেডমাস্টার মহাশয়ও বিরক্তির সহিত কহিলেন, "কোনও ভদ্রলোক সম্বন্ধে এ সব কথা বলবেন না ঘনশ্যামবাবু, বিশেষ ক'রে একজন ডাক্তারের সম্বন্ধে—এতে তাঁর প্র্যাক্‌টিসের অত্যন্ত ক্ষতি হ'তে পারে।" ঘনশ্যাম ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, "যা সত্যি, তা বলব না?"

হেডমাস্টার মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "একজন ডাক্তার জীবনে মেয়েদের সঙ্গে মেশবার এবং তাদের সম্বন্ধে জানবার এত সুযোগ পায় যে, মেয়েদের সম্বন্ধে তাদের মোহ সাধারণতঃ অত্যন্ত ফিকে হয়ে ওঠে, কাজেই তারা আপনার আমার মত এত সহজে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে না।" বিনয় কহিল, "সত্যি।" বলিয়া মুচকি হাসিতেই ঘনশ্যাম ধারালো কণ্ঠে কহিল, "হাসিটা কি জন্মে হ'ল?" বিনয় পুরাপুরি

হাসিয়া কহিল, "এমনই হাসছি, তাতে আপনার রাগ কিসের?" ঘনশ্যাম মুখ-চোখ কঠিন করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, হেডমাস্টার মহাশয় তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "তা হ'লে বিনয়বাবু, আপনিই একবার পরেশবাবুকে ডাকবেন। আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে বলবেন। নিজে যেতে পারলাম না, ব'লে যেন কিছু মনে না করেন।" বিনয় কহিল, "কিছু মনে করবে না সে, তেমন ছেলেই নয়; একবার আলাপ হ'লেই বুঝতে পারবেন।"

স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সুখদা উৎকণ্ঠিত মুখে বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। বিনয় ভাল করিয়া খাইয়া স্কুলে যায় নাই—এই চিন্তা আজ সারাদিন তাহার মনে খচখচ করিয়াছে। দুপুরে সুনিদ্রা হয় নাই, তিনটা বাজিতে না বাজিতে উঠিয়া পড়িয়াছে; উনুনে আঁচ দিয়া খাবার তৈয়ারী করিয়াছে, এবং চারটা বাজিতে না বাজিতে ঘর-বাহির করিতে সুরু করিয়াছে।

বৈঠকখানার অদূরে বিনয়ের মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র সুখদা দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, তাহার দ্রুত পলায়ন বিনয় দেখিতে পাইল এবং দেখিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। কেমন করিয়া গৃহিণীর সমীপে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিবে, ছেলেমেয়েদের কাহাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিলে মৈত্রী-স্থাপন ব্যাপারটা দ্রুত অগ্রসর হইবে, ঘরে ঢুকিবার সময়ে মুখে গুরু-গাম্ভীর্য্য অথবা হালকা হাসি ফুটাইবে, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে সে সারাপথ আসিয়াছিল, সহসা অন্য পক্ষকে সন্ধি-স্থাপনে ব্যগ্র দেখিয়া এক মুহূর্ত্তে নিজের

কর্ম্মপ্রণালী স্থির করিয়া ফেলিল। বাড়িতে পা দিয়াই শান্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত জামা-কাপড় ছাড়িয়া নিদারুণ ক্লান্তির সহিত ববিকে ডাকিয়া কহিল, "এক গেলাস জল দে তো মা! ভারি তেষ্টা পেয়েছে।" ববি কহিল, "সে কি বাবা! খাবার খাবে না?" পরম ঔদাস্যের সহিত বিনয় কহিল, "থাক্‌গে, খাবার হয়েছে কি না কে জানে? এক গ্লাস জল দে শিগগির, আমাকে আবার এখনই বেরুতে হবে।"

সুখদা হাতে খাবারের থালা লইয়া গম্ভীর মুখে আসিয়া হাজির হইয়া ববিকে কহিল, "একটা আসন পেতে দে আর এক গেলাস জল নিয়ে আয়।" ববি তাড়াতাড়ি আসন পাতিতে লাগিল। বিনয় পরম বিস্ময়ের সহিত কহিল, "খাবার হয়েছে নাকি? মিছিমিছি কষ্ট ক'রে—মানে—ক্ষিদে নেই, এক গেলাস জল খেলেই হ'ত।" আসন পাতিয়া দিয়া ববি জল আনিতে যাইবামাত্র সুখদা বিনয়ের দিকে অগ্নিময় কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "বাহাদুরি করতে হবে না, খেতে ব'স। নিজে অপমান ক'রে আবার রাগ করা হচ্ছে!" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিনয় কহিল, "রাগ! রাগ আর কার ওপর করব? করলে অদৃষ্টের ওপরেই করতে হয়। না হ'লে এক বলি, আর অন্য মানে হয়?" ববি জল লইয়া আসিয়া হাজির হইল। সুখদা স্বাভাবিক কণ্ঠে বিনয়কে কহিল, "খেতে ব'স।" ববিকে কহিল, "পান সাজ্‌গে যা।" ববি চলিয়া গেল; কিন্তু বিনয় তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া সুখদা চাপা স্বরে চক্ষের ইঙ্গিতে কহিল, "ব'স বলছি—না হ'লে জান তো? সাতদিন মুখে জল পর্য্যন্ত দেব না।" অনশন ও মৌনাবলম্বন মহাত্মা গান্ধীর মত সুখদারও রণনীতির অঙ্গ ছিল; স্বামীর সহিত কলহ করিয়া দিনের পর দিন না খাইয়া থাকিত, কাহারও সহিত কথা বলিত না, সমস্ত সংসার সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত। কাজেই বিনয় ভয় পাইয়া খাইতে বসিয়া কহিল, "এত খেতে

পারব না।” সুখদা কহিল, “খুব পারবে। একখানা ফেলে রাখ তো দেখবে কি করব আমি।” কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া খাওয়া চালু করিয়া দিয়া কহিল, “ব’সে ব’সে খাও। চা ক’রে নিয়ে আসছি আমি।” বলিয়া চলিয়া গেল।

এক পেয়ালা চা হাতে সুখদা ফিরিয়া আসিল এবং বিনয়ের থালার পাশে নামাইয়া দিয়া সামনে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া কহিল, “এখন আবার কোথায় বেরোচ্ছ?” বিনয় কহিল, “পরেশের কাছে যেতে হবে একবার।” বিস্ময়ের সহিত সুখদা কহিল, “পরেশের কাছে কেন?” বিনয় কহিল, “হেডমাস্টার মশায়ের দরকার, ওঁর শালীর অসুখ, পরেশকে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন।” সুখদা প্রশ্ন করিল, “ওঁর শালী এসেছেন বুঝি! কি হয়েছে?” বিনয় তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, “শহুরে মেয়েদের যা হয়, আর কি? বুক ধড়ফড়, মন আন্‌চান।” সুখদা জিজ্ঞাসা করিল, “বিয়ে হয়েছে?”

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, “না।”

“বয়স কত?”

“কত আর হবে! বাইশ কি তেইশ।”

দুই চোখ কপালে তুলিয়া সুখদা কহিল, “ওমা! এখনও বিয়ে হয়নি! আমার যে ও-বয়সে দুটো মেয়ে হয়ে গিয়েছিল।” ভ্রূ নাচাইয়া বিনয় কহিল, “কি ক’রে বিয়ে হবে? বি. এ. পাস করেছে যে! মাস্টারি করে, মাসে একশো টাকা মাইনে।” কিছুক্ষণ একদৃষ্টে বিনয়ের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সুখদা কহিল, “তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?” এক মুহূর্তে সতর্ক হইয়া উঠিয়া বিনয় কহিল, “না, আমার সঙ্গে আলাপ হবে কি ক’রে?” ভ্রূ দুইটি কিঞ্চিৎ কুঁচকাইয়া সুখদা কহিল, “তবে এত সব খবর জানলে কি ক’রে?” বিনয় জবাব দিল, “শুনেছি। আমাদের ঘনশ্যাম রোজ যায় কিনা, ও বলছিল।” জেরা

হইল, "তুমি হেডমাস্টারের বাড়ি যাও না ?" বিনয় উত্তর দিল, "যাই বইকি ! বাইরে-বাইরে দেখা ক'রেই চলে আসি।"

"লেখাপড়া জানা ধিঙ্গী মেয়ে বাইরে আসে না ?" ঢোক গিলিয়া বিনয় কহিল, "আসে হয়তো, আমার সঙ্গে দেখা হয়নি কোনদিন।"

"কি জাত ওরা ?"

"কায়স্থ। সেই জন্যেই তো বিয়ে হচ্ছে না। অনেক টাকা খরচ না করলে ভাল পাত্র জোটানো ওদের সমাজে মুস্কিল, না হ'লে ও রকম শিক্ষিতা মেয়ে, দেখতে-শুনতেও—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বিনয় হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। সুখদা প্রশ্ন করিল, "কি রকম দেখতে-শুনতে ?"

"মন্দ কি !" বলিয়া বিনয় আহারে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করিল। সুখদা কহিল, "রঙ কেমন ? ফরসা ?"

বিনয় মুখ না তুলিয়াই ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল।

সুখদা কহিল, "চেহারা ?"

বিনয় মুখ তুলিয়া কোনমতে কহিল, "চলনসই।" বলিয়া শ্যালিকাপ্রসঙ্গ শেষ করিয়া দিবার জন্য কহিল, "তোমার দাদাকে চিঠি লিখেছ নাকি ?"

সুখদা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না। কে লিখবে ? তুমি আজ রাত্রে লিখে দিও।" তারপর চোখের দৃষ্টি খরতর করিয়া, সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, "আচ্ছা, তুমি যে বলছিলে ওকে দেখনি, তবে ওর রঙ কি রকম, চেহারা কি রকম, জানলে কি ক'রে ? চা খাইতে খাইতে বিনয় কহিল, "ঘনশ্যাম বলছিল।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তা ছাড়া একদিন দূর থেকে দেখেছিলাম, বেড়াতে যাচ্ছিল।"

সুখদা বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "ওমা ! মেম সাহেবের মত দিনের বেলায় বেড়ায় ? একা, না কারও সঙ্গে ?" বিনয় কহিল, "হেডমাস্টার

মহাশয়ের বাড়ির পিছনটা তো সব ফাঁকা মাঠ, লোকজনেরও বেশি যাওয়া-আসা নেই, সেইখানে বেড়ায়।”

সুখদা প্রশ্ন করিল, “তুমি সেখানে গেলে কি ক’রে?” বিনয় ভয়ে ভয়ে কহিল, “আমি হেডমাস্টার মহাশয়ের বাড়ি যাচ্ছিলাম, ও বেড়াতে বেরোচ্ছিল, তখন একবার একচোখ দেখে নিয়েছিলাম।” কঠোর কণ্ঠে সুখদা কহিল, “পরের মেয়েদের দিকে ফ্যালফ্যাল ক’রে তাকাতে তোমাদের লজ্জা হয় না?” বিনয় ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, “একবার তাকাতে দোষ কি? মানে—না তাকালেও তো চোখে পড়ত!” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মাথাটা ঠিক করিয়া লইয়া কহিল, “তোমরা তাকাও না বুঝি! এই যে সেদিন বলছিলে, তোমাদের নতুন মাস্টারটির চেহারা বেশ, বলতে বলতে একেবারে গদগদ হয়ে উঠেছিলে।” ভ্রূ বাঁকাইয়া, চোখে শাণ দিয়া, রুষ্টকণ্ঠে সুখদা কহিল, “যা-তা ব’লো না বলছি! ছোট ভাইয়ের বয়সী ছেলে, তার সঙ্গে জড়িয়ে ঠাট্টা করতে লজ্জা করে না!” বিনয় কহিল, “আমারও তো ছোট বোনের বয়সী।” শ্লেষোক্ত কণ্ঠে সুখদা কহিল, “ছোট বোনের বয়সী তো তাকে দেখবার জন্যে মাঠে-ঘাটে ছুটোছুটি করছ কেন?” বিনয় আর্ত্তকণ্ঠে কহিল, “বা রে! ছুটোছুটি আবার কখন করলাম? বলছি যে, এমনই হঠাৎ চোখে প’ড়ে গিয়েছিল, ইচ্ছে ক’রে দেখিনি।”

এমন সময়ে পরেশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—“কাকাবাবু আছেন নাকি?” বিনয় হাঁকিয়া উত্তর দিল, “এই যে! এস হে।” সুখদা চাপা গলায় বিরক্তির সহিত কহিল, “আবার আসা কেন! বৈঠকখানাতেই বসুক, ওখানেই যাও তুমি।” ইতিমধ্যে খুকী ছুটিয়া বাহিরে গিয়াছিল, পরেশকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিল। পরেশের মুখে হাসি, ডান হাতে একটা ওজন করিবার যন্ত্র। বিনয় কহিল, “এটা

দিয়েই বুঝি ওজন করতে হয় ?” পরেশ ‘হ্যাঁ’ বলিয়া যন্ত্রটা মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়া একটা মোড়া টানিয়া বসিয়া কহিল, “রোগীরা সব কোথায় ?” বিনয় কহিল, “ববি তো ?”

পরেশ মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, “ববি তো বটেই, তা ছাড়া আর একটি নতুন রোগী হয়েছে আপনার বাড়িতে।” বিনয় ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, “নতুন রোগী কে ?” পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, “সাধে কি বলে—আপনারা কেউ কিছু খবর রাখেন না।” সুখদার দিকে তাকাইয়া কহিল, “কাকীমাও কিছু জানেন না বুঝি ?” সুখদা বিহ্বল মুখে ঘাড় নাড়িল। এমন সময়ে খুকী দুই প্রসারিত করতলে তাহার রুগ্না মেয়েটিকে সাবধানে শোয়াইয়া পরেশের সামনে আনিয়া ধরিল। দেখিয়া বিনয় ও সুখদা একসঙ্গে কহিল, “ওঃ ! এই রোগী ! আমরা ভাবি কে আবার !” বলিয়া উভয়ে একযোগে নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলিল। সুখদা কহিল, “মুখপুড়ীর ওই হচ্ছে আর কি !” পরেশ গম্ভীরমুখে রোগী দেখিয়া খুকীকে কহিল, “যাও শোয়াও গে। ঠাণ্ডা লাগিও না। ওষুধ পাঠিয়ে দেব এখন। যা যা ব’লে গেছি, করেছ তো ?” খুকী ঘাড় নাড়িয়া ‘হাঁ’ জানাইল। পরেশ কহিল, “ফিরে এসে আমার ফীয়ের ব্যবস্থা ক’রো।” বিনয় কহিল, “ফী-টা কি ?” পরেশ হাসিয়া কহিল, “এক কাপ চা।” গম্ভীর হইয়া কহিল, “ববিকে একবার ডাকুন, ওজনটা নিয়ে নিই। আর দেখুন—” বলিয়া পকেট হইতে রঙিন কাগজের বাক্সে মোড়া একটা ডাক্তারী ঔষধের শিশি বাহির করিয়া কহিল, “এই ওষুধটা দিয়ে যাচ্ছি, রোজ দুবেলা এক এক ডোজ ক’রে খাওয়াবেন। ওষুধ খাওয়ার নিয়ম শিশির গায়েই লেখা আছে।” সুখদা কহিল, “কি হবে এতে ?” পরেশ কহিল, “শরীরটা সেরে উঠবে।”

বিনয় কহিল, “দাম কত হে ?”

পরেশ কহিল, "দাম লাগবে না। আমাকে এ ওষুধ কিনতে হয়নি—একজন ওষুধের দোকানের দালাল নমুনা হিসাবে দিয়ে গিয়েছিল।"

সুখদা কহিল, "তা হ'লেও তোমার দাম নেওয়া উচিত বাবা। অন্য কাউকে দিলে তো দাম নিতে।"

পরেশ নীরস কণ্ঠে জবাব দিল, "তা নিতাম বটে। তবে অন্য লোকের সঙ্গে—যাক্‌গে—ওষুধটা খাওয়ান, ফল হয় তো দাম দেবেন।" বিনয়ের দিকে তাকাইয়া কহিল, "আমাকে উঠতে হবে এখনই, কাজ আছে একটু। ববিকে ডাকুন।" বিনয় কহিল, "কোথায় যাবে?" পরেশ কহিল, "কার্ত্তিকবাবুর ওখানে নেমন্তন্ন আছে রাত্রে ওঁর বাড়িতে খাবার জন্যে।" বিনয় ও সুখদা উভয়ে একসঙ্গে কহিল, "হঠাৎ নেমন্তন্ন! এতদিন এত শত্রুতা করছিল!" পরেশ মুচকি হাসিয়া কহিল, "কি জানি!" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আজকাল ভাবটা বেশ একটুখানি বদলেছে ব'লে মনে হয়। সেদিন একটা কেসে আমাকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন।" বিনয় সবিস্ময়ে কহিল, "তাই নাকি?" পরেশ কহিল, "তা ছাড়া আজকাল রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে আগের মত মুখ ঘুরিয়ে নেন না, বরং হেসে কথা বলেন। মাঝে মাঝে ডিসপেন্সারিতে বসিয়ে পাড়াগাঁয়ে চিকিৎসা করবার রীতিনীতি সম্বন্ধে উপদেশও দেন।" বিনয় কহিল, "এই দেখ, বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম, তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম এখনই।" ঔৎসুক্যের সহিত পরেশ কহিল, "কেন?" বিনয় কহিল, "আমাদের হেডমাস্টার মশায় তোমাকে কাল একবার ডেকেছেন।"

পরেশ নীরস কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "প্রয়োজন?"

"তাঁর শালী এখানে হাওয়া বদলাতে এসেছেন।" পরেশ হাসিয়া কহিল, "বেশ তো, বদলান। এখানের হাওয়া তো আমার একচেটিয়া সম্পত্তি নয় যে, আমার অনুমতি নিতে হবে।" বিনয় হাসিয়া ফেলিয়া

কহিল, "তা বলছি না। তবে তাঁর বুকের দোষ আছে কিনা।" পরেশ কহিল, "থাকলেই বা, কার্ত্তিকবাবু তো দোষ সারবার দাওয়াই দিচ্ছেন। আমাকে আবার ডাকাডাকি কেন?" বিনয় কহিল, "কার্ত্তিকের দাওয়াইয়ে কোন কাজ হচ্ছে না যে! তাই ওঁর ইচ্ছে—" ভ্রূ কুঁচকাইয়া পরেশ কহিল, "ওঁর ইচ্ছে হ'লেই যে আমাকে ছুটতে হবে, তাঁর সঙ্গে আমার এমন কিছু বাধ্য-বাধকতা নেই।" বিনয় লজ্জিত মুখে কহিল, "তা অবশ্য নেই। তিনি নিজেই আসতেন, কাজের ভিড়ে আসতে পারছেন না। তাই আমাকে বললেন—মানে—তুমি আমার এখানে প্রায়ই আস শুনেছেন কিনা—" পরেশ বাধা দিয়া কহিল, "দেখুন কাকাবাবু! আপনার বলাতেই আমি যেতাম। কিন্তু কার্ত্তিকবাবু যখন রোগী দেখেছেন, তখন আমার সরাসরি যাওয়া উচিত নয়। তবে কার্ত্তিকবাবু যদি পরামর্শ করবার জন্যে নিজে আমাকে ডাকেন তো আমি যেতে পারি।" বিনয় কাঁচুমাচু মুখে কহিল, "বেশ! আমি তাই বলব।"

খুকী এক কাপ চা আনিয়া হাজির করিল। পরেশের হাতে দিয়া কহিল, "কালও আসবেন কিন্তু।" পরেশ কহিল, "নিশ্চয়! এমন নগদ ফী পেলে আবার ডাক্তার না আসে?" বিনয় খুকীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ববি কি করছে রে? ডেকে দে তো। আর দেখ্, চায়ের জল কি শুধু এক কাপ-এর জন্যই চড়িয়েছিলি? মানে—আমার জন্যে, মানে—" পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "আজ ঠাণ্ডাটা একটু বেশি পড়েছে, না?" সুখদা কহিল, "আবার চা কেন? এই খেলে যে!" বিনয় কাঁচুমাচু মুখে কহিল, "তা খেলাম বটে, তবে থাক্।" খুকী কহিল, "গরম জল এখনও আছে বাবা, আমি চা ক'রে নিয়ে আসছি।" বলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিনয় হাঁকিয়া কহিল, "আর তোর দিদিকেও ডেকে আনবি।"

কিছুক্ষণ পরে চায়ের পেয়ালা হস্তে ববির আবির্ভাব ঘটিল। ধীরপদে নতমুখে বিনয়ের কাছে গিয়া তাহার হাতে পেয়ালাটা দিয়া, তাহার অন্য পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ চা পান শেষ করিয়া পেয়ালাটা মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়া ববির দিকে তাকাইয়া কহিল, "এখানে একবার এস দেখি, ওজনটা একবার নিয়ে নিই।"

ববি আনত মুখে বাম পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া মেঝেটা খুঁটিতে খুঁটিতে নিম্নকণ্ঠে বিনয়কে কহিল, "কেমন ক'রে ওজন করতে হয়, তুমি দেখে নাও বাবা, পরে তোমার কাছে ওজন হব।" বিনয় ববির দিকে তাকাইয়া সস্নেহে কহিল, "লজ্জা করছে? পরেশের কাছে লজ্জা কি মা! যা।" ববি আবদারের সুরে কহিল, "না বাবা।" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। বিনয় স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "তুমি ওজন হবে নাকি? যাও না।" সুখদা বিনয়ের দিকে সকোপ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "ওই রকমই বুদ্ধি কিনা!" তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "নিজে যাও না।" স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে ক্রোধের আভাস দেখিয়া বিনয় ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, "আমি যাব? কি বল হে পরেশ! আমিই যাই তা হ'লে।" পরেশ বিরস মুখে কহিল, "বেশ তো, তাই আসুন।"

ঘোষালপাড়া ও চক্রবর্ত্তীপাড়ার মাঝখানে যে প'ড়ো জমিটা লইয়া দুই পাড়ার মধ্যে অনেকদিন ধরিয়া মামলা-মকদ্দমা চলিয়াছিল, কার্ত্তিক ডাক্তারের ডিসপেন্সারি সেইখানেই। ঘোষাল ও চক্রবর্ত্তী উভয় পক্ষই কার্ত্তিক ডাক্তারকে এই জমিটা রীতিমত দানপত্র লিখিয়া দান করিয়াছে। কার্ত্তিক ডাক্তারের বাড়ি এ গ্রামে নয়; দামোদরের তীরে কোন এক পল্লীগ্রামে। আর. জি. কর স্কুল হইতে পাস করিয়া সেই-

কহিল, "তা বলছি না। তবে তাঁর বুকের দোষ আছে কিনা।" পরেশ কহিল, "থাকলেই বা, কার্ত্তিকবাবু তো দোষ সারবার দাওয়াই দিচ্ছেন। আমাকে আবার ডাকাডাকি কেন?" বিনয় কহিল, "কার্ত্তিকের দাওয়াইয়ে কোন কাজ হচ্ছে না যে! তাই ওঁর ইচ্ছে—" ভ্রূ কুঁচকাইয়া পরেশ কহিল, "ওঁর ইচ্ছে হ'লেই যে আমাকে ছুটতে হবে, তাঁর সঙ্গে আমার এমন কিছু বাধ্য-বাধকতা নেই।" বিনয় লজ্জিত মুখে কহিল, "তা অবশ্য নেই। তিনি নিজেই আসতেন, কাজের ভিড়ে আসতে পারছেন না। তাই আমাকে বললেন—মানে—তুমি আমার এখানে প্রায়ই আস শুনেছেন কিনা—" পরেশ বাধা দিয়া কহিল, "দেখুন কাকাবাবু! আপনার বলাতেই আমি যেতাম। কিন্তু কার্ত্তিকবাবু যখন রোগী দেখেছেন, তখন আমার সরাসরি যাওয়া উচিত নয়। তবে কার্ত্তিকবাবু যদি পরামর্শ করবার জন্যে নিজে আমাকে ডাকেন তো আমি যেতে পারি।" বিনয় কাঁচুমাচু মুখে কহিল, "বেশ! আমি তাই বলব।"

খুকী এক কাপ চা আনিয়া হাজির করিল। পরেশের হাতে দিয়া কহিল, "কালও আসবেন কিন্তু।" পরেশ কহিল, "নিশ্চয়! এমন নগদ ফী পেলে আবার ডাক্তার না আসে?" বিনয় খুকীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ববি কি করছে রে? ডেকে দে তো। আর দেখ্, চায়ের জল কি শুধু এক কাপ-এর জন্যই চড়িয়েছিলি? মানে—আমার জন্যে, মানে—" পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "আজ ঠাণ্ডাটা একটু বেশি পড়েছে, না?" সুখদা কহিল, "আবার চা কেন? এই খেলে যে!" বিনয় কাঁচুমাচু মুখে কহিল, "তা খেলাম বটে, তবে থাক্।" খুকী কহিল, "গরম জল এখনও আছে বাবা, আমি চা ক'রে নিয়ে আসছি।" বলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিনয় হাঁকিয়া কহিল, "আর তোর দিদিকেও ডেকে আনবি।"

কিছুক্ষণ পরে চায়ের পেয়ালা হস্তে ববির আবির্ভাব ঘটিল। ধীরপদে নতমুখে বিনয়ের কাছে গিয়া তাহার হাতে পেয়ালাটা দিয়া, তাহার অন্য পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ চা পান শেষ করিয়া পেয়ালাটা মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়া ববির দিকে তাকাইয়া কহিল, "এখানে একবার এস দেখি, ওজনটা একবার নিয়ে নিই।"

ববি আনত মুখে বাম পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া মেঝেটা খুঁটিতে খুঁটিতে নিম্নকণ্ঠে বিনয়কে কহিল, "কেমন ক'রে ওজন করতে হয়, তুমি দেখে নাও বাবা, পরে তোমার কাছে ওজন হব।" বিনয় ববির দিকে তাকাইয়া সস্নেহে কহিল, "লজ্জা করছে ? পরেশের কাছে লজ্জা কি মা! যা।" ববি আবদারের সুরে কহিল, "না বাবা।" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। বিনয় স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "তুমি ওজন হবে নাকি ? যাও না।" সুখদা বিনয়ের দিকে সকোপ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "ওই রকমই বুদ্ধি কিনা!" তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "নিজে যাও না।" স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে ক্রোধের আভাস দেখিয়া বিনয় ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, "আমি যাব ? কি বল হে পরেশ! আমিই যাই তা হ'লে।" পরেশ বিরস মুখে কহিল, "বেশ তো, তাই আসুন।"

ঘোষালপাড়া ও চক্রবর্ত্তীপাড়ার মাঝখানে যে প'ড়ো জমিটা লইয়া দুই পাড়ার মধ্যে অনেকদিন ধরিয়া মামলা-মকদ্দমা চলিয়াছিল, কার্ত্তিক ডাক্তারের ডিসপেন্সারি সেইখানেই। ঘোষাল ও চক্রবর্ত্তী উভয় পক্ষই কার্ত্তিক ডাক্তারকে এই জমিটা রীতিমত দানপত্র লিখিয়া দান করিয়াছে। কার্ত্তিক ডাক্তারের বাড়ি এ গ্রামে নয়; দামোদরের তীরে কোন এক পল্লীগ্রামে। আর. জি. কর স্কুল হইতে পাস করিয়া সেই-

খানেই প্র্যাক্‌টিস সুরু করিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়ার মাহাত্ম্যে অল্প-দিনের মধ্যেই ব্যবসা জমিয়া উঠিল, রোগীর ভিড়ে ডাক্তারের নাওয়া-খাওয়ার সময় রহিল না; ডাক্তার দুই হাতে পয়সা কুড়াইতে লাগিলেন। পৈতৃক মেটে খ'ড়ো বাড়ির জায়গায় একতলা পাকা বাড়ি উঠিল; জমি-জমা পুকুর-বাগান হইল। ডাক্তার-গৃহিণীর অঙ্গে ও ক্যাসবাক্সে স্বর্ণালঙ্কার ধরিবার স্থান রহিল না; পাশাপাশি দশ-বারোটা গ্রামের মধ্যে কার্ত্তিক ডাক্তার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশিদিন রহিল না। হঠাৎ দামোদরের গতি ও মতির পরিবর্ত্তন হইল; এতদিন ধরিয়া ওকূল ঘেঁষিয়া বহিতেছিল, ১৯১১ সালে এ কূলের উপর অনুকূল হইয়া উঠিল। কূলবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা কোলাহল সহকারে প্রতিবাদ করিল এবং গ্রাম্য-দেবতার দরবারে নজির ও নজরানা সহ আবেদন করিল। ফলে, ১৯১২ সালে দামোদর পাঁচখানা গ্রামের পাঁচ শত বিঘা জমি উদরসাৎ করিল। শঙ্কাতুর গ্রামবাসীরা রুষ্ট দামোদরকে শান্ত করিবার জন্য পূজার ব্যবস্থা করিল, এবং মেজাজ শান্ত হইলে পর-বৎসর প্রচুর উপচার সহ পূজা দিবার প্রতিশ্রুতি দিল, কিন্তু কিছুঁতেই কিছু হইল না। ১৯১৩ সালের বন্যায় প্রায় দশখানা গ্রাম দামোদরের গর্ভে নিশ্চিহ্নভাবে অন্তর্দ্ধান করিল। কার্ত্তিক ডাক্তার স্ত্রী ও সন্তানদের লইয়া একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করিয়া এই গ্রামে পিসতুতো ভাই অনুকূল চক্রবর্ত্তীর বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন। গ্রামের সকলে তাঁহাকে আগ্রহ ও আপ্যায়ন সহকারে গ্রহণ করিল। এ গ্রামে তখন ম্যালে-রিয়ার প্রকোপ দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল, অথচ ভাল ডাক্তার ছিল না। চার মাইল দূরে মনিয়াড়া গ্রামে সরকারী হাসপাতালে একজন ক্যাম্পবেল স্কুলে পাস-করা ডাক্তার ছিল বটে, কিন্তু তাহার হাকিমী মেজাজের জন্য লোকে তাহাকে পছন্দ করিত না। কাজেই সকলে

কার্ত্তিককে ধরাধরি করিয়া এই গ্রামেই বসাইয়া দিল। জমি দিল ও সেখানে সকলে চাঁদা করিয়া একটি ছোট মেটে বাড়ি তৈয়ারি করিয়া দিল এবং ভবিষ্যতে কিছু ভূসম্পত্তি করিয়া দিবার ভরসা দিল। কার্ত্তিক ডাক্তার নূতন করিয়া প্র্যাক্‌টিস সুরু করিলেন; কিছু টাকা ধার করিয়া অনুকূল চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় একটি ছোট ডিসপেন্সারি করিলেন। এখানেও নিজের কৃতিত্ব ও হাতযশ এবং গ্রামের লোকদের প্রাণপণ প্রচারকার্য্যের ফলে অল্প দিনেই তাঁহার বেশ পসার হইল। দিন দিন রোগীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; ব্যবসাক্ষেত্র ক্রমে প্রসারিত হইতে লাগিল; এবং বৎসর দুইয়ের মধ্যেই এমন অবস্থা করিয়া তুলিলেন যে, সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার বাবুটি পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া রোগীদের সহিত হাসিয়া কথা বলিতে সুরু করিলেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই কার্ত্তিক ডাক্তারের অবস্থা প্রায় আগের মতই হইয়া উঠিল। গ্রামের লোকদের তৈয়ারী করিয়া দেওয়া ছোট মেটে বাড়িটি ভাঙিয়া টিনের চালওয়ালা পাকা কোঠা তুলিলেন; গ্রামের শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্যে জমি-জমা পুকুর-বাগান কিনিলেন; ডিসপেন্সারিটি অনুকূল চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানা হইতে তুলিয়া আনিয়া নিজের বৈঠকখানায় বসাইলেন; ডিসপেন্সারির ঔষধ-পত্র ও সাজ-সরঞ্জাম বাড়াইলেন; গ্রামের একজন বেকার যুবককে কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করিলেন, এবং "জ্বরবজ্র" নাম দিয়া একটি ম্যালেরিয়া রোগের অমোঘ অথচ অল্পমূল্য ঔষধ বাহির করিয়া এ তল্লাটের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকদের অশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি অর্জ্জন করিলেন।

পরেশ কার্ত্তিক ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল, সামনে টেবিলের উপর কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালাইয়া, ডাক্তার চেয়ারে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছেন। কার্ত্তিক ডাক্তারের পরিধানে লংক্লথের কামিজের উপর গলাবন্ধ গরম কোট, পাড়হীন ধুতি,

কোঁচাটি পাট করিয়া পেটের উপরে গোঁজা, পায়ে অ্যাল্‌বার্ট স্লিপার, বুকের উপরে রূপার ঘড়ির চেনটি ঝুলিতেছে। কার্ত্তিক ডাক্তারের লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারা, বয়স পঞ্চাশের ওপরে; মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও পরিপুষ্ট গোঁফ,—চুল ও দাড়ি দুইই পাকিয়া প্রায় সাদা হইয়া গিয়াছে, মাথার ঠিক মাঝখানে মেয়েদের সিঁথির মত তেড়ি, চোখে নিকেলের ফ্রেমওয়ালা চশমা। ডাক্তারের সামনে টেবিলের উপর স্টেথোস্কোপ, প্রেসক্রিপশন লিখিবার কাগজ, দোয়াত-কলম, একটি অতি পুরাতন ডাক্তারী জার্নাল, একখানা বাংলা ডাক্তারী বই ইত্যাদি। কার্ত্তিক ডাক্তারের পাশে চেয়ারে ঘনশ্যাম বসিয়া আছে, গায়ে ফ্লানেলের হাতকাটা ফতুয়ার উপরে পাঁশুটে রঙের গরম আলোয়ান, পায়ে তালতলার চটি। ঘরের অন্যদিকে কম্পাউণ্ডার জগদীশ চক্রবর্ত্তী রোগীদের ঔষধ দিতে ব্যস্ত। ঔষধ তৈয়ারী করিতে হইতেছে না, আলমারির পাশে একটা প্রকাণ্ড জালায় সকাল হইতেই "জ্বরবজ্র" প্রস্তুত করা আছে। জগদীশ একটা অপরিচ্ছন্ন কলাই করা মগ ডুবাইয়া ঔষধ বাহির করিয়া শিশি ভরিতেছে, জানলার সামনে দণ্ডায়মান খরিদ্দারের হাতে দিতেছে ও পয়সা গণিয়া লইতেছে।

পরেশকে দেখিয়া কার্ত্তিক ডাক্তার মুখ ও চোখের ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। ঘনশ্যাম কহিল, "এস বাবাজী, তোমারই কথা হচ্ছিল এতক্ষণ। তা এত দেরি হ'ল যে? বিনয়ের ওখানে গিছলে বুঝি?" পরেশ চেয়ারে বসিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" ঘনশ্যাম কৃত্রিম উৎকণ্ঠার সহিত প্রশ্ন করিল, "বিনয়ের মেয়ের অসুখ এখনও চলেছে বুঝি?" পরেশ কহিল, "আজ্ঞে না। অসুখ সেরে গেছে। তবে টাইফয়েডের পর শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা ফিরে আসতে অনেক দেরি হয় কিনা, তাই এখনও ওষুধ চলছে।" কার্ত্তিক ডাক্তার তামাক খাইতে খাইতে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন। ঘনশ্যাম কহিল, "তাই

নাকি। তা হ'লে তো ভারি মুস্কিল। বিনয়ের ভাগ্য ভাল, তুমি গাঁয়ে বসেছ—একেবারে বাড়ির ডাক্তার, হুঁ করতেই হাজির হও, কিন্তু তুমি না থাকলে কি হ'ত বল দেখি?" পরেশ গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। কার্ত্তিক ডাক্তার নীরবে তামাক টানিতে লাগিলেন। ফতুয়ার পকেট হইতে নস্যের ডিবা বাহির করিয়া এক টিপ নস্য লইয়া ঘনশ্যাম কহিল, "হাতে আরও রোগী আছে তো? মানে—এই হ'ল কাজের বয়স। এক জায়গায় ব'সে সময় নষ্ট না ক'রে হরদম ছুটোছুটি করতে হবে। আমাদের কার্ত্তিকদাদা কি রকম খাটতেন, চোখে দেখেছি তো! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চোখ পর্য্যন্ত বুজতে চাইতেন না।" পরেশ কহিল, "কাজ থাকলে ছুটোছুটি করতে পারি। কিন্তু কাজ না থাকলেও—" ঘনশ্যাম কথাটা লুফিয়া লইয়া কহিল, "ছুটোছুটি করতে হবে, আর তাতেই কাজ হবে। গয়লাবাঁধের শশী ডাক্তার সকালে বেশ ক'রে এক পেট দুধ-চিঁড়ে খেয়ে, একটা লোকের মাথায় ডাক্তারী বাক্স চাপিয়ে, সারাদিন টো-টো ক'রে বিশখানা গাঁ ঘুরে আসত। সেই শশী ডাক্তারের শেষে কি পসার! বর্দ্ধমানের কোন এক ডাক্তারের কাছ থেকে নাকি ফিভার মিকশ্চারের প্রেসক্রিপশনটি শিখে এসেছিল, তারই জোরে মরবার সময়ে রেখে গেল মস্ত জমিদারি, বিস্তর টাকাকড়ি, রাজ-অট্টালিকার মত পাকা বাড়ি, আরও কত কি।" পরেশ মুচকি হাসিয়া ঘনশ্যামের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। কার্ত্তিক ডাক্তার কথাবার্ত্তার মোড় ঘুরাইবার জন্য কহিলেন, "তোমার সেই বড়জুড়ির কেসটার কি হ'ল?" পরেশ কহিল, "আজ সকালে একবার রেমিশান হয়েছিল। বিকালে ১০০° পর্য্যন্ত উঠেছে খবর পেলাম। দু-এক সপ্তাহের মধ্যে সেরে উঠবে বোধ হয়।"

"কুইনিন দাওনি?"

"ম্যালেরিয়া নয় ব'লেই মনে হচ্ছে—পুরোপুরি প্যারা-টাইফয়েড।"

কার্ত্তিক ডাক্তার দুই চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "না। এই যে জ্বরটুকু রয়েছে, ওটি কুইনিন না দিলে যাবে না। আজ দশ বছর ধ'রে এখানে প্র্যাক্‌টিস্ ক'রে এই আমি বুঝেছি যে, এখানে যে রোগই হোক না কেন, তার মূলে থাকে ম্যালেরিয়া। কাজেই যাই চিকিচ্ছে কর, ম্যালেরিয়ার চিকিচ্ছে না করলে রোগী সারবে না।"

পরেশ প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। ঘনশ্যাম কহিল, "উনি যখন বলছেন, তখন দাগ কয়েক কুইনিন খাইয়ে দিও বাবা। এ তল্লাটের লোকদের নাড়ি ওঁর হাতে বাঁধা কিনা, তাই কোথাও একটু খোঁচখাঁচ হ'লে উনি যতদূর বুঝবেন, তা তোমরা বুঝবে না।" কার্ত্তিক ডাক্তার গম্ভীর বদনে বসিয়া রহিলেন, পরেশ ডাক্তারী জার্নালটা টানিয়া লইয়া তাহাতে দৃষ্টি সংযোগ করিল। ঘনশ্যাম কহিল, "তা ছাড়া এত বড় একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার। কাজ না থাকলে যেখানে সেখানে বাজে গল্প না ক'রে, এখানে এসে ওঁর কাছে যদি ব'স, ওঁর চিকিৎসা-প্রণালী চোখে দেখ, ওঁর কাছে দুটো উপদেশ শোন তো আখেরে তোমার ভালই হবে। তোমরা পাসই করেছ, চিকিৎসা তো কিছুই শেখনি।"

চাকর আসিয়া খবর দিল, বাড়িতে ডাকছেন। কার্ত্তিক ডাক্তার কহিলেন, "যাচ্ছি, খবর দেগে। আর গড়গড়াটা নিয়ে যা। চাকর গড়গড়াটি লইয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। কার্ত্তিক ডাক্তার কম্পাউণ্ডারের উদ্দেশে কহিলেন, "সব রোগী বিদায় হ'ল হে জগদীশ?" জগদীশ টুলে বসিয়া, মাথা নীচু করিয়া, হিসাব মিলাইতেছিল, মাথা না তুলিয়া কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" ডাক্তার কহিলেন, "আমি বাড়ি যাচ্ছি। তুমি হিসাব ঠিক ক'রে, দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে, টাকা আর চাবি আমার হাতে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাবে।" জগদীশ কহিল,

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" কার্ত্তিক উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "এস বাবা পরেশ। এস হে ঘনশ্যাম।"

ডিসপেন্সারির পিছনেই কার্ত্তিক ডাক্তারের বাড়ির সদর দরজা। ঢুকিতেই বিস্তৃত উঠান; উঠানে চার-পাঁচটা ধানের মরাই। তাহাদের মাঝ দিয়া আসিয়া কতকটা আগাইলেই ডান দিকে তরি-তরকারির বাগান, বাম দিকে রান্নাঘর ও ভাঁড়ারঘর, সামনে চওড়া বারান্দা-বিশিষ্ট টিনের চালওয়ালা প্রকাণ্ড কোঠাঘর—নীচে দুইটি কুঠুরী, উপরে দুইটি কুঠুরী, বারান্দার কোলে একটি পাকা তুলসীমঞ্চ, তাহাতে একটি সতেজ, সুপুষ্ট ও শাখা-প্রশাখা পত্র-বহুল তুলসীগাছ; বারান্দার এক পাশে একটি দড়ির খাটিয়া, তাহার উপরে একটি কালো কম্বল বিছানো; নীচের দুইটি কুঠুরীর মাঝখানে একটি দরজা, তাহা দিয়া দোতলায় যাওয়া যায়; দরজাটির এক পাশে একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে।

বারান্দায় পা দিয়াই ডাক্তার হাঁকিলেন, "কোথায় গো?" রান্নাঘর হইতে গৃহিণীর সাড়া আসিল, "এই যে, যাই।" কার্ত্তিক—ঘনশ্যাম ও পরেশকে কহিলেন, "তোমরা ব'স," বলিয়া মুখের ইঙ্গিতে খাটটাকে নির্দ্দেশ করিলেন। ঘনশ্যাম চটি ও পরেশ জুতা খুলিয়া খাটে বসিল। ইতিমধ্যে বারান্দায় ডাক্তার-গৃহিণীর আবির্ভাব ঘটিল—মোটাসোটা মেয়েমানুষ; মেটে গায়ের রঙ; মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন; হাতে একহাত সোনার চুড়ি, গলায় মোটা বিছাহার, নাকে নাকছাবি; পরিধানে আধ হাত চওড়া কালো পাড়ওয়ালা শাড়ি ও শেমিজ। কাছে আসিতেই ডাক্তার কহিলেন, "পরেশ বাবাজী এসেছেন। ঘনশ্যাম ভায়াকেও ধ'রে আনলাম। খেতে দেবার ব্যবস্থা কর। আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।" ডাক্তার-গৃহিণী ঘোমটা একটু টানিয়া, পরেশের দিকে এক চোখ চাহিয়া লইয়া, মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি এস

শিগগির, রান্না-বান্না হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।" বলিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। ডাক্তার মাঝের দরজা দিয়া লণ্ঠন হাতে উপরে উঠিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার নামিয়া আসিলেন। কামিজ ও কোট খুলিয়া ফেলিয়াছেন, গায়ে শুধু একটি লংক্লথের ফতুয়া, পা খালি। রান্নাঘরের বারান্দার নীচে এক বালতি জল ছিল, সেখানে গিয়া ডাক্তার হাত-পা ধুইলেন। ইতিমধ্যে চাকর এক জোড়া খড়ম আনিয়া পাশে নামাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, খড়ম পায়ে দিয়া খটখট শব্দ করিতে করিতে বারান্দায় আসিয়া ডাক্তার হাঁকিলেন, "কই গো! হ'ল?" গৃহিণী জবাব দিলেন, "এস সবাইকে নিয়ে।" ডাক্তার কহিলেন, "এস বাবা পরেশ। এস হে ঘনশ্যাম।"

রান্নাঘরের বারান্দায় পাশাপাশি তিনটি পুরু গালিচার আসন পাতা —প্রত্যেকটির পাশে ঢাকনা দেওয়া রূপার গ্লাস। ডাক্তার একপাশের আসনে দাঁড়াইয়া পরেশকে মাঝের আসনে বসিতে আহ্বান করিলেন, ঘনশ্যামকে চক্ষের ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "ব'স হে।" পরেশ ও ঘনশ্যাম বসিতেই ডাক্তার নিজে বসিয়া হাঁকিলেন, "আন গো।" গৃহিণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আদেশ দিলেন, "যা, দিয়ে আয়— একে একে।" অনতিবিলম্বে যে থালা হাতে বাহির হইয়া আসিল, সে আর কেহ নহে—ডাক্তারের কনিষ্ঠা কন্যা কমলা, বয়স পনরো কি ষোল, উজ্জ্বল-শ্যাম গায়ের রঙ, লম্বা ছিপছিপে গঠন, লম্বা ধরণের মুখ, চোখ, নাক, চিবুক ও অধরৌষ্ঠের গঠন ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখিলে হয়ত মুখের গঠন নিখুঁত নহে, কিন্তু সমগ্র মুখের মধ্যে এমন একটি নবপল্লবের মত পেলব ও চিক্কণ শ্রী আছে যে, একবার দেখিলে আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। কমলা বাহির হইয়া আসিতেই ঘনশ্যাম তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "এই যে, মা কমলা স্বয়ং

আজ পরিবেশন করছেন!" পরেশ মুখ তুলিয়া চাহিল; মেয়েটি লজ্জিত মুখে পরেশের দিকে চাহিতেই তুইজনে চোখাচোখি হইল; পরেশ মুখ ফিরাইয়া লইল, কমলা মুখ নামাইয়া লইয়া কার্ত্তিকের সামনে নত হইবার উপক্রম করিতেই কার্ত্তিক কহিলেন, "এখানে নয় মা, ওখানে দে।" —বলিয়া পরেশের সামনের জায়গাটি নির্দ্দেশ করিলেন। মেয়েটির লজ্জা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল; একেবারে থালার সহিত মুখ মিলাইয়া দিয়া, লজ্জা-জড়িত পদে, কম্পিত হস্তে, থালাটা পরেশের সামনে নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদে রান্নাঘরে পলায়ন করিল।

রান্নাঘরের ভিতর হইতে গৃহিণীর মৃদু তর্জ্জন শোনা গেল, "যা, সব দিয়ে আয়।" কার্ত্তিক-তনয়ার চাপা প্রতিবাদও শ্রুত হইল, "পারব না আমি, তুমি দিয়ে এস।" কার্ত্তিক কহিলেন, "তুমি দিয়ে যাও গো! কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে!" তুই হাতে তুইটি থালা লইয়া কার্ত্তিক-গৃহিণী বাহির হইয়া আসিলেন; এবং একে একে যথাস্থানে নামাইয়া দিয়া কহিলেন, "ভারী লাজুক! অথচ সব নিজে রান্না করেছে; আমাকে কিছুটি করতে দেয়নি।" ঘনশ্যাম তুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, "বলেন কি বৌঠান! সব নিজে? মা তো তা হ'লে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা দেখছি!" গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "সব শিখেছে যে, আমাকেই হার মানিয়ে দেয় আজকাল। খেয়ে দেখনা কেমন হয়েছে।" ঘনশ্যাম মাংসের ঝোল মিশ্রিত এক মুঠা পোলাও মুখে তুলিয়া পরম আরামে তুই চোখ বুজিয়া কহিল, "চমৎকার! স্বয়ং জগন্নাথ দেবেরও কোনদিন এমন জোটেনি বোধ হয়। এ মেয়ে যার ঘরে যাবে তার ঘরে অগ্নিমান্দ্য কোন দিন পা দেবে না—জোর ক'রে বলতে পারি।" পরেশ হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে তো ভারী মুস্কিলের কথা বললেন। আজকাল এই মাগ্যি-গণ্ডার দিনে রান্নার গুণে ঘরসুদ্ধ লোকের জঠরানল

যদি দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে, তবে তো গৃহস্থকে পথে বসতে হবে!" কার্ত্তিক-গৃহিণী এই বেফাঁস কথা বলার জন্য ঘনশ্যামের দিকে তাকাইয়া বিরক্তিসূচক ভ্রূ-ভঙ্গী করিলেন। ঘনশ্যাম কহিল, "তেমন গৃহস্থের বাড়িতে পড়বে কেন—বাবাজী। লক্ষ্মী মেয়ে লক্ষ্মীমন্তের ঘরেই পড়বে।" ভাবাকুল বদনে, গদগদকণ্ঠে, দুই কুৎকুতে চোখের দৃষ্টি ঘন করিয়া কহিল, "আহা, মা আমার নামে কমলা, কাজেও কমলা! আমি ব'লে দিচ্ছি বৌঠান, যে বাড়িতে এ মেয়ে যাবে, তার ঐশ্বর্য্য উথলে পড়বে।" কার্ত্তিক ডাক্তার মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "ওহে, বক্তৃতাই করছ যে। খাও—সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।" ঘনশ্যাম দুইচক্ষের দৃষ্টি সুদূর ভবিষ্যৎ হ'তে, এক মুহূর্ত্তে নিজের থালার উপরে ফিরাইয়া আনিয়া ত্বরিত হস্তে বাকি-বকেয়া উসুল করিতে সুরু করিল।

পরদিন পূর্ব্বাহ্ণ বেলা আটটা। পরেশ তাহার বৈঠকখানায় দরজার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল। বড়জুড়ির রোগিনীটির খবর লইয়া লোক আসিবার কথা আছে, তাহারই প্রতীক্ষায় বোধ হয়। সে আজ প্রায় সাত মাস এখানে আসিয়াছে, এখনও তাহার রোগীর সংখ্যা কুড়ির কোঠা অতিক্রম করে নাই। গ্রামের সকলেই কার্ত্তিক ডাক্তারকে ডাকে। তবে রাত্রে কাহারও রোগের বৃদ্ধি হইলে তাহারই ডাক পড়ে। অবশ্য, কি ধনী কি দরিদ্র, কেহই ফী দেয় না। যাহারা তাহার আত্মীয় তাহাদের কাছে সে ফী দাবী করে না, কিন্তু যাহারা অনাত্মীয়, পিতার মৃত্যুর পর হইতেই যাহারা বরাবর তাহাদের বিরুদ্ধতাই করিয়াছে, তাহারাও ফী চাহিলে আঁৎকাইয়া উঠে, দুই চোখ যতদূর সম্ভব

বিস্ফারিত করিয়া বলে, "সে কি বাবা! তোমাকে ফী দিতে হবে? আমাদের মহেশ দাদার ছেলে তুমি, ঘরের ছেলে যে বাবা!" কেহ মুখের সামনে হাত নাড়িয়া বলে, "ও কথা ব'লো না বাবা। চন্দ্র, সূর্য্য এখনও উঠছে, ধর্ম্মে সইবে না। মহেশ দাদার অনেক করেছি আমি।" হঠাৎ ফ্যাঁচ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহে, "কি লোক ছিলেন! তার ছেলে তুমি! আজ থাকলে কত আনন্দ করতেন।" কেহ কেহ রাগিয়া উঠিয়া কড়া গলায় শুনাইয়া দেয়, "তোমাকে আবার ফী দিতে হবে নাকি? তা হ'লে তো হাসপাতালের ডাক্তারকে ডাকতে পারতাম।" কেহ বা শ্লেষের স্বরে কহে, "আগে চিকিচ্ছে শেখ, বাবা! তারপর ফীয়ের বায়না করবে। এই যে শেখবার সুযোগ পেয়েছ, তার জন্যে বরং কিছু দিয়ে যাও।"

গ্রামের বাহিরে দুই-চারজন যাহারা তাহাকে ডাকিয়াছে, তাহারাই শুধু যথাসাধ্য ফী দিয়াছে এবং রোগী আরোগ্য লাভ করিবার পর গ্রামের অধিকাংশ লোকের বিশেষ করিয়া প্রতিবেশীদের মত—কার্ত্তিক ডাক্তারকে দেখাইলে রোগী আরও সহজে ও সত্বর আরাম হইত বলিয়া, বসিয়া বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া নিন্দা করে নাই।

হঠাৎ পদশব্দ শুনিয়া পরেশ খাড়া হইয়া বসিল। লোকটা আসিতেছে বোধ হয়। টেবিলের উপর দোয়াত-কলম ও কাগজ ছিল। কলমটা কালিতে ডুবাইয়া একটা কাগজ টানিয়া লইয়া নতমস্তকে লিখিতে লাগিল। পদশব্দ স্পষ্ট ও স্পষ্টতর হইয়া ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেই পরেশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল—কেহ আসে নাই। কলমটা ফেলিয়া দিয়া, কাগজটা সরাইয়া রাখিয়া পরেশ পূর্ব্ববৎ ঢিলা পোজে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—লোকটা আজ আর আসিবে না বোধ হয়। হয় রোগী ভাল আছে, কিংবা প্রতিবেশীদের পরামর্শে রোগীর অভিভাবক কার্ত্তিক ডাক্তারকে অথবা হাসপাতালের ডাক্তারকে

ডাকিবার উদ্যোগ করিতেছে। এখানের লোকদের ধরণই এই। একজনের বাড়িতে অসুখ হইলে গ্রামের সকলে গিয়া জড়ো হয়; কোন সাহায্য না করিলেও অযাচিত অজস্র উপদেশ দিয়া দিয়া রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেয়। এমন কি, ডাক্তারকেও চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ দিতে তাহারা ইতস্ততঃ করে না। ববির অসুখের সময়ে গ্রামের লোক বিনয় মাস্টারকে পরামর্শ দিতে কসুর করে নাই—করছ কি! এত বড় শক্ত রোগী, ঐ আনাড়ী ডাক্তারের হাতে! এর চেয়ে কার্ত্তিকের কম্পাউণ্ডারকে ডাকলে ভাল চিকিচ্ছে হ'ত যে! কুলীন বামুনের মেয়ে ব'লেই পারছ, ছেলে হ'লে কি পারতে? তাহাকেও প্রত্যেক দিন প্রত্যেক জন জিজ্ঞাসা করিত, "কেমন মনে হচ্ছে?" দারুণ উৎকণ্ঠার ভঙ্গীতে বলিত, "আমার তো ভাল মনে হচ্ছে না। একবার কার্ত্তিক ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করলে হ'ত না।" বিনয় মাস্টার কাহারও পরামর্শ শুনে নাই, একান্তভাবে তাহারই উপর নির্ভর করিয়াছিল। ববিও তাই। ভগবানের উপরে ভক্তের, মায়ের উপরে শিশুর, রেলগাড়ীর চালকের উপরে যাত্রীর, অসন্দিগ্ধ বিশ্বাস লইয়া সে নিজেকে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়াছিল। কোন দিন দ্বিধা করে নাই; কোন দিন কোন কথার অবাধ্য হয় নাই; নিদারুণ রোগের যন্ত্রণাতেও কোন দিন বিরক্তি প্রকাশ করে নাই। সারিয়া উঠিবার পরও তাই। সারাদিন বিছানায় শুইয়া বা বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া, ক্লান্তচক্ষের করুণ দৃষ্টি মেলিয়া তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত। তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার মুখ ও চোখ পরম তৃপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

বৈঠকখানা ও অন্দরের মাঝখানের দরজা খুলিয়া একজন বিধবা মহিলা বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। মহিলাটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি—দেখিতে ফরসা ও কাহিল,—মাথার চুল ছোট করিয়া

ছাঁটা, তাহার উপরে স্বল্প অবগুণ্ঠন। পদশব্দ শুনিয়া পরেশ তাঁহার দিকে চাহিতেই বিধবা কহিলেন, "কিছু খাবি না?" পরেশ কহিল, "না। কাল রাতের খাওয়া এখনও হজম হয়নি।" একটা ঢেকুর তুলিয়া বিকৃত মুখে কহিল, "আজ দিনের বেলায় কিছু খাব কিনা ভাবছি।" বিধবা মৃদু হাসিয়া মিহি গলায় কহিলেন, "কি এমন খেয়েছিলি কাল?" দুই চোখ বড় করিয়া পরেশ কহিল, "বিস্তর! ডাক্তার এমনই না পারুক, দিন কতক খাওয়ালেই গাঁ থেকে আমাকে পালাতে হবে।" বিধবা স্মিতমুখে কহিলেন, "তোর যেমন কথা! যা ভাল বুঝিস্ কর্।" বলিয়া দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন।

বিধবা—পরেশের মাসীমা অর্থাৎ তাহার মায়ের ছোট বোন। সংসারে তাঁহার একটিমাত্র পুত্র ও একটিমাত্র কন্যা। কন্যাটির বিবাহ দিয়াছেন; জামাই চাকরি করে। কন্যার সংসারে শাশুড়ী, বিধবা ননদ বা এমনই ধরণের কোন অভিভাবিকা না থাকায় জামাইয়ের অনুরোধে পুত্রটিকে লইয়া এতদিন কন্যার কাছেই ছিলেন। পরেশ প্র্যাক্‌টিস্ করিবার জন্য গ্রামে আসিবার সময়ে তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে।

মাসীমা প্রস্থান করিতেই পরেশের মনে হইল, এমন করিয়া বসিয়া থাকিয়া লাভ নাই, একটু ঘুরিয়া আসিলেই হয়, বিনয় মাস্টার বোধ হয় এখনও বৈঠকখানায় বসিয়া মেয়েদের পড়াইতেছে, ববিও হয়ত কাছে বসিয়া পড়িতেছে; সেখানেই একটু আড্ডা দিয়া আসিলে মন্দ হয় না। ববির কথা মনে হইতেই পরেশের দেহে ও মনে উৎসাহের জোয়ার আসিল, চেয়ার হইতে তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, একলম্ফে দেওয়ালে টাঙানো কোটটার কাছে আসিয়া, টান মারিয়া কোটটাকে হুক হইতে খুলিয়া লইয়া, গায়ে দিতে উদ্যত

হইল। হঠাৎ জুতা ও কাসির শব্দ শোনা গেল। পরেশ ভাবিল, লোকটা আসিয়াছে বোধ হয়। অতএব একমুহূর্ত্তে স্থির ভার ধারণ করিল। তারপর ধীরেসুস্থে জামাটি গায়ে দিয়া, লোকটাকে ডাক্তারের সময়ের মহার্ঘ্যতা সমঝাইয়া দিবার জন্য মুখে কঠোর গাম্ভীর্য্যের অবতারণা করিয়া দরজার দিকে তাকাইতেই দেখিল—ঘনশ্যাম দাঁড়াইয়া আছে। চোখাচোখি হইতেই ঘনশ্যাম কহিল, "কি বাবা! কোথাও বেরোচ্ছ নাকি? কল-টল আছে বুঝি?" পরেশ কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বসুন।" ঘনশ্যাম মুচকি হাসিয়া কহিল, "বসতে তো বলছ—কোথায় বসি বলতে পার? আসবাবপত্র তো এখনও কিছু করনি। বসবার ব্যবস্থা তো এই একটি ঠাণ্ডা টিনের চেয়ার আর এই একটি ভাঙা টুল"—বলিয়া চোখ ও মুখের ইঙ্গিতে চেয়ার ও টুলটি নির্দ্দেশ করিল। পরেশ লজ্জায় মুখ রাঙা করিয়া কহিল, "এই চেয়ারটাতে বসুন আপনি।" বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া নিজের চেয়ারটা আগাইয়া দিল। ঘনশ্যাম দুই হাত বাড়াইয়া প্রসারিত করতল নাড়িয়া কহিল, "থাক্ থাক্। বসব না। সময় নেই, স্কুলের সময় হয়ে এল।"

ঘনশ্যাম কিন্তু নেহাৎ মিথ্যা কথা বলে নাই। ঘরটিতে আসবাবপত্র বেশি কিছু ছিল না। ঘরের একদিকে একটি টেবিল তাহার এক পাশে একটি কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ার, আর এক পাশে একটি সবুজ রঙ-করা টিনের চেয়ার। কাঠের চেয়ারটিতে পরেশ স্বয়ং বসে এবং কেহ আসিলে টিনের চেয়ারটি বসিতে দেয়। ঘরের আর একদিকে আর একটি ছোট টেবিল—তাহার উপরে একটি ওজন করিবার নিক্তি, সাদা পাথরের হামানদিস্তা, ছুরি, মেজার গ্লাস ইত্যাদি, কতকগুলি ঔষধের শিশি ও একটি বড় বোতলে জল। টেবিলের সামনে একটি টুল। এই টুলটি কম্পাউণ্ডারের বসিবার জন্য। অবশ্য পরেশের কম্পাউণ্ডার

রাখিবার অবস্থা এখনও হয় নাই। ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারের কাজ তাহাকে একলাই করিতে হয়।

পরেশ প্রশ্ন করিল, "আপনার কোন দরকার ছিল কি?" ঘনশ্যাম ঔষধের টেবিলটার দিকে তাকাইয়া কহিল, "ভেবেছিলাম—একটু ওষুধ খাব, সকাল থেকে পেটটা খোঁচাচ্ছে, তা তোমার কি ওষুধ-পত্র কিছু আছে? টেবিলটিতে তো দেখছি মাত্র কয়েকটা শিশি।" পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ—আছে বইকি! বাড়ীর ভিতরে আছে। আপনার ওষুধ দিচ্ছি তৈরি ক'রে।" ঘনশ্যাম দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ তাহাকে বসিবার জন্য আর অনুরোধ না করিয়া ওদিকের টেবিলটির সামনে গিয়া দাঁড়াইল এবং অনতিবিলম্বে মেজার গ্লাসে ঔষধ তৈয়ারি করিয়া আনিয়া ঘনশ্যামের হাতে দিয়া কহিল, "খেয়ে ফেলুন—।" ঘনশ্যাম গ্লাসটি লইয়া বারকয়েক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া কহিল, "হজমের ওষুধ দিয়েছ তো?" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" ঘনশ্যাম কহিল, "তবে খেয়ে ফেলি, কি বল?" বলিয়া ঢক ঢক করিয়া ওষুধটা গিলিয়া ফেলিয়া ওষুধের ঝাঁজে চোখ-মুখ কুঁচকাইয়া কহিল, "ভারি ঝাঁজ।" পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "জল খাবেন নাকি?" ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া 'হ্যাঁ' জানাইতেই পরেশ টেবিল হইতে জলের বোতলটা আনিয়া গ্লাসে ঢালিয়া দিল। ঘনশ্যাম জল গিলিয়া কহিল, "আর একটু দাও বাবা। গ্লাসটা এঁঠো হয়ে গেল, ধুয়ে দিই।" পরেশ কহিল, "থাক্, আপনাকে ধুতে হবে না, দিন।" বলিয়া গ্লাস লইয়া নিজেই ধুইয়া টেবিলে রাখিয়া দিল।

ঘনশ্যাম কহিল, "এখনই বেরোচ্ছ?" পরেশ কহিল, "না, একটু কাজ আছে, আপনি এগোন।"

ঘনশ্যাম কহিল, "খুব কি দেরি হবে? তা হ'লে না হয় একটু

অপেক্ষাই করি।" পরেশ যথাসম্ভব বিরক্তি চাপিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, "না, বেশিক্ষণ দেরি হবে না। আপনি তা হ'লে দাঁড়িয়ে না থেকে চেয়ারটাতেই বসুন।" বলিয়া বিনা প্রয়োজনে বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া পরেশ কহিল, "চলুন।" ঘনশ্যাম দাঁড়াইয়াছিল, কহিল, "চল বাবা।" বারান্দার খুঁটিতে ঠেসানো সাইকেলটা হাতে লইয়া পরেশ কহিল, "আপনি কোথায় যাবেন?" ঘনশ্যাম ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিল, "কোথায় আবার? বাড়ি যাব।" পরেশ কহিল, "তা হ'লে আপনি যান, আমাকে এইদিকে একটুখানি যেতে হবে।" বলিয়া সাইকেলের মুখ ঘুরাইয়া চড়িতে উদ্যত হইতেই ঘনশ্যাম কহিল,—"বেশ তো! আমিও ঐ দিক্ দিয়েই যাব—একটু ঘোরট হবে, তা হোক। কথা কইতে কইতে যাওয়া হবে তো।" ঘনশ্যামের ঘনায়মান ঘনিষ্ঠতায় ঘাবড়াইয়া গিয়া পরেশ কহিল, "তা হ'লে আপনার সঙ্গেই যাই—বড়জুড়ি যেতে হবে একবার—এদিকের কাজটা বিকালে সারব এখন।

কতকটা দূরে গিয়া ঘনশ্যাম হঠাৎ পরেশের কাঁধে হাত দিয়া, চাপ দিয়া কহিল, "দাঁড়াও একটু।" পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "কি হ'ল?" ঘনশ্যাম কহিল, "কিছু না, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

ঘনশ্যামের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া পরেশ উৎসুক নয়নে চাহিয়া রহিল। ঘনশ্যাম গলা ঝাড়িয়া কহিল, "কাল কি রকম দেখলে?" পরেশ বিস্মিত স্বরে কহিল, "কাকে?"

"কেন, কার্ত্তিক ডাক্তারের মেয়ে কমলাকে?" পরেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "এ প্রশ্নের হেতু?" ঘনশ্যাম কহিল, "বলছি। আগে বল কেমন দেখলে?" পরেশ একটু ভাবনার ভাণ করিয়া কহিল, "মন্দ কি।" ঘনশ্যাম মাথার ঝাঁকানি দিয়া কহিল, "মন্দ নয়। বেশ!

রঙটাই যা একটু নীরেস, না হ'লে এমন মুখ-চোখ তুমি বিনয় মাস্টারের বাড়ি চষে বেড়ালেও পাবে না।" বিরক্তির সহিত পরেশ কহিল, "তার মানে?" ঘনশ্যাম কহিল, "মানে—বিনয়ের বড়মেয়ের রঙটাই যা ফরসা—কমলার মত মুখচোখ নয়।" পরেশ কহিল, "ওঁদের কথা আপনি মিছিমিছি টানছেন কেন?" ঘনশ্যাম চোখ মট্‌কাইয়া কহিল, "টানছি কি সাধে রে বাবা! সবাই মিলে তোমরা টানাচ্ছ যে। ঐ যে সারাদিন বিনয়ের বাড়িতে ব'সে আড্ডা দাও, বিনয় বা বিনয়ের স্ত্রী টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করে না, এর কি ভাবছ কোন উদ্দেশ্য নেই? পাড়া-গাঁয়ের সমাজে বাস ক'রে, পড়শীদের চোখের সামনে, একজন যোয়ান ছেলেকে নিজের ধাড়ী মেয়ের সঙ্গে রাতদিন নেপ্টে থাকতে শুধু শুধু কেউ দেয়?"

পরেশ তীব্র কণ্ঠে কহিল, "আপনি যা তা বলতে আরম্ভ করেছেন।" ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "যা তা বলিনি বাবা। পাড়াগাঁয়ে অনেকদিন একটানা বাস করনি কিনা, তাই এখানকার লোকের স্বভাব জান না। বাইরে মনে হয়, বেশ সাদাসিধে, হাবাগোবা মানুষ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এঁকেবারে জিলিপির প্যাঁচ। ঐ যে বিনয় হেসে হেসে কথা কয়, সোজা লোক নাকি? বিশেষ ক'রে ওর স্ত্রীটির একটু শহুরে গন্ধ আছে যে!" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "ও কথা আমি প্রাণ গেলেও বিশ্বাস করতে পারব না। এতটুকু থেকে ওঁদের দেখে আসছি; বরাবর আমাকে ওঁরা খুব স্নেহ করেন।"

ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কহিল, "স্নেহ! দুখানা মণ্ডা, দু-কাপ চা খাইয়ে সবাই স্নেহ করতে পারে।" মুখের কাছে মুখ আনিয়া নাক উঠাইয়া কহিল, "কিন্তু ও তো মুখের স্নেহ, আসল স্নেহ হ'ল ভিতরে।" বলিয়া নিজের বুকে হাত দিয়া কহিল, "বুকের মধ্যে অত্যন্ত গোপনে থাকে, সহজে বোঝা যায় না। যেমন ধর আমার স্নেহ,

কোনদিন বুঝতে পেরেছ ? অথচ ভিতরে ফল্গুধারা ব'য়ে যাচ্ছে দিন-রাত—রাতে শুয়েও তোমার কথা ভাবি। শুধু আমি নই, তোমার খুড়ীও।" পরেশ কহিল, "কিন্তু বিনয়কাকা আর কাকিমা মায়ের অসুখের সময়ে যা করেছিলেন তা কোনদিন ভুলব না। তা ছাড়া মায়ের মৃত্যুর পর—" পরেশের মুখের কাছে ডান হাতটা আনিয়া ঘন ঘন নাড়িয়া ঘনশ্যাম কহিল, "ও কথা যেতে দাও। সব গাঁয়েই অমন দলাদলি থাকে ; মানুষ মরলে সব গাঁয়েই অমন একটু চাপ দেয় ; কিন্তু হাতে পায়ে ধরলেই, সমাজের সম্মান করলেই, সব মিটে যায়।"

উভয়ে চলিতে সুরু করিল এবং অচিরে বিনয়ের বৈঠকখানার সামনে আসিয়া হাজির হইল। প্রতিদিনের মত বৈঠকখানায় বসিয়া বিনয় মেয়েদের পড়াইতেছিল। ঘনশ্যাম হাঁকিয়া কহিল, "কি হে বিনয়বাবু! কি হচ্ছে ?" বিনয় মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল ? পরেশের কাছে নাকি ? অসুখ-বিসুখ বুঝি ?"—বলিয়া উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশের নাম শুনিয়া ববি মুখ তুলিয়া চাহিয়া পরেশের সহিত চোখাচোখি হইতেই মুখ নামাইয়া লইল। ঘনশ্যাম কহিল, "বাড়ির অসুখ নয়, নিজের পেটটা সকাল থেকে ভাল নেই। কাল কার্ত্তিক ডাক্তারের বাড়িতে পরেশ বাবাজীর নেমন্তন্ন ছিল ; ডাক্তার আমাকেও ছাড়ল না, টেনে নিয়ে গেল। ওর বাড়ির খাওয়ার ব্যাপার জান তো, শেষকৃত্যের খরচ ট্যাঁকে গুঁজে খেতে বসতে হয়। যাকে-তাকে পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে না খাওয়ালে ডাক্তার-গিন্নীর তৃপ্তি হয় না, কাল তো বিশেষ ব্যাপার।" পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "চল, বাবা! তোমার আবার কোথায় ডাক আছে বলছিলে, মিথ্যে দেরি ক'রে লাভ নেই।" বিনয় মুচকি হাসিয়া কহিল, "আপনিও ওর সঙ্গে ডাকে চলেছেন নাকি ?" ঘনশ্যাম কহিল, "পাগল নাকি! স্কুল আছে না ? এমনই কাকা-ভাইপো গল্প করতে করতে যাব আর কি।"

—বলিয়া চলিতে উদ্যত হইতেই বিনয় কহিল, "পরেশের চা খাওয়া হয়েছে ?" ঘনশ্যাম মুখ ফিরাইয়া বাঁকা হাসি হাসিয়া কহিল, "না—এখনও বাকি আছে—নটা বাজছে কি না !" পরেশ ববির দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া লইয়া নিরুপায় মুখে কহিল, "হ্যাঁ, আচ্ছা বসুন, আসি"—বলিয়া ঘনশ্যামের অনুগামী হইল। কিছুদূর আসিয়া ঘনশ্যাম মুখ ভেংচাইয়া কহিল, "চা ! এক কাপ ক'রে চা খাইয়েই ভাবছে মেয়েটিকে ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে, মুরোদ তো কত ! পঞ্চাশ টাকা মাইনে, জমি-জিরেৎ এক ছটাক নেই, তার ওপর—দুটো মেয়ে।" চোখ দুইটি বড় করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "তুমি কারও ধাপ্পায় ভুলো না বাবা ! তোমার মাথার উপরে কেউ নেই। শুধু রূপ দেখলে তোমার চলবে না, মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাবাটিকে দেখে তোমাকে বিয়ে করতে হবে।" পরেশ হাসিয়া ফেলিয়া আবার গম্ভীর হইয়া কহিল, "কিন্তু ওঁরা তো আমার সঙ্গে বিয়ের কথা কোনদিন বলেননি। বরং আমাকেই ববির জন্যে বর যোগাড় করতে বলেছেন।" হেঃ হেঃ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "ধাপ্পা ! স্রেফ ধাপ্পা ! বললাম যে ওরা মুখে এক, মনে আর। মনে মনে তোমাকে গাঁথবার ইচ্ছে বরাবরই, শুধু টোপ গিলেছ কিনা দেখবার জন্যে ঘাই মেরে দেখছে।" পরেশ কহিল, "মানে ?" ঘনশ্যাম চোখ ঠারিয়া কহিল, "মানে পরে বুঝতে পারবে বাবা। তবে সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষীর একটা কথা শোন—ওদের ফাঁদে আর পা দিও না, বড় সাংঘাতিক লোক ওরা।" পরেশ বিরস মুখে বিনা-প্রতিবাদে চুপ করিয়া রহিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "মেয়ের শুধু রূপ থাকিলেই হয় না, ভাগ্য থাকা চাই। কমলার কোষ্ঠীতে ভাগ্যস্থানে স্বয়ং বৃহস্পতি। না হ'লে অত বড়লোকের বাড়িতে জন্ম হয় ?" দম লইয়া কহিল, "কার্ত্তিক ডাক্তার নাকি জমি-জায়গা টাকা-কড়ি সব ছোট মেয়েটিকেই দিয়ে

যাবে।” পরেশ নীরব। কিছুক্ষণ পরে আবার ঘনশ্যাম কহিল, “ও মেয়ের অবশ্য পাত্রের অভাব হবে না। ‘বিয়ে দেব’ বলতে না বলতে কত বড় বড় ঘর থেকে ভাল ভাল ছেলে এসে ওকে লুফে নিয়ে যাবে, তবে—” হঠাৎ থামিয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া কহিল, “কথাটা কি জান, ডাক্তার-গিন্নীর ভারী ইচ্ছে—তোমাকে জামাই করতে।—মনের মত ছেলেও বটে, তা ছাড়া মেয়েটি চোখের সামনে থাকবে, কোলের মেয়ে কি না। ডাক্তার প্রথমে রাজী হয়নি —মস্ত বড় কুলীন কিনা—বরানগরের বাঁড়ুজ্জে—পাকা সোনাতেও খাদ আছে—ওদের কুল একেবারে নিখাদ।” ঢোক গিলিয়া কহিল, “তবে গিন্নীর জিদে শেষে রাজী হয়েছে।” পরেশ গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া রহিল। দুইজনে আবার চলিতে সুরু করিল এবং কিছুক্ষণ পরে যেখানে হাজির হইল, সেখান হইতে—রাস্তাটি দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটি শাখা বাঁকিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে; আর একটি শাখা সোজাসুজি গিয়া সরকারী পাকা রাস্তার সঙ্গে মিলিয়াছে। ঘনশ্যাম থামিয়া কহিল, “এখানে বিয়ে করলে তোমার অনেক সুবিধে হবে বাবা! অতবড় একটা ডাক্তার মুরুব্বি হবে। এখন দিনান্তেও একটা রোগীর মুখ দেখতে পাচ্ছ না, কার্ত্তিক ডাক্তার পিছনে থাকলে রোগীদের টানাটানিতে নিশ্বাস ফেলতে সময় পাবে না। আচ্ছা, আসি তা হ’লে। ভেবে দেখো, যে যাই বলুক, আমরা সত্যই তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।”— বলিয়া ঘনশ্যাম চলিয়া গেল। পরেশও সাইকেলে উঠিয়া সোজা রাস্তাটা ধরিয়া বিনা কাজেই ছুটিতে সুরু করিল।

গ্রাম পার হইলে, দুই পাশে বিস্তৃত প্রান্তর; মাটির রঙ লাল; মাঝে মাঝে অগভীর খাদ। মাটি খুঁড়িয়া লইয়া গিয়া গ্রামের লোক গৃহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের জন্য দেওয়ালে লেপিয়া থাকে। ডান দিকে হরিরামপুর, নেহাৎ ছোট গ্রাম, শুধু গয়লাদের বাস। গ্রামের বাহিরে গরু ও মহিষের পাল দেখা যাইতেছে। রাস্তা ক্রমে উঁচু হইয়া উঠিতেছে। একটু অগ্রসর হইলেই সামনে বেঁড়ে বন—ছোট বড় শাল ও পিয়াল গাছের বিস্তীর্ণ জঙ্গল—গাছের কোলে-কোলে হলদে ফুল-ওয়ালা কাঁটাগাছের ঘন সমাবেশ। পৌষ-মাঘ মাসে এই বনে এঁটেরীফুল ফোটে; গন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠে; রাস্তা হইতে মৌমাছিদের গুঞ্জন শোনা যায়। সরস্বতী পূজার সময়ে কাছাকাছি গ্রামের ছেলেরা (অবশ্য যাহাদের মা সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে) এই বনে এঁটেরীফুল তুলিতে আসে। একদিনের জন্য নির্জ্জন বনভূমি বালকদের তীক্ষ্ণ ও তরল কণ্ঠের উল্লাসধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দিগন্তের কোলে বিরাট নীল-হস্তীর মত শুশুনিয়া পাহাড় দেখা যাইতেছে।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতেই রাস্তাটি সরকারী পাকা রাস্তায় পড়িল। এই রাস্তাটি দক্ষিণ দিকে জেলা শহর হইতে বাহির হইয়া চব্বিশ-পঁচিশ মাইল ধরিয়া নানা গ্রাম, বন ও প্রান্তর পার হইয়া উত্তর দিকে দামোদরের তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তা ধরিয়া পরেশ উত্তরদিকে চলিল। বাম পাশে রহিল বেঁড়ে বন। দেখিতে দেখিতে বনের সীমা পার হইল; তখন বামদিকে রহিল—যতদূর দৃষ্টি যায় সদ্য-কর্ত্তিত-শস্য মাঠের শ্রেণী; ডানদিকে বিস্তৃত মাঠের পারে ছোট ছোট গ্রাম। আরও কিছুদূর গেলে রাস্তা হইতে একটি ছোট কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়া ডান দিকে বড়জুড়ি পর্য্যন্ত গিয়াছে। এইখানে আসিয়া পরেশ বাইক হইতে নামিল। বিনা আহ্বানে রোগীর বাড়ি যাওয়া

উচিত হইবে কি? অবশ্য বলা চলে—এই দিকে কোন কাজে আসিয়াছিলাম, এমনই খবর লইতে আসিয়াছি। রোগীর প্রতি ডাক্তারের এই নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা দেখিয়া রোগীর আত্মীয়-স্বজন প্রশংসা করিবে কি? রোগীটি নেহাৎ বালিকা বা বৃদ্ধা হইলে কোন চিন্তার কারণ ছিল না, কিন্তু তরুণী যে! তাহা ছাড়া রোগীর অভিভাবক যদি আর কাহাকেও ডাকিতে গিয়া থাকে, তাহা হইলে? পরেশ বাইকের মুখটা ফিরাইয়া সোজা করিল ও বাইকে উঠিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। মাইলখানেক পরে একটা পাকা-পুল; রাস্তার দুই ধারে বাঁধানো মঞ্চ; পরেশ বাইকটা এক পাশের মঞ্চের গায়ে ঠেসাইয়া দিয়া, অন্য পাশের মঞ্চের উপরে বসিল।

পরেশের মনটা বিষণ্ণ। শেষ রোগীটিও বোধ হয় হাত-ছাড়া হইয়া গেল। আশু ভবিষ্যতে আর কোন রোগী জুটিবে বলিয়া ভরসা নাই। জুটিলেও কার্ত্তিক ডাক্তারের দালালদের কৃপায় বেশিদিন হাতে থাকিবে না। তারপর স্রোতোহীন তরঙ্গহীন বাহিরের বৃহৎ জীবন-প্রবাহের সঙ্গে লেশমাত্র সম্পর্কহীন পল্লীজীবনের মধ্যে সে কর্ম্মহীন সঙ্গীহীন দিনগুলি কেমন করিয়া কাটাইবে? যাহারা পল্লীগ্রামে আজন্ম বাস করিয়াছে, তাহারা খাইয়া, ঘুমাইয়া, দাবা-পাশা খেলিয়া, পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করিয়া, একরকম করিয়া জীবন কাটাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার মত যাহারা বাহিরের তরঙ্গোদ্বেল, কোলাহল-মুখর জীবনের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহারা এখানে বাঁচিবে কি লইয়া? ববির কথা মনে পড়িল। এই কয় মাসও তো কোন কাজ ছিল না, তবু এই সুশ্রী, শান্ত, নম্র, স্বল্পবাক্ মেয়েটির সাহচর্য্যে দিনগুলি যে কেমন করিয়া কাটিয়া গিয়াছে সে বুঝিতে পারে নাই। অবশ্য ববিকে সে একলা খুব কমদিনই পাইয়াছে। তবু সে বুঝিতে পারে, যতক্ষণ সে কাছে থাকে, যতক্ষণ কথা বলে, ববি সকলের পিছনে বসিয়া দুই চোখের দৃষ্টি একাগ্র

করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, কদাচিৎ চোখাচোখি হইয়া গেলে মুখখানি নামাইয়া লয়। লুতাতন্তুর মত একটি সূক্ষ্ম সুকুমার সূত্র ববির হৃদয়ের সহিত যেন তাহার হৃদয়কে যুক্ত করে; সেই যোগসূত্র দিয়া ববির হৃদয়স্পন্দন তাহার হৃদয়ে বাহিত হয়, ববির মনের একান্ত কামনা তাহার মনের মধ্যে সংক্রামিত হয়। কথা আর শেষ হইতে চাহে না—কত রকমের কথা, কত আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র অভিব্যক্তি, ভবিষ্যৎ জীবনের কত রঙীন আভাস। এই গ্রামে চিরদিন এমনই অবজ্ঞাত ভাবে সে পড়িয়া থাকিবে না, তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি শিক্ষা-দীক্ষার মর্য্যাদা একদিন এ তল্লাটের লোকদের দিতে হইবে। তখন কার্ত্তিক ডাক্তার কোথায় যে কোণ-ঠাসা হইয়া থাকিবে তাহার পাত্তা পাওয়া যাইবে না। হাসপাতালের ডাক্তারও তাহার পরামর্শ লইবার জন্য ছুটিয়া আসিবে। হয়ত ভবিষ্যতে এ গ্রাম ছাড়িয়া সে জেলা-শহরে ব্যবসা সুরু করিবে। তখন সারা জেলার লোকের মুখে ডাক্তার বলিতে তাহার ছাড়া আর কাহারও নাম শুনা যাইবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনিতে শুনিতে ববির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং এমনই আত্মহারা হইয়া যায় যে, চোখাচোখি হইলেও চোখ নামাইতে ভুলিয়া যায়। এই সকল বক্তৃতা যে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে বিশেষ করিয়া তাহারই উদ্দেশে—কেমন করিয়া সে যেন বুঝিতে পারে। তাহা ছাড়া তাহার মনের মত হইবার জন্য তাহার কি প্রচেষ্টা? একদিন সে শিক্ষিতা মেয়েদের প্রশংসা করিয়াছিল, সেইদিন হইতে ববি লেখাপড়া শিখিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই অনেক উন্নতি করিয়াছে। ববি কি তাহাকে ভালবাসে? হয়ত তাই। না হইলে—কাল তাহার অন্যত্র বিবাহের চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া সে কাঁদিয়াছিল কেন?

কিন্তু সে নিজে কি ববিকে ভালবাসে? ভাল লাগে—এ কথা

সে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারে; কিন্তু, ভালবাসে এ কথা বলিবে কি করিয়া? হিন্দু সমাজের ছেলে সে, বিশেষ করিয়া পাড়াগাঁয়ের ছেলে; চিরদিন মেয়েদের কাছ হইতে দূরে দূরে মানুষ হইয়াছে। কলেজে দুই-চারিজন মেয়ের সহিত পরিচয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা কোনদিন বন্ধুত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্তরের মধ্যে উত্তীর্ণ হয় নাই। কাজেই ভালবাসার লক্ষণ সে জানিবে কি করিয়া? তবে যদি দেখিতে ভাল লাগা, কথা কহিতে ভাল লাগা, ভাবিতে ভাল লাগা, 'ভালবাসা'র লক্ষণ হয়, তাহা হইলে হয়ত সেও ববিকে ভালবাসে।

কিন্তু, ববির সহিত বিচ্ছেদও তো আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। গ্রামের শকুনিদের শাণিত দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িয়াছে। ইহার পর ববির সহিত সংযোগ-সূত্র বজায় রাখিতে হইলে তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও বাধা কম নহে। প্রথমতঃ সামাজিক বাধা; ববির মা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন, কুলীন-সন্তান ছাড়া কাহারও হাতে ববিকে দিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, আর্থিক বাধা; তাহার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে ববিকে বিবাহ করিয়া এই পল্লীগ্রামে বেকার জীবন-যাপন করা উচিত হইবে কি? কার্ত্তিক ডাক্তার বাঁচিয়া থাকিতে তাহার প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরাস্ত করিয়া এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা কোনদিন সম্ভব হইবে না। কাজেই ববিকে বিবাহ করিতে হইলে তাহার আগে এখানে যাহা-কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে সব বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোন ছোট শহরে নূতন করিয়া ব্যবসা সুরু করিতে হইবে। কিন্তু বিনয় ও তাঁহার স্ত্রী ববিকে কি ততদিন তাহার আশায় বসাইয়া রাখিবেন? বিনয় রাজী হইলেও তাঁহার স্ত্রী কিছুতেই রাজী হইবেন না।

অতএব ববির মঙ্গলের জন্যই ববির সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিতে

হইবে। না করিলে, গ্রামের মক্ষিকাবৃন্দের মধ্যে যে মৃদু গুঞ্জন শুরু হইয়াছে, তাহা ক্রমে কর্ণপটহভেদী হইয়া উঠিবে। ইহাতে তাহার কোন ক্ষতি হউক আর নাই হউক, ববির পক্ষে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে—হয়তো তাহার বিবাহ দেওয়াই দুর্ঘট হইবে। তবু, ববির সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না, দিনান্তে তাহাকে একবার দেখিতে পাইবে না, তাহার প্রতীক্ষাব্যাকুল চোখের সঙ্গে একবার চোখ মিলাইতে পারিবে না এবং অদূর ভবিষ্যতে কোন এক কুলীন-পুঙ্গব ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আসিয়া দুইটা মন্ত্র পড়িয়া জন্মের মত তাহাকে তাহার জীবন হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া যাইবে ভাবিতে তাহার বুকের ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িয়া উঠিল, সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে উঠি-উঠি করিতে লাগিল, রৌদ্রের উত্তাপ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, যে পাতলা কুহেলিকার আবরণ এতক্ষণ দূরের গ্রামগুলিকে দৃষ্টিপথ হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা সরিয়া গেল, শুধু উত্তর দিকে দিগন্তবর্ত্তী তরুশ্রেণীর মাথার উপরে বৃত্তখণ্ডের মত বাঁকা কুহেলি-রেখা অন্তরালবর্ত্তী দামোদরের বঙ্কিম গতিপথকে নির্দ্দেশ করিতে লাগিল।

পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে তাকাইয়া দূর বনরেখা, প্রসারিত মাঠ, মাঠের মধ্যে গোচারণ ভূমি, তালগাছঘেরা দীঘি, ঝোপ-ঝাপ-ভরা গ্রাম, ইত্যাদি দৃশ্যাবলী দেখিয়া লইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহাদের সহিত তাহার জীবনের যেন একটি যোগসূত্র আছে; ছাত্রজীবনে অলস মধ্যাহ্নে ও বিনিদ্র রজনীতে কল্পনার তুলি দিয়া যে বিচিত্র বর্ণের ভবিষ্যতের ছবি সে আঁকিত, ইহারা তাহার অজ্ঞাতসারে সেই ছবির পটভূমিকায় স্থান অধিকার করিত। অথচ বাস্তব জীবনে ইহাদের সহিত হয়তো তাহার কোন সম্পর্কই থাকিবে না।

বাইকে উঠিয়া পরেশ বাড়ির দিকে ছুটিতে শুরু করিল। রাস্তা

ক্রমে উঁচু হইয়া গিয়াছে, কাজেই যতদূর সম্ভব জোরের সহিত চালাইতে হইল। রাস্তার ডান পাশে কতকগুলো শালিক পাখী জড় হইয়া কলরব করিতেছিল। কলরবের কারণ দুইটি শালিকের কলহ; লাফাইয়া লাফাইয়া তাহারা পরস্পরকে নখ ও চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিতেছিল; বাকি শালিকগুলা দুইদলে বিভক্ত হইয়া নিজের নিজের যোদ্ধাকে উৎসাহিত করিতেছিল। যুধ্যমান পাখী দুইটির সহিত নিজের ও কার্ত্তিকের তুলনা করিয়া পরেশের ওষ্ঠে হাসি ফুটিয়া উঠিল। এখানে জোর করিয়া থাকিতে হইলে কার্ত্তিকের সহিত হয়তো একদিন এমনই হাতাহাতি করিতে হইবে; গ্রামের লোকেরা দুইদলে বিভক্ত হইয়া, দুইজনের পিছনে দাঁড়াইয়া এমনই দুয়ো দিতে থাকিবে। অথবা ঘনশ্যাম যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাই সেবন করিতে হইবে। ঔষধটির চেহারা মনে পড়িল—রঙ কালো হইলেও দেখিতে মন্দ নয়; লজ্জার বাহুল্য আছে বটে, কিন্তু ঔৎসুক্যও কম নহে; একটু সুযোগ পাইয়াই তাহার উপর একটি দৃষ্টিবাণ হানিয়াছিল, অবশ্য ধরা পড়িয়া লজ্জায় আরও জড়োসড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু জীবন-সঙ্গিনীর প্রতিমূর্ত্তি হিসাবে যে মানস প্রতিমাকে সে দিনে-দিনে তিল-তিল করিয়া রচনা করিয়াছে, তাহার সহিত ববির হয়তো কিছু মিল থাকিতে পারে, কিন্তু এই মেয়েটির কোন মিলই নাই। তবু চিকিৎসার অসাধ্য রোগী যেমন দৈব ঔষধ সেবন করে, বিপন্ন ব্যক্তি যেমন সর্ব্ব-বিপদ-নিবারণী কবচ ধারণ করে, তাহাকেও তেমনই (ঘনশ্যামের মতে) এই মেয়েটিকে বিবাহ করিতে হইবে। এবং বিবাহ করিলেই তাহার ভাগ্যাকাশে যে নৈরাশ্যের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহা একমুহূর্ত্তে মিলাইয়া গিয়া সাফল্যের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিবে। কার্ত্তিকের কঠোর প্রতিরোধ স্নেহ-সরস শুভেচ্ছায় পরিণত হইবে, ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া-নাড়িয়া চিবাইয়া-চিবাইয়া তাহার

অযোগ্যতার মিথ্যা কাহিনী প্রচার না করিয়া যোগ্যতার প্রচারক হইয়া উঠিবে এবং গ্রামের প্রতিবেশীরা যাহারা পুরুষানুক্রমে তাহাদের বিরুদ্ধতা করিয়াছে তাহারা রাতারাতি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিবে। এবং কার্ত্তিকের কীর্ত্তিধ্বজা ঘাড়ে করিয়া একদা সে কার্ত্তিকের মতই একহাতে চিকিৎসা, আর একহাতে সুদী ও তেজারতী কারবার করিয়া এ তল্লাটে কীর্ত্তিমান পুরুষ হইয়া উঠিবে।

চড়াইটা অতিক্রম করিতেই পরেশের চোখে পড়িল, একটা ছই দেওয়া গরুর গাড়ি আসিতেছে, সামনের মুখটা কাপড় দিয়া ঢাকা। গরুর গাড়িটা পার হইয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিল, গরুর গাড়ির পিছন দিকে তাহার রোগিণীর অভিভাবক বসিয়া আছে। ব্রেক্ কষিয়া গাড়ি হইতে নামিতেই লোকটি লজ্জিত মুখে গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল এবং কাছে আসিয়া বিনীতভাবে নমস্কার করিল। পরেশ বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, "কোথা গিছলেন?" লোকটি হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিল, "একবার কার্ত্তিক ডাক্তারের কাছে গিছলাম।" পরেশ কঠিনমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "ওঃ! আপনার মেয়েকে দেখাতে নিয়ে গিছলেন বুঝি?" লোকটি বোকার মত হাসিয়া কহিল—"ঠিক বলেছেন আপনি—নিয়েই গিছলাম বটে; গাঁয়ের মুরুব্বিরা সব বললেন একবার কার্ত্তিক ডাক্তারকে দেখাতে।" পরেশ প্রশ্ন করিল, "আপনার মেয়ের কি আবার জ্বরটা বেড়েছে?" লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আজ্ঞে না, কাল আপনাকে যা বলে পাঠিয়েছিলাম তাই—জ্বরটা বিকেলে ১০০ হয়েছিল, রাতে আর বাড়েনি, সকালে আবার মগ্ন হয়েছিল। তবে সবাই বললেন, এ তল্লাটের রোগ কার্ত্তিক ডাক্তারকে না দেখালে যেতে চায় না, তাই একবার দেখিয়ে আনলাম। আপনি বরং কাল আবার যাবেন, দেখে আসবেন।" পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, "আমার যাবার আর কি

দরকার? কার্ত্তিক ডাক্তারকে যখন দেখিয়েছেন, তখন জ্বর এবার পালাবে নিশ্চয়। আচ্ছা, আপনি আসুন—” বলিয়া বাইকে উঠিয়া দ্রুতবেগে চালাইয়া দিল।

কতকটা দূর গিয়া, পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল গরুর গাড়িটা গড়ানের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। একটি ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, “বাবা! কি অন্ধ বিশ্বাস! স্বয়ং ধন্বন্তরি এলেও এ দেশে প্র্যাক্‌টিস জমাতে পারবেন না।”

বিনয়ের বাড়ির কাছে আসিয়া পরেশ প্রতিদিনের অভ্যাসমত ঘণ্টা বাজাইল। আজও বিনয়ের বৈঠকখানায় বসিয়া খুকী পুতুল খেলিতেছিল, এবং ববি পাশে বসিয়া খুকীর খুকীদের সজ্জা ও প্রসাধনে সাহায্য করিতেছিল। ববি বোধ হয় ঘণ্টার শব্দের জন্য এতক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া বসিয়াছিল, শব্দ শুনিতেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে খুকীকে কহিল, “পরেশদাদাকে আজ ডাকবি না?” খুকী অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না—আজ তো আমার খুকী ভাল আছে।” ববি কহিল, “কোথায় তোর খুকী ভাল আছে? ওই তো মুখ থমথম করছে, জ্বর আছে নিশ্চয়ই।” খুকী এবার উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, “সত্যি জ্বর আছে? ওমা! আমি ভাবছি—ভাল হয়ে গেছে, খেলছে, দেলছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।” ববি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “ভাল নেই। যা তুই পরেশদাদাকে ডেকে নিয়ে আয়।” পরেশ সশব্দে গাড়ী থামাইতেই খুকী হাঁকিয়া কহিল, “পরেশদাদা!” পরেশ জবাব দিল, “এই যে।” ববি ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, “বাইরে যা।” খুকী কহিল, “তুমি যাও না দিদি, দেখছ না, খুকীটা বসতে চাচ্ছে না।” পরেশ কহিল, “কাউকে আসতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি।”—বলিয়া অনতিবিলম্বে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। ববি নতমুখে বসিয়া রহিল। খুকী মুখ ফিরাইয়া কহিল, “পরেশদাদা—!

এসেছেন?" পরেশ কহিল, "হুঁ এসেছিই তো। তোমার খুকী কেমন আছে বল দেখি?" ববি সন্ত্রস্তভাবে খুকীর দিকে তাকাইল। খুকী কহিল, "ভাল আছে ব'লে তো আমার মনে হচ্ছিল, দিদি বললে এখনও জ্বর আছে—একবার দেখুন না।" পরেশ আগাইয়া আসিতেই, ববি উঠিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। পরেশ খুকীর পাশে উবু হইয়া বসিয়া রোগী দেখিয়া কহিল, "তোমার দিদি ঠিক বলেছে খুকী। জ্বর আছেই তো।" খুকী ববির দিকে তাকাইয়া কহিল, "তুমি ঠিক বলেছ দিদি! ভাগ্যে তুমি পরেশদাদাকে ডাকতে বললে!" পরেশ ববির দিকে তাকাইয়া কহিল, "তুমি তা হ'লে আমাকে ডাকতে পরামর্শ দিয়েছিলে?" ববি এতক্ষণ বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করিয়া খুকীর দিকে তাকাইয়াছিল, পরেশের কথা শুনিয়া লজ্জারক্ত মুখে কহিল, "আমি কেন পরামর্শ দিতে যাব?" খুকী কহিল, "তা হ'লে আজও ঔষধের ব্যবস্থা ক'রে দিন।" পরেশ কহিল, "দেব—তুমি ফীয়ের ব্যবস্থা কর, চা নয়—শরবত।"

খুকী ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই পরেশ উঠিয়া ববির সামনে দাঁড়াইয়া তাহার আনত মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল—"রাগটা পড়েছে নিশ্চয়ই না হলে কি আমার জন্যে দালালি করতে?" মুখ না তুলিয়াই ববি মৃদুকণ্ঠে কহিল, "রাগও করিনি, দালালিও করিনি।" পরেশ কহিল, "রাগের কথা যাক্, কিন্তু দালালি যে করেছ, তা তো আমি স্বকর্ণে শুনেছি।" হাসির একটি ক্ষীণ আভা ববির ওষ্ঠাধরে ক্ষণেকের জন্য ঝিকমিক করিয়াই মিলাইয়া গেল। পরেশ কহিল "এর জন্যে তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ, তুমি চেষ্টা না করলে এই শেষ রোগীটিও আমার হাত ছাড়া হয়ে যেত।" ববি মুখ তুলিয়া কহিল, "কেন, যাকে দেখে এলেন সে তো রয়েছে।" পরেশ দুই

করতল চিত করিয়া সক্ষোভে কহিল, "হায়! হায়! সেও শেষ হয়ে গেছে।"

ববি সবিস্ময়ে কহিল, "সে কি! মারা গেছে?"

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "একরকম মারা যাওয়াই—অন্ততঃ আমার পক্ষে।" ববি সকৌতুকে কহিল,—"সে আবার কি?" পরেশ জবাব দিল, "কার্ত্তিকের করালকবলে গেছে।" ববি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ও! তাই!" সহানুভূতির সুরে কহিল, "আপনার হাতে তো সেরে উঠছিল, আবার হাত বদলাল কেন?" পরেশ কপালে করাঘাত করিয়া শোকাকুলতার ভঙ্গী করিয়া কহিল, "আমার অদেষ্ট!" তারপর সানুনয় কণ্ঠে কহিল, "ববি, একটা কাজ করতে পার?" ববি সোৎসুক কণ্ঠে কহিল, "কি?" পরেশ কহিল, "কোমর বেঁধে গাঁয়ে গাঁয়ে ব'লে আসতে পার—(দেবীর বরাভয়দান-ভঙ্গীতে ডান হাত প্রসারিত করিয়া বক্তৃতার সুরে) হে জ্বর-জর্জ্জর গ্রাম-বাসিগণ! তোমরা কার্ত্তিক ডাক্তারের 'জ্বর বজ্র' খাইয়া নিজদিগকে জ্বরমুক্ত ভাবিতেছ কিন্তু ভুল! আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি তোমাদের কাহারও জ্বর ভাল হয় নাই। তোমরা পরেশ ডাক্তারের কাছে সত্বর আইস। নচেৎ জ্বর-জীর্ণ হইয়া অচিরে নির্জ্জর লোকে প্রস্থান করিবে—"

ববি নির্ব্বোধের মত তাকাইয়া ছিল, বক্তৃতা শেষ হইতে কহিল, "সে আবার কি?"

হাত নাড়িয়া পরেশ কহিল, "প্রচার! প্রচার ছাড়া কোন কাজ জগতে হয়নি—হবে না। যদি হাতে একটা খবরের কাগজ থাকত, আর তুমি হতে তার এডিটার—" ববি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। পরেশ বলিতে লাগিল, "তা হ'লে দুদিনে কার্ত্তিক ডাক্তারকে নেংটি পরিয়ে লোটা কম্বল ধরিয়ে দেশছাড়া করে দিতাম।"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া ববি কহিল, "আচ্ছা জামাই তো আপনি! শ্বশুরকে দেশছাড়া করতে চান?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া পরেশ কহিল, "তার মানে?" ববি ম্লান হাসিয়া কহিল, "তার মানে আর কি! কমলার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে।"

"কে বললে তোমাকে?"

"কে আবার বলবে? গাঁয়ের সবাই জানে।" পরেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "এই দেখ, এও এক প্রচারের ফল; দশচক্রে ভগবান ভূত—"

পিছন হইতে ডাক আসিল, "এই যে বাবা পরেশ! ববি ও পরেশ দুই জনেই তাকাইতেই দেখিল—সুখদা প্রবেশ করিতেছে হাতে একটি কাঁসার গ্লাসে শরবত, সুখদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ববির দিকে তাকাইয়া আদেশের সুরে কহিল, "খোকা একলা আছে, ঘরে যা।" ববি সলজ্জমুখে নতমস্তকে বাহির হইয়া গেল। সুখদা আগাইয়া আসিয়া পরেশের হাতে গ্লাসটি দিয়া কহিল, "কখন এসেছ?" পরেশ কহিল, "এই মাত্র।" শরবতে চুমুক দিয়া কহিল, "আপনি ঘুমোননি আজ?" সুখদা গম্ভীর মুখে কহিল, "না—যা শুনেছি তারপর দিনে রাতে আমার ঘুম আর আসবে কি না কে জানে।" পরেশ শরবতের গ্লাস হইতে মুখ তুলিয়া উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, "কি শুনেছেন?"

সুখদা কহিল, "তুমি শরবতটা খেয়ে নিয়ে ব'স—বলছি।" পরেশ শরবতটা ঢক্‌ঢক্ করিয়া গিলিয়া গ্লাসটি সুখদার হাতে দিয়া খাটের উপর বসিয়া কহিল, "কি বলুন দেখি?—"

সুখদা কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, "তোমাকে আমরা নিজের ছেলে ব'লেই মনে করি চিরদিন। আমাদের ছেলেমেয়েরাও তোমাকে নিজের বড়দাদার মত মনে করে।" পরেশ সায় দিয়া কহিল, "আমি

তা জানি খুড়ীমা !” সুখদা কহিতে লাগিল, “তুমি হামেশা আমাদের বাড়ীতে আস, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে গল্প-গুজব কর, আমোদ-আহ্লাদ কর, এতে আমরা কেউ কোন দিন কিছু মনে করিনি—মনে করবার কোন কারণ আছে ব'লেও ভাবতে পারিনি।” পরেশ গম্ভীর মুখে সুখদার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সুখদা বলিতে লাগিল, “কিন্তু এই নিয়েই গাঁয়ে নানা কথা উঠেছে—আমরা নাকি তোমাকে ভুলিয়ে ববির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি, ববিও নাকি তোমাকে—থাক্ বাবা! মা হয়ে আর মুখ ফুটে বলতে পারছি না।”—বলিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে মুখ লাল করিয়া সুখদা পরেশের দিকে তাকাইল। পরেশ শুষ্ককণ্ঠে কহিল, “কার কাছে শুনলেন আপনি ?” সুখদা ধারালো কণ্ঠে কহিল, “কার কাছে আবার ? শ্রীমতী বামনী ওবেলা উনি স্কুলে যাবার পরেই এসেছিল। কখনও আসে না আমাদের বাড়ীতে; বোধ হয় ঐ কথা শোনাবার জন্যেই এসেছিল।” পরেশ চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিল, “আমি উঠছি খুড়ীমা! এমনই যখন-তখন আর আসব না; তবে দরকার হ'লে ডেকে পাঠাতে দ্বিধা করবেন না।”—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুখদা অনুনয়ের সহিত কহিল, “আমাদের ওপর রাগ ক'রো না বাবা! জান তো! পাড়াগাঁয়ের সমাজ—পান থেকে চুণ খসলে সব হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠে—ঘোঁট পাকাতে বসে।” পরেশ কহিল, “আচ্ছা চলি আমি।”—বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াই আবার মুখ ফিরাইয়া কহিল, “ববিকে ওষুধটা খাওয়াচ্ছেন তো! ওটা নিয়মমত খাওয়াবেন আর ওজনও নেবেন যদি উন্নতি না হয় তো একটা খবর দেবেন দয়া ক'রে।”—বলিয়া বাহিরের দিকে চলিল। সুখদাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে কহিল, “আমাদের একেবারে ত্যাগ করো না বাবা! মাঝে মাঝে খবর নিও।” পরেশ

কৃত্রিম আগ্রহের সহিত কহিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়!" সুখদা কহিল, "আর একটি কথা বাবা। তোমাকে যে চিঠি লিখতে বলেছিলাম লিখেছ?" পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কি চিঠি?" তারপর একটু ভাবিয়া কহিল, "ওঃ!" ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না লিখিনি এখনও—লিখব আজ।" সুখদা কণ্ঠস্বরে খেদের খাদ মিশাইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল, "লিখো বাবা! জান তো ওঁকে, কোন চেষ্টা নেই। দিব্যি খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছেন! আমিও লিখেছি আমার বাপের বাড়ীতে। সবাই মিলে চেষ্টা করলে হয়তো আসছে মাঘ মাসে মেয়েটাকে পার করতে পারব।" পরেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা আসি খুড়ীমা!" সুখদা কহিল, "এস বাবা!" তারপর পরেশ দাওয়া হইতে রাস্তায় নামিতেই কহিল, "শুনে খুব সুখী হলাম বাবা! কমলা বেশ মেয়ে! শান্ত, শিষ্ট, রঙটাই যা একটুখানি খাটো; না হ'লে গড়ন-পিটন ভালই। তা ছাড়া অমন বাপ! ছোট মেয়েকেই নাকি সব লিখে দেবে—শ্রীমতী বলছিল।" পরেশ কিছুই জবাব না দিয়া বাইকে চড়িয়া প্রস্থান করিল।

ভাত খাইবার সময়ে ঝোলের বাটিতে প্রকাণ্ড মাছের মুড়া এবং থালার পার্শ্বে রেকাবীতে ক্ষীর ও মিষ্টান্ন দেখিয়া পরেশ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "এসব আবার কোত্থেকে এল?" পরেশের মাসীমা পাখা হাতে সামনে বসিয়া মাছি তাড়াইতেছিলেন, মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "কার্ত্তিক ডাক্তারের বাড়ী থেকে পাঠিয়েছে।" পরেশ মনে-মনে আত্মীয়তার এই আচম্বিত আক্রমণের হেতু বুঝিতে পারিল,

তবু না বুঝিবার ভাণ করিয়া কহিল, "হঠাৎ এত ভালবাসা! নেমন্তন্ন ক'রে পোলাও-কালিয়া খাওয়ানো, তা' হজম হতে না হতেই মাছ-মিষ্টির সওগাত—ব্যাপারটা কি বল দেখি? এতদিন তো গাঁয়ের লোকের সাথে জোট বেঁধে এখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছিল।" মাসীমা কহিলেন, "তোর যেমন কথা! ডাক্তার তাড়াবার চেষ্টা করবে কেন? পরের পিছনে লাগা পাড়াগাঁয়ের লোকের অভ্যাস। না হ'লে ডাক্তার-গিন্নী যখনই দেখা হয়েছে, হেসে কথা বলেছে, তোর কথা জিজ্ঞাসা করেছে।" গদগদ স্বরে কহিলেন, "গিন্নীটি ভারী ভাল মানুষ; এত বড় লোকের স্ত্রী—অহঙ্কারের নাম মাত্র নেই।" "হুঁ" বলিয়া পরেশ খাইতে শুরু করিল। মনে-মনে কার্ত্তিকের কূট-কৌশলের তারিফ করিতে লাগিল। পুরাপুরি হিটলারী নীতি অবলম্বন করিয়াছে ডাক্তার—প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছে, ঘুস খাওয়াইয়া পঞ্চম-বাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছে, ঘনশ্যামও খুব সম্ভব গ্রামের অন্যান্য পাণ্ডাদের সঙ্গে দল বাঁধিয়াছে; ইহার পর একদিন তড়িতাক্রমণ করিয়া তাহাকে লোপাট করিয়া দিবে বোধ হয়। মাসীমা কহিলেন, "শ্রীমতী বামনী এসেছিল আজ।" মুখ তুলিয়া, ভ্রূ কুঁচকাইয়া পরেশ কহিল, "কখন?" "তুই বেরিয়ে যাবার একটু পরেই। যে লোকটা মাছ মিষ্টি নিয়ে এল তার সঙ্গে।" পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, "তারপর?" মাসীমা স্মিতমুখে কহিলেন, "বলছিল—ডাক্তার-গিন্নীর ভারী ইচ্ছে—তোর সঙ্গে ওর ছোট মেয়ের বিয়ে দেয়।" পরেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "তুমি বুঝি শুনবামাত্র লাফিয়ে উঠে বললে—বেশতো! যোগাড়-যন্ত্র ক'রে রাখগে এলেই পাঠিয়ে দেব এখনই।" মাসীমা আবদারের স্বরে কহিলেন, "তোর যেমন কথা! আমার কি ফ্যালনা ছেলে নাকি! 'বিয়ে এখন করব না' বলছিলি তাই, না হ'লে 'হুঁ' করবামাত্র কত বড় বড় লোক দরজার গোড়ায় এসে গড়িয়ে

পড়বে।” পরেশ দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, “তাই নাকি মাসীমা! ভগবান রক্ষা করুন আমাকে—হঠাৎ যেন ‘হুঁ’ না ব’লে ফেলি। না হ’লে বাড়ীর সামনে যত সব বড় বড় লোক বড় বড় ভুঁড়ি নিয়ে দিবারাত্র কুমড়ো গড়াগড়ি দেবে, সে ভারি বিশ্রী ব্যাপার হবে।” মাসীমা প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, “আমি তাই বলছি নাকি! তোর যেমন কথা! তবে এ কথা গরব ক’রে বলব—আমার ছেলের মত ছেলে এ তল্লাটে কম আছে।”—বলিয়া স্নেহে ও গর্ব্বে চোখ ও মুখ বিস্ফারিত করিলেন। পরেশ কহিল, “তা হ’লে তুমি শ্রীমতীকে কি জবাব দিলে?” মাসীমা কহিলেন, “আমি বললাম—ওঁদের ইচ্ছে হ’লেই তো হবে না, ছেলের ইচ্ছে-অনিচ্ছে দেখতে হবে। আজকালকার ছেলে তো!” পরেশ হাসিয়া কহিল, “তা হ’লে তুমি দর বাড়িয়েছ বল।” মাসীমা ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, “দর বাড়াবাড়ি আবার কি? আমার ছেলের যা আসল দাম, তা দেবার সাধ্যি এ গাঁয়ের কারও আছে নাকি?” পরেশ ভরাট মুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, “না।” মাসীমা কহিলেন, “তবে গাঁয়ের লোক, মানুষের মত লোক পিছনে দাঁড়ালে তোর অনেক সুবিধে হবে। তা ছাড়া মেয়েটিও ভাল, চোখ-মুখ-নাক চমৎকার। সে দিন ঘাটে নাইতে গিছল, দেখলাম এক পিঠ কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল।”

পরেশ নতমুখে খাইতে লাগিল। মাসীমা বলিতে লাগিলেন, “এক মাস তো দেখলাম—গাঁয়ের লোক কার্ত্তিক ডাক্তারকে কি রকম খাতির করে। ও যদি তোর শ্বশুর হয়, তা হ’লে কেউ আর তোর পিছনে লাগতে সাহস করবে না।”

পরেশ মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, “কার্ত্তিক ডাক্তার বুঝি কুলীন নয়?” মাসীমা গালে হাত দিয়া চোখ ডাগর করিয়া কহিলেন, “ওমা! সে কি কথা! বাড়ুজ্জে—কুলীন বইকি!” পরেশ কহিল,

"তবে যে আমাদের মত নীচু ঘরে বিয়ে দিতে চাইছে?" মাসীমা মুখ নাড়িয়া কহিলেন, "তোর যেমন কথা। ভাল ছেলে পেলে আজকাল এত কুল-কুলুজি কেউ দেখে নাকি?" পরেশ ম্লান হাসিয়া কহিল, "দেখে বইকি মাসীমা!" মাসীমা ঠোঁট কুঁচকাইয়া কহিলেন, "কই বাবা! আমি তো দেখিনি। আমাদের গাঁয়ের পরেশ চাটুজ্জে নৈকষ্য কুলীন—একমাত্র মেয়ের বে' দিল এক ভঙ্গ কুলীনের ছেলের সঙ্গে।"

পরেশ প্রশ্ন করিল, "ছেলেটি বুঝি খুব ভাল?" মাসীমা মুখ ও চোখের ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "খুব। দারোগা। তা আমার ছেলেও কম কিসে? কলকাতায় সাহেবদের কলেজ থেকে পাসকরা ডাক্তার।" কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া কহিলেন, "শ্রীমতী বলছিল ডাক্তার-গিন্নী নাকি বলেছে—"কুল নিয়ে কি ধুয়ে খাব। আটটা মেয়ের সাতটাকে পার ক'রে দিয়েছি; আর ছেলেপিলে নেই যে বিয়ে-পৈতে দিতে হবে।" পরেশ হাস্যমুখে কহিল, "এখনও তো হতে পারে।" মাসীমা কহিলেন, "তোর যেমন কথা! এই বয়সে আবার ছেলে হয়? তা ছাড়া ঐ হাতীর মত শরীর, তোর কিছু চিন্তা নেই।" পরেশ চিন্তাকুলতার ভাণ করিয়া কহিল, "তুমি তো বলছ চিন্তা নেই, কিন্তু কার্ত্তিক ডাক্তার যদি আবার বিয়ে করে—কুলীন তো! বিশ্বাস নেই।"

মাসীমা হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "তোর যেমন কথা? কার্ত্তিক ডাক্তারের সাধ্যি আছে আবার বিয়ে করবার। বাইরে তো অতবড় গণ্যিমাণ্যি লোক, কিন্তু ভিতরে শুনেছি একেবারে কেঁচো—গিন্নী উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। তা ছাড়া সব সম্পত্তি গিন্নীর নামে, টাকা-কড়িও সব গিন্নীর হাতে; কি লোভে লোকে মেয়ে দেবে ঐ বুড়োকে?" পরেশ খাওয়া শেষ করিয়া কহিল, "অত খবর যখন সংগ্রহ করেছ, তখন পাঁজীটা আনিয়ে দিন-ক্ষণ ঠিক ক'রে

কেন। কার্ত্তিক-কন্যাকে বিয়ে ক'রে তবে অন্য কাজ।" মাসীমা গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "ঠাট্টা নয় বাছা! শ্রীমতী আমাকে তোর মত জিজ্ঞাসা করতে বলেছে। মেয়ে তো নিজের চোখে দেখেছিস, মেয়ের বাপের অবস্থাও সব জানিস। এ গাঁয়ে বাস করতে হ'লে, ব্যবসা করতে হ'লে একজন পিছনে মুরুব্বি না দাঁড়ালে তুই পেরে উঠবি না তাও বুঝতে পেরেছিস বোধ হয়। তা হ'লে বল দেখি তোর ওখানে বিয়ে করা উচিত কি না। আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করিস বাছা, আমি ব'লে দিচ্ছি—আমার খুব মত আছে।"

মুখ ধুইতে ধুইতে পরেশ পরিহাসের স্বরে কহিল, "তোমার যখন মত আছে, তখন তো বিয়ে হয়েই গেছে ধর। আমি একটু ঘুমিয়ে চাঙ্গা হয়ে নি, তুমি ইতিমধ্যে পাটের জোড়, টোপর আর মালাচন্দন ঠিক ক'রে রাখ; আর ডাক্তার-গিন্নীকেও খবর দাও—মেয়েকে যেন সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখে; আজ রাত্রেই তাকে বিয়ে ক'রে ঘরে নিয়ে আসব।" কাছে আসিয়া মাসীমার সামনে বসিয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, "কার্ত্তিক ডাক্তারকে কিন্তু একটি কাজ করতে হবে।" মাসীমা কৌতূহলের সহিত কহিলেন, "কি?" পরেশ কহিল, "সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করতে হবে।" মাসীমা হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "তোর যেমন কথা! বনবাসী হবে কিসের দুঃখে? ঘর আলো করা উপযুক্ত জামাই হবে—বুকের বল দশগুণ বেড়ে যাবে বুড়োর; আরও দশটা হাত বার ক'রে পয়সা কুড়োবে।"

পরেশ আঁৎকাইয়া উঠিয়া কহিল, "ওরে বাবা! তা হ'লেই তো হয়েছে!" সান্ত্বনা দিবার সুরে ও ভঙ্গীতে মাসীমা কহিলেন, "সে তো তোদের জন্যেই। সব দিয়ে যাবে তোদের, দেখবি।" পরেশ করুণস্বরে কহিল, "তা তো দেবে, কিন্তু সম্প্রতি আমার বেকারবৃত্তি তো কাটবে না।" মাসীমা গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন,

"ঠাট্টা নয় বাছা সত্যি বলছি, বড় ভাললোক ওরা। অনেক দিনের জানা ঘর। একবার বিয়ে ক'রেই দেখ্ কত আদর-যত্ন করবে ওরা। অল্প বয়সে বাপ-মা গেছে।" মাসীমা কান্নার সুর ধরিয়া কহিলেন, "কোন সাধ মেটেনি তোর! বাপ-মার মতই ওরা তোর সব সাধ মেটাবে।"

পরেশ বুঝিতে পারিল, মাসীমা পুরাপুরিভাবে পঞ্চম-বাহিনীতে যোগ দিয়াছেন। মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "একটু ভেবে পরে তোমাকে মতামত জানাব।"

স্কুল হইতে আসিয়া, হাত-পা ধুইয়া বিনয় খাবার খাইতেছিল। ববি অদূরে ছোট খোকাকে কোলে করিয়া বসিয়াছিল। সুখদা রান্নাঘর হইতে আসিয়া বিনয়ের সামনে বসিয়া ববিকে কহিল, "খোকাকে আমার কোলে দিয়ে সন্ধ্যে দেখাগে যা।" ববি প্রস্থান করিতেই সুখদা কহিল, "আজ তুমি স্কুল যাবার পরেই শ্রীমতী বামনী এসেছিল।" বিনয় ভ্রূকুটী করিয়া কহিল, "ও মাগী আমাদের বাড়িতে কেন? এমনই কখনও আসে না।" গম্ভীর হইয়া সুখদা কহিল, "কাজ ছিল তাই এসেছিল।"

"কি কাজ?"

"বলছিল, পরেশ রোজ আমাদের বাড়ীতে আসে, গল্প করে ব'লে গাঁয়ে কথা উঠেছে।" বিনয় প্রশ্ন করিল, "কি কথা?" সুখদা রাগত স্বরে কহিল, "বুঝতে পারছ না—কি কথা? বাড়ীতে যদি ধাড়ী মেয়ে থাকে, আর একজন জোয়ান ছেলে দিনরাত আনাগোনা করে, তা হ'লে কি কথা ওঠে? ন্যাকা!" বিনয় কড়া সুরে কহিল, "এরকম

কথা কেন উঠবে ?” সুখদাও ঝঙ্কার দিয়া কহিল, “তোমার ঘটে বুদ্ধি নেই ব’লে। গাঁয়ের লোকের ভাবছ চোখ নেই ? বাড়াবাড়ি হচ্ছিল বলেই কথা উঠেছে।” বিনয় চড়া গলায় কহিল, “ঘরের ছেলে ঘরে আসে, তাতে বাড়াবাড়ি কিসের ? ঐ মাগীরই যত বদমায়েসী, শাঁখচুন্নী মাগী !”

সুখদা ধমকের সুরে কহিল, “এত চেঁচাচ্ছ কেন ? মেয়েরা শুনতে পাবে যে ! ওরা কিছু জানে না।” বিনয় কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ নামাইয়া কহিল, “ঐ মাগীই রটাচ্ছে—গাঁয়ের লোক কেউ কিছু বলেনি। কই, আমি তো কিছু শুনিনি।” সুখদা শ্লেষের সহিত উত্তর দিল, “তোমার কানের পর্দ্দাটা একটু পুরু কিনা, তাই কানের কাছে ঢাক না পিটোলে মাথায় ঢোকে না।” বিনয় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। সুখদা বলিতে লাগিল, “গাঁয়ের নানালোক নানাকথা বলছে। আর অন্যায় তো কিছু বলেনি ! অত বড় বিয়ের যুগ্যি মেয়ে. তাকে বাইরের একটা ধেড়ে ছেলের সামনে বসিয়ে—” বিনয় প্রতিবাদ করিল, “বাইরের মানে ? এতটুকু বেলা থেকে ঘরের ছেলের মত—” সুখদা বাধা দিয়া কহিল, “বাইরের বইকি, ওদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক ?” বিনয় কহিল, “সম্পর্ক করলেই পার। বলেছিলাম তো করতে—তোমার যে আবার যত বুজরুকি—” সুখদা সক্রোধে কহিল, “চুপ কর ! যা তা ব’ল না বলছি। বুজরুকি ! যে-সে ঘরে মেয়ে দিয়ে পথে দাঁড়াব না কি ? আর তোমার ছেলে-মেয়ে নেই ? বিয়ে-পৈতে আর দিতে হবে না তোমাকে ?” বিনয় কাঁচুমাচু মুখে চুপ করিয়া রহিল। সুখদা সক্ষোভে কহিল, “তা ছাড়া তুমি বললেই বুঝি ও তোমার মেয়েকে বিয়ে করত !” বিনয় ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, “তা বোধ হয়, করত।” সুখদা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, “না, করত না। বাড়ীতে ধাড়ী মেয়ে বসিয়ে রাখলে, বাইরের

ছেলেরা সুবিধে পেয়ে অমন ঘরের ছেলের মত হ্যাওটা হয়ে ঘুরঘুর করে। কিন্তু বিয়ে করতে বললেই স'রে পড়ে।" বিনয় ঘাড় নাড়িয়া নিবেদন করিল, "পরেশ তেমন ছেলে নয়। এখনও বললে—ও বোধ হয়—বিয়ে করবে।'' বিদ্রূপের স্বরে সুখদা কহিল, "যাও না একবার জিজ্ঞাসা করতে, তোমার মেয়েকে বিয়ে করবে কি না!" বিনয় সোৎসাহে কহিল, "হ্যাঁ, তা যেতে পারি, আর আজ রাত্রেই সম্বন্ধ পাকাপাকি ক'রে আসতে পারি।"

সুখদা দুই ঠোঁট চাপিয়া বিনয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "কি যে মানুষ! গাঁয়ে কি কানে তুলো গুঁজে বাস কর? কিছু শোননি?" বিনয় জিজ্ঞাসুমুখে কহিল, "কি?"

"পরেশের যে সম্বন্ধ হয়ে গেছে।"

বিনয় সবিস্ময়ে কহিল—"কার সঙ্গে?"

"কার্ত্তিক ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে, তত্ত্ব-তলাশ যাচ্ছে—সব প্রায় ঠিক। অত পয়সা খরচ ক'রে কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাস ক'রে এসে কেউ পঞ্চাশ টাকা মাইনের মাস্টারের মেয়েকে বিয়ে করে? তোমার মত লোকেরাই তা বিশ্বেস করে।" বিনয় নীরবে চাহিয়া রহিল। সুখদা কহিল, "আজ দুপুরবেলা পরেশ এসেছিল। আমি একরকম ব'লেই দিলাম!" ত্রস্তভাবে বিনয় কহিল, "কি বললে?" চোখ দুইটা ছোট করিয়া, কপালটা কুঁচকাইয়া সুখদা কহিল, "বললাম, বাবা! গাঁয়ে নানারকমের কথা উঠছে, তুমি আর হামেশা আমাদের বাড়ী যাওয়া-আসা ক'রো না।" গভীর লজ্জা ও পরিতাপের সহিত বিনয় কহিল, "ছিঃ ছিঃ"। ধারালো কণ্ঠে সুখদা কহিল, "ছিঃ ছিঃ কিসের? আমার মেয়ে কি খেলনা? গরিবের মেয়ে বলে রক্তমাংস নেই তার শরীরে? ঐ ছেলের সঙ্গে গল্প-সল্প ক'রে, মিলে-মিশে যদি তার মন বিগড়ে যায়, তা হ'লে সামলাব কি ক'রে? আমি ঠিক

কথাই বলেছি, পরে বুঝতে পারবে।” বিনয় বিহ্বল নয়নে পত্নীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সুখদা আদেশের স্বরে কহিল, “খাওয়ার পর এখনই একবার বেরোও। ঐ ওষুধটা আর যন্ত্রটা পরেশকে দিয়ে এস। যখন-তখন আসবার আর যেন কোন ছুতো না থাকে।”

বিনয় অনুযোগের স্বরে কহিল, “পাগল নাকি! ও আমি পারব না। দুদিন যাক, তারপর দিয়ে এলেই হবে।”

চোখ ও মুখের ভাব কঠিন করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুখদা কহিল, “তুমি পারবে না, তা আমি আগেই জানতাম।” বিনয় ভয়ে ভয়ে কহিল, “পারব না কেন? মানে—আজ নাই বা হ’ল। গাঁয়ে বাস করতে হ’লে ওর সঙ্গে সম্পর্ক তো একেবারে কাটালে চলবে না, ডাক্তার—।” সুখদা কঠোর কণ্ঠে কহিল, “সম্পর্ক কাটাতে কে চাচ্ছে? গাঁয়ের ছেলে—গাঁয়ের ডাক্তার—আসবে, বৈঠকখানায় বসবে, চা খেতে চায় খাবে, আবার চ’লে যাবে। তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে মেয়ের সঙ্গে বসিয়ে গল্প করতে না দিলেই যে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা হবে না, তা নয়।”

বিনয় কহিল, “তা হ’লেও আজ দুপুর বেলায় ঐ কথার পরে, সন্ধ্যে বেলাতেই সব ফেরত দিতে গেলে কিছু মনে করবে না?”

ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া সুখদা কহিল, “মনে করবে কেন? বুঝিয়ে বলবে মেয়ের এমনই শরীর সারবে, ওষুধ খাওয়াবার দরকার নেই, ওজন নেবারও দরকার নেই—” বিনয় এবার বিরক্তির সহিত কহিল, “ও তো আর নিজে হতে দেয়নি, তুমিই চেয়েছিলে। এখন তাকে মিছে-মিছি অপমান না করলে বুঝি—” বাধা দিয়া সুখদা কহিল, “অপমান কে করছে?” বিনয় কহিল, “অপমান বইকি! একজন একটা জিনিস দিয়ে গেল, কি একটা শুনেই সেটা ফেরত দিলে অপমান করা হয় না?” সুখদা জবাব না দিয়া, কপাল কুঁচকাইয়া উপরের দাঁত দিয়া নীচের

ঠোঁটটাকে চাপিয়া কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল, "কেন! ওষুধ থাক, যন্ত্রটা দিয়ে এস। বলবে—ছেলেরা নষ্ট ক'রে দেবে দামী জিনিস, দরকার হ'লে নিয়ে যাব এখন।"

সারা বিকালটা পরেশের বড় অস্বস্তিতে কাটিল। কি করিবে সে স্থির করিতে পারিল না। যদি 'হাঁ' বলে কার্ত্তিকের দল অমনই হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া কার্ত্তিক-কন্যার সহিত তাহাকে বিবাহ-বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিবে। তারপর, আর নড়িবার চড়িবার উপায় থাকিবে না, কোনদিকে তাকাইবার উপায় থাকিবে না, বাড়ী হইতে কার্ত্তিকের অন্দর মহল পর্য্যন্ত বাঁধা সড়ক ছাড়া কোথাও হাঁটা চলিবে না, এবং মেয়ে যদি মায়ের মত পরাক্রমশালিনী হইয়া উঠে তো আমরণ কার্ত্তিক-কন্যাগতপ্রাণ হইয়া কাটাইতে হইবে। যদি 'না' বলে, তাহা হইলে এই গ্রাম হইতে বিদায় লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। তাহা ছাড়া ববি। তাহার সহিত সম্বন্ধ একেবারে চুকাইয়া দিতে হৃদয় অত্যন্ত নারাজ বলিয়া মনে হইতেছে। নেশার মত ববি তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। একদিন দেখা না হইলে, কথা না বলিলে মনটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। কোন কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে পারে না, নেশাখোরের মত সারা অন্তর যেন ক্রমাগত গা-মোড়া ভাঙ্গিতে ও হাই তুলিতে থাকে। তাহা ছাড়া ববির দিকটাও চিন্তা করিবার আছে। মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মাপকাঠি অনুসারে ববির মানসিক অবস্থাটিকে ঠিক 'ভালবাসা' না বলা গেলেও সে যে তাহার প্রতি আকৃষ্ট, তাহা বেশ বুঝা যায়। তাহাকে দেখিতে চায়, তাহার কথা শুনিতে চায়, তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার মুখে আনন্দের অরুণাভা ফুটিয়া উঠে। আজও তাহারই প্ররোচনায়

খুকী তাহাকে ডাকিয়াছিল ; এবং ঘরে ঢুকিবামাত্র খুকীর অলক্ষিতে বিদ্যুৎ-চমকের মত সে একটি কটাক্ষ হানিয়াছিল। তাহার সম্পর্কে নিজের দুর্ণাম রটিয়াছে, হয় তো সে এখনও জানে না ; জানিলে নিশ্চয় তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইত না। তবে তাহার সহিত কার্ত্তিক-তনয়ার যে বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, সে শুনিয়াছে। ইহাতে তাহার মনের ভিতরে কি হইতেছে, তাহা তাহার মলিন বিষণ্ণ মুখের ম্লান হাসিটুকুতে হয়তো ধরা পড়িয়াছে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে সে, শিক্ষার জৌলুস তাহার নাই, আলোকপ্রাপ্তা আধুনিকাদের মত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের দাবি করিতে শিখে নাই। তাহার যে একটি পৃথক মন আছে, ইচ্ছা আছে, রুচি আছে, সে কথা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিবার মত হৃদয়ের শক্তি অর্জ্জন করে নাই। কাজেই যাহারই সহিত বিবাহ-বন্ধনে তাহাকে বাঁধিয়া দেওয়া হউক, বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রতিবাদে, আমরণ তাহারই পাছু পাছু চলিবে। তাহার অন্তরের মধ্যে অহরহ যে কাঁটা বিঁধিয়া থাকিবে, তাহার বিন্দুমাত্র আভাস তাহার আচার ও আচরণে, বাক্যে ও ব্যবহারে কোনদিন প্রকাশ পাইবে না। হয়তো ভাবীজীবনে স্বামী-পুত্র-কন্যা-পরিবৃত সংসারে অপর্য্যাপ্ত কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে স্বল্প অবসরে কোন-কোনদিন কৈশোরের এই দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের পানে তাকাইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবে, হয়তো বা মুহূর্ত্তের জন্য ক্ষীণ বিদ্যুৎচমকের মত ম্লান হাসি তাহার অধরোষ্ঠে ফুটিয়া তখনই মিলাইয়া যাইবে। আর সে নিজে ? নিজের হৃদয়ের অবস্থা সে বুঝিতে পারিতেছে না। নারীসঙ্গের ক্ষুধা তাহার বুকের মধ্যে জাগিয়াছে, কিন্তু তাহা যে শুধু ববিকে পাইলে শান্ত হইবে, আর কাহাকেও পাইলে হইবে না, এতখানি সাংঘাতিক অবস্থা তাহার হয় নাই। তবে, ববিকে তাহার ভাল লাগে ; ভাল লাগে তাহার সুকুমার তারুণ্য, ভাল লাগে তাহার শুভ্র-কোমল দেহ-লাবণ্য, ভাল লাগে তাহার

নম্র-সরল সুন্দর ব্যবহার, ভাল লাগে তাহার নির্ব্বিচার নির্ভরতা। যাহাকে সে বিবাহ করুক, ববিকে সে কোনদিন ভুলিবে না। আজ যদি ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি কার্পণ্য না করিতেন, ববিকে বিবাহ করিতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিত না। সামাজিক বাধা কার্ত্তিক যদি অতিক্রম করিতে পারে, বিনয়ের পক্ষেও তাহা দুরতিক্রম্য হইত না। বিনয়ের স্ত্রী হয়তো স্ত্রী-সুলভ নির্ব্বুদ্ধিতা ও গোঁড়ামির জন্য এবং মিথ্যা সামাজিক নিগ্রহের ভয়ে প্রতিরোধ করিত, কিন্তু বিনয় রাজী হইলে এবং তালিম দিয়া তাহার মন ও মতকে একটুখানি শক্ত করিয়া তুলিতে পারিলে সে প্রতিরোধও দূর হইত। কিন্তু ভাগ্য কি কোনদিন প্রসন্ন হইবে না? ইহার মধ্যেই এত নিরাশ হইবার সময় আসে নাই। পড়ার খরচ চালাইয়াও তাহার যে পৈতৃক সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে, তাহা বিক্রয় করিলে কোন ছোট সহরে ছোট ডিস্‌পেন্সারী করিয়া নূতন করিয়া ব্যবসা শুরু করিবার মত মূলধন সংগ্রহ হইতে পারে। তাহার উপরে, ববি যদি গৃহলক্ষ্মীরূপে তাহার সুন্দর মুখের অম্লান হাসি, সুকোমল হস্তের সেবা, এবং হৃদয়ের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও মঙ্গলকামনা লইয়া তাহার পার্শ্বে থাকে, তাহা হইলে অচিরে হয়তো সে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতাও অর্জ্জন করিতে পারিবে।

পরেশ শুইয়াছিল, উৎসাহে উঠিয়া বসিল। স্থির করিল, মাসীমাকে কোন কথা দিবার পূর্ব্বে সে আজই সন্ধ্যার পর একবার বিনয়ের সঙ্গে দেখা করিবে। লজ্জা ও সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া সে স্পষ্টভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, ববিকে তাহার হাতে দিতে তাঁহার মত আছে কি না। তাঁহার মত যদি হয়, তাহা হইলে সে বুঝাইয়া-শুঝাইয়া বিনয়ের স্ত্রীকে রাজী করিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহা না পারিলে, বিনয়ের মত লইয়া সে যে কোন উপায়ে ববিকে বিবাহ করিবে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পরেশ বেড়াইতে বাহির হইল। সকালে

যেদিকে গিয়াছিল তাহার উল্টা দিকে চলিল। ব্রাহ্মণপাড়া পার হইয়া তালপুকুরের পাশ দিয়া গাঙ্গুলীদের আম বাগানের ধারে গিয়া পৌঁছিল। বাগানের মধ্য দিয়া একটা পায়ে-চলা পথ বাগানের এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত গিয়া বিস্তৃত মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। পরেশ রাস্তা হইতে নামিয়া সেই পথ দিয়া বাগান পার হইল। তারপর মাঠের আইল ধরিয়া সামনের দিকে কতকটা অগ্রসর হইয়া ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিতে শুরু করিল। কতকটা অগ্রসর হইতেই বামপাশে পড়িল একটা ছোট পুকুর, পাড় অত্যন্ত নীচু; চারিদিকের পাড় জলের কিনারা পর্য্যন্ত চোরকাঁটা গাছে ভর্ত্তি, লম্বা-লম্বা ঘাস ও পানফলের পাতায় সমস্ত জল ঢাকিয়া গিয়াছে, শুধু মাঝখানে এক টুকরা কালো জল চক্ চক্ করিতেছে। পুকুরের একটা কোণে মাঠ হইতে কিনারা পর্য্যন্ত চওড়া গভীর নালা কাটা; বর্ষার পর জলের অভাব হইলে এখানে ডুনী বসাইয়া ক্ষেতের শস্য রক্ষার ব্যবস্থা হয়। পুকুরটার পাশ দিয়া আরও কতকটা আগাইয়া আবার ডান দিকে মুখ ফিরাইতেই গ্রামের স্কুল চোখে পড়িল; এই স্কুলটির অবস্থা আগে ভাল ছিল না। দুইখানা লম্বা টিনের চালওয়ালা ঘরে স্কুল বসিত; বিদেশী ছেলেদের থাকিবার জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। পাশের গ্রামের এক ভদ্রলোক স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন; তিনি স্কুলের পরিচালনা অপেক্ষা ইউনিয়ন-বোর্ড পরিচালনায় এবং নিজের সংসার ও বিষয়-আশয়ের তত্ত্বাবধানে বেশি অবহিত ছিলেন। কাজেই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে স্কুলটি অচিরে আশ্রমে পরিণত হইল। আশ্রমবালকগুলির অধিকাংশই সকাল-সকাল ভাত খাইয়া আসিয়া, দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত স্কুলগৃহের বদ্ধ বাতাসে আবদ্ধ না থাকিয়া, চারিদিকে উন্মুক্ত মাঠে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে টো-টো করিয়া ঘুরিয়া স্বয়ং প্রকৃতিদেবীর পর্য্যবেক্ষণাধীনে জ্ঞানলাভ করিত; মাস্টারগুলিও নিজ নিজ ছাত্র-বিরল ক্লাসরুমে, চেয়ারে ঠেস

দিয়া বসিয়া, টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া স্বল্পাবশেষ গোপাল মার্কা সুবোধ ছেলেগুলিকে মনে মনে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে আদেশ দিয়া দিবা-নিদ্রা উপভোগ করিতেন। একবার ইউনিয়ন-বোর্ডের ইলেকশানে পরাজিত হইয়া হেডমাস্টার মহাশয় দুঃখে হার্টফেল করিলেন। হেডমাস্টারের জন্য 'খোঁজ খোঁজ' রব পড়িয়া গেল; এ তল্লাটের যতগুলি বেকার গ্রাজুয়েট, নিজ নিজ গুণাবলীর ব্যাখ্যান করিয়া দরখাস্ত পাঠাইল: স্কুলের সেক্রেটারি পরাণ গাঙ্গুলীর বাড়িতে হাঁটাহাঁটি শুরু করিল; নিজ নিজ গৃহের প্রস্তুত ঘৃতের ভাণ্ড ও নিজ নিজ পুষ্করিণীতে সযত্ন-পালিত বৃহৎ রোহিতমৎস্য সহযোগে স্কুলের প্রেসিডেণ্ট এস্. ডি. ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল। কিন্তু কাহারও কিছুই হইল না। এস্. ডি. ও সাহেব নিজের একজন বেকার ভাইকে আনিয়া হেডমাস্টারের তখ্‌তে বসাইয়া দিলেন। এ তল্লাটের সকলে মনে মনে গর্জ্জাইতে লাগিল; কিন্তু মুখে টু শব্দটি করিল না। নূতন হেড-মাস্টারটি বয়সে যুবক, দেখিতে সুশ্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ উপাধিধারী। তাহা ছাড়া, কলিকাতা অঞ্চলের লোক; কাজেই কথায়-বার্ত্তায় অত্যন্ত ভদ্রলোক। ফলে, বৎসর খানেকের মধ্যেই সকলের মনোহরণ করিলেন। তাহা ছাড়া, হাকিমদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকার জন্য তাঁহাদের সাহায্যে সরকার ও স্থানীয় অবস্থাপন্ন লোকেদের কাছ হইতে অনেক টাকা আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। ফলে, একটি বৃহৎ একতলা স্কুল-গৃহ নির্ম্মিত হইল; বিদেশী ছাত্রদের জন্য টিনের চালওয়ালা প্রাক্তন ঘর দুইটি বোর্ডিঙ-গৃহে পরিণত হইল; ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অর্থসাহায্যে স্কুলের সামনে একটি ছোট পুকুর ভরাট করিয়া ছাত্রদের খেলার মাঠ প্রস্তুত হইল, অর্থাৎ আশ্রমটি আবার স্কুলে পরিণত হইল। হেডমাস্টার মহাশয়ের সতর্ক ও কঠোর তত্ত্বাবধানে ছাত্রগুলিকে স্কুলঘরের বদ্ধ বাতাসে বসিয়া অধ্যয়ন করিতে হইতে

লাগিল, এবং মাস্টারগুলিকে দিবানিদ্রা বিসর্জ্জন দিয়া খাড়া চেয়ারে বসিয়া অধ্যাপনা করিতে হইতে লাগিল।

স্কুলের কাছাকাছি আসিতেই পরেশ দেখিতে পাইল, খেলার মাঠে ছেলেরা খেলা করিতেছে ও জনকয়েক শিক্ষক খেলা দেখিতেছে। এই শিক্ষকগুলির সহিত পরেশের বিশেষ পরিচয় নাই। ইহারা বিদেশী লোক, বোর্ডিঙে থাকে। পরেশ আবার ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিতে শুরু করিল, এবং বোর্ডিঙের পিছন দিয়া কতকটা গিয়া গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

প্রথমেই আগুরীপাড়া; রাস্তার দুই ধারে সারি সারি উঁচু দাওয়া-ওয়ালা খড়ের ঘর। পূর্ব্বে আগুরীদের প্রায় প্রত্যেকেই বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল। কিন্তু গ্রামের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের কূট বৈষয়িক বুদ্ধির সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া দুরবস্থায় পড়িয়াছে। পাড়ার মধ্যে শুধু যুগল আগুরী কাহারও কাছে হার স্বীকার করে নাই; যতদিন বাঁচিয়াছিল আঘাতের বদলে আঘাত করিয়া, প্যাঁচের বদলে প্যাঁচ কষিয়া বিপক্ষদলকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। যুগলকাকাকে পরেশের মনে পড়িল; লম্বা-চওড়া দেহ, শক্তিমান, তেজস্বী ও সাহসী পুরুষ। যুগলকাকা পিছনে না থাকিলে—বাবার মৃত্যুর পর গ্রামের আত্মীয়-স্বজনের শুভাকাঙ্ক্ষার ধাক্কা সামলাইয়া তাহারা গ্রামে বাস করিতে পারিত না।

একটা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি হুঁকায় তামাক খাইতেছিল। পরেশকে দেখিয়া হুঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া, দুই হাতে হুঁকার ডাবাটি ধরিয়া, নলচেটি মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, "পেরনাম ডাক্তারবাবু! কোথায় গেছলেন?" পরেশ মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "এই দিকে একটু—" লোকটা প্রশ্ন করিল, "হেঁটে যে?"

খাড়া উপরে, সামনের দেওয়ালের মাথার ঠিক মাঝখানে একটি যুক্তহস্ত নাড়ুগোপালের ভঙ্গীতে উপবিষ্ট গরুড়-দেবের প্রতিমূর্ত্তি। নাকটি ভাঙিয়া গিয়াছে, মুখও বিধ্বস্তপ্রায়, মাথায় একটি হাত দুই লম্বা লোহার শিক প্রোথিত। দেবায়তনটিকে বজ্রপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গরুড়দেবের এই শাস্তি। এখন অবশ্য দেবমূর্ত্তি নাই। বাবা-মার মৃত্যুর পর নিত্য-সেবা চালাইতে না পারিয়া শ্রীমতী শালগ্রাম শিলাটিকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছে, এবং দেব-গৃহটিকে ভাণ্ডার-গৃহে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। তথাপি গরুড়দেবের শূলমুক্তি ঘটে নাই।

শ্রীমতী আসিয়া ঘরের দাওয়ায় একটি মাদুর পাতিয়া সাদরে কহিল, "এস ভাই, ব'স!" তারপর প্রদীপ-হস্তে ঠাকুর-দালানের ভিতর গিয়া বেদীর সামনে একটি পিলসুজের উপর প্রদীপটি রাখিল। এবং শূন্য সিংহাসনের সামনে জানু পাতিয়া প্রণাম করিল। তারপর ঘরের এককোণ হইতে একটি প্রাচীন লণ্ঠন বাহির করিয়া জ্বালিয়া এ ঘরে আনিয়া পরেশের পাশে রাখিয়া কহিল, "চারটি দুধ চিঁড়ে মেখে দেব?" পরেশ প্রবল আপত্তি সহকারে কহিল, "না, না, এক গেলাস জলই দিন না শুধু।" শ্রীমতী মুখ-চোখ ঘুরাইয়া কহিল, "তা' কি হয় ভাই! কত ভাগ্যে কুঞ্জে পদার্পন করেছ—আগে হ'লে সারারাত্রি ধ'রে রাখতাম।" পরেশ মুখ টিপিয়া হাসিল। শ্রীমতী ঠাকুর-দালানে চলিয়া গেল।

পরেশ চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বারান্দার একপাশে একটি কম্বলের আসন পাতা—তাহার সামনে শ্রীমতীর চরকা, পেঁজা তুলা, নাটাই এবং অন্যান্য সূতা কাটিবার সরঞ্জাম। ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্ন। উঠানের মাঝখানে একটি ইঁটে বাঁধানো তুলসী-মঞ্চ, তাহাতে একটি তুলসীগাছ; উঠানের এক কোণে একটি শাখা-

প্রশাখাবহুল কাগজীলেবুর গাছ। শ্রীমতী লেবু বিক্রয় করিয়াও দুই পয়সা রোজগার করে। উঠানের একধারে একটি খড়ের চালা, সেখানে একটি ঢেঁকী রহিয়াছে। শ্রীমতী নিজে ধান ভানে না, তবে ভান্নুনীদের ঢেঁকী ভাড়া দিয়া থাকে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের দিদিমা ডাক শুনিয়া চমকিয়া সদর দরজার দিকে তাকাইতেই পরেশ দেখিতে পাইল, একটি পনরো-ষোল বৎসরের মেয়ে ঘরে ঢুকিতেছে, পরিধানে বাসন্তী রঙের শাড়ি, ব্লাউজ কি রঙের ঠাহর হইল না, মাথা ও পা খালি। মেয়েটি কতকটা আগাইয়া আসিয়া লণ্ঠনের আলোকে পরেশকে দেখিতে পাইয়াই দুই পা পিছাইয়া লজ্জায় জিব কাটিল, তারপর দ্রুতপদে সদর দরজার দিকে চলিয়া গেল।

পরেশ হাঁকিল, "দিদিমা!"

শ্রীমতী জবাব দিল, "কি ভাই! একলা ভয় করছে? এই সন্ধ্যেবেলায় ভয় কি হে!" পরেশ কহিল, "আপনাকে কে ডাকছে দেখুন।" শ্রীমতী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল—হাতে একটি রেকাবি, তাহাতে মুড়কি ও মণ্ডা; কাছে আসিয়া কহিল, "কি বলছ?"

পরেশ কহিল, "কে ডাকছে আপনাকে।"

শ্রীমতী দরজার দিকে তাকাইয়া কহিল, "কই?" পরেশ মুখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, "বোধ হয় দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।" শ্রীমতী রেকাবিটা পরেশের সামনে নামাইয়া দিয়া মুচকি হাসিয়া কহিল, "বুঝেছি ভাই, আমার নাতনী।" বলিয়া ঘরের দিকে যাইতেই পরেশ কহিল, "উনি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন! ডেকে আনুন।" শ্রীমতী ঘরে ঢুকিয়া জল গড়াইতে গড়াইতে কহিল, "অত অস্থির হ'চ্ছ কেন ভাই, ডাকছি। আগে আমার হবু নাতজামাইকে সামলাই,

খাড়া উপরে, সামনের দেওয়ালের মাথার ঠিক মাঝখানে একটি যুক্তহস্ত নাড়ুগোপালের ভঙ্গীতে উপবিষ্ট গরুড়-দেবের প্রতিমূর্ত্তি। নাকটি ভাঙিয়া গিয়াছে, মুখও বিধ্বস্তপ্রায়, মাথায় একটি হাত দুই লম্বা লোহার শিক প্রোথিত। দেবায়তনটিকে বজ্রপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গরুড়দেবের এই শাস্তি। এখন অবশ্য দেবমূর্ত্তি নাই। বাবা-মার মৃত্যুর পর নিত্য-সেবা চালাইতে না পারিয়া শ্রীমতী শালগ্রাম শিলাটিকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছে, এবং দেব-গৃহটিকে ভাণ্ডার-গৃহে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। তথাপি গরুড়দেবের শূলমুক্তি ঘটে নাই।

শ্রীমতী আসিয়া ঘরের দাওয়ায় একটি মাদুর পাতিয়া সাদরে কহিল, "এস ভাই, ব'স!" তারপর প্রদীপ-হস্তে ঠাকুর-দালানের ভিতর গিয়া বেদীর সামনে একটি পিলসুজের উপর প্রদীপটি রাখিল। এবং শূন্য সিংহাসনের সামনে জানু পাতিয়া প্রণাম করিল। তারপর ঘরের এককোণ হইতে একটি প্রাচীন লণ্ঠন বাহির করিয়া জ্বালিয়া এ ঘরে আনিয়া পরেশের পাশে রাখিয়া কহিল, "চারটি দুধ চিঁড়ে মেখে দেব?" পরেশ প্রবল আপত্তি সহকারে কহিল, "না, না, এক গেলাস জলই দিন না শুধু।" শ্রীমতী মুখ-চোখ ঘুরাইয়া কহিল, "তা' কি হয় ভাই! কত ভাগ্যে কুঞ্জে পদার্পন করেছ—আগে হ'লে সারারাত্রি ধ'রে রাখতাম।" পরেশ মুখ টিপিয়া হাসিল। শ্রীমতী ঠাকুর-দালানে চলিয়া গেল।

পরেশ চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বারান্দার একপাশে একটি কম্বলের আসন পাতা—তাহার সামনে শ্রীমতীর চরকা, পেঁজা তুলা, নাটাই এবং অন্যান্য সূতা কাটিবার সরঞ্জাম। ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্ন। উঠানের মাঝখানে একটি ইঁটে বাঁধানো তুলসী-মঞ্চ, তাহাতে একটি তুলসীগাছ; উঠানের এক কোণে একটি শাখা-

প্রশাখাবহুল কাগজীলেবুর গাছ। শ্রীমতী লেবু বিক্রয় করিয়াও দুই পয়সা রোজগার করে। উঠানের একধারে একটি খড়ের চালা, সেখানে একটি ঢেঁকী রহিয়াছে। শ্রীমতী নিজে ধান ভানে না, তবে ভানুনীদের ঢেঁকী ভাড়া দিয়া থাকে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের দিদিমা ডাক শুনিয়া চমকিয়া সদর দরজার দিকে তাকাইতেই পরেশ দেখিতে পাইল, একটি পনরো-ষোল বৎসরের মেয়ে ঘরে ঢুকিতেছে, পরিধানে বাসন্তী রঙের শাড়ি, ব্লাউজ কি রঙের ঠাহর হইল না, মাথা ও পা খালি। মেয়েটি কতকটা আগাইয়া আসিয়া লণ্ঠনের আলোকে পরেশকে দেখিতে পাইয়াই দুই পা পিছাইয়া লজ্জায় জিব কাটিল, তারপর দ্রুতপদে সদর দরজার দিকে চলিয়া গেল।

পরেশ হাঁকিল, "দিদিমা!"

শ্রীমতী জবাব দিল, "কি ভাই! একলা ভয় করছে? এই সন্ধ্যেবেলায় ভয় কি হে!" পরেশ কহিল, "আপনাকে কে ডাকছে দেখুন।" শ্রীমতী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল—হাতে একটি রেকাবি, তাহাতে মুড়কি ও মণ্ডা; কাছে আসিয়া কহিল, "কি বলছ?"

পরেশ কহিল, "কে ডাকছে আপনাকে।"

শ্রীমতী দরজার দিকে তাকাইয়া কহিল, "কই?" পরেশ মুখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, "বোধ হয় দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।" শ্রীমতী রেকাবিটা পরেশের সামনে নামাইয়া দিয়া মুচকি হাসিয়া কহিল, "বুঝেছি ভাই, আমার নাতনী।" বলিয়া ঘরের দিকে যাইতেই পরেশ কহিল, "উনি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন! ডেকে আনুন।" শ্রীমতী ঘরে ঢুকিয়া জল গড়াইতে গড়াইতে কহিল, "অত অস্থির হ'চ্ছ কেন ভাই, ডাকছি। আগে আমার হবু নাতজামাইকে সামলাই,

তারপর নাতনীকে ডেকে আনব।" অনতিবিলম্বে এক গ্লাস জল আনিয়া পরেশের রেকাবির পাশে নামাইয়া দিয়া কহিল, "খাও। নাতনীকে ডেকে আনি—মিষ্টি খেতে খেতে নাতনীর মিষ্টি মুখখানি দেখবে, তাহ'লে চিরদিন ওকে মিষ্টি লাগবে।" বলিয়া বার্দ্ধক্য-শিথিল দেহে যতখানি তরঙ্গ তোলা সম্ভব তুলিয়া দরজার দিকে প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ পরে, একজনের স-তর্জ্জন অনুরোধ ও আর একজনের স-ঝঙ্কার প্রতিরোধ পরেশের কর্ণগোচর হইল। পরেশ আড়চোখে চাহিয়া দেখিল মেয়েটিকে শ্রীমতী হাতে ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে। মেয়েটি কৃত্রিম বিরক্তির সহিত আবদারের সুরে কহিতেছে, "আঃ, ছাড়ুন না!" শ্রীমতী কহিল, "ছাড়ব কেন লো ছুঁড়ী? এতদিন জড়িয়েছিলি, আজ এত ছাড়বার জন্যে ছটফটানি কেন?" মেয়েটি অনুনয়ের সুরে কহিল, "সত্যি ছেড়ে দিন। যাই।" শ্রীমতী ধমকাইয়া কহিল, "নেকী! বাড়ি যাবার জন্যেই বুঝি এতক্ষণ সাড়া না পেয়েও দরজায় দাঁড়িয়েছিলি।" পরেশের সামনে টানিয়া আনিয়া কহিল, "ওহে নাগর! শুনছ! মণ্ডা খাওয়া ছেড়ে একবার মুখ তুলে তাকাও, মণ্ডার চেয়ে হাজার গুণ মিষ্টি জিনিস এনেছি।" পরেশ লজ্জায় মুখ আরও নত করিল। শ্রীমতী ধিক্কার দিয়া কহিল, "ছিঃ! মেয়ে-মানুষের অধম নাকি! নাকের সামনে একটা ডবকা ছুঁড়ীকে ধ'রে দিয়েছি, তাকিয়ে দেখতে পারছ না!" পরেশ মুখ তুলিল না। শ্রীমতী কহিল, "তাকাও—তাকাও বলছি। না তাকালে আমার মাথা খাও।" পরেশ হাস্যমুখে মুখ তুলিয়া কহিল, "কি বলছেন! এই নিন তাকাচ্ছি আপনার দিকে।" বলিয়া শ্রীমতীর মুখের দিকে তাকাইল—কিন্তু এই অবসরেই লজ্জানতমুখী মেয়েটিকে একবার দেখিয়া লইল। শ্রীমতী কহিল, "আমার দিকে নয়।"

মুখের ইঙ্গিতে কহিল, "এই দিকে—তাকাও বলছি। না হ'লে ঘাড়ে ধ'রে, চোখ তেড়ে তাকিয়ে দেব!" পরেশ এবার পুরাপুরিভাবে মেয়েটির দিকে তাকাইল। যে সুকোমল শ্যাম-শ্রী বাঙালী মেয়ের বৈশিষ্ট্য, এ মেয়েটির দেহে তাহার জোয়ার আসিয়াছে। লজ্জা ও কৌতুকে মুখখানি ঝলমল করিতেছে; দীর্ঘপক্ষ চোখ দুইটি, দুইটি কৃষ্ণ বঙ্কিম রেখায় অর্দ্ধ-নিমীলিত; পাতলা ভ্রূ দুইটি যেন চতুর্থীর কালো চাঁদ, ভ্রূ দুইটির মাঝখানে কাঁচপোকার টিপটি যেন ক্ষুদ্র সবুজ তারা; কানের লাল পাথরের দুল দুইটি যেন দুইটি গোলাপের কুঁড়ি।

শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, "কেমন দেখছ হে? পছন্দ হয়?" পরেশ জবাব না দিয়া মৃদু হাসিল।

এই সময়ে মেয়েটি মুখ কিঞ্চিৎ তুলিয়া আড়চোখে পরেশকে দেখিবার চেষ্টা করিল। হঠাৎ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া শ্রীমতী স-তর্জ্জনে কহিল, "তুই খবরদার তাকাবিনি পোড়ারমুখী! শুভদৃষ্টির আগে বরের দিকে তাকাতে নেই জানিস না বুঝি?" মেয়েটি গভীরতর লজ্জায় মুখ এক্কেবারে বুকের কাছে নামাইয়া ফেলিল।

শ্রীমতী কহিল, "চল্, বসবি চল্।" বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া ঠেলিয়া লইয়া চলিল। মেয়েটি ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, "না, বাড়ি যাই আমি।" শ্রীমতী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "বাড়ি যাওয়া কেন? ব'স্। এখনই তুলে নিয়ে পালাবে ভাবছিস নাকি?" —বলিয়া পরেশের কাছ হইতে কতকটা দূরে আসন পাড়িয়া মেয়েটিকে বসাইল, এবং ঘরের ভিতর হইতে পান সাজিবার সরঞ্জাম আনিয়া পরেশ ও মেয়েটির মাঝখানে বসিল।

পরেশ খাওয়া শেষ করিয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে কহিল, "খুব খাইয়ে দিলেন দিদিমা।" শ্রীমতী কহিল, "তা ভাই, বুড়ী

দিদিমার মণ্ডা-মুড়কি ছাড়া খাওয়াবার তো আর কিছুই নেই।” মুচকি হাসিয়া কহিল, “তবে ভাল জিনিস খাওয়াবার ব্যবস্থা করছি—স্বর্গের সুধা তার কাছে হার মেনে যাবে।” বলিয়া পর পর পরেশ ও মেয়েটির মুখের দিকে তাকাইল। তারপর পান সাজিয়া পরেশের হাতে দিয়া আরও কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, “এবার ভাই, সত্যি করে বল, নাতনীকে আমার পছন্দ হয় কি না।” পরেশ চুপ করিয়া রহিল। শ্রীমতী কহিল, “ওহে শুধু সাদা রঙ দেখে ভুলো না। আমারও তো সাদা রঙ, কপাল তো দেখেছ—এজন্মে সোয়ামীর ঘর করতে পেলাম না। রঙ হলেই চলবে না, কপাল চাই। দ্রৌপদীর রঙ তো কালো ছিল—কিন্তু কত ভাগ্যবতী ছিল বল দেখি? পাঁচজনে পায়ের কাছে পড়ে থেকেও মন পেত না। নাতনীর আমার তেমনই কপাল। ও জন্মাবার আগে তো কার্ত্তিক ডাক্তার এক রকম ফতুর হয়ে গিয়েছিল; যা কিছু টাকা-কড়ি ধন-দৌলত গয়না-গাঁটী ছিল, বেয়াই আর বানে মিলে লুঠে নিয়েছিল; এখানে যখন এল তখন লক্ষ্মী পাতবার মত এক ছটাক ধান পর্য্যন্ত ছিল না। ও হবার পর থেকেই আবার শ্রীবৃদ্ধি শুরু হল; তা ছাড়া নাতনী কি আমার কালো? ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দেখি কেমন রঙ, নব-দুর্ব্বাদল-শ্যাম তো একেই বলে।” মুচকি হাসিয়া কহিল, “গায়ের রঙ ফরসা হ'লে গায়ের আর মেজাজের তাপে কাছে ঘেঁষতে পারবে না। ঐ রকম শ্যামবর্ণ হ'লে—মেজাজ হবে মিষ্টি, আর গা হবে শীতকালে গরম, গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা।” সুর করিয়া কহিল, “আরামে রজনী যাপিবে হে গুণমণি।” পরেশ স্মিতমুখে শুনিতেছিল, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “উঠি দিদিমা।” খপ্ করিয়া হাত ধরিয়া শ্রীমতী কহিল, “বারে! পালাচ্ছ যে! কথা দিয়ে যাও।” মেয়েটির দিকে তাকাইতেই চোখে চোখ মিলিয়া পরেশের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া

উঠিল—শিথিলকণ্ঠে কহিল, "মাসীমার কাছে শুনবেন।" শ্রীমতী কহিল, "খারাপ খবর শুনব না তো?" মেয়েটির লজ্জারক্ত ঔৎসুক্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকাইয়া পরেশ কহিল, "খুব সম্ভব না।" শ্রীমতী হাত ছাড়িয়া দিল।

পথে নামিয়া পরেশের মনে হইল, কাজটা ভাল হইল কি? সে তো এক রকম মত দিয়াই আসিল। মেয়েটির সাক্ষাতে 'না' বলিয়া তাহাকে অপমান করিতে তাহার ভদ্রতা-জ্ঞানে বাধিল বোধ হয়। কিন্তু ভদ্রতার অনুরোধেই নয়; মনের মধ্যে ডুব দিয়া দেখিল, সেই গভীর তলদেশে একটি নবজাত শৈবাল-শিশুর মত অতি ক্ষীণ অতি ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা জন্মলাভ করিয়াছে, এখনও বর্দ্ধিত হয় নাই, এখনও দলের পর দল মেলিয়া সারা মনকে ছাইয়া ফেলে নাই। সে আকাঙ্ক্ষা—নবোদ্গতযৌবনা তন্বী, শ্যামলা মেয়েটির সঙ্গলাভের, যে চোখের চাহনি বুকের মধ্যে কাঁপন জাগাইয়াছে সেই চোখের পরে চোখ রাখিয়া তাহার মনের কথা জানিবার। পরেশ ভাবিল কি হইবে এই গ্রাম ছাড়িয়া গিয়া? কি হইবে কোন এক অপরিচিত স্থানে গিয়া নূতনভাবে জীবনযাত্রা শুরু করিয়া? ঐ সুশ্রী মেয়েটিকে গ্রহণ করিলেই তো সব আপনা আপনি ধরা দিবে। ধরা দিবে —অর্থ ও প্রতিপত্তি, সম্মান ও সম্পত্তি, ধরা দিবে প্রতিবেশীদের স্নেহ, সহায়তা, সহৃদয়তা ও সহানুভূতি। কিন্তু ববি? তাহাকেও যে মন পাইতে চায়? কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মন যাহা চাহিয়াছে, তাহা কি সব পাইয়াছে? এবং তাহা না পাইয়াও যদি তাহার চলিয়া থাকে, ববিকে না পাইলেও তাহার চলিবে বোধ হয়। হয়তো প্রথম প্রথম মনটা খুঁত খুঁত করিবে, অভিমানে গুম হইয়া থাকিবে, তারপর ঐ মেয়েটির সুন্দর সাহচর্য্যে প্রবোধ মানিবে।

ববিদের বাড়ীর সামনে পৌঁছিতেই পরেশ দেখিল, বৈঠকখানা

অন্ধকার। ভাবিল, পূর্ব্ব সঙ্কল্পমত বিনয়ের মতামত জিজ্ঞাসা করে তারপরই ভাবিল, থাক্, কি হইবে জিজ্ঞাসা করিয়া ? বিনয়ের মত যে আছে তাহা সে জানে কিন্তু তাহার স্ত্রীর কিছুতেই মত হইবে না। তাহার মত করাইবার জন্য অনুরোধ-উপরোধ অনুনয়-বিনয় করিবার আগ্রহ মন হইতে ইহার মধ্যেই বেমালুম অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

বৈঠকখানায় পা দিয়াই পরেশ দেখিতে পাইল, বিনয় টিনের চেয়ারটিতে বসিয়া আছে। সামনে টেবিলের উপর একটি লণ্ঠন, খুব সম্ভব বিনয়ই সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া পরেশ কহিল, "কাকাবাবু আপনি ? কোন দরকার আছে নাকি ?" বিনয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ সরল হাসি হাসিয়া কহিল, "এস বাবা পরেশ! ব'স! দরকার এমন কিছু নেই। কোথায় গিয়েছিলে ?" পরেশ বসিতে গিয়া টেবিলের উপর ওজন করিবার যন্ত্রটা দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "এটা এখানে নিয়ে এলেন বুঝি ?" বিনয় কাঁচুমাচু মুখে ঢোক গিলিয়া কহিল, "হ্যাঁ, বাবা! তোমার কাকীমা বললে— ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, কে কখন নষ্ট ক'রে দেবে, দামী জিনিস—" পরেশ মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "দামী জিনিস বটে, তবে কে নষ্ট করবে ? তা বেশ! ববিকে ওষুধটাই দিন কয়েক খাওয়ান। তারপর একদিন বলবেন, ওজনটা নিয়ে আসব এখন।" বিনয় সাগ্রহে কহিল—"নিশ্চয়। নিশ্চয়। ওষুধ আমি নিজে নিয়মমত খাওয়াব। এর মধ্যে দাগ দুই খাওয়া হয়ে গেছে বোধ হয়! তা' কোথায় গিয়েছিলে বাবা ?" পরেশ কহিল, "একটু বেড়িয়ে এলাম। হাতে কাজকর্ম্ম কিছু নেই, একেবারে বেকার, তাই ভাবলাম একটু ঘুরে আসি।"

বিনয় সাহস দিয়া কহিল, "এখনই এত হতাশ হ'য়ো না বাবা! যাই হোক, ব্যবসা তো! একবারে জমে উঠবে না; ক্রমে দানা

বাঁধবে। দেশের লোক এখন কার্ত্তিককেই জানে, ভাবে—কলির ধন্বন্তরী। ক্রমে ক্রমে দু-একটা কেসে দুজনে যখন ঠোকাঠুকি হবে, তখন লোকে বুঝবে, কার কতটা বিদ্যে। তা সে তো সময় লাগবে বাবা! কার্ত্তিকের কতদিনের কারবার এখানে; তাকে কোণঠাসা করতে হ'লে তোমাকে একটু ধীরভাবে অপেক্ষা করতে হবে। তা-ছাড়া কার্ত্তিক ডাক্তার যদি—" পরেশ এতক্ষণ একদৃষ্টে বিনয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতেছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা কাকাবাবু, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত নয়, তবু উপায় নেই। আশা করি আমাকে নির্লজ্জ ভাববেন না।" বিনয় বিস্ময়ের সহিত কহিল, "কি বল?" পরেশ ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "ববিকে আমার হাতে দিতে আপনার আপত্তি আছে?" বিনয় ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিল, "আমার মত গরীব মাস্টারের তোমার মত ছেলের হাতে মেয়ে দিতে আপত্তি!" ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আমার কোন আপত্তি নেই বাবা!" পরেশ কহিল, "কিন্তু কাকীমার?" বিনয় কুণ্ঠার সহিত কহিল, "হ্যাঁ, ওদের হয়তো আপত্তি আছে। কিন্তু বাবা! ওরা তো আমাদের পাড়াগেঁয়ে হিন্দু সংসারের মেয়েমানুষ—লেখাপড়া শেখেনি, বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় করবার সুযোগ কোনদিন পায়নি। সারা পৃথিবী জুড়ে কি যে ভাঙ্গা-গড়া চলছে, তার কোন খবর ওরা রাখে না। নিজেদের ছেলেমেয়ে স্বামী নিয়ে সংসার, তার চেয়ে কিছু বড় নিজেদের ছোট সমাজ—এই সঙ্কীর্ণ বেড়ের মধ্যে ওরা জন্মায়, বড় হয়, সারাজীবন কাটিয়ে দিয়ে মরে। বেড়ার বাইরে কি আছে, কি ঘটছে, কোনদিন জানতে পারে না, জানতে চায়ও না। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে, সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধিয়ে, নিজের

সংসারটিকে নিরাপদে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারাতেই ওদের সুখ ও শান্তি—”

পরেশ চুপ করিয়া এতক্ষণ বিনয়ের বক্তৃতা শুনিতেছিল—হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “অর্থাৎ কাকীমা সমাজের বিরুদ্ধে যেতে চাইবেন না।” বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল, “কিন্তু কার্ত্তিক ডাক্তারের স্ত্রী খুব সম্ভব মেয়েমানুষই।” বিনয় হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, “মেয়েমানুষ বইকি বাবা!” পরেশ কহিল, “আর পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত মেয়েমানুষ, কিন্তু তাঁর তো কোন আপত্তি নেই।” বিনয় গম্ভীর হইয়া কহিল, “কি জান বাবা পরেশ! ওবা বড়লোক, গাঁয়ের লোক সব ওদের হাত-ধরা; ওরা যা করতে চাইবে, তাতেই সমাজের সম্মতি হবে। কিন্তু আমাদের কথা আলাদা। পয়সা নেই, প্রতিপত্তি নেই, আমাদের সামান্য একটু বেচাল দেখলেই সারা সমাজে হৈ-চৈয়ের অন্ত থাকবে না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “তাছাড়া, তোমার সঙ্গে কার্ত্তিক ডাক্তারের মেয়ের বিয়ের কথাবার্ত্তা চলছে—গাঁয়ের লোকেও এই বিয়ে দেবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছে। এ অবস্থায় ববিকে তুমি বিয়ে করলে, আমার আর এ গাঁয়ে বাস করা চলবে না।”

পরেশ কহিল, “যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি!” বিনয় মৃদুকণ্ঠে কহিল, “বল।” পরেশ লজ্জিত মুখে কহিল, “ববির যদি আমাকে বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, মানে—যদি—” বিনয় হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর উচ্ছ্বাসটা সামলাইয়া লইয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। পরেশ অপ্রতিভ মুখে কহিল,—“এত হাসছেন কেন?” বিনয়ের চোখে জল আসিয়াছিল, হাত দিয়া মুছিতে মুছিতে হাসি সামলাইয়া কহিল, “হাসি পাচ্ছে, বাবা! হিন্দুঘরের কুমারী মেয়ের ইচ্ছে? বিশেষ ক'রে আমার মত গরীবের মেয়ের? একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই;—ধর তোমার কাকীমা

—দেখতে শুনতে মন্দ ছিলেন না, বাবার অবস্থাও নেহাৎ হীন ছিল না, ছোট-খাটো শহরেও জন্মেছিলেন, এবং সেখানে মনের মত ভাল ছেলের অভাব ছিল না। হয়তো মনে মনে তাদের কাউকে পছন্দও করেছিলেন। অথচ পড়লেন তো আমার মত হতভাগা গরীব মাস্টারের হাতে। কিন্তু তখনও তাকে কোন আপত্তি করতে শুনিনি, পরেও কোনদিন অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখিনি। কি জান, বাবা! স্বামীকে ভালবাসা, শ্রদ্ধা করা, হিন্দুঘরের মেয়েদের আজন্মের সংস্কার. সে স্বামী যেই হোক যেমনই হোক। না হ'লে—ওদেশে শুনি কথায়-বার্ত্তায় একটু মাত্রাদোষ ঘটলেই নাকি স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে দেয়; কিন্তু এদেশে স্ত্রীরা আমাদের কত ক্রটি, কত অপরাধ নীরবে সহ্য করে বল দেখি?" পরেশ চুপ করিয়া রহিল; বিনয় বলিতে লাগিল, "ববির জন্যে তুমি ভেব না বাবা! তুমি তাকে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছ, সেইজন্যে সে তোমাকে শ্রদ্ধা করে, বড়দাদার মত ভক্তি করে। কিন্তু তোমার স্ত্রী হবে এ দুরাকাজ্ক্ষা সে কোনদিন করেনি—এ আমি তোমাকে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তুমি কার্ত্তিক ডাক্তারের মেয়েকেই বিয়ে কর, বাবা! এতে তোমার ভাল হবে। আমি আর তোমার কাকীমা এতে বিন্দুমাত্র দুঃখ করব না।" পরেশ বিনয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া চিন্তিত মুখে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিল, "আমার সম্পর্কে গাঁয়ের লোক ববিকে নিয়ে যে নানা কথা—" কথা শেষ করিতে না করিতে বিনয় কহিল, "শুনেছি বাবা, কিন্তু ও তো মিথ্যে—গাঁয়ের লোক ঈর্ষা ক'রে যা-তা রটাচ্ছে।" পরেশ কহিল, "কিন্তু এর জন্যে যদি ববির বিয়ে না হয়!" বিনয় চোখ দুটা কুঁচকাইয়া মাথার ঝাঁকানি দিয়া কহিল, "না, তার জন্যে চিন্তা নেই। কার্ত্তিক ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেলেই গাঁয়ের লোক চুপ ক'রে যাবে।" মৃদু ও ম্লান হাসিয়া কহিল, "তখন দেখবে,

এখন যারা নিন্দে রটাচ্ছে, তারাই হয়তো নিজের নিজের বেকার ও বখাটে আত্মীয়দের সঙ্গে ববির বিয়ে দিতে চাইবে।"

দিন কয়েক পরে; বেলা প্রায় দুইটা। ববি বৈঠকখানার জানালায় দাঁড়াইয়াছিল। খুকী মেঝেতে বসিয়া পুতুল খেলিতেছিল ও নিজের মনে বকিতেছিল। মাঝে মাঝে ববির উদ্দেশে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতেছিল। ববি কখনও দুই এক কথায় প্রশ্নের জবাব দিতেছিল, কখনও বা চুপ করিয়া থাকিয়া জবাব এড়াইয়া যাইতেছিল। খুকী একবার প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁ দিদি, খুকী তো আমার সেরে উঠেছে, এর পর তো বিয়ে দেওয়া উচিত, না?" ববি শুধু জবাব দিল, "হুঁ।" কিছুক্ষণ পরে খুকী কহিল, "শান্তি দিদির (পাশের বাড়ীর মেয়ে) বরের বড় বড় গোঁফ, সে দিন দুধ খাচ্ছিল—এমন দেখাচ্ছিল! হ্যাঁ দিদি! পরেশদাদার গোঁফ নেই কেন?" ববি নিরুত্তর রহিল। খুকী কহিল, "পরেশদাদা গোঁফ রাখতে চাইলে, মানা ক'রে দিও। গুঁফো লোকগুলোকে আমার ভারী ঘেন্না করে।" ববি হাসিবার চেষ্টা করিয়া উত্তর দিল, "পরেশদাদার গোঁফের সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক?" খুকী দুই চোখ বড় করিয়া কহিল, "বারে! সম্পর্ক নেই! আমাদের পরেশদাদা!" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খুকী আবার কহিল, "হ্যাঁ দিদি! পরেশদাদা ক'দিন আসেননি কেন?" ববি ম্লান-কণ্ঠে জবাব দিল, "জানি নে।" আরও কিছুক্ষণ পরে খুকী সম্পূর্ণ নূতন ধরণের প্রশ্ন করিল, "দিদি! তুমি মেমসাহেব দেখেছ?" ববি জবাব দিল, "না।"

খুকী কহিল, "মেমসাহেবদের মোমবাতির মত সাদা রঙ, রাত দিন জুতো প'রে থাকে—খুব নরম পা কিনা।"

ববি জবাব দিল না।

কিছুক্ষণ পরে আর এক প্রকারের প্রশ্ন হইল, "ও পাড়ার কমলীর পরেশদাদার সঙ্গে বিয়ে হবে; দিদি, তুমি বিয়ে দেখতে যাবে না?" ববি জবাব দিল না। খুকী কহিল, "কমলীর ভারী মজা কিন্তু, যখন-তখন বাপের বাড়ী পালিয়ে যাবে।" ববি ক্ষীণ হাসিয়া কহিল, "পরেশদাদা যেতে দেবেন কেন?" খুকী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "কেন দেবেন না? লোকে গাঁয়ে বিয়ে দেয় কিসের জন্যে, শুনি? আমি যে শান্তির খোকার সঙ্গে আমার খুকীর বে' দেব, যখন ইচ্ছে আনব, দেখব ব'লেই তো।"

ববি প্রতিবাদ না করিয়া জানালার ভিতর দিয়া পথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

আজ তিনদিন তাহার পরেশদাদা আসেন নাই, এ রাস্তা দিয়া পর্য্যন্ত যাওয়া-আসা করেন নাই। কমলাকে বিবাহ করিলে তাহাদের বাড়ী আসা বন্ধ করুন, এ রাস্তা দিয়া হাঁটা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিবেন নাকি? পরেশকে একদিন না দেখিলে, একদিন তাহার কথা না শুনিলে ববির মনের ভিতরটা কেমন করিতে থাকে। সারাক্ষণ মনে হয়, কি যেন একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ করা হয় নাই। রাত্রে বিছানায় শোয়া পর্য্যন্ত সারাক্ষণ একটি ব্যাকুল-প্রত্যাশা তাহার অন্তরের অন্তরালে বসিয়া পরেশের পদধ্বনি পরেশের কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য উদগ্র হইয়া থাকে। বিছানায় শোয়ার পর ঘুম আসিতে চাহে না; সকলে একে একে ঘুমাইয়া পড়ে, সে জাগিয়া জাগিয়া পরেশের কথাই ভাবে—কবে সে কেমন করিয়া হাসিয়াছিল, কোন্ কথা কেমন করিয়া বলিয়াছিল, কেমন করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়াছিল।

একে একে মনে পড়ে। এই সব স্মৃতির টুকরাগুলিকে সে ইচ্ছা

করিয়া, যত্ন করিয়া কোথাও সঞ্চিত করিয়া রাখে নাই; তাহারা নিজেরাই তাহার অজ্ঞাতে তাহার মনের কোণে আশ্রয় লইয়াছিল; স্তব্ধ, স্বল্পান্ধকারে তাহার নিদ্রাহীন চক্ষের সম্মুখে একে একে রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাহারা পার হইয়া যায়। একটি চাপা অভিমান মনের ভিতর গুমরাইতে থাকে, যেন পরেশ তাহাকে কোন ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এই দেনা-পাওনার সম্পর্ক যে কোন এক বিশেষ ক্ষণে, কোন একটি বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া সুরু হইয়াছে তাহা নহে, তবে এই সাত মাস ধরিয়া দিনের পর দিন আলাপ-আলোচনা হাস্য-পরিহাসের মধ্যে কেমন করিয়া তাহার হৃদয় বুঝিয়া লইয়াছে, পরেশ তাহার একান্ত আপনার জন। কোন দিন তাঁহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইবে, কোন দিন এমন অবস্থা হইবে যে, তাঁহার সহিত দেখা হওয়া চলিবে না, কথা বলা চলিবে না, পরম নিরাশাময় মুহূর্ত্তেও ইহা সে কোন দিন ভাবে নাই।

অথচ তাহাই ঘটিয়া গেল। সেদিন দুপুরবেলা পর্য্যন্ত তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পরেশদাদা তাহার ছাড়া কাহারও হইবেন না। তিনি অবশ্য মুখে কিছু বলেন নাই, তবু তাঁহার কথাবার্ত্তা হাসি ও চাহনি, গভীর স্নেহ ও অকৃত্রিম উদ্বেগ প্রকাশ তাহাকে ইহা বুঝাইয়া দিয়াছিল। সে জানিত, তাহার বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, পরেশদাদার মত শিক্ষিত, উপার্জ্জনক্ষম ছেলের ন্যায্য দাম দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই; সে নিজের শিক্ষায় দীক্ষায় রূপে ও গুণে পরেশের যোগ্য নহে; তবু পরেশদাদা তাহার অন্তরের আকুল আকাঙ্ক্ষার জালে ধরা দিয়াছেন। এই আত্মসমর্পণ যে করুণার বশে নয়, ইহার পশ্চাতে ভালবাসা আছে, তাহাও সে বুঝিয়াছিল। তাই সেদিন পরেশের সহিত কমলার বিবাহের কথা শুনিয়া ইহার অসম্ভাব্যতার কথা ভাবিয়া সে মনে মনে হাসিয়াছিল। এমন কি,

এই বিবাহের কথা লইয়া সে সেদিন দুপুর বেলা পরেশকে সহজেই ঠাট্টা করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই দ্বারান্তরাল হইতে যখন শুনিতে পাইল পরেশদাদার আসা-যাওয়ার জন্য তাঁহার নামে গ্রামে দুর্নাম রটিয়াছে এবং সেই জন্যই মা তাঁহাকে বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়া অপমান করিলেন, এবং তারপর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত বিনাইয়া বিনাইয়া তাহারই জন্য পাত্র সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, তখন ব্যথায় লজ্জায় ঘৃণায় ও অনুশোচনায় সে পুনঃ পুনঃ নিজের মৃত্যু কামনা করিয়াছিল। ছিঃ ছিঃ, তাহারই জন্য পরেশদাদার এই অপমান! কি অপরাধ তাঁহার? অপরাধ তিনি তাহাকে চিকিৎসা করিয়া, সেবা করিয়া মরণের হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন; অপরাধ পরম আত্মীয়াধিক স্নেহ করিয়াছেন এবং হয়তো তাহার মত একটা তুচ্ছ মেয়েকে ভালবাসিয়াছেন। কি অকৃতজ্ঞতা! রোগের সময় সারারাত্রি বিছানার পাশে বসিয়া সেবা করিতেন, তখন তো তাঁহার হাতে সম্পূর্ণরূপে মেয়েকে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে? আজ বিপদ কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া গ্রামের লোকের কথা শুনিয়া তাঁহাকে অপমান করিলে? পরেশদাদা কি ভাবিতেছেন! হয়তো ভাবিতেছেন, কলিকাতায় কত সুন্দরী শিক্ষিত মেয়ের মায়া-পাশ কাটাইয়া পাড়াগাঁয়ের একটা অশিক্ষিত অমার্জ্জিত, সামান্য মেয়ের কাছে ধরা দেওয়ার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। হয়তো মনে মনে নিজেকে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ধিক্কার দিতেছেন এবং রাগ ও অভিমানের আগুন জ্বালাইয়া তাহার জন্য হৃদয়ে যতটুকু স্নেহ ও ভালবাসা ছিল, সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতেছেন। সেই-দিন সেই নিদারুণ ক্ষণে তাহার সাতমাস ধরিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া ঘনীভূত বিশ্বাস দুর্ব্বৎসরের মেঘের মত নিশ্চিহ্ন হইয়া উবিয়া গেল।

সেইদিন সারা বিকাল ও রাত্রি তাহার যে কেমন করিয়া কাটিল,

তাহা সে জানে আর তাহার অন্তরাত্মা জানে। তাহার পরদিনও তেমনই কাটিল। তাহার পরের দিন সে ঠিক করিল, পরেশদাদা যখন এই রাস্তা দিয়া পার হইয়া যাইবেন, তখন খুকীকে দিয়া ডাক দেওয়াইবে। পরেশদাদা অভ্যাসমত থামিবেন নিশ্চয়, না আসুন দাঁড়াইয়া খুকীর সহিত হাস্য-পরিহাস করিবেন, সে আড়ালে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে একবার দেখিয়া লইবে। সম্মুখে সে কিছুতেই যাইবে না। তাহাকে দেখিয়া পরেশদাদা যদি বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরাইয়া লন, তাহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। সেদিন বেলা তিনটা পর্য্যন্ত জানালায় দাঁড়াইয়া থাকিয়াও সে পরেশের দেখা পাইল না। যে পুকুরে তাহারা বিকালে গা ধোয়, কাপড় কাচে, পরেশদের বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়া একটুখানি ঘুর-পথ হইলেও যাওয়া যায়। সে খুকীকে সঙ্গে লইয়া এই পথ দিয়া পুকুরে গেল, আশা—যদি একবার দেখা হইয়া যায়। ডিসপেন্সারির সামনে গিয়া দেখিল, দরজা বন্ধ; ফিরিবার সময়ও তাই। সেইদিন রাত্রে শুইবার পর যখন সকলে একে একে ঘুমাইয়া পড়িল, সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। পাশে খুকী ঘুমাইতেছিল, তাহার গায়ে একবার হাত বুলাইয়া দিল। খুকীর উপর তাহার হিংসা হইতেছিল; পরেশদাদাকে সেও তো ভালবাসে, অথচ পরেশদাদাকে না দেখিয়া বেশ আছে, সারাক্ষণ একবারও নাম করে না, ঘুমেরও একটু বিঘ্ন হয় নাই তাহার। বাবাও সারাদিন পরেশদাদার একবার নামও করেন নাই। কেবল সেই একা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। কাহাকেও না দেখিলে যে বুকের ভিতরটা এমন পাকা ফোড়ার মত সারাক্ষণ টনটন করিতে থাকে, তাহা সে ইহার পূর্ব্বে কোনদিন জানিত না। বিনয় কতবার কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়াছে, মা-ও একবার তাহাকে বাবার কাছে রাখিয়া একমাস বাপের বাড়ীতে ছিলেন, মন কেমন

করিয়াছিল বটে, কিন্তু এমন করিয়া দিনরাত সে ছট্‌ফট করিত না। এ তাহার কি হইয়াছে ? এমন করিলে সে বাঁচিবে কি করিয়া ? দুইদিন পরে কমলার সহিত হয়তো পরেশের বিবাহ হইবে, তখন তাঁহার কাহারও সহিত সম্পর্ক রাখা না-রাখা, কথা কওয়া না-কওয়া, কোথাও আসা না-আসা, সব কমলার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিবে। আর সে নিজেও তো একদিন চিরজীবনের মত এ গ্রাম ছাড়িয়া অন্য কোথায় চলিয়া যাইবে। তখন ? তীব্র বেদনা-বোধের সঙ্গে সে বুঝিতে পারিল, বাবা-মা-ভাই-বোন সকল প্রিয়জনকে অতিক্রম করিয়া পরেশ কখন কেমন করিয়া তাহার প্রিয়তমের স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাদিগকে ছাড়িলে সে ব্যথা পাইবে বটে, কিন্তু জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে না। কিন্তু পরেশকে ঘিরিয়া তাহার মন তাহার অজ্ঞাতে এমনই ভাবে পাকে-পাকে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাকে ছাড়ানো যাইবে না, ছাড়াইলেও সে বাঁচিবে না। নিজের এই নিদারুণ অবস্থা ভাবিয়া সে ভয়ে শুকাইয়া উঠিল। ভাবিল, কেন মনের এই নির্ব্বিচার নির্ব্বোধ দুরাকাঙ্ক্ষা ? যাহা পাইবার আর আশা নাই, তাহার জন্য কেন এত লোভ ? ইহার পর সারাজীবন কান্না ছাড়া আর কোন উপায় থাকিবে না। এই অবোধ, অশান্ত মন লইয়া কেমন করিয়া সে যে আর একজনের স্ত্রী হইবে, তাহাকে ভালবাসিবে, ভক্তি করিবে, তাহার সংসার করিবে, ভাবিয়া সে দিশাহারা হইয়া গেল।

শেষ রাত্রে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙিল মায়ের ডাকে—"ববি ! ওলো ববি !" সে সাড়া দিল, "কি মা ?"

"কাঁদছিলি কেন ?"

সে চোখে হাত দিয়া দেখিল জল, জল মুছিয়া উত্তর দিল, "কই, নাত।" মা কহিলেন, "না আবার কি ? কাঁদছিলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে,

স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি ?" সে জবাব দিল, "কি জানি মা, মনে পড়ছে না।" মা কহিলেন, "ওখানে শুতে হবে না, আমার কাছে আয়।" সে মায়ের কোলের কাছে শুইল। মেয়ের গায়ে হাত দিয়া মা কহিলেন, "ঘুমো দেখি!" তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। সে তাহার স্বপ্নের কথা ভাবিতে লাগিল।

সে যেন পরেশের সঙ্গে এক গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। অপ্রশস্ত সুঁড়ি-পথ ; পথের দুই পাশে কাঁটা গাছের ভিড়। দুই হাতে গাছের ডাল ঠেলিয়া ঠেলিয়া পথ চলিতে হইতেছে ; গায়ে পায়ে কাঁটা বিঁধিতেছে, পা দুইটা ক্লান্তিতে পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিয়াছে, তবু চলার শেষ নাই। হঠাৎ বন শেষ হইয়া তাহারা এক বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। দূরে দেখিতে পাইল একটা প্রকাণ্ড বাড়ী, তাহার মামার বাড়ী যে শহরে, সেখানে সে যেমন একটি বায়োস্কোপের বাড়ী দেখিয়াছিল, ঠিক তেমনই দেখিতে। পরেশ তাহাকে হাতে ধরিয়া সেখানে লইয়া গেল। দরজা খোলা, প্রহরী নাই। ভিতরে ঢুকিতেই দেখিল একটা নাটমন্দির—মোটা মোটা বড় বড় থাম। চাতালে কমলা বসিয়া আছে, আর তাহার আগে বসিয়া শ্রীমতী বামনী চরকা কাটিতেছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই কমলা চোখ মুখ কঠিন করিয়া শ্রীমতীকে কি বলিতেই শ্রীমতী তাহাকে মারিবার জন্য নাটাইটা তাহার দিকে ছুঁড়িল। কপালে আঘাত পাইয়া সে 'উঃ' করিয়া বসিয়া পড়িল। চোখ মেলিতেই দেখিল, পরেশ কমলাকে কোলে লইয়া বসিয়া আছে। সে পরেশকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু পরেশ তাহার কথা কানে না তুলিয়া কমলার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল। রাগে অভিমানে সে কাঁদিয়া উঠিতেই শ্রীমতী আসিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

সে হাত ছাড়াইয়া লইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন সকাল হইতেই ববির মন পরেশের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। পরেশ আর আসিবে না, দেখা দিবে না, এ জন্মের মত তাহার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক কাটিয়া গিয়াছে—মনে মনে বুঝিলেও, চুম্বক-শলাকার মত তাহার মন পরেশের দিকে একাগ্র হইয়া রহিল। দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া সুখদা তাহাকে কহিল, "কাল সারারাত্রি তো ঘুমোসনি, চল্, আমার সঙ্গে শুবি চল্।" ববি সানুনয়ে কহিল, "না মা, দিনের বেলায় আমার ঘুম আসবে না; আমি বরং সন্ধ্যের পরেই ঘুমোতে যাব।"

সুখদা সংশয়ের স্বরে কহিল, "ঘুম আসবে না কেন? চোখ বুজে প'ড়ে থাকলেই ঘুম আসবে, চল্।" ববির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল, "রাত জেগে মুখের কি রকম ছিরি হয়েছে আয়নাতে দেখ্‌গে দেখি।" আপন মনে কহিল, "সারা রাত না ঘুমিয়ে যা-তা স্বপ্ন দেখা মেয়েমানুষের ভাল নয়।" হাসিবার চেষ্টা করিয়া ববি কহিল, "মা বেশ! না ঘুমোলে আবার স্বপ্ন দেখা যায়?" সুখদা ধমকের সুরে কহিল, "ওকে আবার ঘুম বলে নাকি? যদি যা-তা দেখতে লাগলাম, কাঁদলাম কাটলাম, তাহ'লে ঘুমোবার দরকার কি? আমার কেমন ঘুম বল্ দেখি—এক ঘুমে রাত কাবার। কাল থেকে লেখাপড়া বন্ধ ক'রে দিয়ে সংসারের কাজকর্ম্ম করবি, তাহ'লে কেমন ঘুম হবে দেখবি।"

সুখদা তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া নিজের পাশে শোয়াইল। ববি চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া মা ঘুমাইয়া পড়িতেই উঠিয়া বৈঠকখানায়

আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। অদূরে বসিয়া খুকী পুতুল খেলিতে খেলিতে আবোল-তাবোল বকিতে লাগিল, কত কি প্রশ্ন করিতে লাগিল; ববি অন্যমনস্কভাবে কখন দুই এক কথার জবাব দিল, কখনও বা দিল না। আজ কয়দিন ধরিয়া যাহা সে পুনঃ পুনঃ ভাবিয়াছে, এখনও তাহাই সে ভাবিতে লাগিল এবং পথের দিকে দুই চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া থাকিয়া সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিল—পরেশদাদা যেন আজ একবার এই পথ দিয়া যান।

হঠাৎ কে বলিয়া উঠিল, "কিলো ববি! ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার ধেয়ান করছিস লো!" ববি চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, শ্রীমতী বামনী তাহার দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে; হাতে একটা প্রকাণ্ড থালায় মেঠাই, তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার শাগরেদ গুণী বামনী—বালবিধবা, বয়স ত্রিশের ওপরে; তাহার গালে পান; পানের রসে রাঙা টুকটুকে ঠোঁট দুইটি চাপিয়া, কুঁচকাইয়া পিচ ফেলিয়া কহিল, "বরের জন্যে বোধ হয়!" শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, "তা এত ভাবনা কিসের লো! ফুল যখন ফুটবে, তখন বর আপনি এসে হাজির হবে। তা তোর মা কোথায় বল্ দেখি?" বলিতে বলিতে শ্রীমতী স-শিষ্যা বৈঠকখানার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। ববি থতমত খাইয়া লজ্জারক্ত মুখে কহিল, "মেঠাই কিসের দিদিমা?" শ্রীমতী মুখ চোখ ঘুরাইয়া কহিল, "তোরা জানিস না নাকি? আমাদের কমলির যে তোদের পরেশের সঙ্গে বিয়ে হবে? কাল ছেলের আশীর্ব্বাদ হয়ে গেছে, আজ মেয়ের আশীর্ব্বাদ হ'ল। তাই গাঁয়ের লোককে মিষ্টি বিলুনো হচ্ছে। তা তোর মা কি করছে?" ববির বুকের ভিতর দাপাদাপি সুরু হইয়াছিল, তবু মুখে হাসি টানিয়া যথাসম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল, "মা ঘুমোচ্ছে; আসুন।" ববির পিছু পিছু ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে শ্রীমতী কহিতে লাগিল, "আসছে মাঘের প্রথমেই বিয়ে: কত

ধুমধাম হবে, দেখবি। ডাক্তার বলেছে, তিনদিন হাঁড়ি চড়তে দেব না গাঁয়ে।” ববিকে শোবার ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া কহিল, “তোর মাকে আর উঠিয়ে কাজ নেই, এমনি দেরি হয়ে গেছে; এখনও সারা গাঁ ঘুরতে হবে আমাদিকে। একটা বাটি-টাটি নিয়ে আয় দেখি।” বাটি আনিতেই গুণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, “হ্যা লো, তোর মুখ অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন বল্ দেখি? অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছে নাকি?” শ্রীমতী বাটিতে মিষ্টি দিতে দিতে গুণীর দিকে তাকাইয়া চোখ মটকাইল। ববি মৃদু ও শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল, “মাথা ধরেছে সকাল থেকে।” গুণী কৃত্রিম উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, “মাথা ধরেছে? আহা! তোর পরেশদাকে ডেকে ওষুধ খাসনি?” শ্রীমতী কহিল, “মাথা ধরার আবার ওষুধ খেতে হয় নাকি? কাউকে দিয়ে হাত বুলো গে যা।” গুণী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল, “মাথায় হাত বুলোবার লোক কোথায় পাবে? যে ছিল—” বলিতে বলিতে শ্রীমতীর সতর্কতাসূচক ভ্রূ-ভঙ্গী দেখিয়া থামিয়া গেল। শ্রীমতী সান্ত্বনার সুরে কহিল, “মাথায় হাত বুলোবার লোক হবে লো! এত রূপ কি বৃথায় যাবে ভাবছিস্।” আত্মীয়তার সুরে কহিল, “তবে, ভাই, আমরা আসি। সারা গাঁ ঘুরতে হবে এখনও। তোর মাকে বলবি—আর একদিন এসে সব পরিচয় দিয়ে যাব এখন।” বলিয়া চলিয়া গেল। চোখের আড়াল হইতেই গুণীর কলহাস্য ও শ্রীমতীর কৃত্রিম তর্জ্জন-গর্জ্জন কানে আসিল। ববি দুই বিহ্বল বেদনার্ত্ত চক্ষু মেলিয়া প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

পরক্ষণেই ক্ষতমুখে আয়োডিনের মত লজ্জা ও অপমান তাহার সারা মনে যেন আগুন ধরাইয়া দিল। ইহারা মনে করিতেছে কি? পরেশদাদাকে সে ফাঁদ পাতিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কোন মতে ফাঁদ কাটিয়া পরেশদাদা উড়িয়া পালাইয়া কমলার কোটরে ঢুকিয়াছেন! কিন্তু সত্য কি তাই? তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা সে কোনদিন করে নাই।

পরেশদাদা নিজে হইতে ধরা দিয়াছিলেন এবং মা অপমান করিয়া বিদায় করিয়া না দিলে হয়তো কোনদিন যাইতেন না। হঠাৎ তাহার দুই চোখ ঈর্ষায় শান-দেওয়া ইস্পাতের মত চকচক করিয়া উঠিল; কমলা যত বড়লোকের মেয়েই হোক পরেশদাদাকে পাওয়া তাহার কোনদিন ঘটিয়া উঠিত না। এখনও যদি সে লজ্জার মাথা খাইয়া, কাহারও মুখের দিকে না তাকাইয়া, পরেশদাদার পায়ের তলায় নিজেকে সঁপিয়া দেয় তো, কমলার ও তাহার শুভাথিনীদের মুখের হাসি একমুহূর্তে উবিয়া যাইবে।

বিকালে ঘুম হইতে উঠিয়া সুখদা শয়নকক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিল, ববি বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছে। তাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া সুখদা শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে কহিল, "ঘুমোসনি ?" ববি জবাব দিল না। কণ্ঠস্বর চড়াইয়া সুখদা কহিল, "এই! শুনতে পাচ্ছিস না ?" ববি চমকিয়া উঠিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "কি মা ?"

"ঘুমোসনি ?"

ববি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "না।"

"ঘুমোলি না কেন ?"

"ঘুম এল না কিছুতেই।"

ভ্রূ কুঁচকাইয়া, চোখ দুইটা ছোট করিয়া সুখদা কহিল, "তোর কি হয়েছে বল্ দেখি ?" ববি জবাব দিল, "কই ? কিছু না তো।" সুখদা তীক্ষ্নকণ্ঠে কহিল, "কিছু না ? আমি তোর মা, আমাকে তুই ঠকাবি ? তোদের মুখ দেখলে আমি তোদের মনের কথা টের পাই।" ধমকের সুরে কহিল, "বল্ বলছি ঠিক ক'রে।" ববি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "কিছু হয়নি বলছি, তবু মিছেমিছি ধমক—আমাকে একটুও দেখতে পার না তুমি।"

সুখদা ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, "কি বললাম তোকে?" ববি জবাব না দিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইতে লাগিল। সুখদা কিছুক্ষণ বিস্মিত চক্ষে মেয়ের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কি জানি, বাছা! তোর কি হয়েছে? এত কাঁদবার মত কিছু বলিনি আমি।"—বলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ববি চুপ করিয়াছে বটে, কিন্তু মুখ এখনও থমথম করিতেছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে মিষ্টি দিয়েছে বল্ দেখি?" ববি অশ্রু-গাঢ় কণ্ঠে কহিল, "শ্রীমতী দিদিমা।" সুখদা বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "শ্রীমতী মিষ্টি দিয়ে গেল কেন?" ববি যথাসম্ভব ঔদাসীন্যের সহিত কহিল,—"কার্ত্তিক ডাক্তারের মেয়ে কমলার আজ আশীর্ব্বাদ হয়েছে, তাই।" সুখদা মুখে শুধু কহিল, "তাই নাকি?" কিন্তু মেয়ের মানসিক দুর্য্যোগের আসল কারণ তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না, এবং বুঝিয়া তাহার চিন্তারও সীমা রহিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তোর বাবার আসবার সময় হ'ল; খাবার করা হয়নি, চল্ দুজনে মিলে ক'রে ফেলিগে।" ববি তাহার অস্বাভাবিক উত্তেজনার জন্য মায়ের কাছে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "চল্ মা।"

বিনয় বাড়ী ফিরিতেই সুখদা কহিল, "আমি তোর বাবার মুখ-হাত ধোবার সব ব্যবস্থা ক'রে দিগে, তুই এই ক'খানা রুটি সেঁকে নে।"—বলিয়া রান্নাঘর হইতে চলিয়া আসিল।

শোবার ঘরে ঢুকিয়া সুখদা দেখিল, বিনয় স্কুলের কাপড়-জামা ছাড়িয়া ঘরে পরিবার কাপড় ও ফতুয়া পরিয়াছে। ছাড়া কাপড়খানা

ধুলায় লুটাইতেছে, জামাটি আলনার কোণে আটকাইয়া গিয়া ঝুলিতেছে, টানাটানিতে আলনায় ঝুলানো অন্যান্য কাপড়-চোপড়গুলির অবস্থা অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত। সুখদা ঘরে ঢুকিয়া কাপড়খানা তুলিয়া কোঁচাইতে কোঁচাইতে অনুযোগের স্বরে কহিল, "এমন ক'রে ধূলোয় লোটালে কাপড় আর ক'দিন ফর্সা থাকে বল? মাসে মাসে তোমার জন্যেই ধোপাকে এত পয়সা দিতে হচ্ছে।" বিনয় বেপরোয়া ভাবে কহিল, "তাই নাকি?" সুখদা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "তা নয় তো কি? আমার আর ক'খানা কাপড় ধোপার বাড়ী যায়?" তারপর আলনার দিকে চাহিয়া ধমকের স্বরে কহিল, "অমন লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলে কেন? এই এমন ক'রে গুছিয়ে দিয়ে গেলাম।" বিনয় ভয়ে ভয়ে কহিল, "ফতুয়া খুঁজছিলাম যে!" ঝঙ্কার তুলিয়া সুখদা কহিল, "ফতুয়া কি ওখানে থাকে যে খুঁজছিলে?" বিনয় কাঁচুমাচু মুখে কহিল, "ছিল না তো—"

"থাকে না, তা তো জান।"

মাথা চুলকাইয়া বিনয় কহিল, "ভুলে গিয়েছিলাম!" বিনয়ের কণ্ঠস্বর নকল করিয়া সুখদা কহিল, "ভুলে গিয়েছিলাম!" বলিয়া বিশৃঙ্খল কাপড়-চোপড়গুলি গুছাইতে সুরু করিল।

নিজের পরিচ্ছদের প্রতি বার কয়েক দৃষ্টিপাত করিয়া বিনয় কহিল, "কাপড়টা ভারী ময়লা হয়ে গেছে, আর পরিষ্কার কাপড় নেই?" সুখদা কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, "কোথায় কোন্ রাজ-দরবারে যাবে, শুনি?"

বিনয় কহিল, "যাব না তো কোথাও; তবে হেডমাস্টার মশায়ের শালী বেড়াতে আসবেন বলেছেন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।" সুখদা দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, "তাই নাকি? সেই মাস্টারণী—বি. এ. পাস?" বিনয় ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল। সুখদা কহিল, "তা আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে আসা কেন? মুখ্যু মেয়েমানুষ

আমরা।" বিনয় কহিল, "কি জানি ?" ঢোক গিলিয়া কহিল, "বোধ হয় শিগ্‌গির চ'লে যাবেন ; যাবার আগে সকলের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন।" ভুরু কুঁচকাইয়া সুখদা কহিল, "তা তোমার সাজগোজ করতে হবে কেন ? তোমার গলায় তো আর মালা দিতে আসছে না !" বিনয় কহিল, "তাই বলছি নাকি ? তবে শিক্ষিতা মেয়ে, তাদের সামনে এমন ময়লা কাপড় প'রে—।" বাধা দিয়া সুখদা ধমকের সুরে কহিল, "তোমার কাপড় আবার ময়লা কিসের ? বরং আমারটাই ময়লা। বদলাতে হ'লে আমাকেই হবে। কখন আসবে বলেছে ?"

"সন্ধ্যের পরে।"

"তবে আর দেরি ক'রো না—মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে নাও ; ছেলে-মেয়েগুলোকেও একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে—বিছানা-টিছানাগুলোও একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে রাখতে হবে।" বিনয় কহিল, "তুমি আলাপ করতে পারবে তো ?" সুখদা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "পারব না কেন ?"

"মানে—শিক্ষিতা মেয়ে—বি. এ. পাস।"

"হ'লই বা—মেয়ে মানুষ তো ? সে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না—আমি দেখে নেব। তুমি মুখ-হাত ধুয়ে নাও দেখি—আমি খাবার আনছি।"

রান্নাঘরে আসিয়া সুখদা দেখিল, ববি বিনয়ের খাবার সাজাইতেছে। সুখদা জিজ্ঞাসা করিল, "রুটীগুলো সেঁকেছিস ?" ববি ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল। সুখদা কহিল, "হেডমাস্টারের বাড়ী থেকে বেড়াতে আসবে এখনই—আমি তোর বাবাকে খাইয়ে সব একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখিগে, তুই ভাতটা চড়িয়ে দে।"

বিনয় খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "মিষ্টি কোথায় পেলে ?" সুখদা গম্ভীর মুখে কহিল, "ডাক্তারদের বাড়ী থেকে বিলিয়ে গেছে।"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া 'ও' বলিয়া আবার খাইতে লাগিল। সুখদা কহিল, "পরেশরা আশীর্ব্বাদ ক'রে এল—তোমাকে একটা খবর দিলে না?" বিনয় ঘাড় নাড়িল।

"এ পক্ষের হয়ে আশীর্ব্বাদ করলে কে? পরেশের মাসী?"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, ঘনশ্যাম।" সুখদা সবিস্ময়ে কহিল, "বল কি? এত শত্রুতা করেছে এতদিন।" বিনয় কহিল, "এখন ভাব হয়ে গেছে। ঘনশ্যাম এখন কনের ঘরের পিসে আর বরের ঘরের মেসো।" সুখদা ভুরু কুঁচকাইয়া কহিল, "পরেশও একটা কথা বলেনি তোমাকে?" বিনয় হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। সুখদা ক্ষোভের সহিত কহিল, "এর মধ্যে এত পর হয়ে গেলাম আমরা যে, এত বড় একটা সামাজিক ব্যাপারে একটা নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত করলে না?" বিনয় কহিল, "পরেশ ছেলেমানুষ তো। যা করবার ঘনশ্যাম করেছে।" সুখদা কহিল, "তা নয়। পরেশ আমাদের ওপরে রাগ করেছে।" বিনয় মাথা নাড়িয়া কহিল, "পাগল নাকি? তা আবার করতে পারে? বুদ্ধিমান ছেলে! সেদিন দুপুরবেলা, ও-কথা শোনবার পরও রাত্রে নিজে থেকেই ববির সঙ্গে বিয়ের কথা পেড়েছিল।" গভীর বিস্ময়ের সহিত সুখদা কহিল, "তাই নাকি! কই, আমাকে তো কিছু বলনি!" বিনয় জবাব দিল না। পরম ঔৎসুক্যের সহিত সুখদা কহিল, "তুমি কি জবাব দিলে?" বিনয় কহিল, "আমি নিষেধ করলাম। বললাম—ও-সব কাজ নেই, তাতে আমাদের কারও ভাল হবে না। তাছাড়া এ বিয়ে হ'লে আমরা সুখী হব জানিয়ে দিলাম।" ধারালো স্বরে সুখদা কহিল, "তুমি অত কথা বলতে গেলে কেন?" এবার বিনয়ের বিস্মিত হওয়ার পালা। সে দুই চোখ বড় করিয়া কহিল, "তার মানে? তুমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলে ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না, ওর

সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না; তারপর আমার কি বলা উচিত ছিল শুনি?" বলিয়া সুখদার মুখের দিকে তাকাইল। সুখদা বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ ভাবিয়া, অদূরে ক্রীড়ারতা খুকীকে কহিল, "তোর দিদির কাছে যা।" খুকী চলিয়া গেলে ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, "কাল থেকে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছ?" বিনয় ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, দেখিয়াছে। তাচ্ছিল্যের স্বরে সুখদা কহিল, "ছাই দেখেছ!" বলিয়া ঠোঁট কুঁচকাইল। তারপর কহিল, "তোমার দেখা তো! কাল থেকে মেয়ের মুখ যেন বাদলার মেঘের মত থমথম করছে; ডাকলে সাড়া মেলে না—এমনই ভাবনা! আজ বিকেলে এমনই কি-না-কি বলতেই কেঁদে ভাসিয়ে দিলে।" বিনয় ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, "তাই নাকি! কেন বল দেখি?" জ্বলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সুখদা কহিল, "তোমার জন্যে! এত বড় মেয়েকে একটা জোয়ান ছেলের সঙ্গে মিশতে দিয়েছ—এখন মেয়ে মরেছে!" বিনয় ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "তার মানে?" সুখদা জবাব দিল, "তার মানে তাকে ভালবেসেছে।" বিনয় শুষ্ক মুখে ঢোক গিলিয়া কহিল, "তাই নাকি! তা হ'লে কি হবে?"

সুখদা কহিল, "কি আর হবে? তাড়াতাড়ি মেয়ের বে দাও। রোগের সূত্রপাতেই ওষুধ পড়লে বেশি ভুগতে হবে না।"

হঠাৎ ববির আর্তনাদ শুনিয়া বিনয় ও সুখদা দুইজনেই চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "কি হ'ল!" সুখদা তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছুটিয়া উঠানে গিয়া দাঁড়াইল, বিনয়ও খাওয়া বন্ধ করিয়া গ্লাসের জলে হাত ধুইয়া তাহার অনুসরণ করিল। খুকীর চীৎকার শোনা গেল—"ওমা! দিদির পায়ে ভাতের ফ্যান প'ড়ে গেছে—"

"ওমা! কি হবে!" বলিয়া সুখদা রান্নাঘরে ছুটিল; বিনয়ও

তাহার পিছু পিছু রান্নাঘরে আসিল। দেখিল, ববি উবু হইয়া বসিয়া দুই পায়ের পাতায় দুই হাত চাপিয়া যন্ত্রণা-কুঞ্চিত মুখে বসিয়া আছে; সামনে ভাতের হাঁড়িটা কাত হইয়া পড়িয়াছে; কতকগুলা ভাত ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও হাঁড়ির মুখ হইতে ফ্যান গড়াইয়া পড়িয়া মেঝের উপর বহিয়া যাইতেছে। সুখদা কহিল, "কি হ'ল?" ববি ক্রন্দনজড়িত স্বরে কহিল, "হঠাৎ হাত থেকে ফস্কে হাঁড়িটা উল্টে গেল।"

সুখদা উদ্বেগের স্বরে কহিল, "খুব পুড়েছে তো?" সামনে উবু হইয়া বসিয়া কহিল, "হাত ছাড়, দেখি, কতটা পুড়েছে।" ক্ষোভের স্বরে কহিল, "একটা কাজ করতে গেলে এই করিস—কি যে করবি এর পরে!" বিনয় কহিল, "থাক্, এখন আর বকতে হবে না।" ববিকে কহিল, "দাঁড়া দেখি, চলতে পারবি?" ববি ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল।

"থাক্, আর চ'লে কাজ নেই এখন।" বলিয়া বিনয় ববিকে পাঁজাকোলা করিয়া এধারের বারান্দায় আনিয়া বসাইয়া দিল। তার-পর পায়ের অবস্থা দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়া কহিল, "এঃ! পুড়ে একেবারে ঝলসে গেছে!" সুখদাকে ডাকিয়া কহিল, "শুনছ! একটু নারকেল তেল আর চূণের জল মিশিয়ে লাগিয়ে দাও—আমি একবার পরেশকে ডেকে আনি।" বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরেশের বাড়ীর সামনে আসিয়া হাঁকাহাঁকি করিতেই পরেশের মাসী খিল খুলিয়া দরজা অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া মিহি গলায় কহিলেন, "কে?" বিনয় জবাব দিল, "আমি বিনয়—পরেশ কি বাড়ীতে আছে?" মাসীমা জবাব দিলেন, "না।"

"সে কি কোন ডাকে বেড়িয়ে গেছে?"

"না—ওপাড়ায় একবার দেখুন দেখি।"

বিনয় 'আচ্ছা, দেখছি' বলিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইতেই মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীতে কি কোন অসুখ হয়েছে ?"

বিনয় জবাব দিল, "হ্যাঁ, আমার বড় মেয়েটা ভাতের ফ্যান গালতে গালতে পা পুড়িয়েছে।"

মাসীমা ভীতিসূচক ধ্বনি করিয়া কহিলেন, "ওমা, কি হবে! আপনি ডাক্তারদের ওখানে দেখুন গিয়ে। এর মধ্যে যদি আসে তো পাঠিয়ে দেব।" বিনয় কার্ত্তিক ডাক্তারের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীতে ছোট-খাটো মজলিশ বসিয়াছিল। কার্ত্তিক ডাক্তার চেয়ারে বসিয়া গড়গড়া টানিতেছেন, তাঁহার সামনে ও পাশে গ্রামের চার-পাঁচজন মুরুব্বী গোছের লোক, কেহ চেয়ারে কেহ বেঞ্চিতে বসিয়া ছিলেন। কার্ত্তিক ডাক্তারের ঠিক ডান পাশে একটা টুলে ঘনশ্যাম আলোয়ান মুড়ি দিয়া বসিয়া ঘন ঘন নস্য লইতেছিল। আগামী বিবাহ-উৎসবের আয়োজন ও আয়তনের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

ঘনশ্যাম বলিয়া উঠিল, "সাতদিন আগে থেকে নহবত বসাতে হবে। বড়জুড়ির রমেশ ডোমকে আমি ব'লে পাঠিয়েছি বায়না নিতে আসতে।" হারু গাঙ্গুলী ডাক্তারের অত্যন্ত অনুগত ব্যক্তি, কহিল, "দূর তোমার রমেশ ডোম! মুখেই কেবল কথার তুবড়ি, কাজে কিছু নেই। আজ দশ বছর ধ'রে শুনছি সেই এক গৎ। কত নতুন নতুন বায়োস্কোপের গান বেরিয়েছে আজকাল—একটাও"—চোখ বুজিয়া, মাথার ঝাঁকানি দিয়া কহিল, "বাজাতে জানে না। শহরে সেদিন শুনে এলাম—" ঘনশ্যাম মুখ ভেংচাইয়া কহিল, "শহরেও রমেশের বায়না আসে—রথের সময় বাজিয়ে এল সেদিন—।" পরেশ

চক্রবর্ত্তী দুই হাত তুলিয়া কহিল, "আরে থাম! থাম! রমেশও আসুক, শহর থেকে বরং একদল ইংরেজি বাজনার ব্যবস্থা কর। গাঁয়ের লোক কখনও শোনেনি—শুনে তাক লেগে যাবে এখন।" কার্ত্তিক ডাক্তারের কাসিতেই সকলে চুপ করিল। পরাণ গাঙ্গুলীর হাতে সটকাটা তুলিয়া দিয়া ডাক্তার কহিলেন, "আমি ভাবছি ও সব বাজে খরচ না ক'রে গাঁয়ের বামুনদের ঘর-ঘর এক-একটা ক'রে পেতলের গামলা দেব। পরাণ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল, "সাধু যুক্তি!" বলিয়া কাসিতে লাগিল।

ঘনশ্যাম মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "আপনি যা ইচ্ছে করবেন, কিন্তু কমলা-মায়ের বিয়েতে বাজনা-বাদ্যি হবে না, আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না। আপনি খরচ না দেন, আমি নিজে খরচ দেব।"

হারু হঠাৎ অট্টহাস্য করিয়া উঠিতেই সকলে একযোগে চমকিয়া তাহার দিকে তাকাইল। হাসি সামলাইয়া ঘনশ্যামের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া হারু ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, "কার্ত্তিক ডাক্তার কি দেউলে হয়েছে নাকি যে তোমার খরচে মেয়ের বিয়ের বাজনা করতে হবে?" বুক চাপড়াইয়া কহিল, "হারু বেঁচে থাকতে তোমাদের কাউকে কিছু ভাবতে হবে না। সব ব্যবস্থা ক'রে দেব আমি। তোমাদের ঘর-ঘর এক-একটা গামলা হবে, এক-একখানা গামছা হবে, নহবত, রসুন চৌকী, ব্যাণ্ড, ব্যাগপাইপ সব হবে।"

এমন সময়ে ডিস্পেন্সারীর সামনে আসিয়া বিনয় হাঁক দিল, "পরেশ রয়েছ?" হারু হাঁক দিয়া কহিল, "কে হে? বিনয় নাকি? এস এস।" বিনয় কহিল, "না ভাই, যাব না। পরেশ রয়েছে নাকি? থাকে তো পাঠিয়ে দাও একবার।"

হারু উঠিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, "কি ব্যাপার! হঠাৎ পরেশের জন্যে ছুটোছুটি? বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ নাকি হে?" বিনয়

কহিল, "আমার বড় মেয়েটা ফ্যান গালতে গালতে পা পুড়িয়ে বসেছে।" ঘনশ্যাম ঘরের ভিতর হইতে টিপ্পনী কাটিল, "সামান্য পা পুড়েছে তো পরেশের কি দরকার? একেবারে বাঁধা মাইনের চাকর নাকি?" তাহার কথায় কান না দিয়া বিনয় হারুকে কহিল, "পরেশ নেই বুঝি? কোথায় আছে বলতে পার?" হারু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "জানি না তো।" বলিয়া ঘরে ঢুকিতেই ঘনশ্যাম হাঁক দিয়া কহিল, "তাকে এখন পাবে না হে, এখান থেকেই বরং একটু ওষুধ নিয়ে গিয়ে লাগাওগে যাও।"

কোন জবাব না দিয়া বিনয় দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করিল।

হারু আসিয়া বসিয়া ঘনশ্যামকে কহিল, "পরেশ কোথায় আছে জান নাকি?" ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "জানি বইকি! বাবাজী তো এ পাড়া ছাড়া আর কোথাও থাকেন না আজকাল।" পরাণ সটকাটা কার্ত্তিকের হাতে দিয়া কহিল, "তোমাদের শ্রীমতী মালিনীমাসী থাকতে থাকবার জো কি? তবে দুহাত এক না হওয়া পর্য্যন্ত ওগুলো ভাল নয়। কথায় বলে ভাল কাজে বিঘ্ন অনেক।" ঘনশ্যাম কহিল, "দুহাত এক হয়েই গেছে ধরুন। আশীর্ব্বাদ হয়ে গেছে, তত্ত্ব-তল্লাশ হয়ে গেছে, আর বাকি কি? এখন দুটো মন্ত্র পড়িয়ে হাতে তুলে দিলেই হ'ল—তা পৌষ মাসটা না গেলে তো কিছু হবার জো নেই। ততদিন শ্রীমতীর ওখানেই আসর বসুক।" কার্ত্তিক মৃদুহাস্য সহকারে কহিলেন, "কি হয় ওখানে?" ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিল, "কি আর হবে? শালী-শালাজ দিদিমা-ঠাকুরমা সম্পর্কের মেয়েরা ওকে নিয়ে একটু ঠাট্টা-তামাসা করে আর কি! অবশ্য বিয়ের পরেই ওসব করার রীতি। তবে পরেশ তো গাঁয়ের ছেলে, ঘরের ছেলে, তাছাড়া সৎ-শিক্ষিত ছেলে।"

পরেশ চক্রবর্ত্তী কহিল, "তা বিনয় ছোকরা ছুটল কোথায়?

পরামর্শটা পছন্দ হ'ল না বুঝি?" ঘনশ্যাম ভুরু নাচাইয়া কহিল, "দিগ্‌বিদিকে। কথায় বলে, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল—বিনয়ের তাই হয়েছে কিনা। ভেবেছিল—ছুটো বাবা-বাছা ব'লে পিঠে হাত বুলিয়ে বিনা পয়সায় মেয়েটিকে গছিয়ে দেবে। পাড়ার পাঁচজনের পরামর্শে তা' ভেস্তে গেল। এখন তাই—"

হারু কহিল, "কি তাই—"

"আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখছে—"

পরেশ কহিল, "পোড়াপুড়ি তাহ'লে মিথ্যে?" মাথার ঝাঁকানি দিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, স্রেফ মিথ্যে!" একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "অন্ততঃ যতটা বাড়াবাড়ি করছে ততটা নয়। রান্নাবান্না করতে গেলে মেয়েদের অমন একটু-আধটু পুড়েই থাকে—তার জন্য এম. বি. পাস ডাক্তার ডাকবার দরকার হয় না।" চোখ ছুইটা বুজিয়া মাথাটা উপরে নীচে নাড়িয়া কহিল, "শহুরে মেয়ের বুদ্ধি বাবা! থই পেতে দেরি হবে।"

শ্রীমতীর বাড়ীর কাছাকাছি বিনয় পরেশের দেখা পাইল। দূর হইতেই ঠাহর করিয়াই হাঁকিল, "পরেশ নাকি হে?" পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, "কে, কাকাবাবু?" বিনয় কাছে আসিয়া কহিল, "তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি বাবা! ভারী বিপদ!" পরেশ উৎকণ্ঠিত ভাবে কহিল, "কি হয়েছে?" বিনয় কহিল, "ববির পা পুড়ে গেছে।" পরেশ ভীতকণ্ঠে কহিল, "সে কি! কি ক'রে পুড়ল? কতটা পুড়েছে? চলুন।" বিনয় চলিতে চলিতে কহিল, "ভাতের ফ্যান গালতে গালতে হাত ফস্কে হাঁড়িটা পড়ে যায়

—পায়ের পাতা ছুটো খুব পুড়েছে। তোমার কাকীমাকে নারকেল তেল আর চূণের জল মিশিয়ে লাগাতে ব'লে এসেছি। কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?" পরেশ কৃত্রিম তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, "শ্রীমতী দিদিমা বাড়ীতে জল খাবার নেমতন্ন করেছিলেন।" বিরক্তির ভান করিয়া কহিল, "এ এক বেশ মুস্কিল হয়েছে রোজ ছুবেলা নেমন্তন্ন।"

শ্রীমতী কিন্তু পরেশকে নিজে হইতে নিমন্ত্রণ করে নাই। পরেশই যাচিয়া নিমন্ত্রণ লইয়াছিল। কাল বিকালে শ্রীমতী যখন পরেশদের বাড়ীতে গিয়াছিল পরেশ তাহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিল, "দিনে ভাল ক'রে একদিনও দেখা হয়নি দিদিমা ! একদিন কিন্তু দেখিয়ে দিতে হবে।" শ্রীমতী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, "শুধু তোমারই এই দশা তা নয়—আমাদের রাধা তো বলছিল, দেখে সাধ মেটেনি দিদিমা ! বেশ তো ! আজই ওবেলা আমার ওখানে যেও, মুখোমুখী ব'সে যত পার প্রাণ ভরে দেখো ছুজন ছুজনকে।"

দেখা আজ হইয়াছিল। ছুইজনকে বসাইয়া শ্রীমতী বলিয়াছিল, "তোমরা ছুজনে ব'সে ব'সে গল্প কর ভাই ! আমি এক কলসী জল ডুবিয়ে নিয়ে আসি চট্ ক'রে।" তারপর মুচকি হাসিয়া চোখের সতর্কতাসূচক ভঙ্গী করিয়া কহিয়াছিল, "কিন্তু বিশ্বাস ক'রে দিয়ে যাচ্ছি ভাই ! এখনও মন্ত্র পড়া হয়নি মনে থাকে যেন। আমি বাইরে শেকল-তালা দিয়ে চললাম, কেউ ডাকলে সাড়া দিয়ে ব'সো না যেন।" বলিয়া কলস লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাহার পাশেই কমলা নত মুখে বসিয়া ছিল—মুখে লজ্জা, হর্ষ, বোধ হয় ভয়ও। তাহার মুখের দিকে পরেশ একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল ; বুকের ভিতরটা তাহার কাঁপিতেছিল—সারা দেহের উপর দিয়া একটি কামনার তরঙ্গ গড়াইয়া বেড়াইতেছিল। একমাসের মাত্র ব্যবধান, তারপর

গুটি কয়েক মন্ত্র পড়িলেই ঐ দেহের উপর তাহার একচ্ছত্র অধিকার। এখন পাশাপাশি বসিয়াও স্পর্শ করিবার জো নাই, তখন উহার মা-ই হয়তো মেয়েকে নিজহস্তে সজ্জিত করিয়া নিজে সঙ্গে করিয়া তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া যাইবেন।"

পরেশ কহিল, "তোমার নাম কি?" মেয়েটি মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "আপনি জানেন না নাকি?" পরেশ কহিল, "জানি, তবু তোমার মুখে শুনতে ইচ্ছে করছে।" মেয়েটি কহিল, "কমলা।" পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে পছন্দ হয় তোমার?" মেয়েটি মৃদু হাসিয়া মুখ নামাইয়া শাড়ীর অঞ্চলপ্রান্ত আঙ্গুলে জড়াইতে লাগিল। পরেশ কহিল, "বল না?" মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল। পরেশ কহিল, "বেশ, ঘাড় নেড়ে জানাও।" মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—'হয়'। পরেশ প্রশ্ন করিল, "আমাকে দেখতে চেয়েছিলে তুমি? দিদিমা বলছিল।" মেয়েটি জবাব দিল না। পরেশ কহিল, "জবাব দাও না! লজ্জা কিসের? দুদিন পরে তো কথার খই ফুটবে তোমার?" মেয়েটি মুখ লাল করিয়া কহিল, "আপনিও তো চেয়েছিলেন।" পরেশ কহিল, "তুমি চাওনি?" মেয়েটি নীরব। পরেশ কহিল, "আমি সৎব্রাহ্মণ, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করি—আমার কাছে কোন কথা লুকোলে পাপ হবে তোমার—আর পাপ হ'লে তোমার বরের অমঙ্গল হবে।" মেয়েটি আড়চোখে চাহিয়া, চোখ ফিরাইয়া হাসিয়া ফেলিয়াছিল। পরেশ খেদের সহিত কহিল, "চাওনি তো বেশ!" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেই মেয়েটি কহিল, "চেয়েছিলাম, কাউকে বলবেন না কিন্তু।" পরেশ কহিল, "আমাকে ভাল লাগছে তোমার?" মেয়েটি মৃদু ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "জানি না, যান্!" পরেশ মেয়েটিকে স্পর্শ করিবার লোভ সামলাইতে পারিল না। কহিল, "তোমার হাতটা দেখি।" মেয়েটি বিস্ময়ের

স্বরে কহিল, "কেন ?" পরেশ কহিল, "তুমি জান না বোধ হয়—আমি হাত দেখতে জানি, হাত দেখে তোমার বরের খবর ব'লে দেব।" মেয়েটি হাত দুইটি কোলের মধ্যে লুকাইল। পরেশ কহিল, "আরে! হাত লুকোচ্ছ কেন? ওই যে বেলুট থেকে মোটা মোটা পৈতের গোছা প'রে, পাঁজি পুঁথি বগলে ক'রে গণৎকাররা আসে, তাদের কোন দিন হাত দেখাওনি তুমি? আমাকে তাই ভাব না।"

মেয়েটি মুচকি হাসিল। পরেশ কহিল, "দেরি ক'রো না লক্ষ্মীটি! এখনই দিদিমা এসে পড়বে। আমারও তো জানা দরকার, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, সে ভাগ্যবতী কিনা।" মেয়েটি ডান হাত বাড়াইল। পরেশ দুই হাতে করতল চাপিয়া ধরিয়া, প্রসারিত করিয়া, করতলের রেখাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া, কোমল কর-স্পর্শ সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে কহিল, "কি দেখছেন?" পরেশ যেন সম্বিৎ পাইয়া কহিল, "ভাল! খুব ভাগ্যবতী তুমি।" হাতটি টিপিয়া কহিল, "কিন্তু তোমার হাতটি তো ভারী নরম কমলা!" কমলা হাতটি ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "ববির চেয়েও?" পরেশ কহিল—"ববির হাত তো কোন দিন দেখিনি, জানব কি ক'রে?" কমলা কহিল, "এতদিন চিকিচ্ছে করলেন,—হাত দেখেননি?" পরেশ হাসিয়া কহিল, "চিকিৎসকের মত দেখেছিলাম—গণৎকারের মত তো দেখিনি।" মেয়েটি ঠোঁট উল্টাইতেই পরেশ কহিল, "ওকি হচ্ছে?" মেয়েটি মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "আমি সব জানি।"

পরেশ সাগ্রহে কহিল, "কি জান?"

মেয়েটি মুখ নামাইয়া কহিল, "পরে বলব।"

পরেশ অনুনয় করিয়া কহিল, "এখনই বল না।" বলিয়া খপ্ করিয়া কমলার বাহু-মূল চাপিয়া ধরিল। কমলা চক্ষের কোণ হইতে

বিত্যুৎ হানিয়া, মৃদু তর্জ্জনের সহিত কহিল, “ও কি হচ্ছে! ছাড়ুন।” বলিয়া সরিয়া বসিয়া কহিল, “আমি কিচ্ছু জানি না।”

এই চকিত-চাহনি, তীব্র-ত্বরিত-কণ্ঠস্বর, সভয়ে সরিয়া বসা, পরেশের মনে খোঁচা দিয়া তাহার মুখ-চোরা, ভীতু পৌরুষকে বেপরোয়া করিয়া তুলিল; বুকের মধ্যে হৃৎযন্ত্রটা লাফালাফি সুরু করিয়া দিল, স্নায়ু ও শিরার মধ্যে উত্তপ্ত রক্তস্রোত উন্মত্ত বেগে বহিতে লাগিল, মাথার ভিতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল, এক কথায় সমস্ত দেহ চীৎকার করিয়া নিজের অস্তিত্ব প্রচার করিতে লাগিল। কম্পিত কণ্ঠে, রহস্যময় স্বরে সে কহিল,—“ভয় কিসের তোমার?” মেয়েটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “আমি যাই।” পরেশ কহিল, “দুদিন পরে একই বিছানায় আমার কাছ ঘেঁসে শুতে লজ্জা করবে না তোমার—আজ এত লজ্জা!” মেয়েটি মুখ রাঙা করিয়া উঠানে নামিয়া গেল।

দরজা খোলার শব্দ হইতেই মেয়েটি লেবু গাছের কাছে গিয়া লেবু পাড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্রীমতী ঘরে ঢুকিয়া কাছে আসিয়া কহিল, “কি লো! ও কি করছিস? ভাব হয়ে গেছে বুঝি? এর পর শরবত খাওয়াবার যোগাড় করছিস?” মেয়েটি ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, “যাও।”

“আচ্ছা, আসি দাঁড়া।” বলিয়া পরেশের কাছে আসিয়া মুখ বাঁকাইয়া চাহিয়া শ্রীমতী কহিল, “বেড়ালকে বিশ্বাস করে মাছ রেখে গিয়েছিলাম—দাঁত-টাত বসাওনি তো হে?” পরেশ হাসিতে লাগিল।

শ্রীমতী ঘরে ঢুকিতেই কমলা হঠাৎ কাছে আসিয়া, পরেশের দিকে তাকাইয়া শ্রীমতীর উদ্দেশে কহিল, “চললাম দিদিমা।” শ্রীমতী কহিল, “সে কি লো! কি কথাবার্ত্তা হ’ল আগে বল

শুনি।” মেয়েটি কহিল, “না, চললাম।”—বলিয়া মন্থর গতিতে বাহির হইয়া গেল।

পরেশ চিন্তাবিষ্টভাবে চলিতেছিল—হঠাৎ বিনয় কহিল, “বাবাজী কি বাড়ী হয়ে যাবে?” পরেশ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, তুইটি রাস্তার সংযোগস্থলে তাহারা উপস্থিত হইয়াছে—সোজা রাস্তা দিয়া ববিদের বাড়ী যাওয়া যায়, ডান দিকের রাস্তাটা তাহাদের বাড়ীর সামনে দিয়া গিয়াছে। পরেশ কহিল, “হ্যাঁ, আপনি চলুন। আমি ওষুধ-পত্তর নিয়ে এখনই যাচ্ছি!”

বিনয়ের বাড়ীতে আসিয়া পরেশ ডাক দিল, “কাকাবাবু!” বিনয় তাড়াতাড়ি লণ্ঠন লইয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “এস, বাবাজী।” ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, “হেডমাস্টার মশায়ের শালী বেড়াতে এসেছেন।” পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “তাই নাকি! কোথায় রয়েছেন?” বিনয় জবাব দিল, “ববির কাছে।” পরেশ কহিল, “তাহ'লে সরাসরি যাওয়া কি ঠিক হবে?” বিনয় সাহস দিয়া কহিল, “তাতে কি! শিক্ষিতা মেয়ে সকলের সামনেই বেরোন, এস।”

শয়ন-কক্ষে ঢুকিয়া পরেশ দেখিল, ববি খাটের উপর শুইয়া আছে। মাথার দিকে, খাটের পাশে একটা চেয়ারে বসিয়া আছে একজন মহিলা, বয়স বাইশ কি তেইশ—রং ফর্সা, পান-পাতার ধরণের মুখের ডৌল; চোখ তুটি বড় না হইলেও বুদ্ধি ও চাতুর্য্যে উজ্জ্বল; ভ্রূ তুইটি সূক্ষ্ম ও কেশ-বিরল; নাকটি টিকলো না হইলেও সুগঠিত ও সুন্দর; পাতলা রাঙা ঠোঁট; (লিপ্‌ষ্টিক্ লাগাইয়াছে কি না কে জানে!) ঠোঁট ও চিবুকের মাঝখানে একটি বাঁকা খাঁজ, মাথায়

এলোখোপা ; কান দুইটি চুলে ঢাকা, কানের পাতায় হীরা বসানো (নকল নিশ্চয়ই) সোনার ফুল ; পরিধানে—কালো পাড়ওয়ালা সাদা শাড়ী, লম্বা-হাতা কামিজের মত কলার-ওয়ালা বেগুনী রঙের সার্জের ব্লাউজ ; হাতে চারগাছি করিয়া সোনার চুড়ি। মহিলাটি চেয়ারে বাম পায়ের উপর ডান পা চাপাইয়া, জানুর উপর খাড়াভাবে স্থাপিত হাতের প্রসারিত করতলে মুখটি রাখিয়া, গম্ভীর বদনে ববির বিছানায় উপবিষ্টা সুখদার কথা শুনিতেছে।

পরেশ ঢুকিতেই সুখদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথার ঘোমটা একটু টানিয়া কহিল, "এস, বাবা!" মেয়েটিও পোজ বদলাইয়া খাড়া হইয়া বসিল। বিনয় বিনীতহাস্যে মেয়েটিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "ইনিই আমাদের—বুঝেছ বাবা!" পরেশ যুক্তহস্তে মহিলাটিকে নমস্কার করিতেই মহিলাটি প্রতিনমস্কার করিল। বিনয় কহিল, "দাঁড়াও বাবা! আর একটা বসবার কিছু আনি।" বলিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই মহিলাটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এইটাতে বসুন না।" পরেশ কহিল, "আপনি বসুন, আমি বসছি এখানে।" বলিয়া ববির বিছানায় তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

ববি চিৎ হইয়া শুইয়া ছিল ; পরেশ বসিতেই একটু সরিয়া যাইবার উপক্রম করিল। পরেশ কহিল, "থাক, যেমন শুয়েছিলে তেমনই থাক। দেখি পা-টা।" বিনয় লণ্ঠন লইয়া কাছে আসিল। পায়ের অবস্থা দেখিয়া পরেশ কহিল, "ফোস্কা হয়ে গেছে দেখছি। তবে পোড়াটা বিশেষ গভীর নয়—ভয়ের কারণ নেই।" ববির দিকে তাকাইয়া কহিল, "জ্বালা করছে নাকি?" ববি পরেশের দিকে তাকাইয়া ছিল—চোখে চোখ মিলিতেও চোখ না ফিরাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "করছে।" পরেশ বিনয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি, বার-কয়েক লাগালেই জ্বালাটা কমে আসবে।" বলিয়া

আবার ববির দিকে তাকাইতেই আবার চোখে চোখ মিলিল। ববির দৃষ্টি, সন্ধ্যাকাশে শুকতারার মত, স্থির, উজ্জ্বল ও করুণ। সেই দৃষ্টির স্নিগ্ধধারায় পরেশের সারা দেহে যে কামনার অগ্নিশিখা এখনও জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল, হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়া গেল, অশান্ত মন শান্ত হইল। ববির বিষণ্ণ সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া পরেশের মনে হইল, এই মেয়েটি তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল রূপের প্রভায় তাহার হৃদয়কে আলোকিতই করে, আন্দোলিত করে না।

মুখ ফিরাইয়া লইয়া পরেশ মহিলাটির দিকে তাকাইল, দেখিল সে সুখদার সহিত কথা বলিতেছে; আবার মুখ ফিরাইয়া বিনয়ের দিকে তাকাইয়া পরেশ কহিল, "একটা কিছু পাত্র নিয়ে আসুন দেখি।" বলিয়া পকেট হইতে ঔষধ ও তুলার প্যাকেট বাহির করিল। সুখদা তাড়াতাড়ি একটা প্লেট আনিয়া হাজির করিল। তাহাতে ঔষধ ঢালিয়া, তুলা ভিজাইয়া পরেশ ববির পায়ে লাগাইয়া দিবার উপক্রম করিতেই ববি কহিল, "আপনি পায়ে হাত দেবেন না। মাকে ডাকুন।" পরেশ আদেশের সুরে কহিল, "পা নেড়ো না—ফোস্কা গ'লে গেলে ঘা হয়ে যাবে।" কোমল সুরে কহিল, "অসুখে দোষ নেই, এর পর না হয় একটা প্রণাম ক'রে নিও।" বলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই মহিলাটির সহিত দৃষ্টিসংযোগ ঘটিল। মহিলাটি মৃদু হাসিয়া কহিল, "আজ আর উঠে প্রণাম ক'রে কাজ নেই। মনে মনেই প্রণাম কর।" পায়ে ঔষধ লাগাইতে লাগাইতে পরেশ কহিল, "ঠিক বলেছেন—আজ আর ওঠা চলবে না; একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি—খেয়ে নাও এখনই।" বলিয়া সুখদাকে কহিল, "এক গ্লাস জল আনুন দেখি কাকীমা!"

সুখদা জল আনিতে গেল। পরেশ বাম হাতে পকেট হইতে একটি 'ঔষধের বড়ি বাহির করিয়া বিনয়ের হাতে দিল। মহিলাটি কহিল, "ফোস্কাটা গেলে দিয়ে একটা ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিন না।

রাত্রে যদি গ'লে যায় তো যা-তা লেগে বিষিয়ে উঠতে পারে।" পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, "না গালাই ভাল; যদি গ'লে যায় তো তাই করতে হবে। তবে খুব সাবধানী মেয়ে, যা বলবেন তা ঠিক ঠিক ক'রে যাবে। সেবার অসুখের সময়ে দেখেছি তো।" ববির উদ্দেশে কহিল, "বেশী পা-টা নাড়াচাড়া ক'রো না; ফোস্কাটা গ'লে গেলে ঘা হয়ে যাবে, অনেকদিন ভুগতে হবে তাহ'লে।" ববি ঘাড় নাড়িয়া আদেশ পালন করিবার প্রতিশ্রুতি দিল, কিন্তু হয়তো মনে মনে বলিল, ভুগিতে হইলেই তো ভাল—ততদিন আপনার দেখা পাওয়া যাইবে। সারিয়া উঠিলে আপনিও তো সরিয়া যাইবেন, আর মাথা ঠুকিলেও দেখা দিবেন না।

সুখদা এক গ্লাস জল আনিয়া ঔষধ খাওয়াইতে আসিতেই পরেশ একটু সরিয়া বসিয়া কহিল, "খাইয়ে দিন।" সুখদা কাছে যাইতেই ববি উঠিয়া বসিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, "পরেশদাদাকে প্রণাম করব, পায়ে হাত দিয়েছেন।" সুখদা মৃদুস্বরে অবশ্য সকলকে শুনাইয়া কহিল, "খেয়ে নাও, তারপর করবে।" পরেশ কহিল, "বললাম যে কাল করবে, আজ নড়া-চড়া না করাই ভাল।" সুখদা কহিল, "সেই ভাল—কালই ক'রো মা!" ববি মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িল।

ববি শুইয়া পড়িলে বিনয় সুখদাকে কহিল, "তুমিই বরং ওষুধটা লাগিয়ে দাও। পরেশ বাবাজী মিস্ মিত্রের সঙ্গে একটু গল্প-সল্প করুক।" পরেশকে কহিল, "তুমি উঠে এস বাবা!" ইতিমধ্যে খুকী একটা চেয়ার আনিয়াছিল, পরেশ আসিয়া তাহাতে বসিল; বিনয়ও লণ্ঠনটা মেঝেতে নামাইয়া তাহার কাছে আসিবার উপক্রম করিতেই সুখদা মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তুমিই লাগিয়ে দাও, আমাকে একবার ওদিকে যেতে হবে।"

সুখদা ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেই মহিলাটি কহিল, "আমার জন্যে হাঙ্গামা করবেন না কিন্তু।" পরেশ কহিল, "আমার জন্যে একটু করুন—শুধু একটু চা।" বিনয় কহিল, "হাঙ্গামা আবার কিসের! দয়া ক'রে একদিন বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিলেন।" মহিলাটি হাসিয়া কহিল, "পা না দিতে দিতেই এই বিপত্তি—আর কোথাও যাব না ভাবছি; যা পয়মন্ত মেয়ে আমি।" বিনয় অপ্রতিভ ভাবে কহিল, "সে কি কথা! কত সৌভাগ্য আমাদের!" পরেশ হাসিয়া ফেলিয়াছিল, হাসি চাপিয়া কহিল, "সত্যি।" মহিলাটিও হাসি চাপিয়া বিনয়ের উদ্দেশে কহিল, "আপনাদের ডাক্তারবাবু কিন্তু আপনার কথা সমর্থন করেন না।" বিনয় প্রতিবাদ করিল, "না, না, তা আবার হয়! ভারী ভাল ছেলে আমাদের পরেশ।" পরেশ গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিল, "আপনার দর্শন পাওয়া সত্যই আমাদের সৌভাগ্য।" মহিলাটি ভ্রূ দুইটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া, দৃষ্টি ঈষৎ তির্য্যক করিয়া কহিল, "সত্য নাকি!" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। পরেশ লজ্জিত মুখে বসিয়া রহিল। বিনয় কহিল, "ওর দোষ নেই—মানে কার্ত্তিকবাবু আপনাকে দেখছেন কিনা।" সুখদা আসিয়া কহিল, "আপনাকে একবার একটু উঠতে হবে।" পরেশের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমাকেও বাবা!" মহিলাটি কহিল, "আমাকে বাদ দিন, আমার তো শরীর এমনই ভাল নয়।" সুখদা কহিল, "এমন কিছু নয়, একটু চা আর—" মহিলাটি কহিল— "আর না, শুধু চা একটু—এইখানেই দিন দয়া ক'রে।" বিনয় বলিয়া উঠিল, "সেই ভাল। ঐখানে একটা টুলের ওপর—" সুখদা স্বামীর দিকে বিরক্তিসূচক কটাক্ষ-ক্ষেপ করিয়া ধারালো স্বরে কহিল, "হাত ধোবেন না?—" মহিলাটিকে সবিনয়ে কহিল, "তা কি হয়! আপনি একটু উঠে আসুন দয়া ক'রে।" পরেশকে কহিল, "তুমিও

হাতটা ধুয়ে ফেল বাবা!" পরেশ হাত ধুইতে গেল; মহিলাটিও অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আচ্ছা চলুন। কিন্তু ভারী লজ্জিত হচ্ছি আমি। বাড়ীতে এই বিপদ, তার ওপর এসে আপনাদের ব্যস্ত করলাম।" সুখদা কহিল, "ভাগ্যে আপনি এসেছিলেন! উনি তো পালিয়ে গিয়ে দায়ে খালাস হলেন। একা আমি যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। আপনি আসতে তবু সাহস পেলাম।"

বাহিরে বারান্দায় আসন পাতিয়া খাবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরেশ ঘরের ভিতরে আসিয়া কহিল, "আমারটা এখানে আনুন কাকীমা!" সুখদা কহিল, "তা কি হয়, বাবা! উনি একা একা খাবেন!" পরেশ কহিল, "বা রে! উনি হচ্ছেন আপনাদের মান্য অতিথি—ওঁর সঙ্গে আমাকে জুড়ে দিচ্ছেন কেন? তা ছাড়া আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ—সভ্যভব্য হয়ে খাওয়া আমাদের পোষায় না।"

খাওয়ার পরে মেয়েটি ঘরে আসিয়া বসিল। পরেশ চা খাইতেছিল। সুখদা আসিয়া সক্ষোভে কহিল, "কিছু খেলেন না, সব প'ড়ে রইল।" মেয়েটি কহিল, "রাত্রে কিছু খাইনে আমি। আপনি নেহাৎ অনুরোধ করলেন তাই।" পরেশ কহিল, "আমার দিকে তাকিয়ে মনোবেদনা দূর করুন।" কৃত্রিম দুঃখের সহিত কহিল, "শুধু প্লেটটা আর পেরে উঠিনি।" মেয়েটি মৃদু হাসিয়া কহিল, "আপনার স্বাস্থ্য ভাল, প্লেট খেলেও হয়তো হজম হয়ে যাবে। কিন্তু আমার তো তা নয়।"

বিনয় কহিল, "আপনার স্বাস্থ্যের কিছুই উন্নতি হয়নি এখানে?"

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না। ভাল লাগছে না আর, চ'লে যাব শিগ্‌গির।"

বিনয় কহিল, "আরও দিন কয়েক দেখুন না, জল হাওয়ার ফল ফলতেও সময় লাগে, তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কি ?"

"ডাক্তার বদলাতে হবে। আমি তো বলেছি মাস্টার মশায়কে—"

"আর ভাল ডাক্তার কই এখানে ?"

বিনয় পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "কেন ? আমাদের পরেশ ?" মেয়েটি আড় চোখে পরেশকে একবার দেখিয়া লইয়া কহিল, "তা উনি তো যাবেন না !" বলিয়া ঠোঁটের দুই প্রান্ত একটু কুঁচকাইল।

বিনয় কহিল, "শুনছ বাবা পরেশ, কি বলছেন !" পরেশ চা খাইতে খাইতে কিসের চিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল বোধ হয়—বিনয়ের ডাক শুনিয়া যেন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "কি বলছেন ?" বিনয় কহিল, "তুমি ওঁকে দেখতে যাওনি ব'লে উনি রাগ করেছেন।"

পরেশ কণ্ঠস্বরে অনুশোচনার আমেজ লাগাইয়া কহিল, "দেখুন—আমি সত্যি ভারী লজ্জিত। কিন্তু যেখানে একজন ডাক্তার দেখছেন, সেখানে তাঁর অনুরোধ ছাড়া আর কারও ডাকে আমাদের যাওয়া চলে না।" মেয়েটি কহিল, "সে ডাক্তার যদি আপনাকে ডাকতে না চান, আর, অন্য কারও ডাকে যদি আপনি যেতে না চান, তা-হ'লে রোগী কি করে বলুন তো ?" বলিয়া দুই উজ্জ্বল চোখ মেলিয়া পরেশের দিকে তাকাইল। পরেশ চোখে চোখ মিলিতেই মুখ নামাইয়া লইল। মেয়েটি কহিল, "জবাব দিন।" বিনয় কহিল, "তুমি কেন ইতস্ততঃ করছ, বাবা ! একদিন গিয়ে দেখে এস না। এখন তো কার্ত্তিক ডাক্তার কিছু মনে করবে না—নিজের শ্বশুর যখন—"

মেয়েটি বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "মানে ?"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "মানে খুব সোজা—কার্ত্তিক ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে পরেশের বিয়ে হবে আসছে মাঘ মাসে—সব ঠিক হয়ে গেছে।" মেয়েটি মুচকি হাসিয়া পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "তাই নাকি ?" পরেশ গম্ভীর বদনে বসিয়া রহিল।

সুখদা আসিয়া কহিল, "আপনাকে নিয়ে যেতে লোক এসেছে।" মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তাহ'লে আমি আসি।" বিনয়কে কহিল, "আপনার মেয়ের জন্য ভারী চিন্তিত থাকব—কাল দয়া ক'রে খবর দেবেন।" বিনয়ও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কহিল, "নিশ্চয়! খবর দেব বইকি !"

সুখদা স্বামীর দিকে কটাক্ষ হানিয়া কহিল, "ওঁর তো সবই মনে থাকবে! নিজের চোখেই তো দেখলেন কেমন মানুষ! আমি ঝিকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দেব কাল।" বিনয় কাঁচুমাচু মুখে কহিল, "মনে থাকবে বইকি! পরেশ বাবাজী তো বাড়ীতে ছিল না—খুঁজে নিয়ে আসতে হ'ল, না হ'লে—" মেয়েটি ঔৎসুক্যের স্বরে কহিল, "কোথায় ছিলেন—শ্বশুরবাড়ীতে বুঝি ?" বিনয় কহিল,—"ঠিক শ্বশুরবাড়ীতে নয়, ধারে পাশেই।" মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিয়া পরেশের দিকে তাকাইল, পরেশ লজ্জিত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মেয়েটি কহিল, "আচ্ছা, নমস্কার।" সুখদাকে কহিল, "নমস্কার দিদি! বিপদের দিনে এসে বিরক্ত ক'রে গেলাম।" সুখদা কহিল, "ছিঃ ছিঃ, সে কি কথা!" মেয়েটি কহিল, "চলি তবে, কাল একটা খবর দেবেন।"—বলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই বিনয় পরেশকে কহিল, "তোমারও তো এক রাস্তা—ওঁর সঙ্গেই চ'লে যাও!" মেয়েটি থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তাই নাকি! আসুন না।" পরেশ

কহিল, “আচ্ছা, চলুন।” বিনয়কে কহিল, “ববি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওষুধের শিশিটা খুব সাবধানে রাখবেন— বিষ, আর ওই প্লেটটাও ভাল ক'রে ধোবার ব্যবস্থা করবেন। কাল সকালে এসে দেখে যাব।”

রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ পিছনে তাকাইয়া মেয়েটি থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “আপনি এত পিছিয়ে পড়ছেন কেন? আসুন না। এখনই ধ'রে নিয়ে যাব না—ভয় নেই।” পরেশ কাছে আসিয়া লজ্জিত মুখে কহিল, “ধ'রে নিয়ে যেতে হবে কেন? আদেশ করেন তো কালই যাব।” মেয়েটি ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া কহিল, “আদেশ! আমার আদেশ করবার অধিকার কি পরেশবাবু? কিছু মনে করবেন না—নাম ধ'রেই ডাকলাম। আমার নাম আরতি, ইচ্ছে হ'লে আপনিও ওই নামে আমাকে ডাকতে পারেন।” দুইজনে পাশাপাশি চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আরতি পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, “কি ভাবছেন বলুন তো?” পরেশ কহিল, “কিছু না।” আরতি কহিল, “আমি লোকের মনের কথা ব'লে দিতে পারি, বলব কি ভাবছেন?” পরেশ কিছু না বলিয়া শুধু হাসিল। আরতি কহিল, “আপনি বিনয়বাবুর মেয়েকে মনে মনে গালাগালি দিচ্ছেন।” পরেশ বিস্ময়ের স্বরে কহিল, “হেতু?” মেয়েটি হাস্য-তরল কণ্ঠে কহিল, “আপনি হয়তো খুব একটা ইণ্টারেষ্টিং ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন, মেয়েটা হঠাৎ একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে তাতে বাদ সাধল।”

স্বল্প পরিচয়ে মেয়েটির এই গায়ে-পড়া ঘনিষ্ঠতায় পরেশের মনটা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল, নীরস কণ্ঠে কহিল, “কি এমন ব্যাপার। তা ছাড়া ববিকে আমি নিজের ছোটবোনের মত স্নেহ করি।” আরতি অপ্রতিভ মুখে কহিল, “সত্যি! নিজের চোখেই তো দেখলুম।”

গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমার কথায় রাগ করলেন নাকি?" পরেশ কহিল, "রাগ কিসের?" আরতি কহিল, "ভাবলেন—আচ্ছা অভদ্র মেয়ে তো! এক ঘণ্টার আলাপেই লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে অনধিকার চর্চ্চা সুরু ক'রে দিয়েছে।" পরেশ অবশ্য ইহাই ভাবিতেছিল ও মনে মনে বিরক্তি বোধ করিতেছিল, কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "না না, তা ভাবব কেন?" আরতি কহিল, "আমার এই রকমই স্বভাব! সবাই কত বকা-ঝকা করে, শোধরাতে পারি না কিছুতেই।" পরেশ চুপ করিয়া রহিল। আরতি বলিতে লাগিল, "দু-মিনিটের আলাপেই বন্ধুত্ব পাতিয়ে বসি—মনেই হয় না নতুন আলাপ; যদিও বুঝতে পারি সবাই পছন্দ করে না।" পরেশ কহিল, "আমাকে দয়া ক'রে 'সবাই'-এর দলে ফেলবেন না। আপনার বন্ধুত্ব পেলে নিজেকে ধন্যই মনে করব।" আরতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "সত্যি?" পরেশ কহিল, "সত্যি তো!" আরতি চোখ ও মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, "কাল তাহ'লে বন্ধুর বাড়ীতে আপনার নেমন্তন্ন—ঠিক বেলা চারিটার সময় গিয়ে হাজির হবেন।" পরেশ কহিল, "যাব, নিশ্চয়।"

বাড়ীর সামনে আসিয়া থামিতেই মেয়েটিও থামিয়া কহিল, "থামলেন যে!" পরেশ কহিল, "এই আমাদের বাড়ী।" মেয়েটি কহিল, "তাই নাকি! একদিন আসব আপনাদের বাড়ী। আপনি তো আর নেমন্তন্ন করবেন না, নিজে হতেই আসব।" পরেশ কহিল, "নেমন্তন্ন করব না জানলেন কি ক'রে?" মুখ টিপিয়া হাসিয়া মেয়েটি কহিল, "জানি।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "জামাইবাবু এতবার ক'রে যেতে বললেন, একদিনও গেলেন না।" বলিয়া মুখটি ম্লান করিয়া তুলিল।

পরেশ কহিল, "দেখুন, ওকথা তুলে আর লজ্জা দেবেন না।

আপনাকে বললাম যে, অন্য ডাক্তারের রোগীকে তাঁর বিনা অনুরোধে দেখতে যেতে আমাদের ডাক্তারি এটিকেটে বাধে।" মেয়েটি কহিল, "বেশ, কাল যাবেন তো ?"

"নিশ্চয় ! কাল তো আর ডাক্তার হিসেবে যাব না, বন্ধু হিসেবে যাব।" চোখ দুইটি বড় করিয়া মাথাটি হেলাইয়া মেয়েটি কহিল, "কিন্তু আপনার ভাবী শ্রীমতী আমাদের বন্ধুত্ব পছন্দ করবেন তো ?" পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "কি ক'রে জানব ?"

"কাল সকালে বরং একবার জিজ্ঞাসা করবেন।"

"দেখা না হলে জিজ্ঞাসা করব কি ক'রে ?"

"দেখা হয় না ? একবারও না ?"

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া জানাইল, 'না'। মাথার ঝাঁকানি দিয়া মেয়েটি অবিশ্বাসের সুরে কহিল, "এক গাঁয়ের ছেলে-মেয়ে দেখা হয় না, বিশ্বাস করব না।"

পরেশ আরতির দিকে তাকাইয়া রহিল। উহার সহজ, সরল ও সঙ্কোচহীন ব্যবহার তাহাকে মুগ্ধ করিল। যে নিম্ন-শ্রেণীর মেয়েমানুষটি হাতে লণ্ঠন লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, সে অদূরে হাঁ করিয়া ইহাদের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল—কহিল, "মাসীমা ! রাত হয়ে যাচ্ছে।" আরতি একমুহূর্তে গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিল, "সত্যি ! নমস্কার, চললুম। কাল যাবেন কিন্তু, অপেক্ষা ক'রে থাকব।" বলিয়া চলিয়া গেল।

পরেশও নমস্কার করিয়া অনেকক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পরদিন সকাল আটটার সময়ে ঘনশ্যাম আসিয়া হাজির হইল। গায়ে ফ্লানেলের ফতুয়া ও পশমী আলোয়ান, পায়ে চটি জুতা। বিনয় বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া পরেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাত্রে ফোস্কা গলিয়া গিয়াছে। সকালেই বিনয় পরেশকে খবর দিতে গিয়াছিল। পরেশ এখনই আসিবে বলিয়াছে।

ঘনশ্যাম আসিয়া বার কয়েক কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, "কি হে, কেমন আছে তোমার মেয়ে? পরেশকে পেয়েছিলে কাল?" বিনয় কহিল, "পেয়েছিলাম। বসবেন, আসুন।" ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আর বসব না। কাল রাত্রে যে রকম ছুটোছুটি করছিলে দেখেছিলাম—তাতে কালই খবর নিয়ে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু অনেকটা রাত হয়ে গেল—তা কেমন আছে মেয়ে?" বিনয় বিষণ্ণ মুখে কহিল, "কাল তো পরেশ বাবাজী লাগাবার ও খাবার—দুই ওষুধই ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে গিয়েছিল; রাত্রে ঘুমিয়েও ছিল। সকালে দেখছি, ফোস্কা গ'লে গেছে, তা ছাড়া জ্বরও হয়েছে মনে হচ্ছে।" ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, "ওতে ভয়ের কোন কারণ নেই। তাড়সে একটু জ্বর হয়েছে। কাল অত ছুটোছুটি না ক'রে সঙ্গে সঙ্গে একটু পোড়াতেল লাগিয়ে দিলে তো কিছু হ'ত না—তোমার আবার সবই বাড়াবাড়ি কিনা।" বিনয় কহিল, "ওষুধ তো লাগানো হয়েছিল—নারকেল তেল আর চূণের জল কিন্তু—" ধমকাইয়া ঘনশ্যাম কহিল, "আরে রেখে দাও তোমার নারকেল তেল আর চূণের জল!" প্রসারিত করতল তির্য্যকভাবে নাড়িয়া কহিল, "স্রেফ পোড়াতেল! এমন ওষুধ আর নেই।" ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিল, "এখনও তাই করগে যাও, ডাক্তার-বদ্যি ডাকতে হবে না।" বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই

বিনয় কহিল, "কোথায় চলেছেন ?" ঘনশ্যাম হাসিয়া কহিল, "বেয়ানের কাছে।" বিনয় ঔৎসুক্যের স্বরে কহিল, "আপনার আবার বেয়ান কে ?" ঘনশ্যাম ভ্রূ নাচাইয়া কহিল, "কেন ? আমাদের পরেশের মাসী হে ! আমাদের সব বেয়ান হচ্ছে না ? নতুন বেয়ান—" বিনয় কহিল, "সকালবেলায় ?"

"জরুরী দরকার—বিয়ের সব ফর্দ্দ হচ্ছে কিনা ? কাল এদিকের সব হয়ে গেছে। এখন গয়নার আর বরাভরণের ফর্দ্দটি তো ওদের মত নিয়ে করতে হবে ? সময় তো আর নেই—মাঝে একটি মাস ; তা পৌষ মাসে তো ও শুভকর্ম্মের কিছু করা চলবে না। যা করতে হবে এই মাসেই।" বলিয়া চলিবার উপক্রম করিয়াই আবার থামিয়া কহিল, "তা ডাক্তার যা খরচ করবে বলছে, তাতে বিয়ের মত একটা বিয়ে হবে বটে ! বামুনদের ঘর-ঘর এক-একটা ক'রে গামলা আর একখানা ক'রে গামছা, গাঁ-সুদ্ধ লোকের তিনদিন ভোজ, শহর থেকে ইংরেজী বাজনা। মেয়ে-জামাইকেও দেবে খুব—মেয়ের গা-ভর্ত্তি গয়না, জামাইকে হীরের আংটি, বেনারসীর জোড়, রূপোর দান, ঘড়ি, ঘড়ির চেন। তা ছাড়া যা সব দেবার"—চক্ষে ইঙ্গিতময় ভঙ্গী করিয়া কহিল, "তা তো দেবেই, অবশ্য দুদিন পরে। আচ্ছা, চলি। সময় বড় সংক্ষেপ, অথচ অত বড় একটা ব্যাপারের ভার আমাদের ক'জনের ঘাড়ে।" পা কয়েক গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ঘনশ্যাম আত্মীয়তার সুরে কহিল, "তোমার মেয়ে যে আবার এ সময়ে ফ্যাসাদ ক'রে বসল, না হ'লে এই লগ্নেই বিয়ে ঠিক ক'রে ফেললেই হ'ত। বয়স হয়েছে ঢের আর বসিয়ে রাখা ঠিক নয়।" বিনয় কহিল, "পাত্র কই ?" ঘনশ্যাম কহিল, "পাত্রের অভাব কি ? বেশি ঘাড় না উঁচিয়ে সমান-সমান ঘরে খুঁজে দেখ, পাবে। আচ্ছা, চলি।" বলিয়া ঘনশ্যাম চলিয়া গেল।

বিনয় ঘরে ফিরিতেই সুখদা কহিল, "কি বলছিল?" বিনয় কহিল, "পরেশের বিয়ের নাকি ফর্দ্দ হচ্ছে, খুব ধুমধাম ক'রে বিয়ে হবে— অনেক টাকা খরচ করবে ডাক্তার।" সুখদা নীরসকণ্ঠে কহিল, "আছে তাই খরচ করবে, আমাদের মত তো নয়।" বিনয় কহিল, "তা পরেশের মত ছেলে, খরচ না করলে চলবে কেন? পাড়াগাঁয়ের ছেলে তাই, না হ'লে শহরে ও ছেলের দাম দশ হাজার টাকা।" সুখদা মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "কে 'না' বলছে।" ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিল, "পাত্রের কথা কি বলছিল না?" বিনয় তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, "হ্যাঁ। বলছিল ববির জন্যে পাত্র খুঁজতে বেরুতে হবে।" সুখদা দুই চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "খুব অন্যায় কথা বলছিল কি?" বিনয় চুপ করিয়া রহিল। সুখদা কহিল, "সত্যি। বেরোও এবার, এই তো এক বিপদ হয়েছে, পায়ে পোড়া দাগ হয়ে যাবে, এর জন্যে যে কত ভোগান্তি হবে তার ঠিক নেই।" বিনয় কহিল, "এমন কি পুড়েছে যে দাগ হয়ে যাবে? হ'লেও ওষুধের গুণে দাগ মিলিয়ে যাবে।" সুখদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "মিলিয়ে গেলেই ভাল।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "পরেশ তো এখনও এল না।" অবিশ্বাসের সুরে কহিল, "সত্যি গিছলে তো?" বিনয় জোরের সহিত কহিল, "বা রে! গিছলাম বইকি! পরেশ বললে এখনই যাচ্ছি। বোধ হয় ঘনশ্যাম আটকে দিয়েছে।"

"ও বুঝি পরেশের কাছেই গেল?"

"ঠিক পরেশের কাছে নয়, ওর মাসীর কাছে; গয়নার ফর্দ্দ করতে। খুব ফপরদালালি করছে ঘনশ্যাম, যেন ওরই মেয়ের বিয়ে।"

পরেশের ডাক শোনা গেল, "কাকাবাবু।" বিনয় সাগ্রহে সাড়া দিল, "এস বাবাজী!" বৈঠকখানায় পা দিতেই পরেশের আবির্ভাব

ঘটিল—মালকোচা মারিয়া কাপড় পরা, গায়ে শার্ট ও কোট, পায়ে জুতা ; কহিল, "চলুন দেখিগে। ববি কোথায় ?"

বিনয় মুখের ইঙ্গিতে জানাইল, "ওই যে ওখানে ব'সে আছে।"

উঠানের মাঝখানে বেশ রোদ আসিয়া পড়িয়াছিল ; সেখানে মাছুর পাতিয়া খুকী পড়িতেছিল ; ববি তাহার পাশে শুষ্কমুখে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। জুতার শব্দ শুনিয়া ববি মুখ নামাইল ; খুকী বই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া লাফাইয়া উঠিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, "এই যে পরেশদাদা এসেছেন !" পরেশ কাছে আসিয়া ববিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ ?" ববি জবাব দিল না। সুখদা একটা মোড়া আনিয়া দিতেই পরেশ বসিয়া কহিল, "গরম জল কতকটা করুন দেখি—আর পরিষ্কার ছেঁড়া কাপড় থাকে তো বার করুন, তুলোর প্যাকেটটা কাল রেখে গেছি, সেটাও আনুন।" সুখদা ও বিনয় দুই জনেই চলিয়া গেল।

উঠানের এক পাশে কতকটা জমি বেড়া দিয়া ঘেরিয়া সবজীর বাগান করা হইয়াছে। লাউগাছগুলি লতাইয়া লতাইয়া মাচায় উঠিয়াছে—মাচা হইতে দুই চারিটা বড় বড় লাউ ঝুলিতেছে। বেগুন গাছগুলিতে ফুল আসিয়াছে—কচিকচি বেগুন ধরিয়াছে। শাকের ক্ষেত ভরিয়া অজস্র সবুজ ও সতেজ পুন্‌কো শাকের চারা। বেড়ার ধারে ধারে সারিবদ্ধ চন্দ্রমল্লিকা ও গাঁদা গাছগুলাতে বিস্তর ফুল ফুটিয়াছে। সেই দিকে তাকাইয়া পরেশ কহিল, "ওঃ, খুব ফুল ফুটেছে তো !" খুকীকে কহিল, "খুকী ! তুমি আমাকে একটা গাঁদা ফুলের মালা ক'রে দাও দেখি !" খুকী ববির দিকে তাকাইয়া কহিল, "যাব দিদি ?" পরেশ কহিল, "আবার অনুমতি চাই নাকি ?" খুকী কহিল, "বা রে ! দিদির গাছ, কাউকে ফুল তুলতে দেন না।" পরেশ কৃত্রিম অভিমানের সহিত কহিল, "থাক্‌গে খুকী, কাজ নেই।"

রবি খুকীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "তুই পারবি না, আমি মালা গেঁথে দেব এখন।"

বিনয় তুলার প্যাকেট লইয়া আসিল। পরেশ কহিল, "ফোস্কাটা যে রকম গলেছে, ওটাকে ব্যাণ্ডেজ করা দরকার।" রবির দিকে চাহিয়া কহিল, "কাল এত ক'রে ব'লে গেলাম একটু সাবধান হ'তে—।" রবি লজ্জিত মুখে বসিয়া রহিল। বিনয় কহিল, "তা ও কি করবে, ঘুমের ওষুধ দিয়ে গিয়েছিলে, খুব ঘুমিয়েছে। ঘুমের ঘোরে কি কিছু খেয়াল থাকে?"

সুখদা গরম জল লইয়া আসিয়া বিনয়কে কহিল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে পেলে আর কিছু খেয়াল থাকে না, একটা ধোয়া পুরোনো কাপড় আনতে হবে না?" বিনয় কহিল, "কি ক'রে আনব! তোমার কাছেই তো চাবি।" ঝঙ্কার দিয়া সুখদা কহিল, "আমি কি চাবি নিয়ে দেশান্তরি হয়েছি নাকি! চেয়ে নিতে পার না?" চাবি লইয়া বিনয় কাপড় আনিতে গেল।

পায়ের ব্যবস্থা করিতে বসিয়া পরেশ খুকীকে কহিল, "তুমি মিছামিছি দাঁড়িয়ে না থেকে আমার জন্যে এক কাপ চা ক'রে আন দেখি।" সুখদা কহিল, "ও থাক্ বাবা! আমিই যাচ্ছি। কাল একজন এক কাণ্ড করেছেন, আজ আবার উনি কি ক'রে বসবেন। যতদিন বাঁচব সব নিজেই করব, কারও কিছু ক'রে কাজ নেই।" রান্নাঘরে যাইতে যাইতে কহিল, "কেমন অদেষ্ট! যেমন স্বামী তেমনই ছেলে-মেয়ে, ম'লেই হাড় জুড়োয় আমার।"

কাঁচি দিয়া ফোস্কার নরম চামড়া কাটিতে কাটিতে পরেশ খুকীকে কহিল, "তাহ'লে তুমি নেহাৎ বেকার দাঁড়িয়ে থাকবে খুকী! বেশ, চা না করতে পার, পান সাজতে পার তো, তাই সেজে রাখগে দুটো আমার জন্যে। কাকীমা কি রকম রেগে গেছেন, দেখছ তো! কাজকর্ম্ম

করগে যাও।" খুকী চলিয়া যাইতেই পরেশ মৃদু কণ্ঠে কহিল, "হাত ফস্কে হাঁড়ি প'ড়ে গেল—কি ভাবছিলে?" ববি জবাব দিল না। পরেশ কহিল, "কি বল না?" ববি মৃদু বিষণ্ণকণ্ঠে কহিল, "কি আবার ভাবব?" পরেশ ক্ষণকালের জন্য মুখ তুলিয়া ববির মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, "এমনই কি কারও হাত ফস্কায়? নিশ্চয় কিছু ভাবছিলে।" তারপর আবার মুখ নীচু করিয়া নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "বোধ হয় বিয়ের কথা ভাবছিলে—নয়? কত আলো হবে! কত বাজনা বাজবে! পাল্‌কী চ'ড়ে হিঞ্জোর হিঞ্জোর শব্দ করতে করতে বর এসে হাজির হবে—ইয়া লম্বা-চওড়া শরীর, বড় বড় গোঁফ। কোলে ক'রে নামাবে কে? বিনয়কাকা তো ভয়ে এতটুকু! তখন কনের পরেশদাদা বরকে কোলে ক'রে আসরে নিয়ে আসবে।" সহসা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, ববির দুই চোখ হইতে অশ্রুধারা নামিয়াছে। বিস্ময়ের স্বরে পরেশ কহিল, "ওকি! কাঁদছ কেন? লাগছে নাকি?" ববি নতমুখে ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইল। পরেশ প্রশ্ন করিল, "তবে?"

বিনয় আসিয়া উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, "হ্যাঁ মা লাগছে?" ববি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হ্যাঁ"। ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া বিনয় কহিল, "হয়ে গেছে মা! আর দেরি নেই, এখনই ভাল হয়ে যাবে।"

পরেশ নীরবে ক্ষতস্থান ধুইয়া ঔষধ লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে বাহিরের দরজায় নারীকণ্ঠ শ্রুত হইল—"বউ রয়েছিস নাকি গো?" বিনয় পিছন ফিরিয়া তাকাইল। পরেশ প্রশ্ন করিল, "কে?" বিনয় কহিল, "শ্রীমতী বামনী।" পরেশ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া কহিল, "তাই নাকি?" শ্রীমতী ঘরে ঢুকিতেই বিনয় কহিল, "এস

পিসি।" শ্রীমতী কাছে আসিয়া দুইচোখ কপালে তুলিয়া ভীতস্বরে কহিল, "হয়েছে কি?" বিনয় কহিল, "এই দেখ না পিসি, শুকনো বিপদ—কাল রাত্রে ভাতের হাঁড়ি নামাতে গিয়ে পা পুড়িয়েছে।" সুখদাও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দিকে তাকাইয়া শ্রীমতী কহিল, "এত বড় মেয়ে—ভাতের হাঁড়ি নামাতে পারে না! মেয়েকে কিছু শেখাসনি নাকি বউ। দুদিন পরে শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে।" সুখদা কহিল, "সবই করতে পারে তো, কাল কি রকম হয়ে গিছল।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বিপদ যখন আসে, পিসিমা—তখন কি আনাড়ী-সুনুড়ী বাছে।" শ্রীমতী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তা বটে!" একটুখানি বাঁকা হাসি হাসিয়া কণ্ঠে ধার দিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া কহিল, "তবে কি জানিস বউ, কাল যখন বিকেলে এলাম, তখন দেখি তোর মেয়ে ধ্যানে ব'সে আছে, সাতবার ডাক দিয়েও সাড়া মিলল না। আমাদের গুণীও সঙ্গে ছিল, জিজ্ঞেসা ক'রে দেখিস তাকে, আমার কথা বিশ্বাস না হয় তো—" মুখ নাড়িয়া, চোখ ঘুরাইয়া কহিল, "এই বয়স, এখন সব সময় মনের ফুর্ত্তিতে থাকবে, তা না থেকে, এত আকাশ-পাতাল ভাবনা কিসের ওর, বল্ দেখি? কিছু মনে করিস না বউ, তোদের ভালর জন্যে বলছি।" সুখদা মুখ কালি করিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "আমি তেমন তো কিছু দেখিনি পিসিমা! তবে কি জানেন, ভাবা ওর অভ্যাস—বই-টই পড়ে কিনা—একটু সময় পেলেই পড়ার কথা ভাবে।" মুখ টিপিয়া হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, "পড়াশুনা ক'রে যদি পুড়ে মরতে হয় তো সে সব পড়া বন্ধ কর্ বউ। আমাদের গরিব গেরস্থের মেয়ে, অত সব দরকার কি?" বিনয় হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "আজকাল যে দরকার হচ্ছে পিসি! পড়াশুনা-জানা মেয়ে না হ'লে ছেলেরা বিয়ে করতে চাচ্ছে না।" অধর ও ওষ্ঠ সহযোগে অবজ্ঞাসূচক ধ্বনি করিয়া শ্রীমতী কহিল, "পছন্দ করছে না?

এই যে আমাদের কমলা ক'টা পাস করেছে শুনি? পেরথম ভাগও সবটা পড়েনি বোধ হয়!" চোখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, "তা তাকে পছন্দ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা কর না তোমাদের ওই ডাক্তার বাবুটিকে।"

পরেশের কাজ সারা হইয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "সাবান আর জল আনুন কাকীমা, হাতটা ধুতে হবে।" পরেশ শ্রীমতীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "কি খবর দিদিমা? আজ সকাল-বেলাতেই এ-পাড়ায় শুভাগমন!" শ্রীমতী মুচকি হাসিয়া কহিল, "শুভাগমন কি সাধে হয় ভাই! গরজ বড় বালাই, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।" পরেশ কহিল, "একটু দাঁড়ান, হাতটা ধুয়ে এক কাপ চা খেয়ে নিই।" শ্রীমতী গম্ভীর হইয়া কহিল, "না ভাই, এত দেরি করা চলবে না। তোমার বোধ হয় দেরি হবে। একটা কথা, একবার এদিকে এসে শুনে যাও।" পরেশ শ্রীমতীর পিছু পিছু বাড়ীর বাহিরে আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইল। শ্রীমতী কহিল, "পরের মেয়ের পদসেবা করছ, ওদিকে আমাদের রাধা যে ছট্‌ফট করছে!" পরেশ কহিল, "মানে?" শ্রীমতী কহিল, "মানে আর কি? কাল তুমি চ'লে আসবার পরই ও আবার ফিরে এল। জিজ্ঞেসা করলাম, কি লো, আবার এলি যে। তখন গরব ক'রে চ'লে গেলি! শ্যাম আমাদের রাগ ক'রে চ'লে গেল, আর আসবে না বলেছে। তা শুনে কি ভয়, ভাই! মুখখানি শুকিয়ে গেল! তা ভাই আজ যেয়ো, মাথার দিব্যি দিয়ে ব'লে যাচ্ছি।" মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "আর দেখ মেয়েদের পা টিপতে যদি ভালই লাগে, তো পরের মেয়ের পা টেপবার দরকার নেই। এক বাটি তেল গরম ক'রে রাখব, যতক্ষণ প্রাণ চায় আমাদের কমলার পা টিপো ব'সে ব'সে।" যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "যেয়ো কিন্তু, না গেলে আর কথা কব না এ জীবনে।"

ফিরিয়া আসিতেই বিনয় কহিল, "কি বলছিল শ্রীমতী ?" পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, "এমনই একটা কথা।" বিনয় চোখ পাকাইয়া কহিল, "ভারী সয়তান মাগী, পরের ছিদ্র খোঁজাই কাজ ওর।" হাত ধুইয়া চা খাইতে খাইতে পরেশ কহিল, "আজ আর ববিকে ভাত খেতে দেবেন না। একটু জ্বর হয়েছে—মনে হচ্ছে।" সুখদা শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল। কিছুক্ষণ পরে সুখদা কহিল, "কি সব যা-তা ব'লে গেল বাবা, আমার ভয় হচ্ছে এর পর বোধ হয় সারা গাঁয়ে মেয়ের কুৎসা রটাবে, যা ভয় করি তাই হয় বুঝিবা ; মেয়ের বিয়ে দেওয়া দুর্ঘট হবে আমার।" বলিতে বলিতে সুখদার কণ্ঠস্বর অশ্রুঘন হইয়া আসিল। বিনয় সাহস দিয়া কহিল, "এত ভয় কিসের ? মিথ্যে কুৎসা রটালেই সবাই ওর কথা বিশ্বাস করবে কিনা !" সুখদা খনখনে গলায় কহিল, "করবে না কেন শুনি ? কেউ তোমাকে তোয়াক্কা করে ? তুমি হালকা লোক ব'লেই তো সবাই যা-তা বলতে সাহস করে তোমার মেয়ের নামে। কই, আর কারও মেয়ের নামে বলুক দেখি ? এই যে এত কথা মুখের সামনে ব'লে গেল, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলে তুমি ?"

পরেশ নীরবে চা খাইতে লাগিল ; ববি নতমুখে বসিয়া মাদুরের উপর আঙ্গুল ঘষিতে লাগিল।

ববির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া সুখদা কহিল, "ওই মেয়ের জন্যে আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে বোধ হয়।" ববির উদ্দেশে কহিল, "কাল কি অত তুই ভাবছিলি লা ? কিসের তোর ভাবনা ?" পরেশ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "আপনার অন্যায় কাকীমা ! কে কি ব'লে গেল, আর তা বিশ্বাস ক'রে আপনি ওকে ধমকাতে সুরু ক'রে দিলেন !" সুখদা কহিল, "না বাবা পরেশ !

এই স্বামী আর ছেলেমেয়ে নিয়ে আর আমি পারছি না। এদের কারও বুদ্ধি নেই, বিবেচনা নেই, নিজেদের ওজন বুঝে চলা নেই। একা আমি কত সামলাই বলতো? তার উপর এই রকম গাঁয়ের লোক, একটা ভাল কথা বললে যদি উপকার হয়, ম'রে গেলেও কেউ তা বলবে না, কিন্তু নিন্দের একটি ফিনকি পেলে বাতাস দিয়ে দিয়ে অগ্নিকাণ্ড ক'রে তুলবে! এত বড় মেয়ের যদি দুর্নাম রটে তো ওর কি বিয়ে হবে ভেবেছ? দুর্নামের ভয়ে তোমার মত ছেলেকে পর্য্যন্ত যখন-তখন বাড়ীতে আসতে মানা করেছিলাম, তুমি তো জান বাবা!" পরেশ নীরবে বসিয়া রহিল। বিনয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুখদা বিনয়কে কহিল, "শুনছ! কালই আমি মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ী চ'লে যাই। পৌষ পড়লে আর যাওয়া হবে না—মেয়ের বিয়ে দিতে পারি তো গাঁয়ে ফিরব, না হ'লে আর ফিরবই না।"

সেদিন সারাদিন ধরিয়া দুইটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা পরেশের মনকে দুইদিক হইতে টানিতে লাগিল। একদিকে কমলার যৌবন-মুকুলিত কোমল মসৃণ দেহের কবোষ্ণ স্পর্শলাভের আকাঙ্ক্ষা, আর একদিকে এক সুন্দরী, শিক্ষিতা, আধুনিক-ভাবাপন্না তরুণীর সাহচর্য্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা। দুইদিকেই টান সমান; কেহ কাহারও চেয়ে একবিন্দু কম নয়। একবার মনে হইল, কমলার কাছে যাওয়াই ভাল। শ্রীমতী সকালে কথায়-বার্ত্তায়, হাসিতে ও চাহনিতে যাহা জানাইয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, কমলা হয়তো আজ ধরা দিবে; শ্রীমতী হয়তো আজও অবাধ সুযোগ দিবার জন্য জল আনিবার

ছলে বাহির হইয়া যাইবে, তখন সেই নির্জ্জন ঘরে আত্মরক্ষার সকল অস্ত্র সংবরণ করিয়া কমলা হয়তো তাহার বাহুবন্ধনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিবে। বিবাহের পূর্ব্বে ভাবীবধূর সহিত এই নিবিড় সংযোগলাভ পাড়াগেঁয়ে হিন্দুছেলের পক্ষে এমন একটি অভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্য লাভ যে, ভাবিতেও পরেশের সারাদেহে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিতে লাগিল ও বুকের রক্ত মদের মত ফেনিল হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল কাজ নাই। কমলার সহিত তো একমাস পরেই বিবাহ হইবে, তখন তো তাহাকে পরিপূর্ণভাবেই পাওয়া যাইবে। এত তাড়াতাড়ি তাহার কুমারী-সুলভ তিক্ত-মধুর প্রতিরোধ প্রবণতাটিকে নিরস্ত করিয়া লাভ কি? একদিন সে পুরাতন গেঞ্জীর মত ঢলঢলে হইয়া যাইবেই, তখন দাম্পত্য কলহের কড়া-ইস্ত্রি লাগাইয়াও তাহাকে আঁটসাট করা যাইবে না। কাজেই, সম্প্রতি— বিদেশিনী, নব-পরিচিতা, সুশ্রী মেয়েটির সঙ্গচর্চ্চা করাই যুক্তিসঙ্গত। মেয়েটি দুইদিন পরেই এখান হইতে চলিয়া যাইবে বলিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহার সহিত আর হয়তো কখনও দেখা হইবে না। অথচ মেয়েটির কথায়-বার্ত্তায় বুঝা গিয়াছে যে, সে তাহার বিরুদ্ধে একটি অসন্তোষের ভাব মনে মনে পোষণ করিতেছে; সৌজন্যের দ্বারা সেই অসন্তোষের ভাবটিকে নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া ফেলিবার জন্য তাহার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তাহা ছাড়া কাল দ্বন্দ্ব-পরিচয়ের মধ্যেই মেয়েটির আলাপ ও আলোচনায় এমন একটি সরস অন্তরঙ্গতা ও তাহার আহ্বানের মধ্যে এমন একটি সহজ আন্তরিকতার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার সঙ্গলাভের জন্য মন ভিতরে ভিতরে লোভাতুরও হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর, তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাহাকে তাগিদ দিতে লাগিল। সে আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুশিক্ষিত; কেহ যদি কার্ত্তিকের পুরাতন, মরিচা-ধরা চিকিৎসা-প্রণালীতে

সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে সে অস্বীকার করিবে কেন? অবশ্য গ্রাম ও গ্রামান্তরের অনেক লোক এই কারণেই তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে (অবশ্য বিনা পারিশ্রমিকে) কিন্তু তাহাতে সে পুলকিত হইয়া উঠে না। কিন্তু এই সুন্দরী মেয়েটি তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, ইহার প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য তাহার সারা অন্তর শুধু যে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নয়, বরং তাহার মনে হইতেছে, যদি সে তাহার চিকিৎসা-বিদ্যা এই মেয়েটির উপর প্রয়োগ করিতে না পারে, তাহা হইলে সে বিদ্যা নিরর্থক। ইহা ছাড়া, আজ সকালে ববির অশ্রু-সিক্ত মুখখানি দেখিয়া অবধি তাহার মনের মধ্যে একটি চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। এ কয়দিন সাংসারিক সুখ-সুবিধা বিবেচনা করিয়া সে তাহার মনকে বুঝাইয়া জোর করিয়া কমলার দিকে একাগ্র করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু যখন হইতে তাহারই জন্য ববির হৃদয়ের নিগূঢ় বেদনা উপলব্ধি করিয়াছে, তখন হইতে তাহার মন লাভ ও ক্ষতির নূতন করিয়া হিসাব করিতে শুরু করিয়াছে। কাজেই যাহাদের লইয়া তাহার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাহাদের সাহচর্য্য অপেক্ষা যে নারীর দ্বারা তাহার জীবনে কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহার সাহচর্য্যই স্পৃহণীয় মনে হইল।

চারিটা বাজিতে না বাজিতে পরেশ দাড়ি কামাইতে বসিল। কাল কামাইয়াছে, আজ কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু গালে হাত দিয়াই মনটা খচখচ করিয়া উঠিল। ববি বা কমলা—জীবনে কেবল তাহারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছে; তাহা ছাড়া সে পল্লীগ্রামের অন্যান্য যুবক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহার শিক্ষা ও দীক্ষায় তাহারা এমনই মুগ্ধ যে তাহার চেহারা বা পোষাকের ত্রুটি তাহাদের লক্ষ্যই হয় না। কিন্তু এ মেয়েটি আজন্ম শহরে বাস করিয়াছে,

শিক্ষালাভ করিয়াছে, কত শিক্ষিত শৌখিন ও সুশ্রী যুবকের সহিত মিশিয়াছে। কাজেই তাহার নাসিকা কুঞ্চন এড়াইতে হইলে ফিটফাট হইয়া তাহার সম্মুখে হাজির হইতে হইবে।

দাড়ি কামাইয়া, সাবান দিয়া হাত মুখ ধুইয়া, ধোপদস্ত কাপড় ও সার্জের পাঞ্জাবি পরিয়া, শাল গায়ে দিয়া সে যখন বাহির হইতে উদ্যত, এমন সময়ে মাসীমা কহিলেন, "শ্রীমতী কি জন্যে ডেকে গেছে। তা ছাড়া রাত্রেও ডাক্তারের বাড়ীতে নেমন্তন্ন ক'রে গেছে।" অন্যমনস্ক ভাবে পরেশ কহিল, "আচ্ছা।" মাসীমা কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, "কোথায় চলেছিস্ এখন?" পরেশ কহিল, "একটু কাজ আছে।" মাসীমা কহিলেন, "যাবি ঠিক মনে ক'রে, ভুলিস্ না।" পরেশ জবাব না দিয়া বাহির হইয়া গেল।

স্কুলের সম্মুখ দিয়া যে পাকা রাস্তাটি পূর্ব্বদিকে বরাবর চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া স্কুল পার হইয়াও মাইলখানেক গেলে, রাস্তার বামদিকে একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর সদর-দরজা রাস্তার উপরে নহে। পাকা রাস্তা হইতে একটি অপ্রশস্ত কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়া বাড়ীটার দেওয়ালের পাশ দিয়া গিয়াছে; এই রাস্তা দিয়া কয়েক গজ গেলেই প্রথমেই পড়ে বাড়ীটার সদর-দরজা, তারপর আরও কতকটা গেলেই বড় বাড়ীটার গায়েই একটি ছোট একতলা বাড়ী। বাড়ী দুইটির ভূতপূর্ব্ব মালিক—এ তল্লাটের একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। বৎসর পনেরো পূর্ব্বে তিনি গতায়ু হইয়াছেন। তাঁহার সন্তান বলিতে মাত্র একটি কন্যা ছিল; তাহার কলিকাতায় কোন এক ধনী পরিবারে বিবাহ হইয়াছে। স্বামী ও ছেলেমেয়েরা পাড়াগাঁয়ে পদার্পণ করা পছন্দ করে না বলিয়া মেয়েটি এখানে আসিতে পারে না। স্থানীয় একজন লোকের উপরে বাড়ী ও জমিদারীর ভার দেওয়া আছে। একতলা বাড়ীটিতে হেডমাস্টার

মহাশয় নামমাত্র ভাড়া দিয়া বাস করেন। বাড়ীটির সম্মুখে বিস্তৃত ধানের জমি, পিছন দিকে কয়েক ঘর চাষী-কৈবর্ত্ত ও বাউরী বাগ্দীর বাস। ইহারা সকলেই এই জমিদারের প্রজা।

পরেশ বাইকে চড়িয়া অচিরে হেডমাস্টারের বাড়ীর সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বারকয়েক ঘণ্টা বাজাইতেই একটি বৎসর ছয়ের ছোট ছেলে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা বাড়ীতে আছেন, খোকা?" ছেলেটি বড় বড় চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকিয়া নীরবে ঘাড় নাড়িল। পরেশ মুস্কিলে পড়িল। 'মা আছেন' বা 'মাসী আছেন?'—প্রশ্ন করা যুক্তিযুক্ত হইবে কি না ভাবিতে লাগিল। ছেলেটি কাছে আসিয়া কহিল, "আমাকে আপনার গাড়িতে একবার চড়িয়ে দিন না।" পরেশ কহিল, "উঁহু, গাড়ি চড়ানো চলবে না—তোমার মাসীমা বকবেন।" ছেলেটি চোখ ঘুরাইয়া কহিল, "মাসীমা জানবেন কি ক'রে? তিনি তো বাড়ীর ভেতরে।" পরেশ কহিল, "জানতে পারলে বকবেন; তুমি তাঁর মত জিজ্ঞাসা ক'রে এস।" ছেলেটি কহিল, "কি বলব?"

"বলবে ডাক্তারবাবুর গাড়িতে চড়ব?" ছেলেটি অবিশ্বাসের সুরে কহিল, "আপনি কিসের ডাক্তারবাবু—আপনার দাড়ি নেই।" পরেশ কহিল, "আছে, লুকিয়ে রেখেছি। পরে পরব, দেখবে। তুমি যাও না।" ছেলেটি চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মাসী বাহির হইয়া আসিল। পরেশকে দেখিবামাত্র তাহার চোখ ও মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; নমস্কার করিয়া কহিল, "এসেছেন? আমি বিশ্বাস করতে পারিনি আসবেন ব'লে। আসুন, আসুন।" সাইকেলটা দেওয়ালে ঠেসাইয়া রাখিয়া পরেশ লজ্জিত মুখে কহিল, "আপনি নিমন্ত্রণ করেছেন, আসব না? আমাকে ভাবেন কি?" মৃদু হাসিয়া আরতি কহিল,

"কি ভাবি, পরে বলব।" বৈঠকখানায় পরেশকে বসাইয়া আরতি কহিল, "বসুন, আসছি।"

আরতি আজ আসমানী রঙের ঢাকাই শাড়ি পরিয়াছে; রূপালী সূতা দিয়া আধ-ফোটা পদ্মফুল তোলা পাড়; গায়ে ফিকে নীল রঙের ব্লাউজ, পায়ে চটি, মাথায় লম্বা বেণী ঝুলিতেছে। কাল লণ্ঠনের আলোতে বেশ ঠাহর হয় নাই, আজ দেখিল, বেশ ফর্সা রং, নেহাৎ ছিপছিপে নয়—বেশ কোমল (অবশ্য আন্দাজে) মাংসল দেহ।

কিছুক্ষণ পরে আরতি ফিরিয়া আসিল; সঙ্গে আর একটি মহিলা—ফর্সা রং, ছিপছিপে গঠন, মুখের চেহারা মাঝামাঝি, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। তাঁহাদের আসিতে দেখিয়া পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। আরতি কহিল, "আমার দিদি—শ্রীমতী সুনীতি দেবী।" পরেশ নমস্কার করিল। মহিলাটিও নমস্কার করিয়া কহিল, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।" পরেশ বসিতেই সুনীতি ও আরতি বসিল। সুনীতি আরতিকে কহিল, "তোর জামাইবাবুকে ডাকতে পাঠিয়ে দে।" আরতি চলিয়া গেলে সুনীতি কহিল, "উনি ক'দিন থেকেই আপনার সঙ্গে দেখা করবেন ভাবছেন, সময় করতে পারেননি। কাল খুব ভাগ্যে আরতির সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে গেছে।" পরেশ চুপ করিয়া রহিল। সুনীতি কহিতে লাগিল, "আরতি ক'মাস ধ'রেই ভুগছে; যেখানে ছিল সেখানের ডাক্তারদের দেখিয়েছিল—কোন ফল হয়নি। তাই এখানে চলে আসে। এখানে কার্ত্তিক ডাক্তার এতদিন দেখছিলেন; বিশেষ কিছু ফল হয়েছে ব'লে মনে হয় না। বিনয়-বাবুর কাছে আপনার প্রশংসা শুনে আরতির খুব ইচ্ছে আপনাকে দিয়ে চিকিচ্ছে করাতে। তা ছাড়া কাল আপনাকে দেখে ওর নাকি বিশ্বাস হয়েছে—আপনার হাতে ও সেরে উঠবে। আপনি যদি দয়া ক'রে—।" পরেশ প্রশ্ন করিল, "কি হয় ওঁর?"

সুনীতি জবাব দিল, "বুক ধড়ফড় করে, মনের মধ্যে কি রকম যে হয় বুঝতে পারে না, কখনও চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে—কোন কোন দিন সারাদিন গুম হয়ে থাকে, কারও সঙ্গে কথা বলে না, সেইদিন মূর্চ্ছা হয়।" ঢোক গিলিয়া কহিল, "আমি সব হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারলুম না, আপনি একবার নিজে জিজ্ঞাসা করবেন।" পরেশ প্রশ্ন করিল, "জীবনে কি কোন আঘাত পেয়েছেন?" সুনীতি কহিল, "আঘাত?" ঘাড় নাড়িয়া বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিল, "তা অবশ্য পেয়েছে। অতি অল্প বয়সে মা মারা যান। ওর বাবা আবার বিয়ে করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই দ্বিতীয় পক্ষের দরুন সংসার নিয়ে এমনই জড়িয়ে পড়েন যে, ওর খোঁজ-খবর করতে অবসর পাননি। ওর মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই ও ওর মাসীমা অর্থাৎ আমার মায়ের কাছে মানুষ হতে থাকে, লেখাপড়া শেখে! ও যে বৎসর বি-এ পাস করে, সে বৎসর আমার মা মারা যান, তাতে আমাদের চেয়ে ও বেশি আঘাত পায়। কিন্তু ভারী শক্ত মেয়ে ও, কোন আঘাতই বেশি দিন ওকে কাবু ক'রে রাখতে পারে না। ও বি-টি পড়তে সুরু ক'রে দেয় এবং পাস ক'রে এক মফঃস্বল শহরের স্কুলে চাকরি পেয়ে কলকাতা থেকে চ'লে আসে। ও যে স্কুলে চাকরি করে, সেটি নতুন স্কুল, মেয়েদের বোর্ডিং নেই। স্কুলের কাছে একটা বাড়ীতে শিক্ষয়িত্রীরা এক সঙ্গে থাকে। ওর সঙ্গে এক ঘরে আর একটি মেয়ে থাকত, সে ওরই নীচে কাজ করত। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ও দেখে মেয়েটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সেই দেখেই ও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে, তারপর থেকেই এই রোগের সূত্রপাত।"

আরতি আসিয়া কহিল, "পাঠিয়ে দিলাম দুখের মাকে।"

"বেশ করেছিস। ব'স্। আমি আসি একটু।" বলিয়া সুনীতি উঠিয়া চলিয়া গেল।

দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। খোকা আসিয়া কহিল, "আমাকে গাড়ি চড়াবেন না?" পরেশ তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, "চড়াব পরে, সম্প্রতি আমার কোলে চড় দেখি।" বলিয়া তাহাকে কোলের উপর তুলিয়া লইল। আরতি গম্ভীর মুখে কহিল, "খোকা নেমে পড়, ওঁর জামা-কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে।" পরেশ মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল, তবু মুখে বলিল—"থাক না।" আরতি খোকার দিকে তাকাইয়া ভ্রূর ইঙ্গিতে কহিল, "নাম খোকা!" খোকা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামিল। আরতি কহিল "যাও বাড়ীর ভিতরে।" খোকা ভয়ে ভয়ে কহিল, "আমাকে চড়াবেন তো পরে?" পরেশ কহিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়।" খোকা চলিয়া গেলে পরেশ কহিল, "বেশ শান্ত ছেলেটি তো?" আরতি হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, বেশ শান্ত ছেলেটি!" চোখ ও মুখের অপরূপ সুন্দর ভঙ্গী করিয়া কহিল, "ভারী দুষ্টু! জামাইবাবুকে পর্য্যন্ত ভয় করে না, শুধু আমাকে ভয় করে।" পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "তাই তো দেখলাম—এটা কিন্তু একটুখানি ব্যতিক্রম।" ভুরু কুঁচকাইয়া আরতি কহিল, "কেন?" পরেশ কহিল, "ছেলেরা সাধারণতঃ মায়ের চেয়ে মাসীর কাছে বেশি আদর পায়; জানেন না, কথায় আছে—মায়ের কাছে কিল চড়, মাসীর কাছে খালি আদর।"

ক্ষীণ ক্ষুণ্ণতার সহিত আরতি কহিল, "তাই নাকি? জানতুম না।" অপ্রতিভতার হাসি হাসিয়া কহিল, "ছেলেমেয়েরা আমাকে একটু ভয় করে—মাস্টারি করি কিনা।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনি বুঝি আপনার মাকে খুব ভয় করেন!" পরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমার তো মা নেই—"

"বাবা?"

"তিনি তো মার আগেই মারা গেছেন।"

আরতি মৃদু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া কহিল, "আমারও মা মারা গেছেন, বাবা থেকেও নেই, মাসীমার বাড়ীতে মানুষ হয়েছিলুম আমি, মাসীমাও বৎসর দুই হ'ল চ'লে গেছেন।" কথা-বার্ত্তার বিষয়বস্তু বদলাইয়া দিবার জন্য পরেশ কহিল, "কতদিন চাকরি করছেন ?" আরতি জবাব দিল, "এক বৎসরের চেয়ে কিছু বেশি।"

"ছুটি নিয়েছেন বুঝি ?"

"হ্যাঁ, শরীরটা খুব খারাপ হতে লাগল। সেক্রেটারী মশায় বললেন—"ছুটি নিয়ে শরীর সেরে আসুন। কোথায় আর যাব ? মাসীমা নেই—মেসোমশাইয়ের বাড়ীতে তো এখন বউদিদিদের রাজত্ব—কাজেই দিদির কাছেই এলুম।"

এমন সময়ে হেডমাস্টার মহাশয় আসিয়া হাজির হইলেন। পরেশকে দেখিয়া পরম আপ্যায়নের সহিত কহিলেন, "এই যে ডাক্তার আচার্য্য ! এসেছেন দয়া ক'রে ! নমস্কার।"

পরেশও নমস্কার করিল। আরতি উঠিয়া দাঁড়াইতেই হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, "তুমি উঠলে কেন ? ব'স, আমি কাপড় ছেড়ে আসি।"

অত্যন্ত বিনীত ভাবে পরেশকে কহিলেন, "একটুখানি আসছি।"

আরতি কহিল, "আমিও আসছি একটু—ডাক্তার আচার্য্য !" বলিয়া চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে হেডমাস্টার মহাশয় আসিলেন ; বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল-শ্যাম, দীর্ঘ-দোহারা গঠন, মাথার মাঝখানে টাক পড়িতে সুরু করিয়াছে, কিন্তু সামনের চুল পিছন দিকে উল্টাইয়া দিয়া টাক ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরিধানে ধুতি, ফ্লানেলের সার্ট, পায়ে চটি। মুখের চেহারা ভারিক্কি ধরণের, কিন্তু প্রয়োজনমত গুরু-গাম্ভীর্য্য বা হালকা হাসি দুই-ই ফুটাইতে পারেন। বসিয়া কহিলেন, "প্রায়ই ভাবি—আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে আসব,

কিন্তু এমনই কাজের ভিড় যে, সময় ক'রে উঠতে পারি না। কাল আরতি এসে বললে—আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে বিনয়বাবুর বাড়ীতে, আপনাকে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছে। বিনয়বাবুর মেয়েটি কেমন আছে?" পরেশ কহিল, "ভালই।"

"বিনয়বাবুও তাই বলছিলেন—খুব প্রশংসা করছিলেন আপনার।" পরেশ কহিল, "আমাকে বরাবরই খুব স্নেহ করেন।"

"শুধু স্নেহ নয়—শ্রদ্ধাও; মহাভক্ত একজন আপনার। মাঝে মাঝে এই নিয়ে ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে হাতাহাতি হয়ে যায়।" বলিয়া হেডমাস্টার মহাশয় হাসিতে লাগিলেন। পরেশও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, "আরতির কাছে ওর রোগের কথা শুনেছেন?" পরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল, "মিসেস বোস বলছিলেন।" হেডমাস্টার চিন্তিত মুখে কহিলেন, "একটা কি শক পেয়ে ওর ওই রোগ আরম্ভ হয়েছে। চিকিচ্ছেও অনেক হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সেরে উঠছে না। ওর ইচ্ছে আপনার ট্রিট্মেণ্টে দিন কয়েক থাকে—"

আরতি দুই হাতে দুই খাবারের থালা লইয়া হাজির হইল। একটা বাচ্চা চাকর আনিল দুইটা কাচের গ্লাসে করিয়া জল। টেবিলে নামাইতেই পরেশ কহিল, "ওরে বাবা! একি কাণ্ড করেছেন!" আরতি আড়চোখে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া কহিল, "এমন কিছু সাংঘাতিক নয়, কাল তো প্লেট না খেতে পেয়ে দুঃখ করছিলেন।" পরেশ হাসিতে লাগিল। চাকর হাত ধোবার জল আনিয়া হাজির হইল। আরতি কহিল, "উঠুন, হাত ধুয়ে আসুন। জামাইবাবুর ক্ষিদেয় পেট চোঁচো করছে, লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারছেন না।" পরেশ চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তাই নাকি! ভারী দুঃখিত।" বলিয়া হাত ধুইতে গেল। হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন,

"আপনি ব্যস্ত হবেন না। ধীরে সুস্থে হাত ধোন।" আরতি হাস্যমুখে কহিল, "বারে! আপনার ক্ষিদে পায়নি? তবে ঘন ঘন ঢোক গিলছেন যে!" হেডমাস্টার মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "ক্ষিদেও পেয়েছে, ঢোকও গিলছি, তবে সেটা দৈহিক নয়—মানসিক—সামনের খাদ্যটি খুব লোভনীয় কিনা!" বলিয়া অর্থসূচক চক্ষের ইঙ্গিত করিতেই, লজ্জিত মুখে তর্জ্জন করিয়া আরতি কহিল, "ইয়ারকি হচ্ছে বুঝি! দেব দিদিকে ব'লে—।" তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে আড়চোখে ইহাদের দিকে তাকাইয়া পরেশের মন হেডমাস্টারের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল।

পরেশ আসিয়া বসিতেই আরতি কহিল, "এবার খেতে আরম্ভ করুন।" হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, "আর আমি?"

"বারে! আপনাকে আবার বলতে হবে নাকি?" অত্যন্ত করুণচক্ষে তাকাইয়া হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, "বলতে হবে না? পুরনো ব'লে এমনই ফ্যালনা হয়ে গেছি? বেশ, নিজে হতেই খাচ্ছি।" বলিয়া ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে সুরু করিলেন। আরতি একটা চেয়ারে বসিল। সুনীতি আসিয়া হাজির হইল, দুই হাতে দুই পেয়ালা চা। পেয়ালা দুইটা টেবিলে নামাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ স্বামীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "ও কি হচ্ছে! একেবারে ঘাড় গুঁজে খেয়ে চলেছ যে! পরেশবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও।" আরতি হাসিয়া কহিল, "রাগ হয়েছে।" সুনীতি ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিল, "কেন?"

"আমি ওঁকে খেতে বলিনি, অথচ পরেশবাবুকে বলেছি।" সুনীতি কহিল, "ওঃ তাই! ওই হচ্ছে আর কি বুড়ো বয়সে।" হেডমাস্টার ঝটিতি ঘাড় তুলিয়া প্রতিবাদ করিলেন, "কে বুড়ো!" সুনীতি কহিল, "তুমি, আবার কে?" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। হেড-

মাস্টার ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "বুড়ো বইকি! পরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমাকে বুড়ো বলেন কি না!" পরেশের উদ্দেশে কহিলেন, "হ্যাঁ মশায়, বলুন না।" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, 'না'। হেডমাস্টার চোখ ঠারিয়া কহিলেন, "দেখছ।" বলিয়া ঠোঁট দুইটা চাপিয়া এক দৃষ্টে পত্নীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

আরতি কহিল, "আপনার সাক্ষীকে আপনি ঘুষ দিয়েছেন। আমি বলছি—আপনি বুড়ো হয়েছেন, আপনার চুলের শতকরা পঞ্চাশটিতে পাক ধরেছে—আমিই তো কাল আপনাকে দেখিয়ে দিলাম।"

হেডমাস্টার মশায় বেপরোয়া ভাবে কহিলেন, "ধরুক, চুলে পাক ধরলেই বয়স হয় না—আমার মন একেবারে কাঁচা টসটসে।"

খাওয়া শেষ হইতেই আরতি কহিল, "হাত ধোবেন নাকি?" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল।

"চলুন"—বলিয়া সঙ্গে গিয়া আরতি পরেশের হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল।

আরতির মুখ পরেশের মুখের পাশেই। তাহার চুল হইতে একটি মৃদু সুগন্ধ নাকে আসিতে লাগিল। তাহার চিক্কণ ও মসৃণ গাল, ঘাড়ের পাশটা ও ব্লাউসের সীমারেখার উপরে বুকের কতকটা বক্রদৃষ্টিতে দেখা যাইতে লাগিল। তাহার পূর্ণ বিকশিত নারীদেহের মদিরতাময় সান্নিধ্য পরেশের মনের মধ্যে একটি ফিকা নেশার সঞ্চার করিতে লাগিল।

হাত ধোয়া হইলে আরতি তাহার বামবাহু হইতে ঝুলানো তোয়ালেটা আগাইয়া দিল। পরেশ সন্তর্পণে তোয়ালেটা তুলিয়া লইল; তারপর মুখ মুছিয়া তোয়ালেটা ফিরাইয়া দিবার সময় আরতির হাতে তাহার হাত ঠেকিল এবং সেই মুহূর্তেই আরতির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সহিত তাহার চোখ মিলিল।

ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া চা খাইতে খাইতে পরেশ সুনীতিকে কহিল, "আমাদের তো খুব খাওয়ালেন ; নিজেরা তো কিছু খেলেন না !" সুনীতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমরা খাব এখন।"

হেডমাস্টার মশায় আহার সমাপনান্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আরতির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার হাতে জল ঢেলে দেবে না ?" আরতি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, আপনি নিজে ধোন গিয়ে।" স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া হেডমাস্টার কহিলেন, "দেখ গো! কি রকম একচোখোমি, এতে রাগ হয় না। তুমিই বল না।" সুনীতি কহিল, "নিজেই ধোওনা বাপু!" হেডমাস্টার কহিলেন, "বেশ, নিজেই ধুচ্ছি। কিন্তু হাত থেকে ঘটি প'ড়ে গিয়ে যদি পা ছেঁচে যায় তো, চূণ-হলুদ লাগিয়ে দিতে হবে আরতিকে।" আরতি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "দায় পড়েছে!" জলতরঙ্গ বাজনার মত কলকণ্ঠের হাসি শুনিয়া পরেশের বুকটা সিরসির করিয়া উঠিল।

সুনীতি স্বামীকে কহিল, "তোমার চা রইল, আমি আসছি।" আরতিও যাইবার উপক্রম করিতেই হেডমাস্টার কহিলেন, "চ'লে যাচ্ছ যে!" আরতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূ-ভঙ্গী সহকারে কহিল, "কি করতে হবে?" হেডমাস্টার কহিলেন, "কিছু না, চা খাব, ব'সে একটু দেখবে না!"

"দায় পড়েছে" বলিয়া মুখের অপরূপ ভঙ্গী করিয়া আরতি চলিয়া গেল।

হেডমাস্টার মহাশয় চা খাইতে খাইতে কহিলেন, "ছেলেমানুষি দেখে কিছু মনে করবেন না। এরকম করলে ওর মনটা ভাল থাকে। না হ'লে গুম হয়ে ব'সে ব'সে কি ভাবে।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আজ যেন অনেকটা হালকাভাব দেখছি।"

পরেশ কহিল, "বেড়াতে নিয়ে যান না কেন?"

"আমার তো সময় হয় না, আমার স্ত্রীরও তাই। তবে খোকাকে নিয়ে ও কাছাকাছি মাঠে একটু ঘোরাফেরা করে।"

"আমার মনে হয় বেড়ালে হয়তো উপকার হতে পারে।"

হেডমাস্টার চিন্তিতমুখে কহিলেন, "দেখি, কাজের ভিড়টা কেটে যাক—বড়দিনের ছুটিতে নিজেই চেষ্টা করব।"

খোকা আসিয়া হাজির হইল। বাবার কানে কানে বলিল (অবশ্য পরেশও শুনিতে পাইল), "মা বললেন, বেড়াতে যাবেন।" খোকার বাবা কহিলেন, "ডাক্তারবাবু রয়েছেন, ওঁকে ফেলে?" পরেশ কহিল, "তাতে কি আর হয়েছে। আমার মিস মিত্রের সম্বন্ধে যা যা জানা দরকার জেনে নিয়েছি—একটু ভেবে চিন্তে ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে দেব। কাজেই আমি এখন বাড়ী চলি।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, "আপনার কি বাড়ীতে বিশেষ কাজ আছে?" পরেশ আমতা আমতা করিয়া কহিল, "না, কাজ আর কি—"

"তাহ'লে চলুন না—একটু ঘুরে আসা যাক।"

"বেশ, চলুন।" বলিয়া পরেশ বসিল।

হেডমাস্টার মহাশয় খোকাকে কহিলেন, "যাও বাড়ীতে বলগে—ডাক্তারবাবুও যাবেন।"

আরতি ও সুনীতি বাহির হইয়া আসিল—কেশ-বেশ প্রায় পূর্ব্ববৎ; বাড়তি গায়ে রঙিন স্কার্ফ ও পায়ে হিল-তোলা জুতা। সকলে বাড়ীর বাহির হইল—খোকাকে লইয়া মেয়েরা আগে, পরেশ ও হেডমাস্টার পিছনে। তাহারা বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়া সোজা চলিল। কিছুদূরে গিয়া রাস্তা আরও অপরিসর হইয়া আসিল, ডানদিকে সারি সারি বাঁশের ঝাড়, বামদিকে গভীর ক্ষেত। আরও

কিছুদূরে গিয়া তাহারা মাঠের মধ্যে পড়িল; সরু আইলের পথে দুইজন পাশাপাশি যাওয়া যায় না। তাহারা লম্বা সারি বাঁধিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের ডান ও বাম দুইদিকেই যব, গম ও সরিষার বিস্তৃত ক্ষেত—যব ও গমের গাছে শিষ আসিয়াছে, সরিষার ক্ষেতে অজস্র সরিষা-ফুল ফুটিয়াছে; এক-একটা সরিষার ক্ষেত যেন এক-একটা হরিদ্রাবর্ণের বিস্তৃত কার্পেট। মাঠ পার হইয়া তাহারা একটা আম-কাঁঠালের বাগানে গিয়া পৌঁছিল; গাছে গাছে কুলায়-প্রত্যাগত পাখীদের কলরবে সারা বাগান মুখরিত। বাগানের একধারে একটা পুকুর, চারিপাড়ে বাবলাগাছের জঙ্গল। পুকুরটার পাশেই একটা চালাঘর; জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে যখন আম-কাঁঠালের গাছে ফল ধরে, মালী মাস তিন-চার ধরিয়া ঐ ঘরটিতে বাস করে।

বাগানের মাঝ দিয়া একটি সরু পায়ে-চলা পথ বাগান পার হইয়া ওপারের মাঠে গিয়া পড়িয়াছে। সেই পথ ধরিয়া সকলে চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সঙ্গী বদল হইয়াছিল; হেডমাস্টারকে খোকা টানিয়া লইয়া গিয়া মায়ের সহিত মিলাইয়া দিয়াছিল, আরতি পিছনে পড়িয়া পরেশের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়াছিল।

আরতি বোধ হয় পাড়াগাঁ অনেকদিন দেখে নাই; আবদারের সুরে হরেক রকমের প্রশ্ন করিতেছিল—ও গাছটা কি? ও ফুলটা ভারী সুন্দর তো! কি ওর নাম? কেমন চমৎকার একটা পাখী উড়ে গেল দেখলেন! কি নাম বলুন দেখি ওর? ইত্যাদি ইত্যাদি। পরেশ যথাসাধ্য প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল। এই সুন্দরী মেয়েটির সাহচর্য্য বিন্দু বিন্দু রসক্ষরণ করিয়া তাহার হৃদয়-পাত্র ভরিয়া দিতেছিল।

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে; সারা আকাশটা আবীরের

মত রাঙা ; পূর্ব্ব দিগন্ত ঘন কুহেলিকায় অস্পষ্ট ; ভিজা মাটির সংস্পর্শে হাওয়া কনকনে ঠাণ্ডা হইয়া উঠিয়াছে। আরতি সবুজ রঙের স্কার্ফটি ঘনতর করিয়া জড়াইয়া কহিল, "শীত করছে।" হেডমাস্টার ও সুনীতি অনেকটা দূরে আগাইয়া গিয়াছিল। আরতি পরেশকে কহিল,—"জামাইবাবুকে ডাকুন না।" পরেশ কহিল, "ওঁর পুরা নাম তো জানি না।" বিস্ময়ে দুইচোখ বড় করিয়া আরতি কহিল, "আচ্ছা মানুষ তো আপনি! এতক্ষণ আলাপ করলেন, ভাল করে নাম জিজ্ঞাসা করেননি ?" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইল।

"এর আগে বুঝি আলাপ ছিল না ?"

পরেশ লজ্জিত মুখে কহিল, "না।"

"কিন্তু উনি তো আপনার সব জানেন।—"

"তাই তো দেখছি।" ঢোক গিলিয়া কহিল, "ওঁর পুরা নাম কি ?"

আরতি গম্ভীর মুখে কহিল, "হাবল চন্দ্র বোস—ডাকুন ওই নাম ধ'রে।" পরেশ হাঁকিল—"হাবুলবাবু!" হেডমাস্টার মহাশয় সাড়া দিলেন না। পরেশ কহিল, "সাড়া দিচ্ছেন না তো ?" আরতি ভ্রূ দুইটি কিঞ্চিৎ তুলিয়া কহিল, "আপনি ডাকতে পারছেন না—বেশ ফীলিং দিয়ে ডাকুন দেখি।" পরেশ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, "সে আবার কি!" আরতি হাসি চাপিয়া কহিল, "জানেন না—ডাকার মত ডাকলে স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত সাড়া দেন—আমাদের হাবলবাবুতো সামান্য মনিষ্যি। আর একবার ডাকুন দেখি বেশ ক'রে। পরেশ উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, "হাবলবাবু-উ-উ—" কোন সাড়া মিলিল না। আরতি ডাকিল, "দিদি—" সুনীতি 'কি' বলিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইল—হেডমাস্টারও দাঁড়াইলেন। আরতি কহিল, "পরেশবাবু যে জামাইবাবুকে ডাকছেন, শুনতে পাচ্ছ না ?" দুইজনে ফিরিল। কাছে আসিতেই আরতি কহিল, "কর্ত্তা-গিন্নীর কি এমন আলাপ হচ্ছিল

শুনি যে, একজন ভদ্রলোক ডাক দিলেও শুনতে পান না ?” হেডমাস্টার মশায় লজ্জিত মুখে পরেশকে কহিলেন, “ডাকছিলেন নাকি ? শুনতে পাইনি—মাপ করবেন।”

পরেশ কহিল, “তাতে আর কি! চলুন এর পর ফেরা যাক।” আরতি কহিল, “না না, এখনই না চলুন, ওই পুকুরটা দেখিগে।” হেডমাস্টার কহিলেন, “না না, এখন আর পুকুর দেখতে হবে না— অন্ধকার হচ্ছে—বাড়ী চল।” আরতি ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, “বেশ, চলুন।” পরেশ কহিল, “তাই একবার চলুন না, হাবলবাবু! যখন দেখতেই চাচ্ছেন।” হেডমাস্টার বিনীত হাস্যে কহিলেন, “দেখুন— আমার নাম হাবলবাবু নয়, অবশ্য আপনার যদি ওই নামেই আমাকে ডাকতে ভাল লাগে তো ডাকতে পারেন।” ঘাবড়াইয়া গিয়া পরেশ কহিল,—“তাই নাকি! তবে যে উনি বললেন—।” “ও ঠিকই বলেছে ; ওর নিজের নাম ‘হাবলী’ কিনা—সে দিক দিয়ে আমাকে হাবল ব’লে ডাকাই উচিত, তবে আমার পিতৃদত্ত নাম—সত্যেন্দ্র, পদবী বোস।” আরতি ঝঙ্কার দিয়ে কহিল, “বা রে! আমার সঙ্গে কি ? আমি তো ওঁকে ঠিক নামই বলেছিলাম। উনি বললেন, ওঁর চেহাবা দেখে অত কড়া নাম ব’লে মনে হচ্ছে না—ওঁর নাম নিশ্চয়—হাবলবাবু।” পরেশ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, “কই, আমি তো বলিনি।” স্নীতি কহিল, “ওর কথা ছেড়ে দিন পরেশবাবু! ও ওই রকম।” আরতি অভিমানের সুরে কহিল, “বেশ! আমারই সব দোষ।” বলিয়া গট গট করিয়া পুকুরটার দিকে চলিল। স্নীতি কহিল, “কোথায় যাচ্ছিস ?” আরতি নীরস কণ্ঠে জবাব দিল, “দেখতেই তো পাচ্ছ—পুকুরে।” স্নীতি কহিল, “না না, আজ আর না।” আরতি চলিতে লাগিল, বাধ্য হইয়া সকলে তাহার অনুসরণ করিল। সত্যেনবাবু কহিলেন, “রোহিণীর মত জলেই

ডুববে নাকি? অবশ্য গোবিন্দলাল কাছেই হাজির—ফার্স্ট এডের ত্রুটি কোন হবে না।" থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় ফিরাইয়া আরতি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "কি বললেন?" ডাক্তারী বিদ্যার সহিত ডাক্তারকে যুক্ত করিয়া আরতি বক্তব্যের অন্য রকম অর্থ করিয়াছে বুঝিয়া সত্যেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিলেন, "বলছি—রোহিণীর চেতনা-সঞ্চারের জন্যে গোবিন্দলাল যা যা প্রক্রিয়া করেছিল—সব ঠিক ঠিক করবার জন্যে আমি প্রস্তুত।" আরতি মুখ ফিরাইয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

কৃষ্ণাভ-নীল আকাশ হইতে তরল অন্ধকার ঝরিয়া ঝরিয়া পৃথিবীর বুকে জমিতে সুরু করিয়াছে। দূরে মাঠের মধ্যে কতকগুলো শৃগাল ডাকিয়া উঠিল; পুকুর হইতে কয়েকটা বক সোঁ সোঁ শব্দে উড়িয়া আসিয়া একটা গাছের ডালে বসিল; ঝিঁঝি পোকার একটানা ঐক্যতান—কানের মধ্যে সূচের মত বিঁধিতে লাগিল।

বাড়ীর সামনে আসিয়া পরেশ কহিল, "আমি এবার চলি, নমস্কার।"

সত্যেন্দ্র কহিলেন, "তা কি হয়! এক কাপ চা খেয়ে যান।" পরেশ কহিল, "থাকগে।" আরতি কহিল, "আসুন না।" পরেশ কহিল, "অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম আপনাদের।" সত্যেন্দ্র কহিলেন, "চলুন, চলুন, কোন দরকারী কাজ নেই তো!"

চা খাইয়া আরতির গান শুনিয়া পরেশ যখন বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিল, তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্র কহিলেন, "মাঝে মাঝে আসবেন দয়া ক'রে।" সুনীতি কহিল, "মাঝে মাঝে নয়, কাল নিশ্চয় আসবেন।" পরেশ সাগ্রহে কহিল, "নিশ্চয় আসব —বলতে হবে না।"

আরতি মুখে কিছুই বলিল না, কিন্তু তাহার আয়ত চোখের ইঙ্গিতময় দৃষ্টি নীরব আমন্ত্রণ জানাইল।

পরেশ বাইকে উঠিল; পরিচিত পথিক-বিরল পথে আলোর প্রয়োজন হইল না। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি; আকাশে চাঁদ নাই, কিন্তু অজস্র তারা জ্বলজ্বল করিতেছে; তাহাদের সমবেত ক্ষীণ আলোতে কালো ঘন অন্ধকার একটু ফিকা ও তরল হইয়া উঠিয়াছে। বামদিকে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ ধানের মাঠ; মাঠের উপর পাতলা ধোঁয়ার মত কুয়াশা জমিয়া উঠিয়া দৃষ্টিপথকে রোধ করিতেছে। বাতাসে তীক্ষ্ণ শীতলতা। দূর মাঠের মধ্যে আলেয়া জ্বলিতেছে ও নিবিতেছে। পিছন দিকে বাউরীপাড়া হইতে একটা কুকুর ক্রমাগত চীৎকার করিয়া চলিয়াছে। রাস্তার ধারেই একটা শুষ্কপ্রায় ছোট পুকুর হইতে পচা ঘাস ও পাতার ঝাঁঝালো গন্ধ অনেক দূর পর্য্যন্ত বাতাসকে ঘন করিয়া তুলিয়াছে।

পরেশের বাহ্য-ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে কিন্তু বোধশক্তির যোগাযোগ সম্প্রতি রহিত হইয়াছিল। কারণ তাহার মন একান্তভাবে আরতির চিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। কেমন করিয়া সে হাসিয়াছিল, কেমন করিয়া কথা বলিয়াছিল, কেমন করিয়া ছল করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, কেমন করিয়া সুনীতি ও সত্যেনকে এড়াইয়া তাহাকেই সঙ্গ দান করিয়াছিল, ইত্যাদি আরতির ক্রিয়াকলাপ স্মরণ করিয়া সে তাহাদের তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার সহিত আরতির মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়, তবু ইহার মধ্যেই আরতির ব্যবহারে প্রিয়-বান্ধবীর সুর লাগিয়াছে। আরতি বলিয়াছে, দেখা হইবামাত্র যাহার-তাহার সহিত যাচিয়া বন্ধুত্ব করা তাহার স্বভাব, এবং সেই বন্ধুত্ব যদি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এতখানি রসিয়া উঠে, তাহা হইলে আরতির বন্ধুত্ব—অন্তত পুরুষ বন্ধুর সংখ্যা গণনা করিবার জন্য রীতিমত

'আদম-শুমারী'র ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য তাহার সহিত আরতির ব্যবহার তাহার পাইকারী-ব্যবহার হইতে পৃথক হওয়াই সম্ভব। কারণ আরতি তাহার চিকিৎসাধীনে থাকিতে চায় এবং চিকিৎসকের প্রতি রোগিণীদের ব্যবহারে কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব থাকেই। নিজের দেহকে নিরাবরণ করিয়া যাহার চক্ষের সামনে ধরিয়ে দিতে হয়, তাহার সহিত ব্যবহারে চুল-চেরা কায়দা-কানুন বজায় রাখা নেহাৎ গুমট প্রকৃতির মেয়েদের পক্ষেও সম্ভব হয় না, আরতির মত খোলা-মেজাজের মেয়ের তো কথাই নাই।

অবশ্য আরতির এখনও সে চিকিৎসা করে নাই। তবু ইহার মধ্যেই তাহার আচার ও আচরণে যে মাধুর্য্যের আমেজ দেখা দিয়াছে, রীতিমত চিকিৎসা করার পর তাহা যে কত গাঢ় হইয়া উঠিবে ভাবিয়া পরেশের মন পুলকিত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ ঝড়াং করিয়া শব্দ হইল, মুহূর্ত্তের জন্য পরেশ সম্বিৎ হারাইল, চেতনা পাইয়া বুঝিল যে ভূমিশয্যায় শায়িত। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে কতকটা অগ্রসর হইতেই দেখিল, দুইটা বাইক জড়াজড়ি করিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে এবং ঠিক ওপাশেই আর এক ব্যক্তি তাহারই মত গায়ের ধূলা ঝাড়িতেছে। পরেশ কহিল, "মশায়ের কি খুব লেগেছে?" উত্তর হইল, "আজ্ঞে না —আপনার?"

"আমারও না। মশায়ের নাম?" লোকটি দুই হাত কচলাইয়া কহিল, "আমি জগদীশ—কার্ত্তিক ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার।" পরেশ মুরুব্বিয়ানার সহিত কহিল, "ও! এত অন্ধকার রাত্রে একটা আলো আননি কেন?" সাইকেল দুইটার হাতল ছাড়াইতে ছাড়াইতে জগদীশ কহিল, "আপনিও তো নেননি।" পরেশ অপ্রতিভভাবে কহিল, "তা বটে! তবে আমি বিকেলে বেরিয়েছিলাম কিনা, এত রাত্রি হবে

জানতাম না।” নিজের গাড়িটি তুলিয়া লইয়া পরেশ কহিল, “কোথায় চলেছ?” জগদীশ কহিল, “আপনার কাছেই। সবাই আপনার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছেন।” পরেশ লজ্জিতভাবে কহিল, “এই দেখ! একেবারে ভুলে গেছি। আজ তোমাদের ওখানে আমার নেমন্তন্ন ছিল, না?” জগদীশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “হ্যাঁ, ডাক্তারবাবুও তাই বলছিলেন, বোধ হয় ভুলে গেছে! তা এত রাত্রি পর্য্যন্ত ওখানে?” পরেশ অগ্রাহ্যের সুরে কহিল, “এমনই। হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম—আগে তো আলাপ ছিল না, আজই হ'ল। বেশ লোক—”

জগদীশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “তা বটে! গিন্নীমা কিন্তু সেই সন্ধ্যে থেকে ছটফট করছেন—কতবার যে লোক পাঠালেন আপনার ওখানে। আজ ওঁর মা এসেছেন কিনা—আপনাকে দেখতে চাচ্ছেন। আপনি যে কোথায় গেছেন, তা তো আপনার মাসীমা বলতে পারেননি। বললেন শুধু—সেজেগুজে কোথায় বেরিয়ে গেছে। শেষে আমাদের কাল-ঘনু বললে যে, আপনি হয়তো হেডমাস্টার মশায়ের ওখানে গেছেন। তখন ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন, “জগদীশ! দেখ তো বাবা একবার। আমিও বলবামাত্র এক লাফে—” পরেশ বাধা দিয়া কহিল, “তোমারও নেমন্তন্ন আছে বুঝি?” জগদীশ কহিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ীতে খাওয়ানো-দাওয়ানো হ'লে আমার এক পাত বাঁধা—”

“তোমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?”

জগদীশ দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, অন্ধকারের একটানা কালো পর্দ্দার উপর যেন একটি হ্রস্ব-শ্বেত বিদারণ-রেখা দেখা গেল। কহিল, “যা বলেছেন। কোন্ দুপুর বেলায় খেয়েছি, তারপর বিকেলে এক কাপ চা ছাড়া তো আর কিছু পেটস্থ হয়নি।”

সান্ত্বনার সুরে পরেশ কহিল, "তোমাকে মিছেমিছি কষ্ট দিলাম—পাড়াগাঁয়েতে তো কথা বলবার মত লোক পাওয়া যায় না। একজন মনের মত লোক পেলাম, গল্প করতে করতে এত দেরি হয়ে গেল।" জগদীশ কহিল, "তা হোক, তা হোক। আমাদের ডাক্তারদের কি এত খাই-খাই করলে চলে? কত দিন যে খাড়া উপোস ক'রে কাটাতে হয়। এই দেখুন না সেদিন—" পরেশ বাধা দিয়া কহিল, "আমি যে হেডমাস্টারের কাছে গিয়েছিলাম—ঘনশ্যাম কাকা জানলেন কি ক'রে?" জগদীশ কহিল, "ও সব জানতে পারে। ওই যে দেখেন ঘাড়টি বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে চলে, ওর পেটে অনেক বিদ্যে।"

ডাক্তারের বাড়ীর সামনে হাজির হইতেই জগদীশ কহিল, "আপনি ডিসপেন্সারিতে যান, আমি বাড়ীতে খবর দিইগে।"

ডিসপেন্সারিতে কার্ত্তিক ও ঘনশ্যাম বসিয়াছিল। পরেশকে দেখিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "এই যে বাবাজী! কোথায় ছিলে এতক্ষণ? জগদীশের সঙ্গে দেখা হ'ল?" পরেশ বসিতে বসিতে কহিল, "দেখা হয়েছে।" ঘনশ্যাম ভুরু নাচাইয়া কহিল, "কোথায় ছিলে বল দেখি?" পরেশ কহিল, "হেডমাস্টার মশায়ের ওখানে।" ঘনশ্যাম আঁৎকাইয়া উঠিয়া কহিল, "এ্যাঁ!" বলিয়া মিনিট কয়েক চোখ দুইটা স্থির করিয়া দিয়া মুখটা আধ-হাঁ করিয়া রহিল। তারপর কহিল, "ওঁর সঙ্গে আলাপ আছে নাকি?" পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "আগে ছিল না, আজ হ'ল।"

"কি ক'রে?"

"ওঁর উনি নেমন্তন্ন করেছিলেন?"

বিস্ময়সূচক কণ্ঠে ঘনশ্যাম কহিল, "নেমন্তন্ন! কেন?" পরেশ জবাব এড়াইয়া যাইবার ভঙ্গীতে কহিল, "কি জানি।" ঠোঁট দুইটা চাপিয়া ঘনশ্যাম উপরে ও নীচে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "শালীকে দেখাল নাকি?"

"তার মানে ?"

"মানে—ওর শালীর কি যে আজগুবী রোগ হয়েছে শুনি।" পরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল, "না।"

চাকর হরি আসিয়া খবর দিল—জামাইবাবুকে বাড়ীতে ডাকছেন। ঘনশ্যাম কহিল, "যাও বাবা, যাও।" চাকরের পিছনে পিছনে পরেশ বাড়ীর ভিতরে আসিয়া হাজির হইল।

বারান্দায় বসিয়াছিলেন একজন বিধবা; কার্ত্তিক ডাক্তারের শাশুড়ী; বয়স ষাটের উপর; রং ফর্সা; মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা; মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন; আসন পিঁড়ি হইয়া বসিয়া আছেন; হাতে হরিনামের ঝুঝি—ঠোঁট দুইটি নড়িতেছে। তাঁহার সামনে খুঁটি ঠেস দিয়া পা মেলিয়া বসিয়া আছে শ্রীমতী। কমলাও বসিয়া ছিল, পরেশকে দেখিবামাত্র দুড়দুড় করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

পরেশকে দেখিয়া শ্রীমতী গালে হাত দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল, "ধন্যি ছেলে তুমি ভাই! কোথায় গিছলে বল দেখি—বৃন্দাবন আঁধার ক'রে ? আমাদের রাই-ধনী যে ভেবে ভেবে সারা হ'ল।" পরেশ লজ্জিত মুখে হাসিতে লাগিল। শ্রীমতী কহিল, "জুতো খুলে প্রণাম কর ওঁকে—তোমার দিদিমা।" পরেশ জুতা খুলিয়া প্রণাম করিতেই বৃদ্ধা হরিনামের ঝুলিটি তাহার মাথায় ঠেকাইয়া দিয়া কহিলেন, "বেঁচে থাক ভাই! আমাদের কমলিকে নিয়ে জন্ম-জন্ম রাজত্ব কর;—ব'স ভাই।" পরেশ অদূরে খাটের উপর বসিতে যাইতেই শ্রীমতী কহিল, "না হে! কাছেই ব'স। দুজনে আলাপ হোক।" হাঁকিল, "এই কমলি! একটা মাদুর পেতে দিয়ে যা না তোর বরকে।" কমলা দরজার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল—মৃদু তর্জ্জনের সহিত কহিল, "পারব না।" পরক্ষণেই মাদুর হাতে নতমুখে

আসিয়া নতমুখেই মাছুর পাতিয়া দিয়া নতমুখেই চলিয়া গিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

কমলা আজ নীলাম্বরী শাড়ি পরিয়াছে—রূপালী পাড়, লণ্ঠনের আলোকে ঝলমল করিতেছে। কালোচুলে পরিপাটি করিয়া কবরী রচনা করিয়াছে, কপালে কাঁচ-পোকার টিপ পরিয়াছে। কাছে আসিতেই কানের নীচ ও ঘাড়ের পাশটা দেখা গেল; চুল হইতে একটি মিষ্ট গন্ধ নাকে আসিল। আরতির কথা মনে পড়িল পরেশের।

শ্রীমতী গম্যমান কমলার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া পরেশের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "অভিমান হয়েছে।" পরেশ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তাই নাকি?" শ্রীমতী চোখমুখ ঘুরাইয়া কহিল, "হ্যাঁ হে, তাই! বলেছে—কালোরূপ আর দেখব না, কালো বসন পরব না, কালিন্দীর কালো জলে আর নাইব না—" দিদিমা হাসিয়া কহিলেন, "নাতজামাই কি আমার কালো যে, ওকথা বলেছে! সোনার গৌরাঙ্গের মত রূপ, ওর কোলে কমলি যেন চাঁদে কলঙ্ক।" শ্রীমতী পরেশের পানে কটাক্ষ হানিয়া মুখ নাড়িয়া কহিল, "আর ব'লো না দিদি! এমনই মন পাওয়া যায় না, ওই সব কথা শুনলে তো অহঙ্কারে আর পা পড়বে না।" পরেশ কহিল, "সে কি দিদিমা!" শ্রীমতী ধারালো স্বরে কহিল, "হ্যাঁ ভাই, সত্যি কথা! তোমার মত লোকের মন পাওয়া আমাদের মত পাঁড়াগেঁয়ে মুখ্যু মেয়ের কম্ম নয়; যারা ন্যাকা পড়া জানে, ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে, নাচ গান জানে, মালা গেঁথে 'বঁধু প্রাণেশ্বর' ব'লে গলায় পরিয়ে দিতে পারে, তাদেরই তোমাদের ভাল লাগে।" পরেশ সন্দেহের স্বরে কহিল, "কি ব্যাপার বলুন দেখি?"

ঝঙ্কার দিয়া শ্রীমতী কহিল, "সে অনেক কথা, ভাই!"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "কোথায় গিছলে বল দেখি ?" পরেশ কহিল, "একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম—"

"কোথায় ?"

পরেশ বিরক্তি চাপিয়া কহিল, "স্কুলের দিকে; হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল, উনি টেনে বাড়ী নিয়ে গেলেন।" মুখ টিপিয়া হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, "টেনে নিয়ে গেলেন ব'লে কি রাত দশটা পর্য্যন্ত টেনে রাখলেন ?" পরেশ জবাব দিল না। শ্রীমতী কহিল, "হেডমাস্টারের শুনেছি—একটা ছুঁড়ি শালী আছে, তার সঙ্গে দেখা হ'ল নাকি ?" পরেশ নীরস কণ্ঠে কহিল, "হ'ল বইকি।" মুখ টিপিয়া হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, "খুব ভাল লাগল বুঝি ?" দিদিমা কহিলেন, "তুই ঝগড়া করছিস কেন ভাই ? দুদিন পরে যার হবে, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে দে। ওলো, ও কমলি, আয় না এখানে; এখন থেকে অত লজ্জা করতে হবে না।"

ডাক্তার-গৃহিণী আসিয়া হাজির হইলেন। পরেশকে দেখিয়া গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "এই যে বাবা! এসেছ ? এত রাত হ'ল ? তোমাকে দেখবার জন্যে মা কতক্ষণ থেকে ছট্‌ফট করছেন। কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?"

পরেশ কহিল, "হেডমাস্টার মশায়ের ওখানে।"

ডাক্তার-গৃহিণী ভ্রূ দুইটি কুঁচকাইয়া কহিলেন, "ও।" শ্রীমতীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "মাসী! কমলি কোথায় গেল ?" শ্রীমতী মুখ ও চোখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, "ওই যে, ওখানে। মেয়েকে লেখাপড়া শেখাওনি, ঢং-ঢাংও শেখাওনি যে, দেখবামাত্র পুরুষের গায়ে ঢ'লে পড়বে; দেখ গিয়ে ঘরের কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—"

মাসী বোনঝিতে চোখে-চোখে বার্ত্তা-বিনিময় হইল। বোনঝি হাঁকিল, "ও কমলি! এদিকে আয় দেখি, খাবার সাজাগে যা,

আমি কিছু করতে পারব না ব'লে দিচ্ছি।" চাকরের উদ্দেশে কহিলেন, "ওরে, কোথায় গেলি? এখনও এলেন না যে! ডেকে নিয়ে আয়গে।" শ্রীমতী কহিল, "মা বেটীতে কি হ'ল আজ?" কার্ত্তিক-গৃহিণী কহিলেন, "আমাকে আজ কিছু করতে দেবে না বলেছে; রান্না-বান্না, খাওয়ানো-দাওয়ানো সব নিজে করবে। একটু দেখিয়ে দিতে গেলাম, তো বললে—না মা, তুমি কিছুটি বলতে পাবে না। সব নিজে রেঁধেছে আজ। তা পরিবেশনও নিজেই করুক, আমি কেন করতে যাব?"

কমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধা কহিলেন, "তোকে কেন করতে হবে? ওই করুক—আশীর্ব্বাদ করি জন্ম-জন্ম করুক।" ঝুলি নাচাইয়া কহিলেন, "মেয়ে মানুষের তো ওই হ'ল আসল কাজ—স্বামিপুত্রকে, আত্মীয়-স্বজনকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়ানো—লেখাপড়া শিখে, শামলা পরে কাছারি যাওয়া তো নয়। আমাদের সময়ে ও সব কোনদিন শুনিনি, আজকালই হয়েছে—" শ্রীমতী কহিল, "শুধু লেখাপড়া নয়, পাস করছে, চাকরি করছে। আমাদের গাঁয়ের হেডমাস্টারের একটা শালী এসেছে—ছুঁড়ি নাকি বি. এ. পাস; জুতো প'রে গটগট ক'রে হাঁটে, ফরফর ক'রে ইংরিজী বলে, আর পুরুষ দেখলে জোঁকের মত কামড়ে ধরে।" পরেশের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কিন্তু আজকালকার ছেলেদের ওই রকমই পছন্দ! শান্ত-শিষ্ট লক্ষ্মী মেয়েকে মনে ধরে না তাদের।" কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ করিয়া কহিল, "কিন্তু কত লোকের মাথা খেয়ে যে জিবে ওদের চড়া প'ড়ে গেছে, খবর নিলেই 'চিত্ত চমৎকার হয়ে যাবে!' তখন বুঝবে মজাটা!" বলিয়া চোখের কোণে বিদ্যুৎ হানিয়া সবেগে মুখটা ফিরাইয়া লইল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে শ্রীমতী পরেশকে কহিল, "আমাকে ফেলে যেওনা হে! সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেও, বুঝলে?"

ঘনশ্যাম ও জগদীশ চলিয়া গেল। পরেশ কার্ত্তিক ডাক্তারের সহিত গল্প করিতে লাগিল।

কার্ত্তিক কহিলেন, "হেডমাস্টার মশায় শালীর সম্বন্ধে কিছু বললেন নাকি?" পরেশ কহিল, "অসুখের কথা বলছিলেন।"

"পরীক্ষা ক'রে দেখলে নাকি?"

"না।"

কার্ত্তিক কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল, "আমার মনে হয় শরীরের চেয়ে ও মেয়েটির মনের রোগই বেশি। এত বয়স হয়েছে, অথচ বিয়ে হয়নি, দেহের একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চাহিদা ওর মিটছে না; তার এটা স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া।"

পরেশ চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, "আমাদের সময়ে—ব্রাহ্ম খৃস্টানদের মেয়েরা অনেক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থেকে লেখাপড়া করত,—হিন্দুদের মধ্যে এ রেওয়াজ ছিল না। আজকাল শুনেছি, হিন্দু মেয়েরাও অনেক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থেকে লেখাপড়া করছে।" পরেশ কহিল, "বিশেষ ক'রে পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েরা—শিক্ষার দিক দিয়ে ওরা খুব উন্নতি করছে। শুধু বি. এ., এম. এ. পাস ক'রে মাস্টারি আর প্রফেসারি করছে না—অনেকে মেডিকেল কলেজ থেকে পাস ক'রে ডাক্তার হচ্ছে। আমাদের সঙ্গেই একটি মেয়ে পাস করেছিল—সে এখন কলকাতার কোন একটা হাসপাতালে বড় চাকরি করছে।"

"বিয়ে হয়েছে মেয়েটির?"

"জানি না।"

কার্ত্তিক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "এটা কি ভাল হচ্ছে? কে জানে?" আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কি জান, বাবা! আমরা পুরনো আমলের লোক, দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সেকেলে; মেয়েরা পুরুষদের কাঁধে ভর ক'রে চলবে, আজন্ম দেখে আসছি—দেখতে ভালও লাগে। মেয়েদের গটগট ক'রে মাথা উঁচু ক'রে হাঁটা আমরা বরদাস্ত করতে পারিনে। তবে যুগ তো বদলাচ্ছে! নতুন যুগে নতুন রীতি-নীতি কায়দা-কানুনের আমদানি হবেই, আমাদের ভাল-লাগা না-লাগার উপর কিছু নির্ভর করবে না।" দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "তবে এ তুমি ঠিক জেনো—মেয়েরা যত লেখাপড়া শিখবে, আর বেশি বয়স পর্য্যন্ত আইবুড়ো থাকবে, তত দেখবে হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত মেয়েমানুষ আর গুঁফো-মদ্দা মেয়ে-মানুষের সংখ্যা সমাজে বেড়ে যাচ্ছে। আর খুব সম্ভব, তাতে কি সংসার কি সমাজ—কারও পক্ষে মঙ্গল হবে না।"

শ্রীমতী আসিয়া কহিল, "চল হে।" "চলুন" বলিয়া পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাহির-দরজার কাছে আসিতেই মৃদুকণ্ঠের "দিদিমা" ডাক শুনিয়া পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইল। পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল—একটা মরাইয়ের পাশে দাঁড়াইয়া কমলা—হাতে দুইটি পান। তাহার সহিত চোখাচোখি হইতেই কমলা মুখ নামাইল। অভিমানের কালো-ছায়া মুখ হইতে এখনও সম্পূর্ণরূপে মিলাইয়া যায় নাই। ক্ষান্ত-বর্ষণ মেঘের মত টুকরা-টুকরা ভাবে দুই চোখের কালো তারায়, কুঞ্চিত ভ্রূ-দুইটিতে, ঈষৎ স্ফুরিত অধরে লাগিয়া আছে।

শ্রীমতী কমলাকে কহিল, "নিজে দে না তোর বরকে।" পরেশকে কহিল, "নাও না হে।" পরেশ হাত বাড়াইল। তাহার হাতে পান দিয়াই পিছন ফিরিয়া কমলা পলাইতে উদ্যত হইতেই শ্রীমতী কহিল,

"ওলো, চুম দিলি না ?" কমলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া চাপা তর্জ্জন করিল, "যা তা বলছো।" শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, "ভুল ক'রে ব'লে ফেলেছি লো! চূণ দে, চুমতো বিয়ের পরে নিজেই দিবি, তখন কি আমার বলবার অপেক্ষা রাখবি।" কমলা আসিয়া ডান হাতের তর্জ্জনীটি বাড়াইয়া দিল। তর্জ্জনীর মাথায় চূণ লাগানো ছিল, পরেশ নিজের তর্জ্জনী দিয়া ধীরে সুস্থে চূণ লইতে লাগিল। শ্রীমতী কহিল, "ভাল ক'রে হাতটা জাপটে ধর না, লজ্জা কিসের ?" কমলা হাতটা সরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে মরাইয়ের আড়ালে চলিয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে শ্রীমতী কহিল, "আজ তোমার উপর আমরা ভারী রাগ করেছি।"

পরেশ কহিল, "আমরা—কে কে ?"

"আমি আর কমলা। আজ এলে না কেন ?"

"আসছিলাম। বেরিয়েছি, এমন সময়ে হেডমাস্টার মশায়ের নিমন্ত্রণ-চিঠি পেলাম।"

শ্রীমতী কহিল, "নেমন্তন্ন তো আমিও ক'রে এসেছিলাম হে, নিজে গিয়ে হাত ধ'রে—মাথার দিব্যি দিয়ে ব'লে এসেছিলাম।"

"তা এসেছিলেন—কিন্তু ভদ্রলোক—"

ব্যঙ্গের সুরে শ্রীমতী কহিল, "ওঃ! আমরা বুঝি অভদ্র ?" পরেশ কহিল, "তা কি আমি বলছি। আপনারা আপনার লোক—আপনাদের কাছে ত্রুটি হ'লেও আপনারা ক্ষমা করবেন, কিন্তু উনি হ'লেন অপরিচিত পর।" শ্রীমতী কহিল, "তা হ'লেও তোমার একবার দেখা ক'রে যাওয়া উচিত ছিল। একটু দেরি হ'লে হেডমাস্টারের শালীটি উড়ে পালিয়ে যেত না।"

পরেশ কহিল, "ওঁর শালীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ?"

"ওই তো গুড়ের গাছ হে। ওর লোভেই তো গিছলে! মুখ্যু

হ'লেও সব বুঝি।" একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "কমলা আজ কেঁদেছে, জান?"

পরেশ কহিল, "কান্না কেন?"

শ্রীমতী খনখন করিয়া কহিল, "কাঁদবে না? একজনকে মন-প্রাণ সঁপে বসেছে, আর সে যদি অন্যের জন্যে ছুটোছুটি করে, তাকে যদি অন্য মেয়ে মালা গেঁথে পাঠিয়ে দেয়—" পরেশ সন্দেহের সুরে কহিল, "মালা আবার কে পাঠিয়েছে?" শ্রীমতী কহিল, "কেন তোমার ববি? গুণী ধরেছে।" বিস্ময়ের স্বরে পরেশ কহিল, "মানে?"

"মানে—আজ বিকেল বেলায় তোমাকে ডেকে আনার জন্যে গুণীকে পাঠিয়েছিলাম। গুণী রাস্তায় যেতে যেতে দেখে—বিনয়ের ছোট মেয়ে খুকী তোমাদের বাড়ী যাচ্ছে—হাতে একটা গাঁদা ফুলের মালা। জিজ্ঞাসা করতেই খুকী বললে—পরেশদাদার জন্যে দিদি পাঠিয়ে দিয়েছে। গুণী এসে আমাকে বলল ওই কথা। কমলা ব'সে ছিল কাছে, সেও শুনল। গুণী যতক্ষণ ছিল কিছু বলল না, ও যেতেই আমার কোলে মাথা দিয়ে কি কান্না!"

পরেশ চুপ করিয়া রহিল। শ্রীমতীর বাড়ীর কাছে আসিতেই, শ্রীমতী খপ্ করিয়া পরেশের হাত ধরিয়া বলিল, "ভাই, তোমাকে হাতে ধ'রে মিনতি ক'রে বলছি—এখানে সেখানে আনা-গোনা ছাড়। কমলি তোমাকে মনে-প্রাণে স্বামী ব'লে জেনেছে—এর পর যদি ও তোমাকে না পায় তো প্রাণে বাঁচবে না।"

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া পরেশ দেখিল, শয়নকক্ষে টেবিলের উপর একটি গাঁদা ফুলের মালা। মালাটি প্রসারিত দুই করতলে তুলিয়া লইয়া সে তাহার উপরে মুখ রাখিল। মাল্যের স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শ, মৃদু সুগন্ধ মাল্য রচয়িত্রীর কথা স্মরণ করাইয়া দিল। হঠাৎ টেবিলের একধারে রঙিন কাগজের বাক্সে মোড়া ঔষধের শিশির দিকে নজর

পড়িল, যে ওষুধের শিশিটি সে ববির ব্যবহারের জন্য দিয়াছিল। শিশিটা তুলিয়া লইয়া দেখিল—মোড়ক খোলা পর্য্যন্ত হয় নাই। হাঁকিয়া মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ওষুধের শিশিটা কে দিয়ে গেল ?"

মাসীমা কহিলেন, "বিনয় মাস্টার—"

"কখন ?"

"সন্ধ্যের পর।"

"কিছু বলেননি ?"

"বললেন—কাল নাকি ওঁর স্ত্রী বাপের বাড়ী যাবেন—উনি পৌঁছে দিতে যাবেন—ওষুধটার আর দরকার হবে না।"

পরেশ শিশিটা ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিল। কিছুক্ষণ শিশিটার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তাহার মনে হইল, তাহার জীবনের আকাশে একটি ক্ষুদ্র তারকার উদয় হইয়াছিল স্বল্পকালের জন্য স্নিগ্ধ দীপ্তি বিকীরণ করিয়া ধীরে ধীরে, বোধ করি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া গেল।

সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সুখদা রান্নাঘরে কাজ করিতেছিল। শোবার ঘরের বারান্দায় বসিয়া ববি খুকীর জন্য 'তুষি' পূজার আয়োজন করিয়া দিতেছিল। একটা মাটির ঢেউ-তোলা—কানাওয়ালা খোলা তুষ দিয়া কানায় কানায় ভর্ত্তি করিয়া তাহার উপরে গাঁদাফুল থরে থরে সাজাইতেছিল। খুকী উবু হইয়া বসিয়া উৎসুক ও উজ্জ্বল চোখে দিদির সাজানো দেখিতেছিল। খুকী কহিল, "দিদি, আরও ফুল আনব ?" ববি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, এতেই হবে।" খুকী কহিল, "মিন্তা দিদি পরেশদাদার নামে একটা গান বেঁধেছে, দিদি।" ববি খুকীর মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "কি গান ?" খুকী সুর করিয়া কহিল, "কিবা বেগুন গাছে গাছে, পরেশ ডাক্তার বিয়ে করছে—তিড়িং তিড়িং নাচে।

তিড়িং তিড়িং নাচুক আমরা তাকেও বরং পারি—ঐ যে অহঙ্কারে পা পড়েনা—ঐ জ্বালাতেই মরি—বল ভাই হরি ভাঁড়ারী—” ববি ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, “তুইও ওই গান গাইবি? পরেশদাদা তোর দাদা হন না?” খুকী কহিল, “গাইব না কেন? পরেশদাদার নামে তো আর গান নয়—ওঁর বউয়ের নামে।”

শ্রীমতী বাড়ী ঢুকিয়া হাঁক দিল, “বউ রইচিস্ নাকি গো?” সুখদা কহিল, “আছি, আসুন।” শ্রীমতী ববি ও খুকীর দিকে তাকাইয়া কহিল, “কি লো তোদের কি হচ্ছে?” থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “ববি বুঝি খেলা করছিস? তোর পা কেমন আছে?” ববি কহিল, “ভাল আছে।” শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে কহিল, “ভাল থাকবে বইকি? কেমন ডাক্তারের চিকিচ্ছে!” বলিয়া মুচকি হাসিয়া রান্নাঘরে চলিল।

রান্নাঘরে ঢুকিতেই সুখদা কহিল, “বসুন ওই আসনটা নিয়ে।” শ্রীমতী গম্ভীর মুখে কহিল, “বসব না—তোকে একটা কথা বলতে এসেছি; তোদের ভালবাসি, তাই গোপনে বলে যাচ্ছি। আর চার কান করিসনে।” সুখদা বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের সহিত কহিল, “কি?” শ্রীমতী কহিল, “গাঁয়ের আর কেউ জানে না—শুধু আমি আর গুণী—তা আমাদের পেট থেকে ম'রে গেলেও কথা বেরুবে না, তুইও কাউকে বলিস না।” সুখদা হাতের কাজ বন্ধ করিয়া কহিল, “বলব না, আপনি বলুন।” শ্রীমতী মুখ-চোখ ঘুরাইয়া কহিল, “বলছি—কিন্তু বলবার আগে তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বউ—বিনয় না হয় কাছা-খোলা মানুষ, কিন্তু তুইও কি সারাদিন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোস—মেয়ে কি করে, কোন খোঁজ-খবর রাখিস না? এত বড় মেয়ে যার ঘরে, তার তো এমন অসাবধান হওয়া ভাল নয়, বউ।” সুখদা দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, “ববির কথা বলছেন? কি করেছে সে?” শ্রীমতী ক্রূর হাসি হাসিয়া কহিল, “কি করেছে শুনবি? বিদ্যে সুন্দরের

বিদ্যাকেও হার মানিয়েছে তোর মেয়ে—নিজে হাতে মালা গেঁথে পরেশকে পাঠিয়েছে।" ভয়ে সুখদার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল, শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "সত্যি!" শ্রীমতী কহিল, "মিথ্যে না সত্যি তোর খুকীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্—ওর হাতেই পাঠিয়েছে।" সুখদা ডাকিল, "খুকী!" খুকী সাড়া দিল, "কি মা।"

"এখানে শুনে যা তো।" খুকী আসিতেই সুখদা চাপাস্বরে প্রশ্ন করিল, "পরেশকে মালা দিয়ে এসেছিস?" খুকী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "এসেছি তো!"

"কে দিল দিতে—?"

"কেন, দিদি। পরেশদাদা সকালে চেয়েছিলেন—" সুখদা শ্রীমতীর দিকে চাহিয়া কহিল, "এই শুনুন পিসিমা! পরেশ নিজে থেকে চেয়েছিল; দাদার মত ভালবাসে, চাইলে—" শ্রীমতী বাধা দিয়া ধারাল কণ্ঠে কহিল, "যা-তা বোঝাসনে বউ! একজন সোমত্ত বয়সের ছেলে মালা চাইলেই এত বড় ধাড়ী মেয়ে তাকে মালা গেঁথে পাঠাবে? তোদের শহরের নিয়ম-কানুন জানিনে বউ। কিন্তু আমাদের পাড়াগাঁয়ে এ সব অসৈরণ চলে না। তোদের ভালর জন্যেই বলছি বউ, এখনও মেয়েকে সামলা, না হ'লে পরে পস্তাবি।" সুখদা মুখ কালো করিয়া কহিল, "সত্যি!" উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আপনি আমার সঙ্গে আসুন পিসিমা, আপনার চোখের সামনে ওই মেয়েকে কি শাস্তি দিই দেখুন।" বলিয়া একটা চেলা কাঠ হাতে করিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই শ্রীমতী খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "পাগল হয়েছিস্ নাকি বউ? অত বড় মেয়েকে মারধর করে? শেষে কি ফ্যাসাদ করবি? আজকালকার মেয়ে বিশ্বাস নেই, বিষ-টিষ খেয়ে বসবে; তার চেয়ে এক কাজ করিস তো সবচেয়ে ভাল হয়। মেয়েকে নিয়ে ভাইয়ের কাছে চলে

যা। তাঁকে দিয়ে একটি পাত্র খুঁজিয়ে মেয়ের বিয়ে দিগে যা। বিনয়ের উপর ভর ক'রে থাকলে মেয়ের তোর বিয়ে হবে না।" সুখদা কাঠটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, "তাই করব পিসিমা।" শ্রীমতী কহিল, "আচ্ছা চলি বউ, কিছু মনে করিস্ না। তোদের ভালবাসি, তাই তোদের খারাপ কিছু শুনলে মনটা করকর করে—তোদের না জানিয়ে থাকতে পারিনে—তোদের পর ব'লে ভাবলে কি আসতাম? গাঁয়ের লোকের মত চুপ ক'রে ব'সে ব'সে মজা দেখতাম।" শ্রীমতী চলিয়া গেল। সুখদা প্রস্তরমূর্ত্তির মত উনানের জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনয় আসিতেই সুখদা তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "শোন।" বিনয় কাছে আসিতেই সুখদা জলদগম্ভীর স্বরে কহিল, "তোমার মেয়ে আজ কি করেছে জান?" বিনয় ভয়ে ভয়ে কহিল, "কি?"

"পরেশকে মালা গেঁথে পাঠিয়েছে?"

বিনয় বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "কেন?" সুখদা কহিল, "পরেশ নাকি সকালে চেয়েছিল।" বিনয় নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, "ও! তাই! তাতে আর দোষ কি হয়েছে।" স্বামীর মুখের পানে জ্বলন্ত চক্ষে চাহিয়া সুখদা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "দোষ হয়নি? কে কোথায় মালা চাইল ব'লে অত বড় মেয়ে দিন-দুপুরে মালা গেঁথে পাঠাবে? পরেশ বাড়ীতে এলে দিতে পারত।" বিনয় কহিল, "তা বটে।" সুখদা কহিল, "আমি কিছু জানতাম না, শ্রীমতী এসে ব'লে গেল।" ক্ষোভের সহিত কহিল, "মেয়ে তোমার বড় হয়েছে কিনা আজকাল আমার কাছে সব গোপন করে।" বিনয় কহিল, "শ্রীমতী জানল কি ক'রে?" সুখদা কহিল, "খুকী নিয়ে যাচ্ছিল গুণী বামণী দেখেছে, ও গিয়ে আবার শ্রীমতীকে বলেছে। শ্রীমতী বলল বটে, কেউ আর জানে না, আর কাউকে ওরা বলবে না, কিন্তু ও মিছে কথা—ওরা

এতক্ষণ সারা গাঁয়ে রটিয়ে দিয়েছে বোধ হয়; কাল থেকে আর গাঁয়ে মুখ দেখানো যাবে না। আর তোমার ওই মেয়ে থুবড়ো থাকবে, কেউ ওকে নেবে না—" বিনয় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুখদা কহিল—"আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে দাদার কাছে যাব—তুমি দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে আমাকে রেখে আসতে পারবে না?" বিনয় ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "পারিবে।" সুখদা কহিল, "বেশ, খেয়ে-দেয়ে এখনই সেক্রেটারীর কাছে যাও। ছুটির ব্যবস্থা ক'রে এস গিয়ে। কালই আমি যাব।" বিনয় কহিল, "এত তাড়াতাড়ি—" সুখদা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ, কাল আর আমি গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারব না। আমি ব'লে দিচ্ছি তোমাকে—"

পরের দিন দশ বারো মাইল দূরের এক গ্রাম হইতে পরেশের ডাক আসিয়াছিল। বেলা দশটার সময়ে স্নানাহার করিয়া পরেশ বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে হেডমাস্টার মহাশয়ের ঝি দুখের মা একটা চিঠি আনিয়া হাতে দিল। হেডমাস্টার মহাশয় লিখিয়াছেন, "ডাক্তারবাবু—আজ দয়া ক'রে একবার এসে আরতিকে দেখে একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাবেন।" পরেশ দুখের মাকে কহিল, "আচ্ছা, তুমি যাও। ওই রাস্তা দিয়েই এখন আমাকে যেতে হবে, যাবার সময় দেখা ক'রে যাব।"

রাস্তায় হেডমাস্টারের সহিত দেখা হইল—ধড়া-চূড়া আঁটিয়া স্কুলে যাইতেছেন। পরেশকে দেখিবামাত্র এক গাল হাসিয়া কহিলেন, "চলেছেন! আমি আর অপেক্ষা করতে পারলুম না, স্কুলের সময় হয়ে গেছে, আপনি যান তা হ'লে—"

বাড়ীর দরজায় পৌঁছিয়া ঘণ্টা বাজাইতেই খোকা ছুটিয়া আসিল। পিছনে পিছনে আসিল আরতি। খোকা আসিয়া একেবারে সাইকেলের হ্যাণ্ডল ধরিয়া কহিল, "চড়িয়ে দিন না একবার"—পরেশ তাহাকে সিটে চড়াইয়া দিল। খোকা আদেশ দিল, "চালান এবার।" আরতি আসিয়া কড়া গলায় কহিল, "খোকা, নামো।" খোকা মাসীর কথায় কান না দিয়া কহিল, "চালিয়ে দিন না।" পরেশ চালাইতে সুরু করিল। আরতি কহিল, "ওকে আদর দেবেন না, ভারী দুষ্টু ছেলে, মাথায় চ'ড়ে বসবে।" পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তাই নাকি, খোকা! এর পর মাথায় চড়বে? তা হ'লে তো মুস্কিল।" খোকা সাহস দিয়া কহিল, "কখনও না, আপনি চালিয়ে দেখুন।" পরেশ কহিল, "বেশ, তোমার কথাই বিশ্বাস করা যাক।" বলিয়া এক পাক ঘুরাইয়া আনিয়া কাহিল, "এর পর নামো দেখি।" খোকা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, আর একবার।" আরতি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল, "দেখলেন তো আমার কথা বিশ্বাস না করার ফল! এর পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘোরান ওকে এই রোদে—ও কি সহজে নামবে ভেবেছেন! পরেশ কহিল, "খোকা, তোমার মাসীমা কি বলছেন শুনছ?" খোকা কথায় কান না দিয়া বাইকের ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল। আরতি কহিল, "দেখছেন মজা! কে যেন কাকে বলছে! জোর ক'রে নামিয়ে দিন ওকে।" খোকার উদ্দেশ্যে কহিল, "খোকা, নামো বলছি, নামবে না তো! ডাক্তারবাবু! আপনার সেই ছুরিটা দিয়ে হাত দুটো ওর কেটে দিন তো।" খোকা ভয়ে চোখ বড় করিয়া কহিল, "আমাকে নামিয়ে দিন।" বলিয়া নামিবার জন্য চেষ্টা সুরু করিল। পরেশ তাহাকে নামাইয়া দিতেই সে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

আরতি কহিল, "একেবারে নেয়ে-খেয়ে এসেছেন দেখছি।" পরেশ কহিল, "একটা কলে যাচ্ছি এখান থেকে দশ-বারো মাইল রাস্তা, কখন ফিরব, তার ঠিক নেই।" চোখে ও মুখে বিস্ময়ের ভঙ্গী করিয়া আরতি কহিল, "এই রোদে এতখানি রাস্তা যাবেন?" পরেশ কহিল, "শীতকালের রোদ তো, কিছু কষ্ট হবে না। তা ছাড়া ডাক্তারদের কি অত রোদ জল বাছতে গেলে চলে? যখনই রোগী ডাকবে, তখনই যেতে হবে।" আরতি মুচকি হাসিয়া কহিল, "সব রোগীর বেলা নয়, আমরা তো কাল রাত্রেই ডেকে রেখেছিলাম। সকালে বোধহয় ভুলেই গিয়েছিলেন, চিঠি লিখে মনে না করিয়ে দিলে বোধহয় আসতেন না।" পরেশ কহিল, "নিশ্চয় আসতাম।" দুই চোখ পরেশের মুখের উপর স্থির করিয়া দিয়া আরতি কহিল, "সত্যি!" পরেশ কহিল, "হ্যাঁ।"

বৈঠকখানায় বসিয়া পরেশ কহিল, "আপনাকে দেখবার কিছু নেই।" আরতি হাসিয়া কহিল, "একদিন দেখাতেই ফুরিয়ে গেলুম, বলেন কি?" অপ্রতিভভাবে পরেশ কহিল, "না, তা বলিনি। বলছি—আপনার অর্গানিক মানে যান্ত্রিক কোন রোগ আছে ব'লে মনে হয় না।" আরতি কহিল, "বলেন কি? বুকের অবস্থা তো ভাল নয়।" পরেশ কহিল, "সে আমি পরে দেখব। তবে মিসেস বোসের কাছে যা শুনেছি, তাতে মনে হয় ভয়ের কারণ কিছু নেই, দুদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি অবশ্য এখনই আপনাকে কোন ওষুধ খেতে দেব না, আগে দুদিন আপনাকে ওয়াচ করব, মানে দেখব।"

"বেশ তো দেখুন না যত ইচ্ছে।" বলিয়া আরতি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিতেই পরেশ লজ্জিত মুখে কহিল, "আমি তাই বলছি নাকি! আমি বলছি, মানে।—" আরতি কহিল, "বুঝেছি কি

বলছেন।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াতেই পরেশ কহিল, "কোথায় যাচ্ছেন?" আরতি কহিল, "বোধহয় তেষ্টা পেয়েছে আপনার, জল নিয়ে আসি।" বলিয়া মরালীর মত হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল। ফিরিল একটা কাঁচের গ্লাসে জল লইয়া; পরেশের হাতে দিয়া কহিল, "খান।" ঢক ঢক করিয়া সব জলটা গিলিয়া পরেশ কহিল, "সত্যি, ভারী তেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু কি ক'রে জানলেন আপনি?" আরতি কহিল, "আপনার মুখ দেখে।" গ্লাসটা নামাইতে যাইতেই আরতি হাত বাড়াইয়া ধরিয়া লইল। পরেশ সঙ্কোচের সহিত কহিল, "আমার খাওয়া গ্লাসটা—" আরতি কহিল, "তাও ছোঁবার যোগ্য নই না কি!" পরেশ কহিল, "আপনি সব কথা ভারী বাঁকাভাবে দেখেন।" আরতি কহিল, "আমার বাঁকাচোখ যে, সোজা দেখব কি ক'রে?" পরেশ কহিল, "এই দেখুন রাগ করলেন আবার।" আরতি চোখ ডাগর করিয়া কহিল, "রাগ? আপনার ওপর? দয়া ক'রে দেখতে এসেছেন এই কত ভাগ্য আমার!" সুনীতি আসিয়া হাজির হইল, হাতে প্লেটে করিয়া পান। প্লেটটা পরেশের সামনে নামাইয়া আরতিকে কহিল, "সব বলেছিস ওঁকে?" আরতি কহিল, "উনি তো আমাকে দেখতে আসেননি, কোথায় কলে যাচ্ছেন, এমনই।" পরেশ বাধা দিয়া কহিল, "মিথ্যে কথা।" দুই চোখে ঝিলিক হানিয়া আরতি কহিল, "মিথ্যে কথা!" পরেশ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, "না না, তা নয়, মানে কলে অবশ্য যাচ্ছি, তবে দেখতেও এসেছি।" সুনীতি কহিল, "কি ব্যবস্থা করছেন?"

পরেশ কহিল, "এখন কিছু করব না। ফিরতি পথে দেখা ক'রে সব ব'লে দিয়ে যাব।" সুনীতি কহিল, "কখন ফিরবেন?"

পরেশ কহিল, "খুব সম্ভব সন্ধ্যের আগে।"

পরেশ যখন ফিরিল, তখন সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে; পশ্চিম আকাশে

নির্ব্বাপিতপ্রায় আগুনের আভার মত ক্ষীণ গোলাপী আভা লাগিয়া আছে; পূর্ব্বাকাশে গাঢ় বেগুনী রঙের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে; রাস্তার ধারে গাছগুলাতে নীড়-প্রত্যাগত পাখীদের কলরব সুরু হইয়া গিয়াছে। গ্রামের কাছে আসিতেই পরেশ দূর হইতে দেখিতে পাইল, আরতি খোকার হাত ধরিয়া রাস্তার ধারে ধারে ধীরে ধীরে আসিতেছে। খোকার সহিত আলাপে সে এমনই মগ্ন হইয়া গিয়াছে যে, পরেশ কাছে আসিতেও সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। পরেশ ঘণ্টা বাজাইয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিল, ফলে আরতি খোকাকে লইয়া রাস্তার ধারের দিকে আরও একটু সরিয়া গেল; কিন্তু আলাপের সূত্র অক্ষুণ্ণ রহিল; শুধু তাহার ওষ্ঠে একটি অতি মৃদু হাসি যেন ফুটিয়া উঠিল। সামনে আসিয়া সশব্দে নামিয়া পরেশ কহিল, "কোথায় চলেছেন?" আরতি চমকিয়া চাহিয়া কহিল, "ও! আপনি! আমি বলি কে?" হাসি চাপিয়া কহিল, "আপনি যে এ রাস্তায় গেছেন, সন্ধ্যের আগে ফিরবেন, একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম।" পরেশ আহত কণ্ঠে কহিল, "আমার কথা মনে রাখবেন এমন সৌভাগ্য আমার নয়, তবু সে কথা নাই বা জানালেন।" আরতি হাসিয়া কহিল, "রোগীদের সব সময় আপনাকে মনে গেঁথে রাখতে হবে নাকি?" পরেশও হাসিয়া কহিল, "রোগীদের নয়, রোগিণীদের।" আরতি মুখ লাল করিয়া চোখের কোণে বিদ্যুৎ হানিয়া কহিল, "তাই নাকি!".

তিনজনে গ্রামের দিকে চলিতে লাগিল; পরেশ একেবারে রাস্তার ডান পাশ ঘেঁষিয়া—তাহার ডান হাতে সাইকেল; আরতি ও খোকা রাস্তার মাঝে। আরতি কহিল, "রাস্তার অত ধারে যাচ্ছেন কেন? যে বড় বড় ঘাস, সাপ থাকতে পারে।" পরেশ অগ্রাহ্যের সুরে কহিল, "শীতকালে সাপ কোথায়?" আরতি কহিল, "আপনি তো

সবই জানেন! সেদিন দেখেছি একটা সাপ এই রাস্তাতেই রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে চ'লে যাচ্ছিল।" আদেশের সুরে কহিল, "আপনি এদিকে স'রে আসুন।" পরেশ আদেশ পালন করিল।

আরতি কহিল, "যাকে দেখতে গিয়েছিলেন, পুরুষ না মেয়ে?"

"পুরুষ।"

"কি হয়েছে?"

"টাইফয়েড।"

আরতি সভয়ে কহিল, "ওরে বাবা! পাড়াগাঁয়েও ও সব রোগ আছে নাকি?" পরেশ হাসিয়া কহিল, "আছে বইকি! না হ'লে আমাদের চলবে কেন?" আরতি কহিল, "আপনার মত ডাক্তারের কিন্তু পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে থাকা ঠিক নয়। কি আয় হবে এখানে, লোকে তো খেতেই পায় না শুনি, টাকা দেবে কে? শহরের যে কোন ডাক্তার হাজার টাকা রোজগার করে।" পরেশ কহিল, "সবাই করে না—দু'চারজন করে।" আরতি উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "আপনি যে সেই দু'চারজনের একজন হবেন না, তা কে বললে? বিদ্যে-বুদ্ধি-জ্ঞান আপনার তাদের চেয়ে এক তিল কম নয়।" পরেশ চুপ করিয়া রহিল। আরতি কহিতে লাগিল, "পাড়াগাঁয়ে প্র্যাক্‌টিশের কত অসুবিধে দেখুন, ইচ্ছা ও সঙ্গতি থাকলেও মোটর কিনতে পারেন না। একটা দূরের 'কল' থাকলে সারাদিনটাই নষ্ট। তা ছাড়া ভবিষ্যৎও একেবারে সীমাবদ্ধ; নতুন নতুন লোকের আসা-যাওয়া নেই, লোকের আর্থিক উন্নতিরও কোন সম্ভাবনা নেই। কাজেই একই শ্রেণীর লোকের মধ্যে একই অবস্থায় আপনাকে চিরদিন কাটিয়ে দিতে হবে।" পরেশ কহিল, "সত্যি।"

ইতিমধ্যে খোকা পিছনে পড়িয়াছিল, আরতিও আরও কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়াছিল; পরেশ সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দিয়া আরতির সান্নিধ্য

অনুভব করিতেছিল, আরতির সৎপরামর্শে তাহার তত মন ছিল না। হঠাৎ আরতির হাতে তাহার হাত লাগিতেই পরেশ যেন বিদ্যুতের শক খাইয়া সরিয়া গেল, আরতিও থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "খোকা, কোথায় গেলে ?" খোকা ছুটিয়া আসিয়া সঙ্গ লইল।

হেডমাস্টার মহাশয়ের বাড়ীর কাছে আসিয়া পরেশ কহিল, "আজ রাত হয়ে গেল, বাড়ী যাই। কাল এসে আপনার ব্যবস্থা ক'রে দেব।" থমকিয়া দাঁড়াইয়া আরতি পরেশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল, তারপর ভ্রূ দুইটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "এই জন্যে বুঝি একটা রাস্তা এগিয়ে গিয়ে আপনাকে ধ'রে নিয়ে এলুম।" পরেশ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "তবে যে তখন বললেন আমার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।" মুখ টিপিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া আবদারের সুরে আরতি কহিল, "গিছলুমই তো। কিন্তু দিদি ভোলেনি। সারা বিকাল ব'সে ব'সে আপনাকে রাত্রে খাওয়াবার আয়োজন করেছে।" পরেশ বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "তাই নাকি ? ভারী অন্যায় ! মিছেমিছি আমার জন্যে—" আরতি কহিল, "ও আমাকে ব'লে কি হবে ? আমি কিছু জানি না। যা যা বলবার দিদিকে গিয়ে বলবেন।" পরেশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল ; আরতি কহিল, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? চলুন, কতটা রাস্তা হাঁটলুম বলুন দেখি আপনার জন্যে ?" পরেশ কহিল "সত্যি।" ঝঙ্কার দিয়া আরতি কহিল, "সত্যি তো, দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন কেন ?"

এই তরল অন্ধকারে আরতির দেহের অতি সন্নিকটে তাহার সহিত মুখোমুখী দাঁড়াইয়া থাকিতে পরেশের ভাল লাগিতেছিল ; এত শীঘ্র এই ভাললাগা ভাবটিকে হারাইতে তাহার মন চাহিতেছিল না। আরতি অভিমানঘন স্বরে কহিল, "যাবেন না তো !" পরেশ কহিল, "চলুন"—বলিয়া আরতির সঙ্গে চলিল।

সেদিন রাত্রি এগারোটার সময়ে পরেশ বাড়ী ফিরিল। মাসীমা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন! হাঁক-ডাক করিয়া তাঁহাকে তুলিতে হইল। মাসীমা নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত হ'ল ?" পরেশ কহিল, "রোগের ভারী বাড়াবাড়ি হয়েছিল—রোগী টাল না সামলানো পর্য্যন্ত ছাড়তে চাইল না।"

কয়েকদিন পরে। পরেশ সকালে ডিসপেন্সারীতে বসিয়া ছিল। কাজ-কর্ম্ম হাতে কিছু ছিল না। কমলা ও আরতির কথা ভাবিতেছিল। এ কয়দিনের মধ্যে কমলার সহিত কয়েকবারই দেখা হইয়াছে, শ্রীমতীর মধ্যস্থতায় কথাবার্ত্তাও হইয়াছে। কিন্তু কমলার উপর ইহার মধ্যেই এতখানি স্বত্ব-বোধ জন্মিয়াছে যে, তাহাকে দেখিবার, তাহাকে জানিবার আগ্রহ ও ঔৎসুক্য অনেকটা স্তিমিত হইয়া গিয়াছে! কাজেই মন কমলার চেয়ে আরতির চিন্তায় বেশি ব্যাপৃত থাকিতেছে। এ কয়দিন সে নিয়মিতভাবে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আরতিদের ওখানে কাটাইয়াছে, আরতিদের সঙ্গে বেড়াইয়াছে, আরতির গান শুনিয়াছে, আরতির সহিত গল্প করিয়াছে ও নানা বিষয়ে আলাপ করিয়াছে; তাহার কাছে এই পল্লীজীবনের সঙ্কীর্ণ পরিধি অতিক্রম করিয়া বাহিরের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন করিয়া কর্ম্মজীবন সুরু করিবার প্রেরণা পাইয়াছে, তাহার শিক্ষিত ও মার্জ্জিত মনের সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে ও ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হইয়াছে। সে বুঝিতে পারিতেছে তাহার হৃদয় আরতির প্রতি একটি আকর্ষণ অনুভব করিতেছে—সে আকর্ষণ প্রতিদিন প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। তাহার মত অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ব্যক্তির

পক্ষে ইহা যে অন্যায়, তাহা সে বোঝে, প্রতিদিন সঙ্কল্প করে আর চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় আমন্ত্রণ রক্ষা ছাড়া আর কোন কারণে আরতিদের বাড়ী যাইবে না, তবু সন্ধ্যা হইলেই পূর্ব্ব রাত্রে বিদায়-মুহূর্ত্তে আরতির মুখ ও চোখের আমন্ত্রণ মনে পড়ে—"কাল আসবেন তো!" আর স্থির থাকা যায় না, যথাসময়ে গিয়া হাজির হয়। এ কয়দিনে আরতি আরও নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছে; তাহার ব্যবহারে সৌজন্যের চেয়ে সৌহার্দ্দের মাত্রা বাড়িয়াছে, প্রিয় বান্ধবীর সুরে প্রিয় আত্মীয়ার সুর মিশিয়াছে। কাল রাত্রির কথা মনে পড়িল—বাড়ী আসিবার সময়ে আরতি ও সত্যেনবাবু তাহার সঙ্গে কতকটা রাস্তা আসিয়াছিলেন। ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল, তাহার গায়ে চাদর ছিল না। আরতি তাহার নিজের গায়ের শাল তাহাকে দিয়াছিল। সে লইতে চাহে নাই, আরতি জোর করিয়া তাহার গায়ে চাপাইয়া দিয়াছিল। সেই শাল গায়ে জড়াইয়া আরতির দেহের উষ্ণতা ও সুরভি সর্ব্বাঙ্গ দিয়া পান করিয়া পরেশের যেন নেশা লাগিয়া গিয়াছিল।

জগদীশ কম্পাউণ্ডার আসিয়া কহিল, "ডাক্তারবাবু ডাকছেন আপনাকে।" পরেশ কহিল, "কেন হে?" জগদীশ কহিল, "জানি না। আপনি আসুন।" পরেশ কহিল, "চল, যাচ্ছি এখনই।"

ডিসপেন্সারীতে গিয়া পরেশ দেখিল, কার্ত্তিক ডাক্তার অত্যন্ত ব্যস্ত। চারিদিকে ভিড় করিয়া রোগী ও রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের দল—কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বেঞ্চিতে বা মাটিতে বসিয়া। পরেশ গিয়া বসিতেই কার্ত্তিক মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিলেন, "এসেছ? ব'স।" কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, "সেদিনকার সেই রোগীর বাড়ীতে আবার ডেকে পাঠিয়েছে।" পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছে সে?" কার্ত্তিক কহিলেন, "ভালই আছে, তবু আর একবার দেখাতে চায়।"

একজন ভিন্ন গ্রামের লোক—বয়সে প্রৌঢ়, অত্যন্ত বিনয় সহকারে প্রশ্ন করিল, "ইনি কে?" জবাব দিল আর একজন লোক—ঢ্যাঙ্গা, কাহিল—কার্ত্তিক ডাক্তারের একজন দালাল, "আমাদের জামাইবাবু হচ্ছেন ইনি, আসছে মাসে বিয়ে হবে—ম্যাট্রিকেল কলেজের পাস করা ডাক্তার।"

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অভিভূতপ্রায় হইয়া কহিল, "সত্যি! তাহ'লে তো আর আমাদের শহরে যেতে হবে না।" চোখ দুইটা বুজিয়া, মাথার ঝাঁকানি দিয়া দালাল কহিল, "না, তাদের চেয়ে কিসে কম আমাদের জামাই বাবাজী! একই কলেজে একই মাস্টারের কাছে একই বেঞ্চিতে ব'সে পড়া একই বিদ্যে—এই তো সেদিন শালডাঙ্গায় টাইফট রোগী দেখে এলেন, ছোঁয়ামাত্র রোগী অদ্ধেক আরাম হয়ে গেছে, ব'লে গেল এই মাত্র।"

পরেশ জানে, এই লোকটাই এতদিন তাহার বিরুদ্ধে যা-তা কথা বলিয়া গ্রামে গ্রামে নিন্দা প্রচার করিয়া তাহার অনেক রোগী ভাঙাইয়াছে। কার্ত্তিক ডাক্তারের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা হওয়া মাত্র ইহাকেই তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতে দেখিয়া সে মনে মনে হাসিল। কে একজন লোক কহিল, "জামাইবাবুকে একটা হাওয়াগাড়ি কিনে দেন ডাক্তারবাবু আর কোট-প্যাণ্ট করিয়ে দেন, তা হ'লেই তো শহরের ডাক্তার।" দালাল কহিল, "হবে হে, হবে, সব হবে। তোমরা তোমাদের গাঁয়ের রাস্তাগুলো বাগাও গে দেখি, একেবারে ঘরঘর ক'রে ঘরের দরজা পর্য্যন্ত গাড়ি চ'লে যাবে।"

কার্ত্তিক কহিলেন, "এখনই যেতে হবে। পারবে তো?" পরেশ কহিল, "হ্যাঁ, যাচ্ছি এখনই।" বলিয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল।

কার্ত্তিক ডাক্তারের বাড়ীর পাশ দিয়া একটা সরু গলি আছে, এই গলি দিয়া গেলে নূতন পুকুরের পাশ দিয়া পরেশদের বাড়ী

অল্প সময়েই যাওয়া যায়। এই নূতন পুকুরে এ পাড়ার মেয়েরা স্নান করে। তাহা হইলেও পরেশ এই রাস্তা দিয়া চলিল। মন চিন্তিত—আরতিদের ওখানে শালটি ফিরাইয়া দিবার জন্য যাইতে হইবে; কখন যাইবে,—তাহাই চিন্তার বিষয়। এখন গেলে বেশিক্ষণ বসা যাইবে না, তা ছাড়া সত্যেনবাবু থাকিবেন, সময়ের অধিকাংশ তিনিই দখল করিবেন। তাহার চেয়ে ফিরিবার সময়ে যাওয়াই ভাল। সুনীতির বিবেচনা আছে, আরতি আলাপ করিতে আসিলে তিনি ভাগ বসান না।

হঠাৎ ভিজা কাপড়ের শব্দ কানে আসিতেই পরেশ দেখিল, কমলা অদূরে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে—মুখ লজ্জায় আরক্তিম। কাছে যাইতেই কমলা একটু পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কমলাকে আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া লইল—ভিজা চুলের রাশি পিঠের উপর লুটাইতেছে, আঁকা-বাঁকা চুলের গুচ্ছ গাঢ়-কৃষ্ণ সর্পশিশুর মত কান ও গালের উপর লতাইয়া রহিয়াছে,—নাসিকা ও চিবুকপ্রান্তে জল-বিন্দু টলটল করিতেছে, ভিজা কাপড় দেহে আঁটিয়া বসিয়া পরিপূর্ণ যৌবনকে প্রতিভাত করিতেছে। পরেশ কহিল, "আর একটু স'রে দাঁড়াও, না হ'লে গায়ে ঠেকাঠেকি হয়ে গেলে আবার স্নান করতে হবে।" কমলা আরও একটু ফিরিয়া দাঁড়াইল, মুখটি আরও নামাইল; পরেশ দেখিতে পাইল—বুকের বসন দুলিতেছে, নাকের ডগা ও চোখের সিক্ত পাতা দুইটি কাঁপিতেছে, অধরের প্রান্ত দুইটি ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। পরেশ কহিল, "ভয় কিসের? গায়ে হাত দেব না, পেরিয়ে যাও।" কমলা মৃদু কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "আপনি যান। শ্রীমতী দিদিমা ঘাটে রয়েছে, এখনি এসে পড়বে, দেখলে কত ঠাট্টা করবে এখন।"

"তাই নাকি? আজ যাব শ্রীমতী দিদির বাড়ী বিকেলে, যেও,

যাবে তো?" কমলা ঘাড় নাড়িয়া 'হ্যাঁ' জানাইল। পরেশ পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিল। কিছুদূর আসিয়া পরেশ মুখ ফিরাইয়া দেখিল, কমলাও মুখ ফিরাইয়াছে—ধরা পড়িয়া ঝটিতি মুখ ফিরাইয়া কমলা দ্রুতপদে গলি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

নূতন পুকুরের ঘাটের সামনেই শ্রীমতীর সঙ্গে দেখা হইল। হাসিয়া কহিল, "দেখা হ'ল নাকি?" পরেশ হাসিয়া কহিল, "হ'ল।"

"কথাবার্ত্তা হ'ল নাকি?"

পরেশ কহিল, "না, যা লাজুক আপনার নাতনীটি, দেখবামাত্র দেওয়ালের সঙ্গে নেপ্টে গেল।"

শ্রীমতী কহিল, "একি তোমাদের লেখাপড়া জানা শহুরে মেয়ে ভাই যে, দেখবামাত্র গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে? পাড়াগাঁয়ের লাজুক মেয়ে আমাদের—আদর ক'রে, আশ্বাস দিয়ে ভয় ভাঙাতে হবে।" হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, "আজকাল নাকি রাতদুপুরের আগে বাড়ী ফের না—কোথায় থাক বল দেখি?"

পরেশ কহিল, "কে বলছিল আপনাকে?"

"তোমার মাসীমা।"

পরেশ কহিল, "হেডমাস্টার মশায়ের বাড়ী যাই। বন্ধুর মত ভালবাসেন আমাকে।" মুচকি হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, "আর কেউ ভালবাসছে না তো?" পরেশ না বোঝার ভান করিয়া কহিল, "কে আর আবার ভালবাসবে?"

"কেন, হেডমাস্টারের শালী!" পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, "শহরের শিক্ষিতা মেয়েরা এত সস্তা ভেবেছেন নাকি?" শ্রীমতী জবাব না দিয়া কহিল, "আচ্ছা, চলি ভাই, রান্না-বান্না করতে হবে।" যাইতে যাইতে আবার থামিয়া কহিল, "আজ বিকেলে যেও না!—অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

পরেশ যখন গ্রামে ফিরিল, তখন বেলা এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। হেডমাস্টারের বাড়ীর কাছে নামিয়া এরূপ অসময়ে বাড়ীতে যাওয়া উচিত হইবে কিনা—এ সম্বন্ধে চিন্তা করিল, এবং কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বেপরোয়া ভাবে বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়া বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "খোকা!" কোন সাড়া মিলিল না, কণ্ঠস্বর উচ্চতর করিয়া ডাকিল, "খোকা!" মেয়েলি কণ্ঠের সাড়া আসিল, "কে?" আরও কিছুক্ষণ পরে—বৈঠকখানার জানালা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া আরতি কহিল, "ওমা! আপনি! দাঁড়ান, দরজা খুলে দি।" দরজা খুলিয়া আরতি কহিল, "এত বেলায়? কোথাও 'কল' ছিল নাকি?" পরেশ কহিল, "হ্যাঁ।" গা হইতে শালটা খুলিয়া কহিল, "আপনার শালটা।" আরতি শালটা লইয়া ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, "অনবরত হুল ফোটাচ্ছিল বুঝি! তাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।" পরেশ অপ্রতিভ মুখে কহিল, "না না, সে কি! মানে—এই রাস্তা দিয়ে যখন যেতেই হ'ল, ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম।" নমস্কার করিয়া কহিল, "আচ্ছা, আসি তা হ'লে।" আরতি বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "সে কি! এই রোদে-রোদে এলেন, এখনই রোদে-রোদে ফিরে যাবেন!" পরেশ কহিল, "তা হোক, রোদে আমাদের কষ্ট হয় না।" বলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই আরতি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "যাবেন না, বসুন।" পরেশ সবিনয়ে কহিল, "দেখুন এখন যাই, পরে আসব এখন। আপনাদের এখনও খাওয়া হয়নি বোধহয়, এমনই দেরি করিয়ে দিলাম।" আরতি কহিল, "তা হোক। আপনি বসুন। আপনারও তো এখনও নাওয়া-

খাওয়া হয়নি।" চেয়ারে বসিয়া পরেশ কহিল, "আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, এত সকালে খাওয়া অভ্যাস নেই! আচ্ছা, আমি বসছি— আপনি খেয়ে নিন গে।"

"বেশ! পালিয়ে যাবেন না যেন।" বলিয়া ভ্রূর ইঙ্গিতে সতর্ক করিয়া দিয়া আরতি চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে আরতি আসিল, হাতে একটা থালায় খানকয়েক লুচি ও তরকারি, বাম হাতে জলের গ্লাস। দেখিবামাত্র পরেশ কহিল, "এ সব কি করেছেন! নিজে না খেয়ে—" আরতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "এমন কিছু করিনি—সব তৈরী ছিল, গুছিয়ে নিয়ে এলুম মাত্র।" থালাটা পরেশের সামনে নামাইয়া দিয়া কহিল, "এই দেখুন! হাত ধোবার জল আনলুম না—আপনি এই গ্লাসের জলেই হাত ধুয়ে আসুন। পরেশ হাত ধুইয়া আসিয়া বসিল। আরতি কহিল, "খান, আমি জল নিয়ে আসি।" কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জলের গ্লাসটি পরেশের টেবিলে রাখিয়া কহিল, "তরকারি খেতে কেমন লাগল? আমি নিজের হাতে রান্না করেছি।" পরেশ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "সত্যি!" উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, "চমৎকার হয়েছে!" আরতি মুচকি হাসিয়া কহিল, বুঝেছি, মন রেখে বলছেন।" পরেশ প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না না, কিছুতেই না, সত্যি বলছি—খুব ভাল হয়েছে। নেহাৎ আপনাদের কম প'ড়ে যাবে, না হ'লে আরও একটু—" আরতি কহিল, "সত্যি নেবেন?" পরেশ লজ্জিত হইয়া কহিল, "থাক্ গে।" আরতি কহিল, "থাক্ গে কেন, নিয়ে আসছি।" বলিয়া পরেশকে আর আপত্তি করিবার অবসর না দিয়া চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে একটা প্লেটে করিয়া কতকটা তরকারি লইয়া ফিরিয়া আসিল। পরেশ কহিল, "একটুখানি দিন।"

খাইতে খাইতে পরেশ কহিল, "দেখুন আপনাদের ভাগ সাবাড় ক'রে দিলাম না তো?" আরতি কহিল, "না, আর দিলেও মেয়েরা তাতে ভয় করে নাকো। নিজেরা না খেয়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়ানোতেই তো তাদের আনন্দ।"

ইহাদের মধ্যে নিজে কোন্ দলে পড়িল তাহা ঠিক করিবার জন্য আরতির মুখের পানে তাকাতেই পরেশ দেখিল, আরতির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে—দেখিয়া পরেশ পুলকিত হইল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে পরেশ কহিল, "আপনি সরস্বতী দেবীকেও হার মানিয়েছেন। সরস্বতী লেখাপড়া-গানবাজনায় ওস্তাদ ছিলেন শুনি—কিন্তু রান্না-বান্না জানতেন কিনা শাস্ত্রে তার কোন উল্লেখ নেই; কিন্তু আপনি সব বিদ্যাতেই সমান নিপুণ।" আরতি আনন্দোজ্জ্বল মুখে কহিল, "নুন খেয়েই গুণ গাইতে সুরু করলেন যে! কিন্তু নুন তো আমার নয়, যার নুন—" পরেশ কহিল, "সত্যি! মিসেস বোসকে দেখছি না!" আরতি গম্ভীর হইয়া কহিল, "সকাল থেকে দিদির শরীরটা খারাপ হয়েছে, শুয়ে আছে—" উৎকণ্ঠার সহিত পরেশ কহিল, "তাই নাকি? কি হয়েছে?" আরতি কহিল, "কি হয়েছে কি ক'রে বলব বলুন! আসছে এখনই, জিজ্ঞাসা করবেন।"

সুনীতি আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখখানি শুষ্ক, মাথার চুল বিশৃঙ্খল, কুচা চুলগুলি কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। নমস্কার করিয়া বসিয়া ডানহাতে কপালের চুলগুলি সরাইতে লাগিল। আরতি পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ কহিল, "কি হয়েছে আপনার?" সুনীতি ক্লান্তকণ্ঠে কহিল, "ভারী মাথা ধরেছে—গা-হাত-পায়ে বেদনা।" পরেশ কহিল, "জিবটা বা'র করুন দেখি।" আরতি ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "ক'রো না দিদি! বলবামাত্র মা কালীর মত জিব বের করতে

হবে—ডাক্তারদের যত সব জুলুম।” পরেশ কহিল, “আপনার ওপর তো কোন জুলুম করিনি।” আরতি কহিল, “করেননি আবার কি! বিশ্রী ওষুধ দিয়েছেন, গিলতে হচ্ছে তো আমাকে।” সুনীতি ইতিমধ্যে জিব বাহির করিয়াছিল; দেখিয়া পরেশ কহিল, “একটা পারগেটিভ নেওয়া দরকার; তৈরি ক’রে রেখে দেব, ঝিকে পাঠিয়ে দেবেন, নিয়ে আসবে।” আরতি পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, “আপনি তো সন্ধ্যের সময় আসবেন—তখন নিয়ে আসবেন।” পরেশ তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই দুই জনে চোখাচোখি হইল—আরতি মুহূর্ত্ত কয়েক স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল। পরেশ কহিল, “তার আগেই খাওয়া দরকার।”

সুনীতি কহিল, “উনি আজ বলছিলেন—পরেশবাবু এতদিন ধ’রে আরতিকে দেখছেন, ওঁর ফী-টা দেওয়া হয়নি। আপনার—” পরেশ বাধা দিয়া কহিল, “ফী তো দিয়েছেন।” সুনীতি আরতির দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ের স্বরে কহিল, “তুই কি দিয়েছিস্ নাকি?” আরতি লজ্জারক্ত মুখে কহিল, “দিদির যেমন কথা! আমি দিলে তোমরা জানবে না?” পরেশ স্মিত মুখে দুই বোনের দিকে তাকাইয়াছিল, কহিল, “আপনারা সবাই মিলেই দিয়েছেন, স্নেহ শ্রদ্ধা—” সুনীতি কহিল, “ও! এই! কিন্তু শুধু স্নেহ আর শ্রদ্ধা নিয়ে তো ডাক্তারি করা চলে না পরেশবাবু, তা ছাড়া ওষুধ দিয়েছেন, তার দাম তো নিতে হবে!” পরেশ কহিল, “না না, ও কথা বলবেন না। আমার নিজের লোকদের অসুখ হ’লে কি আমি ফী নিই, না ওষুদের দাম নিই—আপনাদের আমি তাই ভাবি।”

আরতি পরেশের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল, পরেশ তাহার দিকে মুখ ফিরাইতেই মুখ নামাইয়া লইল।

সেদিন বিকালে পরেশ শ্রীমতীর বাড়ীতে গিয়াছিল। শ্রীমতী বসিয়া বসিয়া চরকা কাটিতেছিল, পরেশকে দেখিয়া বলিয়াছিল, "কি হে! গন্ধ পেয়েছিলে নাকি?" পরেশ ভালমানুষির ভান করিয়া কহিল, "কার?" শ্রীমতী চোখ মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "ন্যাকামি ক'রো না। কেন, কমলির!" পরেশ নিরীহের মত কহিল, "এসেছে নাকি?" হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, "না হে! মিছে ক'রে বলছিলাম। তা কি জন্যে এসেছ বল দেখি?" পরেশ ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, "সে কি দিদিমা—আসতে বলেছিলেন যে!" কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত শ্রীমতী কহিল, "বলেছিলাম নাকি! ভুলে গেছি, তা ব'স ভাই!" বলিয়া চরকা ঘুরাইতে লাগিল। পরেশ কহিল, "থাক্ গে আর বসব না। আপনি কাজ করছেন, চলি তা হ'লে।" বলিয়া চলিয়া আসিতে উদ্যত হইতেই শ্রীমতী কহিল, "চ'লে যাচ্ছ কেন হে! ব'স না—কমলি নাই বা থাকল, আমার সঙ্গেই না হয় একটু গল্প কর। চরকা আমি বন্ধ করছি।" পরেশ কহিল, "না থাক্।" বলিয়া কতকটা চলিয়া আসিতেই শ্রীমতী কহিল, "যাও তো মাথা খাও আমার, শুনে যাও, কথা আছে।" পরেশ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কি কথা?" শ্রীমতী কহিল, "ঘোড়ায় জিন দিয়ে থাকলে কি কথা বলা যায়? ব'স স্থির হয়ে।" পরেশ একটা আসন টানিয়া বসিয়া পড়িল। শ্রীমতী চরকা ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সরাইয়া রাখিয়া পরেশের কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল, "কমলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?" পরেশ জবাব না দিয়া মুচকি হাসিল। শ্রীমতী কহিল, "আমি এখনই ডেকে এনে দেখা করিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটি কাজ করতে

হবে। আমি কুলীন বামুনের মেয়ে, আজন্ম ব্রহ্মচারিণী (পরেশ মনে মনে হাসিল) তা ছাড়া তোমার গুরুজন—আমার পা ছুঁয়ে তোমাকে বলতে হবে যে, এক মাসের মধ্যে তুমি কমলা ছাড়া আর কোন ছুঁড়ীর সঙ্গে মিশবে না।" পরেশ হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে তো মাসখানেক আমাকে ডাক্তারী বন্ধ ক'রে বাড়ীতে ব'সে থাকতে হবে।" শ্রীমতী তীক্ষ্নস্বরে কহিল, "কেন, ছুঁড়ীদের চিকিচ্ছে না করলে বুঝি ডাক্তারী করা যায় না?" পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, "ডাক্তারী করতে গেলে অত বুড়ী ছুঁড়ী বাছলে চলে না। যে ডাকবে তারই কাছে যেতে হবে।" শ্রীমতী কহিল, "বেশ, তা যেও। কিন্তু রাত দুপুর পর্য্যন্ত আড্ডা দিও না।" পরেশ বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিল, "রাত দুপুর পর্য্যন্ত কার কাছে আড্ডা দিই আমি?" শ্রীমতী কহিল, "কেন, ঐ শহুরে ছুঁড়ীটার কাছে, দাও না?" পরেশ কহিল, "কে বললে আপনাকে?"

"দুখের মা তোমাদের বাড়ী থেকে ওষুধ নিয়ে যাচ্ছিল সেদিন—ডেকে জিজ্ঞেস করতেই সব ব'লে গেল।"

"তা ভদ্রলোক নেমন্তন্ন ক'রে পাঠালে তো না গিয়ে পারি না।" ভ্রূ নাচাইয়া শ্রীমতী কহিল, "কিন্তু ঐ ছুঁড়ীটার চাল-চলন ভাল নয় শুনেছি—হয়তো এমন গুন করবে যে, শেষে বামুনের কুকুর হয়ে কায়েতের হাঁড়ীতে মুখ দিয়ে বসবে।"

পরেশ ধারালো স্বরে কহিল, "পাগল হয়েছেন নাকি?" উপরে ও নীচে মাথা নাড়িয়া শ্রীমতী কহিল, "হ্যাঁ! পাগলই তো!" বলিয়া দুই ঠোঁট চাপিয়া তীক্ষ্নদৃষ্টিতে পরেশের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ 'খুক' করিয়া কাসির শব্দ হইতেই পরেশ উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, শ্রীমতী রাগত স্বরে কহিল, "ছুঁড়ীর আর তর সইছে না।" আগ্রহের স্বরে পরেশ কহিল, "কমলা রয়েছে বুঝি?"

"হ্যাঁ হে আছে। তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুতেই গেল না।

কি যে করেছ ওকে !"—হাঁকিয়া ডাকিল, "ওলো কমলি, এখানে আয় দেখি, কি বলবার আছে বল্।" কমলা আসিল না। শ্রীমতী কহিল, "না হয় তুমিই চল হে। এস দেখি।" বলিয়া পরেশের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। দরজার পাশে দেওয়াল ঘেঁষিয়া কমলা দাঁড়াইয়াছিল—পরিধানে কালোপাড় শান্তিপুরী শাড়ি ও সেমিজ, মাথায় এলো খোঁপা; নত মস্তকে ডান পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া মাটি খুঁড়িতেছিল। তাহার সামনে পরেশকে দাঁড় করাইয়া দিয়া শ্রীমতী কহিল, "আমার গা ছুঁতে তো ইচ্ছে হ'ল না। বেশ, কমলির গা ছুঁয়েই প্রতিজ্ঞা কর।" পরেশ খপ্ করিয়া কমলার বামবাহু চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "কি বলতে হবে বলুন।" শ্রীমতী কহিল, "বল, তোমাকে ছাড়া কাউকে ভালবাসব না, যদি বাসি, যাকে বাসব তার মাথা খাব।" পরেশ হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা বলছি—তোমাকে ছাড়া কাউকে ভালবাসব না, হ'লতো ?" শ্রীমতী কহিল, "বাকীটুকু বল।" কমলা থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, শীতের দিনেও তাহার কপালে মুক্তাবিন্দুর মত স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। পরেশ কোমল নারী দেহে চাপ দিয়া কহিল, "বাকীটুকু মুখে আসবে না মনে মনে বলছি।" শ্রীমতী কমলাকে কহিল, "ওলো, তোর কি বলবার আছে বল, দেখি।" কমলা শ্রীমতীর দিকে কটাক্ষ করিয়া মুখ নামাইল। শ্রীমতী কহিল, "বেশ! লজ্জা করিস্ তো আমি না হয় চ'লে যাচ্ছি।" বলিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া কহিল, "তোমরা বোঝাপড়া কর ভাই, আমি একটু আসছি।"

পরেশ প্রতিজ্ঞা-ভাষণ শেষ হইলেও কমলার হাত ছাড়ে নাই। কমলা ফিসফিস করিয়া কহিল, "হাতটা ছাড়ুন।" পরেশ কহিল, "আর কি কি প্রতিজ্ঞা করতে হবে ব'লে ফেল—একবারে সেরে নিই।" জোর করিয়া হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কমলা কহিল, "কিছু

প্রতিজ্ঞা করতে হবে না আপনাকে।” ঢোক গিলিয়া গাঢ়কণ্ঠে কহিল, “আমাকে ভাল লাগে না আপনার—” পরেশ কহিল, “ভাল লাগবে না কেন?”

“আমি কালো, মুখ্যু, তাই—”

পরেশ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। কমলা ধরা গলায় কহিল, “আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে না হয়, বাবাকে ব’লে দিন না কেন! মিথ্যে কেন আশা দিচ্ছেন?” বলিয়া পরেশের মুখের দিকে একবার চোখ তুলিয়া আবার নামাইয়া লইল। পরেশ কহিল, “তোমাকে আমার ভাল লাগে না—তোমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই—এসব কথা জানলে কি ক’রে?” কমলা জবাব না দিয়া পরেশের দিকে পিছন ফিরিয়া দেওয়ালে আঙুল ঘষিতে লাগিল। পরেশ কৃত্রিম উদ্বেগের সহিত কহিল, “কি এমন করেছি আমি যে দিদিমা যা-তা বললেন—তুমি রাগ করেছ?” কমলা অশ্রুঘন কণ্ঠে কহিল, “পাড়াগেঁয়ে কালো কুৎসিত মেয়ের আবার রাগ অভিমান করতে আছে নাকি? আর করলেও কার কি আসে যায়।” এই কিশোরী মেয়েটির অভিমান কাঁচা-মিঠে আমের মত। পরেশের ভাল লাগিতেছিল, ইহাকে চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করিবার জন্য পরেশ কহিল, “তোমাকে যারা ভালবাসে তাদের আসে যায় বইকি!” কমলা কহিল, “তা হয়তো যায়, কিন্তু আপনার?”

“আমারও আসে যায়, তোমার সঙ্গে যখন দুদিন পরে বিয়ে হবে আমার।” তীব্র চাপা স্বরে কমলা কহিল, “আর বিয়ে হয়ে কাজ নেই; যাকে ভাল লাগে না, তাকে বিয়ে ক’রে সারা জীবন নিজে জ্বলবেন, তাকেও জ্বালাবেন।”

পরেশ কহিল, “বেশ, আমি তা হ’লে, যাই।” মেয়েটি চকিতে মুখ ফিরাইয়া অশ্রুসজল কণ্ঠে কহিল, “চ’লে গেলেই তো বাঁচেন

আপনি।” পরেশ কহিল, “তা কি করব? তুমি মিছেমিছি রাগ করছ, যা-তা বলছ।” কমলা কহিল, “কি যা-তা বললাম আমি?” পরেশ আহত স্বরে কহিল, “যা-তা বলনি? আমাকে যে তোমার বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই, সে আমাকে ব'লে লাভ কি? তোমার মা-বাবাকে ব'লো কিংবা শ্রীমতী দিদিমাকে দিয়ে বলিও।” কমলা মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “কখন আমি ও কথা বললাম?”

“তা বললে বইকি! আমাকে বিয়ে ক'রে সারা জীবন জ্বলবে বলনি তুমি?” কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া পরেশ কহিল, “বেশ, আমি চিঠি লিখে তোমার বাবাকে সব জানিয়ে বিয়ে ভেঙে দিতে বলব।” বলিয়া দরজার দিকে চলিল। কমলা আগাইয়া আসিয়া কহিল, “দেখুন, মিথ্যে যা-তা লিখবেন না। আমি যে আপনাকে এ কথা বলতে পারি, বাবা বিশ্বাস করবেন না। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে যে আমার এমনই দেখা হয়, মা ছাড়া আর কেউ জানে না।”

পরেশ কহিল, “শ্রীমতী দিদিমাকে সাক্ষী মানব।” কমলা কহিল, “শ্রীমতী দিদিমা সাক্ষী দেবেন না।”

“বেশ বাঁ হাতে তোমার নাম দিয়ে চিঠি লিখব।” কমলা ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল, “আমি তো চিঠি লিখতে জানি না!” পরেশ কহিল, “নাই বা জানলে, পাড়ার কোন মেয়েকে দিয়েও তো লেখাতে পার!”

কমলা কহিল, “আমাদের বাড়ীর বা পাড়ার কোন মেয়ে লিখতে জানে না।” অসহায়ভাবে পরেশ কহিল, “তা হ'লে কি করব, বল? আমাকে বিয়েও করবে না, অথচ এমনই ক'রে ধমকাবে!”

কমলা কহিল, “আপনাকে ধমকালুম নাকি?”

“ধমকালেই তো! একটিবার ছুঁয়েছিলাম তো এমনই জোরে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে যে হাত এখনও ব্যথা করছে।” বলিয়া বাম

হাতটি ডান হাতে বুলাইতে লাগিল। কমলা কাছে আসিয়া কহিল, "কই, দেখি আপনার হাত—আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া হাত বাড়াইতেই সরিয়া দাঁড়াইয়া পরেশ কহিল, "থাক্ থাক্, আমাকে ছুঁলে তোমার জাত যাবে, আমি হাড়ি ডোম"—কমলা হাসিয়া ফেলিয়া খপ্ করিয়া পরেশের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "এই দেখুন ছুঁয়েছি—হ'ল তো! দেব বুলিয়ে হাত?"

পরেশ গাঢ়কণ্ঠে কহিল, "দাও, কিন্তু আরও একটু কাছে স'রে এস না।" ঘাড় নাড়িয়া আবদারের সুরে কমলা কহিল, "না।" পরক্ষণেই কহিল, "কেন?" পরেশ ঝট্ করিয়া হাত বাড়াইয়া কমলাকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের কাছে সজোরে টানিয়া আনিতে উদ্যত হইল। কমলা দুই হাত পরেশের বুকে দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে ত্রস্তস্বরে কহিল, "এখন না, বিয়ের পরে। তখন কিছু মানা করব না।" তাহার ভীতা হরিণীর মত ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি, মুখের বিবর্ণ ব্যাকুলতা, কণ্ঠের করুণ কাকুতি পরেশের মুহূর্ত্তের আত্ম-বিস্মৃতিকে তীব্র কষাঘাতে নিরস্ত করিল। ছাড়িয়া দিয়া লজ্জারক্ত মুখে কহিল, "কিছু মনে ক'রো না কমলা, মাপ কর আমাকে।" বলিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইতে উদ্যত হইতেই কমলা সানুনয় কণ্ঠে কহিল, "আপনিও কিছু মনে করবেন না। বিয়ের আগে ওসব ভাল নয়, ওতে অমঙ্গল হয়।" পরেশ বাহিরে পা দিতেই কমলা কহিল, "কোথায় যাচ্ছেন?" পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, "বাড়ী যাচ্ছি।" কমলা কহিল, "বসুন না, দিদিমাকে ডেকে আনি, গল্প করুন।"

"আর তুমি?"

"আমি একধারে ব'সে ব'সে শুনব।"

"তাতে তোমার লাভ?"

"আমার ভাল লাগে আপনার কথা শুনতে।" একটু চুপ করিয়া

থাকিয়া কহিল, "আমার ওপর রাগ করেন নি তো?" পরেশ কহিল, "তুমিও ক'রো না।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে পরেশ আজ বিকালের ঘটনা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। আজ সে শ্রীমতীর বাড়ী গিয়াছিল, শুধু কমলার দর্শনলাভের জন্য নহে। সে আশা করিয়াছিল, কমলা হয়তো আজ কিঞ্চিৎ কোমল হইয়া উঠিবে, এবং ভাবী বিবাহবন্ধনের হুণ্ডির বদলে তাহার কাছ হইতে পরিপূর্ণ মূল্য না হোক, বাটা বাদ দিয়া আংশিক মূল্য আদায় হইবে। নির্জ্জন কক্ষে শ্রীমতী যখন তাহাকে কমলার সামনে দাঁড় করাইয়া দিয়া চলিয়া গেল, এবং অশ্রুমুখী কমলা অভিমান বাক্যের দ্বারা তাহার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন তাহার মনের মধ্যে ক্ষুধাতুর কামনা নিশ্চিত খাদ্যের আশায় লোভাতুর হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর কমলা যখন স্বেচ্ছায় তাহাকে স্পর্শ করিয়া প্রশ্রয় দিল, চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে আত্ম-সমর্পণের আভাস ফুটাইয়া তুলিল, তখন দুরন্ত কামনা দুর্নিবার লোভে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যদি কমলা তাহাকে বাধা না দিত, যদি তাহার ভদ্রতা শিক্ষা-দীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া নিজেকে ছাড়িয়া দিত, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত সে কি করিয়া বসিত বলা যায় না। নিজ হৃদয়ের মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া সে দেখিল, তখনও পর্য্যন্ত সেখানে তাহার ক্ষুধার্ত্ত কামনা পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চোখ লইয়া, লালাসিক্ত জিহ্বা বাহির করিয়া লোভে ও লালসায় একোণ-ওকোণ করিতেছে।

পরদিন দুই-তিনটা দূর গ্রামের ডাক ছিল। কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতে পরেশের তিনটা বাজিয়া গেল। স্নানাহার সারিয়া একটুখানি বিশ্রাম করিতে যাইতেছে, এমন সময়ে স্কুলের চাকর আসিয়া একখানি চিঠি দিল। হেডমাস্টার চিঠি লিখিয়াছেন, "বাড়ী হইতে খবর পাইলাম, আমার স্ত্রীর জ্বরটা একটু বাড়িয়াছে। স্কুলে নানা কাজে এমনই ব্যস্ত আছি যে বাড়ী যাইয়া খবর লইতে পারি নাই এবং রাত্রি আটটার আগে পারিব বলিয়া মনে হয় না। আপনি দয়া করিয়া একবার দেখিয়া যাইবেন।"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পরেশ হেডমাস্টার মহাশয়ের বাড়ীতে হাজির হইল, এবং সটান বৈঠকখানার মধ্যে গিয়া বসিয়া হাঁকিল, "খোকা!" আরতি আসিল ও মুখখানি চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়া কহিল, "দিদির জ্বরটা বেশি হয়েছে এবেলা।" পরেশ প্রশ্ন করিল, "টেম্পারেচার কত?"

"১০২°র ওপর।"

"চলুন দেখি।" বলিয়া আরতির পিছনে পিছনে সুনীতির শয়নকক্ষে হাজির হইল। একটা বিস্তৃত খাটে সুনীতি শুইয়া ছিল, আপাদকণ্ঠ লেপে ঢাকা। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন?" সুনীতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "ভাল না। ভাগ্যে আরতি এসেছিল, না হ'লে কি যে হ'ত!" পরেশ কহিল, "কিছু ভয় নেই, ম্যালেরিয়া জ্বর নিশ্চয়।"

রোগী দেখিয়া পরেশ বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল এবং একটা প্রেসক্রিপশান লিখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি চলি,

ওষুধটা তৈরি ক'রে রাখিগে, আপনাদের ঝিকে এখনই পাঠিয়ে দিন ওষুধটা আনতে।" আরতি অনুনয়ের সুরে কহিল, "জামাইবাবু যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ থাকুন আপনি, আমার ভয় করছে। ঝি বরং প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও থেকে ওষুধ আনুক।" পরেশ একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "বেশ, আমি বসছি! ওকে কার্ত্তিক ডাক্তারের ডাক্তারখানা থেকে ওষুধটা আনতে ব'লে দিন।" আরতি প্রেসক্রিপশানটা লইয়া চলিয়া গেল। ফিরিল মিনিট কুড়ি পরে, ডান হাতে এককাপ ধূমায়িত চা। পরেশ অন্যমনস্কভাবে নতমুখে বসিয়া ছিল, আরতি কাছে আসিতেই মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল, "ও আবার কি?" আরতি কহিল, "কিছু না, এক কাপ চা শুধু।"

চা খাইতে খাইতে পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "ঝিকে পাঠিয়ে দিলেন?" আরতি ঘাড় নাড়িয়া 'হ্যাঁ' জানাইল। পরেশ কহিল, "আজই অন্ততঃ দু' ডোজ খাইয়ে দেবেন।" আরতি ঘাড় নাড়িয়া স্বীকৃতি জানাইল। তারপর দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। পরেশ চা খাইতে লাগিল, আরতি বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

হঠাৎ আরতি প্রশ্ন করিল, "কার্ত্তিক ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গেই আপনার বে হবে, না?" পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "কে বললে আপনাকে?"

"ঝি বলছিল—আসছে মাঘে বিয়ে হবে।"

পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, "তাই তো শুনছি।" মুখ টিপিয়া হাসিয়া আরতি কহিল, "নিজে বুঝি জানেন না। এ দিকে মনে মনে দিন গুণছেন সারাক্ষণ।" পরেশ জবাব দিল না।

চা খাওয়া শেষ হইলে আরতি কাপ লইয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল, হাতে প্লেটে করিয়া পান।

পরেশ কহিল, "আপনি দেখছি—আতিথেয়তায় ক্রুটী রাখবেন না। নিজে সাজলেন নাকি ?"

আরতি তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "সাজতে জানি নে নাকি ভাবছেন? ও-বেলা কার হাতের পান খেয়েছিলেন ?" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষে স্বগতঃ কহিল, "ও তাই !" আরতি ঔৎসুক্যের সহিত কহিল, "কি ?" ও-বেলা পান খাইয়া পরেশের জিব পুড়িয়াছিল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জিবটা নাড়িতে পারে নাই—দিনের বেলায় খাওয়ার সময়ে পর্য্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। কহিল, "তাই এত ভাল লেগেছিল—গ্র্যাজুয়েটের হাতের পান।" আরতি বাঁকা হাসি হাসিয়া কহিল, "ঠাট্টা করছেন বুঝি ?" পরেশ কহিল, "না, ঠাট্টা নয়, প্রশংসা করছি। আপনি আমাকে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছেন। কলেজে-পড়া মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে দিয়েছেন।" প্রসন্ন-হাসি হাসিয়া আরতি কহিল—"কি ধারণা ছিল আপনার ?" পরেশ কহিল, "ধারণা ছিল কলেজে-পড়া মেয়েরা সেক্সপীয়র রবীন্দ্রনাথ প'ড়ে বুঝতে পারে, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে শক্ত শক্ত প্রবন্ধ লিখতে পারে, সভা সমিতিতে গরম গরম বক্তৃতা দিতে পারে, কম্যুনিজম-বুলি আওড়াতে পারে, কমরেডদের মক্ষিরাণী হয়ে দেশোদ্ধারের প্রেরণা ও উন্মাদনা যোগাতে পারে; কিন্তু তারা যে আবার উবু হয়ে ব'সে ভাত ডাল সেদ্ধ করতে পারে, লুচি বেলতে পারে, পা মেলে ব'সে পান সাজতে পারে—" আরতি বাধা দিয়া কহিল, "বুঝেছি—আপনার ধারণা কলেজে-পড়া মেয়েরা কিম্ভূতকিমাকার জীব, তাদের নিয়ে সংসার করা চলে না।" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। আরতি ক্ষুরধার হাসি হাসিয়া কহিল, "কিন্তু জানেন পরেশবাবু, তারা বিয়েও করে এবং আপনাদের পাড়াগাঁয়ের অবলা সরলাদের চেয়েও স্বামীদের সুখী করে। রঙিন

পাখা মেলে তারা উড়তেও জানে, আবার পাখা গুটিয়ে বাসাতে ব'সে সংসার-ধর্ম্ম পালন করতেও জানে।" পরেশ চুপ করিয়া রহিল। আরতি কহিল, "আপনার হবু-গিন্নীটি লেখাপড়া জানেন?" পরেশ কহিল, "কিছু জানেন ব'লেই ধারণা ছিল এতদিন, কাল শুনলাম অক্ষর-পরিচয়ও নেই—"

"গান বাজনা?"

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইল।

"রান্না-বান্না জানেন নিশ্চয়।"

পরেশ জবাব দিল, "তা জানেন।"

"পান দোক্তা খান?"

পরেশ কহিল, "খান।"

আরতি হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে, তো আপনার আদর্শ গৃহিণী! ভাগ্যে শহর থেকে পালিয়ে এসেছেন,—না হ'লে এতদিনে কেউ ঘাড়ে চেপে বসলে এমন রত্ন লাভ আর হয়ে উঠত না।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনি বসুন একটু, দিদিকে একবার দেখে আসি।"

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দিদি ঘুমিয়ে পড়েছে।" পরেশ কহিল, "ওঁর ঘরে কেউ আছে তো?" আরতি কহিল, "আছে বইকি! খোকা দুখের সঙ্গে খেলা করছে।"

চেয়ারে বসিয়া আরতি কহিল, "দিদির জ্বরটা কি সত্যই ম্যালেরিয়া?" পরেশ কহিল, "আমার তো তাই মনে হচ্ছে।" আরতি কহিল, "শীতকালেও ম্যালেরিয়া হয় নাকি?" পরেশ কহিল, "নতুন ক'রে না হতে পারে, কিন্তু উনি তো বরাবরই এখানেই থাকেন।" আরতি কহিল, "আমারও হবে নাকি?" পরেশ কহিল, "না হতেও পারে।" পরেশের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া

আরতি কহিল, "অর্থাৎ হতেও পারে। তা হ'লে ভারী মুস্কিল হবে কিন্তু, আমার এমনই ছুটি ফুরিয়ে এসেছে।"

পরেশ উদ্বেগ যথাসাধ্য চাপা দিয়া কহিল, "আর কতদিন বাকি আছে ছুটির?" ঘাড় নাড়িয়া আরতি কহিল, "বেশি দিন না।" মুখখানি ম্লান করিয়া তুলিয়া কহিল, "অথচ সম্পূর্ণ সেরে উঠতে পারলুম না। আপনি দেখলেন না প্রথম থেকে, ভেবেছিলেন লেখাপড়া-জানা সাংঘাতিক মেয়েমানুষ একটা মলেই মঙ্গল।" পরেশ লজ্জিত মুখে কহিল, "ছিঃ! ও কথা বলবেন না।" তীক্ষ্ণকণ্ঠে আরতি কহিল, "কেন বলব না। আপনার তো আমাদের মত মেয়েদের ওপর এই ধরণেরই মনোভাব।" পরেশ কহিল, "আমি তো বললাম আপনাকে, আগে ছিল, আপনি বদলে দিয়েছেন।" আরতি কহিল, "আমাকে 'আপনি' 'আপনি' করেন কেন? 'তুমি' বলতে পারেন না?" পরেশ আমতা আমতা করিয়া কহিল, "মানে, আপনার সঙ্গে বেশি দিনের আলাপ নয় তো, মানে—" আরতি কহিল, "নেই বা হ'ল। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের নিবিড়তা কি পরিচয়ের দীর্ঘতার ওপর নির্ভর করে? এক মুহূর্ত্তের পরিচয়ে একজন অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, আবার সারাজীবন পাশাপাশি থেকেও একজন অন্তরের অন্তরালেই থেকে যায়।" বলিয়া দুই চক্ষের দৃষ্টি ঘন করিয়া পরেশের মুখের পানে তাকাইল। সেই চোখের সহিত চোখ মিলিতেই পরেশের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া পরেশ কহিল, "সত্যেনবাবু এখনও এলেন না?" আরতি কহিল, "আসতে দেরী হবে, স্কুল কমিটির মীটিং আছে।" মুচকি হাসিয়া কহিল, "আপনি এত ছটফট করছেন কেন? শ্বশুরবাড়ীতে নেমন্তন্ন আছে বুঝি?" পরেশ কহিল, "না।" মুখ গম্ভীর করিয়া আরতি কহিল, "তা হ'লে আমার সঙ্গ বুঝি আপনার ভাল লাগছে

না ? বেশ, আমি না হয় চ'লেই যাচ্ছি।" বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই পরেশ সোদ্বেগে কহিল, "পাগল হলেন নাকি, উঠবেন না, বসুন।" সক্ষোভে কহিল, "আপনার সঙ্গ আমার ভাল লাগে না—এই বুঝি এতদিন পরে আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা হ'ল! আপনাকে যদি—" আরতি বসিয়া বাধা দিয়া কহিল, "আবার আপনাকে ?" পরেশ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "তোমাকে বলতে বাধ-বাধ ঠেকছে।"

আরতি কহিল, "বাধা রেখেছেন ব'লেই বাধ-বাধ ঠেকছে, আপনার ব'লে মনে করতে পারছেন না কিছুতেই। কিন্তু আমি আপনাকে অতি সহজেই 'তুমি' বলতে পারি।" পরেশ কহিল, "তাই বলুন আগে, তা হ'লে সাহস হবে আমার।"

আরতি মুচকি হাসিয়া শাণিত ইস্পাতের মত চকচকে চোখে চাহিয়া কহিল, "শুনলে আপনার হবু-গিন্নী কিন্তু কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবেন। ভাববেন, কোথাকার কে তাঁর জিনিসে ভাগ বসাতে এসেছে।" পরেশ কহিল, "মানুষ কি কারও একলার জিনিস হতে পারে ? সারাজীবন ধ'রে যত লোকের সংস্পর্শে আসে, সকলের মধ্যে নিজেকে তিলতিল ক'রে ভাগ ক'রে দেয়।" আরতি কহিল, "বিলিয়ে দেয় তার ব্যক্তিত্বকে ; কিন্তু ব্যক্তিত্ব নিয়ে তো স্ত্রীর কোন প্রয়োজন নেই। সে চায় ব্যক্তিটিকে এবং পুরোপুরিভাবে তাতে কাউকে কণামাত্র ভাগ বসাতে দিতে চায় না।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া কহিল, "অন্ততঃ আমার মত মেয়ে হ'লে—" পরেশ কৃত্রিম ভয়ের সহিত কহিল, "আপনিও ওই দলের নাকি ?" আরতি ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "নিশ্চয়। কিন্তু আপনি আবার 'আপনি' বলছেন ?" পরেশ অপ্রতিভ ভাবে কহিল, "না, না, তুমি।" বিমল-হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া আরতি কহিল, "গুড্ বয়। কথা শুনলে

এত ভাল লাগে! আমার যে ছাত্রীরা আমার খুব কথা শোনে তাদের আমি খুব ভালবাসি।” বলিয়া হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুইটি পরেশের মুখের উপর ন্যস্ত করিল। পরেশ সাহসী হইয়া উঠিয়া কহিল, “সত্যি নাকি! আমিও তো তোমার অত্যন্ত আজ্ঞাবহ হয়ে উঠেছি।” মুখ লাল করিয়া আরতি কহিল, “যান—আপনি ভারী দুষ্টু।” ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া চটুল কণ্ঠে কহিল, “আপনারও ভালবাসা চাই নাকি?”

ববিকে পরেশের মনে পড়িল—শান্ত, নম্র, ধীর, শ্রী ও হ্রীমতী মেয়েটি ভালবাসার ফল্গুধারা বুকে লইয়া তাহার জীবন হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। কমলার মিনতিপূর্ণ প্রার্থনা মনে পড়িল, ‘বসুন না, গল্প করুন, কথা শুনতে ভাল লাগে আপনার—’ কমলাও ভালবাসে তাহাকে।

পরেশ কহিল, “চাই বইকি। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালবাসা—আমার সঙ্গে যে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলে, ভুলে গেছ নাকি?” আরতির মুখে রক্তাভা মুহূর্ত্ত মধ্যে মিলাইয়া গেল, শুষ্ককণ্ঠে কহিল, “ভুলি নি।” আবার দুইজনে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। আরতি মৃদু বিরস কণ্ঠে কহিল, “সারাদিন আমার শরীরটাও ভাল ঠেকছে না—হাতটা একবার দেখুন না দয়া ক’রে।” পরেশ অত্যন্ত করুণকণ্ঠে কহিল, “বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্বীকার ক’রে—‘দেখুন’ ‘দয়া ক’রে,’ এই সব কথা?”

আরতি ক্ষীণ হাসিয়া কহিল, “কি বলতে হবে?” পরেশ কহিল, “বন্ধু যা বন্ধুকে বলে।”

আরতি কহিল, “পরে বলব।” বলিয়া ডান হাতটি বাড়াইয়া দিল। পরেশ ডান হাত দিয়া আরতির মণিবন্ধটি চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়ে ‘পরে বলব’!”

আরতির নবনীত কোমল শুভ্র সুগঠিত বাহুটির দিকে তাকাইয়া এই বাহু-মাল্য একদা যে ভাগ্যবানের কণ্ঠে বিলম্বিত হইবে, তাহার প্রতি পরেশ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

নাড়ী দেখিয়া পরেশ কহিল, "কিছু হয়নি তোমার।"

অভিমানের সুরে আরতি কহিল, "আপনার তো ওই কথা, কিছু হয়নি।" বলিয়া ঠোঁট ফুলাইল। পরেশ হাসিয়া কহিল, "কিছু না হ'লেও হয়েছে বলতে হবে?"

পরেশের মুখের পানে একবার বিষণ্ন নয়নে তাকাইয়া মুখ নত করিয়া আরতি কহিল, "আমার ভাল লাগে না এখানে, দিদি একটু সেরে উঠলেই চ'লে যাব।"

"কোথায় যাবে?"

তীক্ষ্ণস্বরে আরতি কহিল, "কোন্ চুলো আমার আছে বলুন যে, যাব সেখানে। ফিরে যাব আমার স্কুলের চাকরিতে।" বলিয়া ডান হাতের তর্জ্জনী দিয়া টেবিলের উপর কি লিখিতে লাগিল।

পরেশ কহিল, "আমার ওষুধটা আরও দিন কতক ট্রায়াল দেওয়া উচিত।"

আরতি কহিল, "থাকগে, কি হবে ভাল হয়ে পরেশবাবু! এই তো জীবন! মা নেই, বাবা থেকেও নেই, সত্যিকার আপনার জন বলতে কেউ নেই। শেওলার মত ভেসে ভেসে বেড়াই এঘাটে ওঘাটে, দাসীবৃত্তি ক'রে জীবিকার্জ্জন করি পরের মন জুগিয়ে। জীবনে সুখ নেই, আনন্দ নেই, কারও কাছে কোন মূল্য নেই।" বলিয়া উঠিয়া বাহিরে অন্ধকার বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। পরেশও পিছনে পিছনে গিয়া কাছে দাঁড়াইল। আরতি ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে কহিল, "এখন যাবেন না।" পরেশ সবিস্ময়ে কহিল, "ওকি, কাঁদছ নাকি?" ধরা গলায় আরতি কহিল, "না।"

পরেশের কি জানি কেন মতিভ্রম ঘটিল—চট্ করিয়া আরতির গালে হাত দিয়া কহিল, "এই যে কাঁদছ!" সরিয়া দাঁড়াইয়া আরতি কহিল, "কান্না পেলে কাঁদব না? এও কি আপনার ডাক্তারী শাস্ত্রে নিষেধ নাকি?"

পরেশ নিজের হঠকারিতার জন্য লজ্জিত হইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, কমলার মতই আরতি বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত শিহরিয়া উঠিবে, দীপ্ত চক্ষে চাহিয়া তীব্র কণ্ঠে ভর্ৎসনা করিবে। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আছে বইকি! কাঁদলে শরীর আরও খারাপ হবে।" সামনে অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া আরতি কহিল, "হোক খারাপ, আমার মরণই ভাল।"

"ছিঃ! ওকথা ব'লো না।"

"আমার মরণ হ'লেও রোগীর অভাব আপনার হবে না।"

"আমি কি তোমাকে রোগীর মত দেখি?"

"তা ছাড়া আবার কি?"

"কেন! বন্ধুর মত—"

ঝঙ্কার দিয়া আরতি কহিল, "চাইনে আপনার বন্ধুত্ব!" পরম বিস্ময়ের স্বরে পরেশ কহিল, "তবে কি চাই?" আরতি তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল, "তা আপনার জেনে কি হবে? সে জিনিস দেবার সাধ্য আপনার নেই।" বলিয়া নীলাভ কৃষ্ণ আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল।

আরতির অন্তরের এই আকস্মিক আত্মপ্রকাশ তীব্র বিদ্যুৎ-বিকাশের মত তাহার হৃদয় ও মনকে বিভ্রান্ত করিয়া দিল। বিহ্বলের মত সে আরতির মূর্ত্তির-মত-স্থির দেহের পানে তাকাইয়া রহিল।

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আরতি কহিল, "জামাইবাবু না আসা পর্য্যন্ত দয়া ক'রে অপেক্ষা করুন, আমি দিদির কাছে যাচ্ছি।" বলিয়া ধীরপদে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে পরেশ সুনীতিকে দেখিতে গেল। সত্যেনবাবু চিন্তিত মুখে বসিয়া ছিলেন। পরেশকে দেখিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "আসুন।" কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তার কালো মেঘ সে হাসিটুকু গ্রাস করিয়া লইল। পরেশ কহিল, "কেমন আছেন?" সত্যেনবাবু কহিলেন, "ভাল নয়, সকালেই টেম্পারেচার ১০২°।" পরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল, "রক্তটা পরীক্ষা করতে পারলে হ'ত, কিন্তু এখানে কোন উপায় নেই, তা হ'লেও আমি একবার কুইনিন দিয়ে দেখব, যদি রেস্পন্ড করে ভাল, না হয় তো অন্য ভাবে চিকিৎসা করতে হবে।" সত্যেনবাবু শুষ্কমুখে কহিলেন, "তা হ'লে তো টাইফয়েড—"

সাহস দিয়া পরেশ কহিল, "পুরোপুরি টাইফয়েড নাও হতে পারে, প্যারাটাইফয়েড—"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সত্যেনবাবু কহিলেন, "সে তো একই।"

সুনীতির শয্যাপার্শ্বে আরতির দেখা মিলিল, বাসি পদ্মফুলের মত ম্লান-বিষণ্ণ মুখ। আরতি সুনীতির শিয়রে বসিয়া কপালে হাত বুলাইতেছিল, পরেশকে দেখিয়া বিছানা হইতে নামিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "খুব মাথার বেদনা নাকি?" আরতি জবাব না দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। সুনীতি ঘাড় নাড়িয়া "হাঁ" জানাইল।

"কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল?"

সত্যেনবাবু জবাব দিলেন, "ভাল হয়নি।"

রোগীকে পরীক্ষা করিয়া পরেশ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আরতি পাশ দিয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল, পরেশ তাহাকে কহিল, "একটু হাত ধুতে জল দিতে পার?"

আরতি গম্ভীর বদনে কহিল, "দিচ্ছি পাঠিয়ে।"

বৈঠকখানায় আসিয়া প্রেস্ক্রিপ্‌শান করিয়া দিয়া পরেশ কহিল, "আপনি ওষুধটা কার্ত্তিক ডাক্তারের ডাক্তারখানা থেকে আনিয়ে নেবেন। আমি এখন আসি। ও-বেলা এসে দেখে যাব।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সত্যেনবাবু কহিলেন, "বসুন একটু, আরতি বোধহয় চা করতে গেছে।" পরেশ বসিয়া কহিল, "আবার ওসব হাঙ্গামা কেন? একে বাড়ীতে অসুখ, তার ওপর ওঁর একলার উপরেই তো সব ঝক্কি!" সত্যেনবাবু কহিলেন, "হ্যাঁ, ভাগ্যে ও এসেছিল, না হ'লে উপোস দিতে হ'ত আমাদের। আমি তো ওসব বিষয়ে একেবারে আনাড়ী কিনা!" পরেশ হাসিয়া কহিল, "আমিও তাই! মাসীমা দয়া ক'রে না এলে ভারী বিপদে পড়তে হ'ত। কিন্তু এতে আমাদের কোন লজ্জা নেই। ইংরেজরা যেমন আমাদের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে আমাদের রণ-বিমুখ ক'রে রেখেছে, মেয়েরাও তেমনই আমাদের হাতা-বেড়ী কেড়ে নিয়ে রান্না-বিমুখ ক'রে রেখেছে। হাতিয়ার আর হাতা হাতে পেলে—।" সত্যেনবাবু শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিলেন, বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা পরেশবাবু, যদি 'টাইফয়েড ব'লেই সাব্যস্ত হয়, তা হ'লে এখানে রাখা ঠিক হবে তো?" পরেশ বুঝিল তাহার বক্তৃতা মাঠে মারা গিয়াছে; কহিল, "কেন?"

"ওষুধ-পত্র পথ্য এখানে পাওয়া যাবে তো?"

"যাবে না কেন? এদেশে কি কারও টাইফয়েড হয় না? না, টাইফয়েড হ'লে সারে না?" সত্যেনবাবু চিন্তাকুল মুখে কহিলেন, "তা বটে! তবে এখানে আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, আমি তো স্কুলের কাজেই সারাদিন ব্যস্ত, আরতির শরীরও ভাল নেই, সেবা করবে কে, সংসারই বা দেখবে কে?" পরেশ কহিল, "আপনি কি এখান থেকে নিয়ে যেতে চান?" সত্যেনবাবু কহিলেন, "হ্যাঁ, সেখানে

সবাই যখন রয়েছেন—।” পরেশ কহিল, “বেশ, আরও ছু'একদিন দেখি, যদি সুবিধে না হয় তাই করবেন।”

করুণকণ্ঠে সত্যেনবাবু কহিলেন, “তখন উপায় থাকবে তো ?” পরেশ কহিল, “তা থাকবে।”

আরতি আসিল না, দুখের মা দুই কাপ চা লইয়া আসিল। সত্যেনবাবু কহিলেন, “তোমার মাসীমা কি করছেন ?” দুখের মার বয়স চল্লিশ পার হইয়া গেলেও ভারী লজ্জাবতী, লজ্জায় থসথসে হইয়া গিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, “মাসীমা ছ্যান করতে গেইছেন। এখন আসতে পারবেন নিকো।” বলিয়া ঘোমটার আড়াল হইতে পরেশের দিকে এক চোখ চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যার পরও পরেশ আসিল। সত্যেনবাবু বাড়ীতেই ছিলেন, আরতি রান্নাঘরে ছিল। রোগী দেখিয়া গল্প করিয়া চলিয়া আসিল। আরতি একবারও দেখা দিল না।

রাত্রে খাওয়ার পরে ডাক্তারী বই সামনে লইয়া পরেশ আরতির চিন্তা করিতে লাগিল। একটা দিনের মধ্যেই আরতি যেন আবার অপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছে। কাছে আসে নাই, কাছে গেলে দূরে সরিয়া গিয়াছে। কথা কহে নাই, কথা কহিতে গেলে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। কি তাহার অপরাধ ? বন্ধুত্বে আরতির অরুচি হইয়াছে, বন্ধুত্বের চেয়ে বড় কিছু তাহার কাছে চায়। তাহা যে কি সে আন্দাজ করিয়াছে। কিন্তু ইহাই আশা করিয়া কি আরতি তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিল! তাহারা হিন্দু-সমাজের ছেলে-মেয়ে; তাহাদের জাতি ভিন্ন; এক্ষেত্রে সামাজিকভাবে তাহাদের মিলন যে অসম্ভব, তাহা তো আরতি বুঝে। তাহা ছাড়া তাহার নিজের অবস্থাও অত্যন্ত জটিল। কমলার সহিত তাহার বিবাহ স্থির এবং যতদূর বুঝা গিয়াছে কমলা এখন হইতেই মনে-প্রাণে পত্নীত্বের

স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এখানে বাস করিতে হইলে কমলাকে বিবাহ করিয়া কার্ত্তিকের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় লওয়াই যে লাভ ও লোভনীয় তাহা এ কয় দিনেই প্র্যাক্‌টিসের সুরাহাতে বুঝা গিয়াছে। আরতিকে বিবাহ করিয়া অকূলে তরী ভাসাইবার যদি তাহার শক্তি ও সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে তো সে ববিকেই বিবাহ করিতে পারিত। ববিকে মনে পড়িল পরেশের, মনে পড়িল সেদিনের তাহারি সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি। ববি বিদায় লইয়া গিয়াছে; ভবিষ্যতে যদি কোন দিন সে গ্রামে আসে, আর সে এখানে থাকে, হয়তো তাহার সহিত দেখা হইবে। কিন্তু সেদিন তাহার সীমন্তে থাকিবে পরাধিকারের রক্তপতাকা, প্রকোষ্ঠে লৌহ নিগড়। সেদিন তাহার মুখের দিকে তাকানো পর্য্যন্ত চলিবে না, অনাত্মীয়ার অবগুণ্ঠন দৃষ্টিপথ রোধ করিবে। এবং যে ভালবাসা দেহে রক্তস্রোতের মত নিঃশব্দ গতিতে তাহার মনের শিরা-উপ-শিরায় একদা প্রবাহিত হইত—তাহা ততদিনে হয়তো জমাট বাঁধিয়া উঠিবে। কিন্তু গ্রামান্তের ক্ষুদ্র নদীটি হঠাৎ শুকাইয়া গেলে বা গতিপথ পরিবর্ত্তিত করিলে যেমন মন ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু তীব্র বেদনায় আর্ত্ত হইয়া উঠে না, ববিকে হারাইয়াও পরেশের মনে তেমনই ক্ষণিক ক্ষোভ জন্মিয়াছে, কিন্তু জীবনে অপূরণীয় ক্ষতির তীব্র বেদনা-বোধ জন্মে নাই; কারণ ববির ভালবাসা তাহাকে আত্মতৃপ্তি দিয়াছে, কিন্তু আত্মার ক্ষুধা মিটায় নাই। যে বস্তু তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা অহরহ কামনা করিতেছে, তাহা ববির ছিল না, কমলারও নাই, তাহা হয়তো আরতির কাছে মিলিতে পারে। অথচ আরতিকে পাওয়ার পথে কত যে অন্তরায়, তাহা তাহার নিজের বা আরতির—কাহারও অবিদিত নয়। তবু আরতি যে দিন দিন দূরে সরিয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মন ব্যথায় নীল হইয়া উঠিল।

দুই দিন পরে। সকাল আটটায় দূরের একটা ডাকে যাইবার পথে পরেশ সুনীতিকে দেখিবার জন্য হেডমাস্টারের বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল। বৈঠকখানায় দুখের মা ঝাঁট দিতেছিল। পরেশকে দেখিয়া ঝাঁটা ফেলিয়া ঘোমটা টানিয়া সলজ্জ হইয়া উঠিল। পরেশ কহিল, "এঁরা সব কোথায়?" দুখের মা মিহি গলায় কহিল, "মাসীমা ঘুমুচ্ছেন, রাত জেগেছেন কিনা!"

পরেশ কহিল, "বাবু?" দুখের মা কহিল, "বসুন, ডেকে দিচ্ছি।"

সত্যেনবাবু আসিয়া কহিলেন, "এই যে ডাক্তারবাবু!" বসিয়া কহিলেন, "কাল সারারাত ভারী ছটফট করেছে—ভোরের বেলা ঘুমিয়ে পড়ে, এখনও ঘুমুচ্ছে।"

পরেশ কহিল, "তা হ'লে জাগাবার দরকার নেই, ওষুধ যা দেওয়া আছে তাই খাওয়াবেন, আমি ফিরতি-পথে দেখে যাব।" সত্যেন কহিলেন, "কখন ফিরবেন?" পরেশ কহিল, "ডেলিভারী কেস, দেরি হবে সম্ভবতঃ। যখনই ফিরি দেখে যাব নিশ্চয়ই।"

ফিরতি-পথে পরেশ সত্যেনের বাড়ীতে নামিল। বেলা প্রায় দুইটা। দরজায় ধাক্কা দিতেই আরতি দরজা খুলিয়া দিল। পরেশের মুখের দিকে একবার তাকাইয়াই মুখ নামাইয়া লইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই পরেশ কহিল, "আপনার দিদি কেমন আছেন?" আরতি ভ্রূ দুইটিতে ক্ষীণ কুঞ্চনের আভাস জাগাইয়া কহিল, "ভাল নয়, বসুন।" বলিয়া চলিয়া গেল।

খোকা আসিয়া কহিল, "ডাক্তারবাবু আসুন।" খোকার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর শয়ন-কক্ষে ঢুকিয়া দেখিল, আরতি নাই। খাটের পাশে

চেয়ারে বসিয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন আছেন ?" সুনীতি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "ভাল নয়।" পরেশ কহিল, "দেখি একবার হাতটা!" সুনীতি হাত বাড়াইল। জ্বরতপ্ত হাতখানি নিজের হাতে লইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া পরেশ মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "সত্যেনবাবু স্কুলে ?" সুনীতি ঘাড় নাড়িয়া "হাঁ" জানাইল। অদূরে একটা টেবিলের উপর একটা কাগজে জ্বরের তাপমাত্রা-তালিকা লেখা ছিল। কাগজটি দেখিয়া পরেশ কপাল কুঁচকাইল, তারপর খোকাকে কহিল, "চল খোকা, বাইরে যাই।" এমন সময়ে আরতি আসিয়া সুনীতির কাণে কাণে কি বলিতেই সুনীতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "আরতি আপনাকে এখানে নেয়ে-খেয়ে যেতে বলছে।" পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কিছু দরকার নেই, আমি বাড়ীতে গিয়েই খাব এখন। একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি, এখনই যেন আনিয়ে নেওয়া হয়।" বলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই সুনীতি কহিল, "বেলা অনেক হয়ে গেছে, খেয়েই যান।" পরেশ কহিল, "তা হোক, ব্যস্ত হবেন না, তা ছাড়া বাড়ীতে মাসীমা অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছেন।" বলিয়া আরতির দিকে চাহিতেই একটি সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষাঘাত লাভ করিল। সামলাইয়া লইয়া পরেশ কহিল, "নমস্কার, চলি।" বলিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় বসিল। একটা কাগজ টানিয়া লইয়া প্রেস্‌ক্রিপশান লিখিয়া খোকার হাতে দিয়া কহিল, "তোমার মাসীমাকে দাওগে।" তারপর বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া সদর দরজায় পৌছিতেই পিছন হইতে আরতির তীক্ষ্ণকণ্ঠের ডাক শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল, আরতি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—টক্‌টকে রাঙা মুখ, শাণিত ছুরির ফলার চোখ, কম্পমান ওষ্ঠাধর। আরতি মুহূর্ত্তকাল একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া চাপা কণ্ঠে কহিল, "আসুন।" পরেশ কাছে আসিয়া কহিল, "মাসীমা অপেক্ষা করছেন যে!" আরতি

অশ্রুঘন কণ্ঠে কহিল, "আমিও অপেক্ষা ক'রে আছি, এখনও খাইনি আমি।" পরেশ কহিল, "তাই নাকি? দেখুন দেখি কি অন্যায়—বাড়ীতে অসুখ!" আরতি জবাব না দিয়া চলিয়া গেল, পরেশ আসিয়া চেয়ারে বসিল।

স্নান সারিয়া খাইতে বসিলে পরেশ কহিল, "আপনিও ব'সে গেলেন না কেন?" আরতি একটা পাখা হাতে সামনে বসিয়া ছিল, জবাব দিল না। ভাতে হাত দিয়া পরেশ আরতির মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "এখনও গরম রয়েছে।" আরতির মুখে একটি অতি ক্ষীণ আভা ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। পরেশ কহিল, "ব'সে রইলেন কেন? যান, খেয়ে নিনগে।" আরতি মৃদুস্বরে জবাব দিল, "পরে খাব এখন।"

পরেশ কহিল, "ডাক্তার হিসাবে আমার কথা আপনার শোনা উচিত। একে রোগী নিয়ে সব অস্থির, তার ওপর আপনি প'ড়ে গেলে—সত্যেনবাবুর হাতে হাতা উঠবে যে।" আরতি গম্ভীর মুখে জবাব দিল, "আপনি খেতে দেরী না করলেই আমার দেরী হবে না।"

পরেশ কহিল, "তা বটে! আমার কথা যখন আপনি শুনবেন না, তখন তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলে আপনাকে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত।" বলিয়া খাইতে সুরু করিল। আরতি কহিল, "আপনি আবার আমাকে 'আপনি' 'আপনি' করছেন।" পরেশ মুখ তুলিয়া কহিল, "তা কি করব? যা সব সময় হেডমাস্টারের মত গোমড়া মুখ ক'রে রেখেছেন, 'তুমি' বলতে সাহস হচ্ছে না।" আরতি ফিকা-হাসি হাসিয়া কহিল, "হেডমাস্টারণী যে। আপনার কমলরাণীর কমলের মত মুখই বা কোথায় পাব, আর তেমন হাসিই বা কোথায় পাব?"

পরেশ আমতা আমতা করিয়া কহিল, "তা কি আমি বলছি? আপনি কথায় কথায় ভারী রাগ করেন!"

খাইতে খাইতে হঠাৎ মুখ তুলিয়া পরেশ দেখিল আরতি তাহার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। চোখে চোখে মিলিতেই আরতি কহিল, "ওকি থামলেন যে!" পরেশ কহিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, রাগ করবেন না?" আরতি কহিল, "কি?"

"আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট করতে গেলেন কেন?"

আরতি জবাব দিল, "আপনি আমাদের জন্যে এত করছেন, তার বদলে এটুকুও করব না?"

পরেশ কহিল, "আর কোন কারণ নেই তো?" আরতি কহিল, "না।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ ধারালো স্বরে কহিল, "থাকলেও আপনাকে জানিয়ে লাভ নেই।"

পরেশ নত মুখে খাইতে প্রবৃত্ত হইল।

সেদিনের আরতির আত্মপ্রকাশের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পরেশ আরতির প্রতি তাহার আকর্ষণকে একতরফা বলিয়া জানিত ও ভাবিত। ইহা একজন যুবতী নারীর সাহচর্য্যে যুবক মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র; ইহার আয়ু আরতি যতদিন চোখের সম্মুখে থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত, আরতি অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অস্তরাগের মত উহা মিলাইয়া যাইবে। কিন্তু আরতিও যে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, তাহা আশা করিবার মত আত্মাভিমান তাহার ছিল না। তা ছাড়া তাহার সামাজিক সংস্কার, সাংসারিক বুদ্ধি বিশেষ করিয়া কমলার সহিত তাহার অবশ্যম্ভাবী বিবাহযোগ অবিরত ভ্রূ-সঙ্কেত করিয়া তাহার মনকে নিরস্ত করিত। কিন্তু যখন আরতি তাহার কাছ হইতে ঠুনকো বন্ধুত্বের বদলে মজবুত কিছু চাহিয়া তাহার প্রতি নিজের আসক্তির আভাস দিল এবং তাহার অপারগতায় অভিমানে প্রতি মুহূর্ত্তে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, তখন হইতে পরেশ নিজের মনকে নব-লব্ধ জ্ঞানের আলোকে নূতন করিয়া পরীক্ষা করিতে

লাগিল। দেখিল, আরতির প্রতি তাহার যে আকর্ষণকে সে নেহাৎ বাহ্যিক ব্যাপার বলিয়া অবহেলা করিয়াছে, তাহা তাহার অজ্ঞাতে তাহার জীবনের গভীর ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়াছে। সমাজ, সংসার, আত্মীয়-স্বজনের প্রীতি, আর্থিক উন্নতির প্রতি লোভ, কমলার প্রতি মোহ ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি, যাহা তাহার মনকে চারিদিক দিয়া এতদিন টানিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা যেন ক্রমে শিথিল ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, আরতি যদি হৃদয়ের সত্য ভালবাসার জোরে একবার টান দেয় তো তাহারা যে এক মুহূর্ত্তে টুকরা টুকরা হইয়া ছিঁড়িয়া যাইবে—এ সম্বন্ধে সে ক্রমে নিঃসন্দেহ হইয়া উঠিল। আজ তাহার জন্য আরতির প্রীতিপ্রণোদিত উদ্বেগ, তাহার কষ্ট লাঘবের জন্য ক্লেশ স্বীকার, ও তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার আশাভঙ্গজনিত প্রিয়জন-সুলভ রোষ, তাহাকে নিঃসন্দেহভাবে বুঝাইয়া দিল যে, আরতি তাহাকে ভালবাসে। যে ছেলে বরাবর টানাটানি করিয়া পাস করিয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে সর্ব্বপ্রথম হইয়া পাস করার মত—তাহার সাধারণ জীবনে ইহা এত অসম্ভব, অসাধারণ ও অভূতপূর্ব্ব ঘটনা যে, তাহার মন বিস্ময়ে ও পুলকে আপ্লুত হইয়া উঠিল।

আরতি কহিল, "কি এত ভাবছেন?" পরেশ অন্যমনস্কভাবে কহিল, "কিছু না।"

আরতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "ভাবছেন বইকি! না হ'লে খেতে ভুলে যাচ্ছেন কেন?" পরেশ কহিল, "কই না।" আরতি চক্ষের ইঙ্গিতে দুইটা তরকারির বাটি দেখাইয়া কহিল, "ও দুটোতে হাত পর্য্যন্ত দেন নি, অথচ আপনার জন্যই রান্না করা হয়েছে।" পরেশ লজ্জিত মুখে কহিল, "ও! তাই নাকি!" বলিয়া সেই তরকারিগুলি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত খাইতে সুরু করিল।

খাওয়ার পরে পরেশ বৈঠকখানায় বসিয়া ছিল, ঘণ্টাখানেক পরে

আরতি আসিল। পরেশ কহিল, "খাওয়া হ'ল ?" আরতি জবাব না দিয়া কহিল, "দুখের মাকে পাঠিয়ে দিলুম ওষুধ আনতে; আপনার মাসীমাকে খবর পাঠিয়ে দিলুম।" কিছুক্ষণ পরে আরতি কহিল, "জামাইবাবু আজ বর্দ্ধমানে চিঠি লিখে দিয়েছেন—ওঁর দাদা আছেন সেখানে।" পরেশ কহিল, "কেন ?"

"দিদিকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে।"

পরেশ বিস্ময়ের সহিত কহিল, "তাই নাকি!"

আরতি কহিল, "আমিই বললুম লিখতে; ভাল লাগছে না আমার আর এখানে; শরীরটাও আবার আগের মত খারাপ হচ্ছে।" পরেশ সোদ্বেগে কহিল, "তাই নাকি! ওষুধটা আর খাচ্ছেন না ?" আরতি ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইয়া ঠোঁট ফুলাইল।

"কেন ?"

"এমনই। ওষুধ আর খাব না, যা হবার হোকগে।" শেষ দিকটায় কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন আপন মনে কহিল, "কাল যদি চিঠি পৌঁছয় পরশু নিশ্চয় লোক আসবে, তারপর দিনই আমরা চ'লে যাব।" পরেশ চিন্তিত মুখে নীরবে বসিয়া রহিল। আরতি ম্লান হাসিয়া কহিল, "দিন কয়েক আপনাকে খুব বিরক্ত ক'রে গেলুম। যাক, এরপর হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "জীবনে কোন দিন আপনাকে বিরক্ত করতে আসব না আর।"

পরেশ এতক্ষণ নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করিতেছিল, কহিল, "আরতি, তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ ?" ভ্রূ দুইটি কিঞ্চিৎ তুলিয়া আরতি কহিল, "রাগ কিসের ? কি করেছেন আপনি ?" পরেশ কহিল, "অভিমান ?" আরতির অধরোষ্ঠে একটি মৃদু হাসির ক্ষীণ আভাস জাগিয়া উঠিয়াই আবার মিলাইয়া গেল; কহিল,

"আপনার ওপর অভিমান করবার আমার কি অধিকার? আমি কি কমলা?"

পরেশ বলিয়া ফেলিল, "তুমি কমলার চেয়ে বেশি।"

আরতি চোখ বড় করিয়া বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "বলেন কি? সত্যি!" পরেশ কহিল, "সত্যি! আমি এতদিন বলবার মত মনের জোর পাইনি, আজ তোমার কাছ থেকেই জোর পেয়েছি। তা ছাড়া নিজের মনের কথা জানতে পেরেছি আজ—তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না।" আরতি হাসিল, আগের দিনের মত উজ্জ্বল মধুর ও মদির হাসি—সারাদিন মেঘলার পরে যেন সূর্য্যের হাসি; পরেশের হৃদয় উল্লসিত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আরতি কহিল, "কমলাকে এই সব কথা ব'লে পাঠাচ্ছি, মজা টের পাবেন এখন।" পরেশ কহিল, "আরতি, তুমি যদি আমার ওপর প্রসন্ন হ'য়ে বর দাও, কমলার রোষে আমার ভয় নেই।" আরতি কহিল, "কি বর চাই আপনার?" পরেশ গাঢ় কণ্ঠে কহিল, "তোমাকে চাই।"

আরতি পরিহাস-তরল কণ্ঠে কহিল, "কমলার রাঁধুনী হিসাবে বুঝি? আমার হাতের রান্না খুব ভাল লেগেছে আপনার?" পরেশ সক্ষোভে কহিল, "আরতি, তুমি এখনও ঠাট্টা করছ?" আরতি মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিল, "ও! ঠাট্টা নিষেধ! বেশ গম্ভীর হচ্ছি।" পরেশ কহিল, "আমার কথার জবাব দাও।" আরতি কহিল, "আপনি বলতে চান—কমলাকে নিয়ে আপনি যে সংসার পাতবেন, সেই সংসারে আমাকে—" পরেশ বাধা দিয়া কহিল, "কমলাকে নিয়ে সংসার কোনদিন পাতব না, আরতি। যদি কোনদিন পাতি, তোমাকে নিয়েই পাতব, তুমিই হবে আমার সংসারের লক্ষ্মী।"

কটাক্ষে পরেশের দিকে চাহিয়া আরতি কহিল, "কমলার কি হবে?"

পরেশ কহিল, "কমলার জন্যে তোমার ভাবনা নেই। তার কথা তার শুভানুধ্যায়ীরা ভাববে, তুমি তোমার কথা বল আমাকে।" আরতি মুখ নামাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "কি বলতে হবে?"

আরতির ডান হাতটি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিয়া আরতির মুখের দিকে দুই চক্ষের ব্যাকুল দৃষ্টি একাগ্র করিয়া, হৃদয়ের মূক প্রার্থনাকে কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য মুখর করিয়া পরেশ কহিল, "আরতি, তুমি কি আমাকে চাও?"

চাপা হাসিতে মুখ চোখ উজ্জ্বল করিয়া আরতি পরেশের দিকে তাকাইয়া রহস্যময় কণ্ঠে কহিল, "নাড়ী দেখে বুঝুন না।"

রাত্রি আটটায় বাড়ী ফিরিতেই মাসীমা কহিলেন, "হ্যাঁরে, এতক্ষণ কি করছিলি ওখানে? বেলা তিনটে পর্য্যন্ত ওবেলা তোর জন্যে ভাত নিয়ে ব'সে রইলাম। ভাবলাম—এই আসে, এই আসে, শেষে হেডমাস্টারের ঝি এসে জানিয়ে গেল, তুই খেয়েছিস ওখানে। হ্যাঁরে, ওদের বাড়ীতে বামুন আছে তো, না ওদের হাতেই খাস?" পরেশ জবাব না দিয়া কহিল, "আমার যন্ত্রপাতিগুলো লোকটা দিয়ে গেছে তো?" মাসীমা কহিলেন, "সেগুলো তো কখন দিয়ে গেছে। আমি ছুঁইনি বাপু! উঠোনেই প'ড়ে ছিল। বউমা সব গুছিয়ে রেখে গেছে।"

পরেশ কৌতূহলের সহিত কহিল, "তার মানে?" মাসীমা মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "তার মানে আবার কি? বিকেলে পিঠে করে-ছিলাম, বউমাটি পাশেই রয়েছে, খাবে না? তাই ডেকে পাঠিয়ে-ছিলাম। বেয়ানটি আমার লোক ভাল, ডাকবামাত্র পাঠিয়ে দিল। সারা বিকালটি বউমা ঘুর ঘুর ক'রে ঘুরল আমার সঙ্গে সঙ্গে, কত কাজ ক'রে দিল আমার!"

পরেশ জবাব না দিয়া শয়নকক্ষে ঢুকিল। মাসীমা বলিতে

লাগিলেন, "ভারী লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। যে দিন থেকে ওর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ হ'য়েছে, সেই দিন থেকেই তোর রোজগার বেড়েছে।"

শয়নকক্ষে ঢুকিয়া পরেশ দেখিল, টেবিলের উপর ছড়ানো বইগুলি সারিবন্দী করিয়া সাজানো হইয়াছে; আলনার কাপড়গুলি গুছানো হইয়াছে; বিছানাটি পরিপাটি করিয়া পাতা হইয়াছে এবং মশারিটি চারিদিকে সমান করিয়া টাঙানো হইয়াছে। মেঝেতে ও ঘরের কোণে যে ধূলা ও আবর্জ্জনা অনেক দিন ধরিয়া নির্ব্বিবাদে জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের নির্ব্বাসন-দশা ঘটিয়াছে। তাহার মা ও বাবার ফোটো দুইটি ধূলা ও ঝুল মাখিয়া অস্পষ্টপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, সেগুলি পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; তাহার নিজের ফোটোটি এতদিন একটা ট্রাঙ্কের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়াছিল, সেটি দেওয়ালে উঠিয়াছে। কয়েক জোড়া জুতা খাটের নীচে জড়ো হইয়া ছিল, সেগুলিকে পাটি মিলাইয়া সাজানো হইয়াছে।

মাসীমা ঘরে ঢুকিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "কেমন গুছিয়েছে বল্ দেখি! যেখানের যেটি সেখানে। তা ছাড়া এখন থেকে কত দরদ কত মমতা, যেন কতদিন ঘর করেছে।" ফ্যাঁচ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "দিদি যদি দেখে যেত!" অঞ্চল দিয়া নাক ও চোখ মুছিয়া কহিলেন, "অনেক ভাগ্যে অমন বউ মেলে, বাছা! ও এলে এ বাড়ীর চেহারা বদলে যাবে, আমি ব'লে দিচ্ছি।"

পরেশ জবাব না দিয়া জামা-কাপড় বদলাইয়া চেয়ারে বসিয়া, একটা বই টানিয়া গম্ভীর মুখে পড়িতে সুরু করিয়া দিল। মাসীমা কহিলেন, "খেতে দেব?" পরেশ কহিল, "দাও।"

খাইতে বসিয়া পরেশ দেখিল, থালায় ও থালার পাশে নানা প্রকারের পিঠে, পায়স, তিল ও নারিকেলের মিষ্টি। মাসীমা কহিলেন—

"মিষ্টিগুলো তোর শ্বশুরবাড়ী থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে।" পায়সটা খাইয়া পরেশ তারিফ করিতেই মাসীমা কহিলেন, "বউমা নিজের হাতে করেছে।" ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "অনেক কাজ জানে বাছা! মা শুধু আদরই দেয়নি, সব শিখিয়েছে। একাই একটা সংসার সামলাবার ক্ষমতা আছে ওর।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কত দিন ভেবেছি, যে অগোছালো ছেলে আমার, একটি বেশ চালাক-চতুর গোছালো বউ হয় তো ওকে সামলাতে পারবে। তা ভগবান আমার মনের কথা শুনেছেন, ওর হাতে সংসার সঁপে দিয়ে আমি ছুটি নিতে পারব।"

পরেশ কহিল, "তোমার এত ছুটি নেবার তাড়া কেন?" মাসীমা কহিলেন, "কি করব বাছা! জামাইটির চাকরি জানিস্ তো, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন বাইরে কাটাতে হয়—মেয়েটার একটা দোসর নেই।" রাত্রে কমলার রচিত শয্যায় শুইয়া পরেশ আরতির চিন্তায় ডুবিয়া গেল।

আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুনীতি আরতিকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, "সারাদিনটি খাটছিস, যা না ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটু ঘুরে আয়, তুখের মা তো রয়েছে।"

দুইজনে বেড়াইতে গিয়াছিল। আরতি সাজগোজ কিছুই করে নাই—পরণে ছিল কালো পাড় সাদা সাধারণ শাড়ী, সাদাসিধে ব্লাউস, গায়ে একখানা রঙিন শাল, পায়ে স্যাণ্ডাল। বাগানের পাশের সেই পুকুরটার জলের ধারে বড় বড় ঘাসের উপর তাহারা বসিয়াছিল। গল্প করিতে করিতে পরেশ ঘাসের উপর হাতে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িতেই আরতি নিজের কোলের উপর তাহার মাথা টানিয়া লইয়াছিল। আরতির দেহের স্পর্শে ও গন্ধে তাহার সারাদেহে সুধাস্রোত বহিয়াছিল। সন্ধ্যা বিশাল ডানা মেলিয়া ঘনাইয়া আসিল,

কালো আকাশের ছায়া বুকে লইয়া পুকুরের জল কালো হইয়া উঠিল, জলচর পাখীর দল একে একে বাসায় ফিরিয়া গেল, তাহারা দুইজন দুইজনের চোখের পানে তাকাইয়া হাতে হাত রাখিয়া, কিয়ৎক্ষণের জন্য বাস্তব জগৎকে ভুলিয়া রহিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, আকাশে তারা ফুটিল, বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা হইয়া উঠিল। আরতি কহিল, "চল বাড়ী যাই।" সে কহিল, "আরতি, আজ এমন কিছু দাও যেন আজকার দিনটিকে চিরদিন আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করতে পারি।" আরতি হাসিয়া কহিল, "কি ?" সে মুখে জবাব না দিয়া—চোখের চাহনিতে মনের কথা প্রকাশ করিল। আরতি সুন্দর মুখখানি আনত করিয়া তাহার ওষ্ঠে একটি দীর্ঘ ও তপ্ত চুম্বন মুদ্রিত করিল।

পরদিন বেলা আটটার সত্যেনবাবুর বাড়ী গিয়া পরেশ দেখিল, ঘনশ্যাম বসিয়া আছে।* পরেশকে দেখিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "এই যে বাবাজী, এস।" পরেশ কহিল, "কখন এলেন ?" ঘনশ্যাম কহিল, "এসেছি অনেকক্ষণ। তা তোমার এত দেরী হ'ল ?" পরেশ জবাব না দিয়া সত্যেনবাবুকে কহিল, "কি খবর বলুন।" সত্যেনবাবু কহিলেন, "আজ সকালেই ১০৩°, জ্বরটা বোধ হয় আজ ১০৪° ছাড়িয়ে যাবে।" পরেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "চলুন দেখিগে।" সত্যেনবাবুর পিছু পিছু পরেশ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

বারান্দার অপর প্রান্তে আরতি দাঁড়াইয়া ছিল। চোখে চোখ মিলিতেই তাহার মুখে একটি মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

রোগী দেখিবার সময়ে আরতি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশ

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল রাত্রে ঘুম হয়নি তো?" আরতি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার মত হয়েছিল।" রোগীর ঘর হইতে বাহির হইয়া পরেশ বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যেনবাবু বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন।

আরতি আসিয়া হাতে জল ঢালিয়া দিতে দিতে কহিল, "এখনই যেও না, চা খেয়ে যেও।" এই অতি আপনার জনের মত একান্ত আরতির অনুরোধ পরেশের কর্ণে মধু বর্ষণ করিল। মনে মনে কহিল, "তুমি আদেশ দিলে এখন কেন, কখনও যাইব না।" তবু ধমক খাইবার লোভে কহিল, "থাকগে, চা খেয়ে এসেছি। ভারী জরুরী ডাক আছে একটা।" আরতি কালো চোখে ঝিলিক হানিয়া কহিল, "তা হোক, এখন যেতে পাবে না। একটু দেরী হ'লে রোগী পালিয়ে যাবে না তোমার। আর শোন, বিকেলে একবার এস আজ, দরকারী কথা আছে।"

বৈঠকখানায় আসিতেই পরেশ দেখিল, ঘনশ্যাম টেবিলের উপর দুই কনুই রাখিয়া উচ্ছিত হাতের উপর মুখ রাখিয়া সত্যেনবাবুর চেয়েও চিন্তাকুল হইয়া উঠিয়াছে। পরেশকে দেখিয়াই ঘনশ্যাম কহিল, "কেমন দেখলে বাবাজী, যা শুনছি, ব্যাপার তো শক্ত মনে হচ্ছে। একা সামলাতে পারবে, না বুড়োকেও একবার ডাকবে ভাবছ।"

পরেশ গম্ভীর মুখে প্রেস্‌ক্রিপশান লিখিতে লিখিতে কহিল, "প্যারা-টাইফয়েড ব'লেই মনে হচ্ছে, তা একবার ডাকলেও হয়।"

সত্যেনবাবু কহিলেন, "আপনি যদি প্রয়োজন মনে না করেন তো দরকার কি?" ঘনশ্যাম পোজ বদলাইয়া মুরুব্বিয়ানা সুরে কহিল, "পরেশবাবাজী একা পারবে না, তা তো বলছি না, তবে বুড়ো জীবনে অনেকবার বানচাল নৌকা সামলেছে তো, একবার ডেকে পরামর্শ নেওয়া আর কি!" পরেশ জবাব দিল না। ঘনশ্যাম

সত্যেনবাবুকে কহিল, "বাড়ীতে তো লোকজন আপনার নেই—সেবা-যত্ন, রান্না-বান্না কে করছে?" সত্যেনবাবু কহিলেন, "আরতিই সব করছে।" ঘনশ্যাম প্রথমটা যেন বুঝিতেই পারিল না, এমনই ভাব করিয়া ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত করিল, তারপর কপালটা কুঁচকাইয়া মাথা উপরে ও নীচে নাড়িয়া কহিল, "ও! বুঝেছি, আপনার শালী তো! তা তাঁরও তো শরীর খারাপ—"

সত্যেনবাবু কহিলেন, "তা তো খারাপ। পরেশবাবুর চিকিৎসায় ভাল আছে একটু, তবে বেশি দিন হ'লে পারবে না, তা ছাড়া ওর ছুটিও ফুরিয়ে আসছে।"

ঘনশ্যাম কপাল কুঁচকাইয়া ঠোঁটের প্রান্ত দুইটা ঝুলাইয়া দিয়া, ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তা হ'লে তো মুস্কিল মশায়! টাইফয়েড রোগ দু'চারদিনের মামলা তো নয়, হয়তো একমাস লেগে যাবে।" সত্যেনবাবু চিন্তিত মুখে কহিলেন, "সেই তো!" ঘনশ্যাম কহিল, "আপনার দাদা তো কাছেই আছেন, সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে হয় না? পরেশ বাবাজী কি বল?" পরেশ কহিল, "বেশতো! সত্যেনবাবুর যদি তাই ভাল মনে হয়, আমার আপত্তি কি?" ঘনশ্যাম সান্ত্বনার সুরে পরেশকে কহিল, "এ ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছিনে বাবা। আরতি দেবী যদি এখানে থাকতে পারতেন তো কোন কথা ছিল না, কিন্তু উনি যে চ'লে যাচ্ছেন সেই তো হয়েছে মুস্কিল।" বলিয়া বিপন্ন ও বিষণ্ন মুখে পরেশের দিকে তাকাইয়া রহিল।

দুখের মার দুখে দুই কাপ চা আনিয়া হাজির করিল। তাহাকে দেখিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "তুই এখানে চাকরি করিস্ নাকি?" দুখে একগাল হাসিয়া কহিল, "আমি কেন করব? মা করে। মা বললেক কালো চক্কত্তি ব'সে আছে, আমি যাব না, তুই দিয়ে আসগে যা,

তাই নিয়ে এলুম।" সত্যেন ও পরেশ ওষ্ঠে ফুটিয়া-উঠা হাসিকে সবলে চাপিতে লাগিল। ঘনশ্যাম জোর করিয়া হাসিয়া হাসিয়া কহিল, "বেশ করেছিস্। তা তুইও বুঝি তোর মায়ের সঙ্গে রোজ আসিস্ এখানে?" চায়ের কাপ দুইটি নামাইয়া দিতে দিতে দুখে ঘাড় নাড়িয়া "হাঁ" জানাইল। সত্যেনবাবু কহিলেন, "খোকাকে নিয়ে থাকে, আর কোন সঙ্গী নেই তো।" ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "বেশ, বেশ।" দুখের উদ্দেশে কহিল, "ভালভাবে থাকবি, কিছু নিয়ে-টিয়ে পালাস্ না যেন।" দুখে ঘাড় নাড়িয়া "না" বলিয়া চলিয়া গেল। সত্যেনবাবু সন্ত্রস্তভাবে কহিলেন, "ওসব অভ্যাস আছে নাকি?"

ঘনশ্যাম মুখ কুঁচকাইয়া, চোখ দুইটি অর্দ্ধমুদ্রিত করিয়া ঘাড়টি নাড়িয়া কহিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ছোটলোকদেরই ওই অভ্যেস! কি ছেলে, কি বুড়ো—ভাল জিনিস দেখলে আর লোভ সামলাতে পারে না।"

সত্যেনবাবু কহিলেন, "ঘনশ্যামবাবু, চা খান।" ঘনশ্যাম দুইহাত জোড় করিয়া কহিল, "মাপ করুন, সকালে পূজো-আহ্নিক না ক'রে ও সব খাই না।" পরেশ চা খাইতে সুরু করিয়া দিয়াছিল, ঘনশ্যাম তাহার দিকে তাকাইয়া কহিল, "যে খাবার, সে খেতে সুরু ক'রে দিয়েছে, বলতেও হয়নি।" হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আচ্ছা, আমি আসি। ওই ব্যবস্থাই করুন—যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।" যাইতে উদ্যত হইয়া আবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া সত্যেনবাবুকে কহিল, "কার্ত্তিক ডাক্তারকে বলব নাকি?" সত্যেনবাবু কহিলেন, "আপনাকে বলতে হবে না। দরকার হ'লে আমিই চিঠি লিখব।"

ঘনশ্যাম যাইতেই সত্যেনবাবু কহিলেন, "রোগের যে রকম গতি দেখছি, সারতে অনেকদিন লাগবে। আমার এখানে রাখতে সাহস হচ্ছে না—কাল দাদাকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছি।" পরেশ কহিল,

"শুনেছি, আরতি দেবী বলছিলেন।" সত্যেনবাবু কহিলেন, "ওরই পরামর্শে লিখলুম—ও আর সাহস করছে না। তা ছাড়া ছুটিও ফুরিয়ে এসেছে ওর।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "দাদা যদি কাউকে একজন পাঠিয়ে দেন তো সে আর আরতি, দুজনে মিলে ওঁকে নিয়ে যেতে পারবে না?" পরেশ গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তা পারবেন না কেন?" এই সময়ে দুখে চায়ের কাপ লইতে আসিল, সত্যেনবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর দিদিমা কি করছে?" দুখে কহিল, "ছ্যান করছে।"

"ব'লগে, স্নান করা হ'লে এখানে যেন একবার আসে, পরেশবাবু ডাকছেন।"

কিছুক্ষণ পরে আরতি আসিয়া পরেশকে কহিল,—"কি বলছেন?" পরেশ তাহার সত্তস্নাতা সুপরিচ্ছন্ন সুন্দর মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। ভিজা চুল পিঠে লুটাইতেছে; সামনের চুলে ত্বরিত-হস্তে প্রসাধনের চিহ্ন; কপালের মাঝখানে বড় সিন্দুরের ফোঁটা, পরণে একটি লালপাড় শাড়ী, সেমিজ ও ব্লাউস, পা খালি।

সত্যেনবাবু কহিলেন, "ছোট গিন্নী এসেছ?" আরতি কৃত্রিম ক্রোধে ভ্রূভঙ্গী করিতেই সত্যেন কহিলেন, "রাগ কিসের? গিন্নী তো তোমাকেই বদলি দিয়ে ছুটি নিয়েছেন।" পরেশ হাসিতেই আরতি কহিল, "দায় পড়েছে আমার আপনার গিন্নীর বদলি হতে।" পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "কি জন্যে ডাকছেন?" সত্যেনবাবু গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "উনি ডাকেন নি, আমি ডাকছিলুম। ব'স দেখি, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।" আরতি বসিয়া কহিল, "কি পরামর্শ বলুন। আমার অনেক কাজ।"

সত্যেনবাবু কহিলেন, "তোমার দিদির বোধ হয় টাইফয়েড—অনেকদিন ভুগতে হবে ; তোমার আর বেশি দিন ছুটি নেই বলছ, কাজেই বর্দ্ধমানে রেখেই আসতে হবে। ডাক্তারবাবুরও তাতে অমত নেই বলছেন। কাল যদি দাদা কোন লোক পাঠিয়ে দেন, তা হ'লে সে আর তুমি কি তোমার দিদিকে নিয়ে যেতে পারবে ?" আরতি চিন্তিত মুখে বসিয়া রহিল। সত্যেনবাবু বলিতে লাগিলেন, "আমার তো দেখছ বড়দিনের ছুটির আগে কোথাও যাবার উপায় নেই।" আরতি কহিল, "হাতে তো দুদিন এখনও আছে, অবস্থা কি রকম দাঁড়ায় দেখা যাক। আর যদি তেমনই হয়—" পরেশের দিকে তাকাইয়া—"ডাক্তারবাবু একদিনের জন্য সঙ্গে যেতে পারবেন না ?" পরেশ সোৎসাহে কহিল, "খুব পারব।" সত্যেনবাবু কৃতজ্ঞতায় বিগলিতপ্রায় হইয়া কহিলেন, "পারবেন, পরেশবাবু ? আপনার কাজের কোন ক্ষতি হবে না ?" পরেশ কহিল, "কি আবার ক্ষতি হবে ? একদিনের মামলা বইতো নয়।" সত্যেনবাবু কহিলেন, "আপনার এই উপকার আমি কোনদিন ভুলব না পরেশবাবু !" পরেশ কহিল, "উপকার বলবেন না—আপনার জনের প্রতি কর্ত্তব্য বলুন। সুনীতি দেবীকে আমি আমার দিদির মতই মনে করি।" লজ্জিত মুখে সত্যেনবাবু কহিলেন, "তা আমি জানি পরেশবাবু ! তবু আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ দিন দিন ভারী হ'য়ে উঠছে।" পরেশ কহিল, "আপনার ঋণ ভারী হয়নি—আমারই আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ দিন দিন শোধ হচ্ছে।"

আরতি হাসিয়া কহিল, "আপনারা দুজন দুজনের পিঠ থাবড়াতে থাকুন, আমি চললুম রান্নাঘরে।" পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "খাবার না খেয়েই চ'লে যাবেন না যেন, আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বাড়ীতে ফিরিতে বেলা বারোটা বাজিয়া গেল। মাসীমা কহিলেন, "তোর শ্বশুরবাড়ীতে নেমন্তন্ন আছে।" পরেশ বিরক্তির সহিত কহিল, "আবার এখন এতখানি ছুটতে হবে? মুস্কিল করেছে দেখছি।" মাসীমা কহিলেন, "সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত হিল্লী-দিল্লী ক'রে আসতে পারলি, আর এইটুকু যেতেই তোর মুস্কিল হ'ল? ধন্যি ছেলে বাছা!"

পরেশ কহিল, "রাত্রিতে নেমন্তন্ন করলেই পারে, সারাদিনটা নষ্ট!" মাসীমা কহিলেন, "আজ বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজো যে, সারা পৌষ-মাস প্রতি বৃহস্পতিবারে বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজো হয়; তা না হ'লে লক্ষ্মীর এত দয়া!" পরেশ জবাব না দিয়া বিরস মুখে শয়নকক্ষে চলিয়া গেল।

কার্ত্তিক ডাক্তারের বাড়ী গিয়া পরেশ দেখিল, ডাক্তার বারান্দায় দাঁড়াইয়া গামছায় হাত মুখ মুছিতেছেন। পরিধানে পট্টবস্ত্র; গা খালি; শুভ্র উপবীত চওড়া লোমবহুল বুকের উপর আড়াআড়িভাবে ঝুলিতেছে; মাথার ঠিক মাঝখানে নাতিদীর্ঘ শিখাগুচ্ছ, যাহা সাধারণতঃ চুলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকে, সম্প্রতি খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, ডাক্তার এই মাত্র পূজা সমাপন করিয়া উঠিয়াছেন।

পরেশকে দেখিয়া ডাক্তার মুখ ও চোখের ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। রান্নাঘরের বারান্দায় কমলা ও তাহার দুই-চারিজন বন্ধু এবং শ্রীমতী গল্প করিতেছিল। পরেশকে দেখিয়া তাহাদের গল্প-স্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল। কার্ত্তিক কহিলেন, "ব'স বাবাজী! আমি আসছি।" বলিয়া উপরকোঠায় চলিয়া যাইতেই মেয়েদের মধ্যে

মৃদু গুঞ্জন ও চাপা হাসি শ্রুত হইল। পরেশ খাটিয়ার উপরে গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল।

শ্রীমতী কাছে আসিয়া কহিল, "কি হে, কার কথা ভাবছ?" পরেশ জবাব দিল, "কারও না।"

"তবে প্যাঁচার মত মুখ ক'রে কি ভাবছ বল দেখি?"

পরেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "তাও আপনাকে বলতে হবে!" শ্রীমতী চোখ মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "হবে না? তোমার মন এখন আমাদের কমলির লাখেরাজ সম্পত্তি, তার খোঁজ-খবর করবার ভার আমার উপরে।" বলিয়া ঠোঁট দুইটা চাপিয়া চোখের ইঙ্গিতে নিজেকে নির্দ্দেশ করিল। পরেশ শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, "এর মধ্যেই!" শ্রীমতী কহিল, "তা নয় তো কি? দর-দাম চুকেছে, বায়না-পত্তর হয়ে গেছে, এখন তো কেবল দলিলে লেখাপড়া মাত্র বাকি।" পরেশ হাসিয়া কহিল, "তবু বাকি তো!"

কার্ত্তিকের খড়মের শব্দ শোনা গেল, নামিয়া আসিতেছেন; শ্রীমতী রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

শোবার ঘরের বারান্দায় খাইতে দেওয়া হইল। খাইতে বসিয়া কার্ত্তিক কহিলেন. "হেডমাস্টারের স্ত্রী কেমন আছেন?" পরেশ কহিল, "টাইফয়েড ব'লেই মনে হচ্ছে!"

পরেশ খাইতে খাইতে একবার মাথা তুলিয়া রান্নাঘরের বারান্দার দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইল, কয়েক জোড়া কালো চোখের দৃষ্টি তাহার উপর একাগ্র হইয়া আছে; এক জোড়া কমলার, বাকিগুলি তাহার বন্ধুদের। কমলার বন্ধুগুলি পাড়ারই মেয়ে; কাজেই পরেশের সহিত চোখোচোখি হইতেই লজ্জারক্ত মুখে তাহারা চোখ ফিরাইয়া লইল। কমলা কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া মৃদু হাসিল। পরেশ হাসির জবাব না দিয়া মুখ নামাইয়া লইল। কমলার মুখখানি

যে বিদ্যুৎ-প্রবাহবিমুক্ত বিজলী বাতির তারের মত দেখিতে দেখিতে নিষ্প্রভ ও বিবর্ণ হইয়া গেল তাহা তাহার চোখে পড়িল না, তারপর আবার যখন সে মুখ তুলিল, দেখিল, কমলা ও তাহার সঙ্গিনীরা চলিয়া গিয়াছে।

কমলার জন্য পরেশের মনে করুণামিশ্রিত বেদনা জাগিল। বেচারী এখনও তাহার উপর দৃঢ়বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া আছে। সে জানে না, পদ্মার স্রোতের মত ভাগ্যস্রোত অলক্ষ্যে তাহার আশ্রয়-ভূমিকে শিথিল ও শূন্যগর্ভ করিয়া আনিতেছে,—যে কোন মুহূর্ত্তে ভাঙিয়া, ধ্বসিয়া, গুঁড়া করিয়া, উন্মত্তবেগে কোন এক অজ্ঞাত কূলে নূতন করিয়া চর রচনা করিবার জন্য বহিয়া লইয়া যাইবে। রবির মত কমলাও দুঃখ পাইবে, বেদনা পাইবে, হয়তো লুকাইয়া গোপনে চোখের জল ফেলিবে; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ ও সান্ত্বনায় দুই দিনেই সামলাইয়া উঠিয়া আবার আর একজনকে ভালবাসিবার জন্য মনকে তৈয়ার করিবে, এবং ভবিষ্যতে বিবাহিত স্বামীর বিধি ও নীতিসঙ্গত আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিবার সময় একদা যাহার উদ্যত, উন্মত্ত, নীতি ও বিধিবিরুদ্ধ বাহু-বন্ধনকে প্রতিরোধ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহাকে স্মরণ করিয়া 'হৃদয়হীন' বলিয়া ধিক্কার দিবে।

খাওয়ার পরে কার্ত্তিক কহিলেন, "একটু বিশ্রাম করবে তো কর।" বলিয়া হাঁকিলেন, "ওগো, শুনছ!" পরেশ কহিল, "থাকগে, বাড়ী যাই, একটু কাজ আছে।" কার্ত্তিক-গৃহিণী বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "কি বলছিলে?" কার্ত্তিক কহিলেন, "বাবাজীকে বলছি একটু বিশ্রাম করতে, তো বলছেন বাড়ীতে কাজ আছে।" বলিয়া স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া মুখের কথা চোখের ইঙ্গিতে জানাইলেন। গৃহিণী কহিলেন, "এই খেয়ে এত রোদে গিয়ে কাজ নেই, পাশের ঘরে বিছানা ক'রে দিয়েছে, একটু শুয়ে যেও।" নিশ্চিত-মৃত্যু রোগীর

বিশ্বাসপরায়ণ আত্মীয়-স্বজনের কাছে সহৃদয় চিকিৎসক যেমন রূঢ় সত্য প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন, পরেশ তেমনই কার্ত্তিক ও তাঁহার স্ত্রীর কাছে আসন্ন আঘাতের আভাস দিতে দ্বিধাবোধ করিল। এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া সে ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

মেঝেতে বিছানো সতরঞ্চির উপর পরিপাটী করিয়া শয্যা রচনা করিয়াছে, বোধহয় কমলা নিজে। অদূরভবিষ্যতে সে নিজে এই শয্যার অংশভাগিনী হইবে, ভাবিয়া হয় তো তাহার সারাদেহে পুলক জাগিয়াছে, বুকের স্পন্দন দ্রুততর হইয়াছে, মনের মধ্যে সুধাক্ষরণ হইয়াছে। খাওয়ার সময় চোখাচোখি হইবামাত্র কমলার হাসি তাহার মনে পড়িল; কামনার বস্তুকে নিশ্চিতরূপে করতলগত করিয়া মানুষ যেমন করিয়া হাসে, তেমনই হাসি। যেন তাহাদের দুইজনের জীবন-যাত্রা-পথ চিরদিনের জন্য এক হইয়া গিয়াছে, আর কোনদিন কোন কারণে তাহারা বিযুক্ত হইবে না। প্রভাতে সূর্য্যের দিকে প্রথম চোখ মেলিয়া কমল যেমন সারাদিনের কথা ভাবিয়া হাসে, কমলাও হয়তো তেমনই তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া তাহাদের আগামী মিলিত জীবনের শত সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া হাসিয়াছে।

আরতিও আজ সকালে এমনই হাসি হাসিয়াছিল। সেও নির্ব্বিচারে, একান্ত নির্ভরতার সহিত নিজের জীবন-পথকে তাহার পথের সহিত মিলাইয়া দিয়াছে। তাহার অন্তরাত্মাও এই মিলনকে পরম আগ্রহ ও প্রগাঢ় আন্তরিকতার সহিত স্বীকার করিয়াছে। তবু কমলার কথা ভাবিয়া তাহার মনে ব্যথা বাজিল।

ঘর অন্ধকার; ঘরের এক কোণে মাকড়সার জালে একটা মাছি ধরা পড়িয়া আর্ত্তগুঞ্জন করিতেছে; ঘরের বাতাসে একটি মিষ্ট ও সোঁদা গন্ধ। বাহিরে উঠানে কতকগুলা কাক কলরব সহকারে কলহ করিতেছে; রান্নাঘরের বারান্দায় মেয়েদের কথাবার্ত্তার শব্দ কাণে

আসিতেছে। এই পরিচিত শব্দ-গন্ধময় জীবনের পরিমণ্ডল, একেবারে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া কোন এক অপরিচিত জীবনের মধ্যে যাইতে হইবে ভাবিয়া পরেশের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী দরজা খুলিয়া ঢুকিল; মেঝেতে পা মেলিয়া বসিয়া কহিল, "কি হে, কি করছ?" পরেশ চোখ মেলিয়া তাকাইল। শ্রীমতী কহিল, "ঘুমুচ্ছ নাকি?" পরেশ কহিল, "না ঘুম আসছে না।" শ্রীমতী নাক উঁচাইয়া কহিল, "কমলির বিছানায় শুয়ে ওর বালিশে মাথা রেখে ঘুম আসছে না কেন? কিসের এত ভাবনা তোমার?" পরেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কি আর ভাবনা? দিনের বেলায় ঘুমোতে পারি না আমি।" কথাটা উল্টাইয়া দিয়া কহিল, "কারও সাড়া পাচ্ছিনে আর, কোথায় গেলেন সব?" শ্রীমতী কহিল, "তোমার শ্বাশুড়ী আর দিদিশ্বাশুড়ী গেল ঘনশ্যামদের বাড়ী, তোমার সবও গেছে তাদের সঙ্গে! বললাম এত ক'রে থাকতে, শুনল না।" ঢোক গিলিয়া কহিল, "কমলির মন ভাল নেই কিনা!" পরেশ কহিল, "কারণ?" শ্রীমতী খনখনে স্বরে কহিল, "কি ক'রে থাকবে? যাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তার সম্বন্ধে যা-তা কথা কাণে আসলে কারও মন ভাল থাকে?" পরেশ উৎসুক কণ্ঠে কহিল, "কার কাছে কি শুনেছে?" শ্রীমতী কহিল, "দুখের মার কাছে,—ফচকে ছুঁড়ীর তোমাকে নিয়ে কাণ্ড-কারখানার কথা।" পরেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তির সহিত কহিল, "তার মানে?" ঝঙ্কার দিয়া শ্রীমতী কহিল, "তার মানে তুমি ভাল জান।" বলিয়া এক মুহূর্ত্ত স্থিরদৃষ্টিতে পরেশের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "তোমার জন্যে বেলা দুটো পর্য্যন্ত না খেয়ে ব'সে থাকা, বিয়ে-করা বউয়ের মত সামনে ব'সে খাওয়ানো, দরজা বন্ধ ক'রে পাশে ব'সে হাসি, গল্প, রসালাপ, একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া—" কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণতর

করিয়া কহিল, "সব শুনেছি হে, শুনতে কিছু বাকি নেই আমাদের।" পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, "আপনাদের গুপ্তচরটি অনেক বলেছে। দূরের একটা ডাক থেকে ফিরে ওঁদের বাড়ী গিয়েছিলাম। উনি না খাইয়ে ছাড়লেন না। ভদ্র শিক্ষিতা মহিলা উনি, আপনার নাতনীটির মত পুরুষের গাঁয়ের আঁচ লাগলে গ'লে যান না, কাজেই সামনে ব'সেই খাইয়েছিলেন, খাওয়ার পর গল্প করেছিলেন, হয়তো হেসেও ছিলেন, কিন্তু তাতে দোষটা কি হয়েছে শুনি?" শ্রীমতী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "দোষ হয়নি? বাড়ীতে একটা পুরুষ নেই, ঘরের গিন্নী অসুখে প'ড়ে, এ অবস্থায় একটা ধেড়ে পুরুষকে নিয়ে একটা ধিঙ্গী মেয়ে ঢলাঢলি করায় দোষ নেই? এই তোমার বুদ্ধি?" পরেশ জবাব দিল না, শ্রীমতী বলিতে লাগিল, "মেয়েটার এত বয়স পর্য্যন্ত বর জোটেনি, তাই কাণ্ডজ্ঞানের মাথা খেয়ে যার তার জিনিসে মুখ দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তুমি? দুদিন বাদে একটা মেয়ের জীবনমরণের ভার নিতে যাচ্ছ, আর সে মেয়ে যা-তা, যার তার নয়—তোমার এই কাণ্ড! তা ছাড়া বামুনের ছেলে হয়ে কায়েতের মেয়ের হাতে ভাত খাওয়া! জাত গেছে তোমার। ভাগ্যে কার্ত্তিক ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে, তাই কেউ কিছু বলছে না, না হ'লে গাঁয়ের লোক একঘরে করত তোমায়।" পরেশ কহিল, "বেশ তো! একঘরে ছিলাম একদিন, আবার হ'লেই বা ক্ষতি কি?" চোখ দুইটা কুঁচকাইয়া শ্রীমতী কহিল, "তার মানে?" পরেশ কহিল, "আমার ওপর আপনাদের যদি বিশ্বাস না থাকে, কি করছি কোথায় যাচ্ছি দেখবার জন্যে পিছনে যদি চর লাগাতে হয়, তো বিয়ে বন্ধ ক'রে দিন না। এখনও অনেক সময় আছে, চেষ্টা করলেই মনের মত পাত্র যোগাড় ক'রে ঠিক দিনেই কমলার বিয়ে দিতে পারবেন।" শ্রীমতী দুই চোখ বড় করিয়া সভয়ে কহিল, "ও সব কি কথা হে!" পরেশ

নীরস কণ্ঠে কহিল, "ঠিক কথাই তো বলছি। ডাক্তারকে সকলের বাড়ীতেই যেতে হয়, সকলের সঙ্গেই মিশতে হয়, সবাই তাকে আত্মীয়ের মত আদর-আপ্যায়ন করে; এ সব সহ্য করবার মত মনের প্রসারতা যে মেয়ের না থাকে, তার ডাক্তারের স্ত্রী হওয়া চলে না, হ'লেও তার বিবাহিত জীবন সুখের হয় না।"

শ্রীমতী ভয়ে ভয়ে কহিল, "কমলা তো কিছু বলেনি ভাই। ও বরং দুখের মাকে কাউকে বলতে মানা ক'রে দিয়েছে।"

পরেশ কহিল, "আপনিই তো বললেন এই মাত্র, ও রাগ করেছে।"

শ্রীমতী কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, "আমি মিথ্যে ক'রে ব'লেছিলাম, ও তেমন মেয়ে নয়। ওর যে কত বুদ্ধি, তা তুমি যখন ওকে নিয়ে ঘর করবে, বুঝতে পারবে। আজ একটু আগে ওকে আমি ডেকে বললাম—যাসনে কোথাও, তোর বরের সঙ্গে ঝগড়া করবি চল। ও কি জবাব দিলে জান, বললে—ঝগড়া ক'রে কি হবে? ভগবানের কাছে যে প্রার্থনা আমি সারাক্ষণ করছি, তিনি যদি তা শুনে থাকেন, তো ওকে আমি পাবই, কেউ ওর মন ভাঙাতে পারবে না। আমি তো ওইটুকু মেয়ের মুখে ওই কথা শুনে অবাক্।" বলিয়া গালে হাত দিয়া দুই চোখ বিস্ফারিত করিল। পরেশ মনে মনে কহিল, এ যদি আপনার বানানো কথা না হয় তো আমিও অবাক্। প্রকাশ্যে মৃদু হাস্য সহকারে কহিল, "তাই নাকি। কিন্তু যদি ভগবান না থাকেন? আর থাকলেও যদি তাঁর কাণের দোষ ঘ'টে থাকে, বয়স তো কম নয়!" শ্রীমতী জিব কাটিয়া কহিল, "ছিঃ! ছিঃ! ও সব কথা ব'লো না, ওতে পাপ হয়।" পরেশ নীরব রহিল। শ্রীমতী কহিল, "কমলার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না—এ কথা ভুলেও মনে ঠাঁই দিও না। ও তোমাকে মনেপ্রাণে স্বামী ব'লে জেনেছে, এখন থেকেই নাম পালতে সুরু করেছে। তোমাকে সারাদিন একবার

না দেখতে পেলে ডাঙায় তোলা মাছের মত ছটফট করে, দেখলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়।"

কমলার মুখখানি পরেশের মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়ে, সীমাবদ্ধ জ্ঞান—সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা; স্বল্প আশা ও স্বল্পে সন্তোষ। তাই তাহার মত একজন সাধারণ লোককে ঘেরিয়া মনে মনে সুখ-সৌধ রচনা করিয়াছে। যেদিন তাহার চক্ষের সম্মুখে সেই স্বপ্ন-সৌধ স্বপ্নের মতই মিলাইয়া যাইবে, সেদিন যে অপরিসীম ব্যথায় তাহার মুখখানি বিবর্ণ ও বিহ্বল হইয়া উঠিবে, তাহার উত্তাপ পরেশ যেন নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল। অথচ উপায় নাই। আরতিকে তাহার চাই-ই। আরতির মত দেহে ও মনে সৌন্দর্য্যময়ী নারীকে নিজস্ব ভাবে পাইবার জন্য তাহার মনের মধ্যে যে তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা মিটাইবার সাধ্য কমলার মত সাদাসিধে পান্‌সে গ্রাম্যবালিকার নাই।

শ্রীমতী কহিল, "কি হে, রাগ পড়ল? শাস্তি দিতে হয় তো আমাকেই দাও ভাই, কমলির ওপর রেগে থেকো না।" ঢোক গিলিয়া কহিল, "সত্যি বলছি—আমরা দুজনে ছাড়া কেউ কিচ্ছু জানে না—আর জানবেও না। কিন্তু আমার একটু অনুরোধ রাখতে হবে ভাই! দুবেলা দুবার শুধু রোগী দেখে আসবে। নাই বা ওই ছুঁড়ীটার সঙ্গে এত মিশলে! আজ না পড়ুক, লোকের চোখে তা পড়বেই একদিন—তখন নানা কথা উঠবে, তখন তোমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর কি মনে হবে বল দেখি!" পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "হেডমাস্টার মহাশয়ের স্ত্রীকে নিয়ে উনি তো চ'লে যাচ্ছেন পরশু।"

শ্রীমতী পরম পুলকের সহিত কহিল, "সত্যি নাকি!" নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যাক ভাই ভালয় ভালয়;—আমি সত্যনারায়ণের পূজো দেব একদিন।"

সেদিন পরেশ যখন সত্যেনবাবুর বাড়ীতে পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা হইতে বেশি দেরি নাই। বৈঠকখানা খোলা ছিল, পরেশ একটা চেয়ার টানিয়া সশব্দে বসিল। অনতিবিলম্বে আরতি আসিল। মুখ নিরতিশয় গম্ভীর। ভারী গলায় প্রশ্ন করিল, "বিকেলে এলে না?" পরেশ মাথা চুলকাইয়া কহিল, "একটা কাজ ছিল।"

চোখ দুইটি ছোট করিয়া আরতি কহিল, "কল ছিল বুঝি?" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, নেমন্তন্ন ছিল।"

"কোথায়?"

"কমলাদের বাড়ীতে।"

ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে আরতি কহিল, "কমলার কাছেই ছিলে এতক্ষণ?" পরেশ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, কমলার এক দিদিমা গল্প করছিলেন—" অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া আরতি কহিল, "দিদিমা! ভাল।" কপাল কুঁচকাইয়া কণ্ঠস্বরে শাণ দিয়া কহিল, "তা আমার কথাটা মনেই ছিল না বোধহয়।" পরেশ জোর দিয়া কহিল, "ঋ রে! মনে ছিল না! বল কি আরতি!" কণ্ঠস্বরে ক্ষোভের আমেজ মিশাইয়া কহিল, "কিন্তু এমনই নাছোড়বান্দা মেয়েমানুষ যে, কিছুতেই ছাড়তে চাইছিলেন না।"

আরতি গম্ভীর স্বরে কহিল, "ওঁদের কিছু জানিয়েছ?" পরেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "পাগল! এখন আবার জানায়!" আরতি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "এখনই তো জানানো উচিত, ওঁরা তা হ'লে অন্যত্র চেষ্টা করবেন।" পরেশ কহিল, "তাতে অনেক গোলমালের

সৃষ্টি হবে।” ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আরতি কহিল, “তা হ’লে কি করবে ঠিক করেছ?” পরেশ কহিল, “আমি তো বলেছি আরতি, তোমারও যা পথ আমারও তাই।” আরতি তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, “কিন্তু কমলার পথের মায়াও তো ছাড়তে পারছ না দেখছি। ভাবছ আমাকে পথে বার ক’রে, আবার সুযোগ মত ফেলে পালিয়ে এসে কমলার পিছু নেবে—” পরেশ আহত স্বরে কহিল, “আমার সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা আরতি?” বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই আরতি কহিল, “উঠছ যে!” পরেশ ক্ষোভের স্বরে কহিল, “মনটা খারাপ হয়ে গেল, এখন যাই, সত্যেনবাবু এলে আসব।” বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই আরতি চাপা স্বরে ডাকিল, “শোন।” বলিয়া দুই পা আগাইয়া আসিল। পরেশও ফিরিয়া আরতির মুখোমুখী দাঁড়াইতেই আরতি কহিল, “কেন তুমি বিকেলে এলে না? আমি সারাক্ষণ—” আরতি কথা শেষ করিতে পারিল না—অভিমানের বাষ্পে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। পরেশ আরতির চিবুকে হাত দিয়া মুখখানি তুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল, “একি আরতি, কাঁদছ নাকি! তুমিও ছেলেমানুষ!” আরতি ফোঁস করিয়া উঠিয়া জল-ভরা চোখে বিদ্যুতের চমক হানিয়া কহিল, “এর মধ্যে বুড়িয়ে গেছি ভাবছ নাকি! তোমার কমলাই বুঝি কাঁচা টসটসে!”

দরজায় দাঁড়াইয়া দুখের মা কহিল, “মাসীমা, উনুন ধ’রে গেছে, চায়ের জল চড়িয়ে দেব?” পরেশ শশব্যস্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। আরতি মুখ ফিরাইয়া কড়া গলায় কহিল, “ওর জন্যে অনুমতি নিতে হবে নাকি? দাওগে যাও। আর ময়দাটা মেখে রাখগে। যাচ্ছি এখনই।” দুখের মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল।

পরেশ কহিল, “দুখের মা-টা দেখে গেল, সব ওদের বাড়ীতে গিয়ে ব’লে দেবে—মাগী গোয়েন্দাগিরি করে।”

আরতি কহিল, "তাই নাকি! আগে জানলে আরও ভাল ক'রে দেখিয়ে দিতুম, তোমার লুকোচুরির পালা শেষ হয়ে যেত।"

বাহিরে জুতার শব্দ হইতেই আরতি ভ্রূ নাচাইয়া কহিল, "জামাইবাবু আসছেন, আমি যাই, তুমি ব'স।" আরতি দ্রুত পদক্ষেপে বাহিরে চলিয়া গেল। পরেশ বসিয়া পড়িল।

সত্যেনবাবু আসিয়া পরেশকে দেখিয়া কহিলেন, "এই যে ডাক্তারবাবু, কখন এলেন?" পরেশ কহিল, "এই মাত্র।" সত্যেনবাবু কহিলেন, "বসুন, আমি ধড়া-চূড়াগুলো ছেড়ে আসি।" বলিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে জামা-কাপড় বদলাইয়া, হাত-মুখ ধুইয়া, সত্যেনবাবু ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "সকালে যা ভয় করছিলুম, তা হয়নি। জ্বরটা আর বাড়েনি, বরং কমতে সুরু করেছে।" পরেশ আগ্রহের সহিত কহিল, "তাই নাকি! তা হ'লে হয়তো আজকালের মধ্যে জ্বরটা রেমিশান হয়ে যেতে পারে।" সত্যেনবাবু কহিলেন, "জ্বরটা যদি দু'একদিনে ক'মেই যায়, তা হ'লে এত হাঙ্গামা ক'রে বর্দ্ধমান পাঠিয়ে কি হবে?" পরেশ কহিল, "আরতি দেবী থাকতে পারবেন না বেশী দিন,—বলছিলেন যে!" সত্যেনবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "ওর সেক্রেটারি লিখেছে—শরীর সেরে উঠলে বড়দিনের ছুটির আগেই জয়েন করতে। ও যদি লিখে দেয়—ওর শরীর সারেনি—আর আপনি একটা সার্টিফিকেট দেন তো আরও ছুটি পেতে পারে।"

"কিছুক্ষণ পরে আরতি আসিয়া হাজির হইল—দুই হাতে খাবারের প্লেট, পিছনে পিছনে আসিল দুখের মা—দুই হাতে দুই গ্লাস জল।

পরেশ কহিল, "আবার আমার জন্যে নিয়ে এলেন?" আরতি কহিল, "বড়লোক শ্বশুরের বাড়ীতে না হয় খেয়েই এসেছেন, তা ব'লে গরীবের বাড়ীতে এক মুঠো খুদকুঁড়ো খেতে দোষ কি?"

পরেশ কহিল, "তা কি আমি বলছি, আমার ক্ষিদে নেই।"

আরতি নীরস কণ্ঠে কহিল, "ক্ষিদে না থাকলে ফেলে রাখবেন, আমি চা নিয়ে আসি।" বলিয়া চলিয়া গেল।

সত্যেনবাবু কহিলেন, "মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে দেখছি। আর এতেও না হয়! সংসারের ঝক্কি, তার ওপর রোগীর সেবা। আপনার ওষুধটা আশ্চর্য্য কাজ করেছে তাই, না হ'লে ওর যদি রোগটা এই সময় চাড়া দিয়ে উঠত তো মুস্কিল হ'ত।" আরতি আসিল, সত্যেনবাবু হাত গুটাইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, "আপনারও ক্ষিদে নেই বুঝি?" সত্যেনবাবু ম্লানমুখে সখেদে কহিলেন, "ছিল, উবে গেছে। একজনের এক চোখোমি দেখলে ক্ষিদে থাকে?" আরতি কৃত্রিম কোপে অপরূপ মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "ওই হচ্ছে আর কি? খেয়ে নিন চটপট—আমার অনেক কাজ পড়ে।" পরেশকে কহিল, "খাচ্ছেন যে! জোর ক'রে খেয়ে কাজ নেই—শেষে আপনার শ্বশুর-শাশুড়ী আমাদের গালাগালি দেবেন।" সত্যেনবাবু কহিলেন, "পরেশবাবু, থালা সুদ্ধ না খেতে পেরে নাকি কবে দুঃখ করেছিলেন, আজ আর সে দুঃখ রেখে কাজ নেই, সব গিলে ফেলুন, না হ'লে আরতির রাগ যাবে না।"

আরতি নতমুখে চা ঢালিতে ঢালিতে কহিল, "বেশ তো, খান না—ডাক্তার মানুষ এমন এক হজমীগুলি তৈরি ক'রে খাবেন যে, সব হজম হয়ে যাবে।"

সত্যেনবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা আরতি, তোমার কি সত্যি আর ছুটি নেই?" আরতি চকিতে মুখ তুলিয়া কহিল, "মানে? আমি মিথ্যে বলছি নাকি?" সত্যেনবাবু অপ্রতিভভাবে কহিলেন, "না না, তা বলিনি, মানে—বড়দিনের ছুটিটা কাটিয়ে গেলে চলে না?" আরতি কহিল, "চলবে না কেন? চাকরির মায়া ছাড়তে পারলে সারা

জীবনটাই কাটিয়ে দেওয়া চলে।” বলিয়া পরেশের দিকে একবার চাহিয়া আবার নতমুখে চা ঢালিতে লাগিল।

সত্যেনবাবু হতাশ ভাবে পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, “তা হ’লে আর কি! নিয়ে যাবার ব্যবস্থাই বজায় রাখতে হবে।” পরেশ কহিল, “সেই ভাল, স্থান পরিবর্ত্তন অনেক সময় ওষুধের চেয়েও বেশী কাজ করে—এখানের চেয়ে সেখানে হয়তো উনি আরও তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন।”

আরতি রান্নাঘরে চলিয়া গেল। সত্যেনবাবু ও পরেশ গল্প করিতে লাগিল। স্থির হইল, পরের দিন শেষরাত্রে পরেশ এবং যে লোকটি আসিবে সে গরুর গাড়িতে করিয়া নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে রওয়ানা হইবে; সকালে আরতি ও সুনীতি পালকী চড়িয়া যাত্রা করিবে। গোমস্তা মহাশয় পালকী ও গাড়ির ব্যবস্থা করিবেন।

এদিকে বাহিরে সারা আকাশ কালো মেঘে ছাইয়া গিয়া ঝিম ঝিম করিয়া বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিল, এবং শীতের তীক্ষ্ণ শীতল বাতাস তীক্ষ্ণতর ও প্রবলতর হইয়া উঠিল। সত্যেনবাবু উৎকণ্ঠার সহিত কহিলেন, “বৃষ্টি সুরু হ’ল যে! বাদলা হবে নাকি?” পরেশ সবজান্তার মত কহিল, “পৌষের মেঘ তো, সকালেই ছেড়ে যাবে বোধ হয়।”

রাত্রি আটটার সময়ে পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “রাত হ’ল, চলি তা হ’লে।” সত্যেনবাবু কহিলেন, “পাগল নাকি! এই বৃষ্টিতে কোথায় যাবেন?”

পরেশ কহিল “এমন কিছু বৃষ্টি পড়ছে না, খুব যেতে পারব।”

সত্যেনবাবু কহিলেন, “পারবেন, তা জানি—আপনার মত বয়সে আমিও পারতুম। তা হ’লেও আরতির মতামতটা একটু জেনে আসা দরকার।” সত্যেনবাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সত্যেনবাবু ফিরিয়া আসিলেন না, আসিল আরতি। আদেশের সুরে কহিল, "এই বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ী যেতে হবে না—এইখানেই খেয়ে নাও, তারপর যদি বৃষ্টি ছাড়ে তো বাড়ী যেও।" আকাশে কালো মেঘের বিদ্যুতের এক টুকরা যেন আরতির কালো চোখে চমক দিয়া উঠিল, ঝঙ্কার দিয়া আরতি কহিল, "এত বাড়ী যাবার তাড়া কেন বল দেখি? কে আছে সেখানে? একটা রাত্রি এখানে থাকলে দোষ কি?"

পরেশ পরম বিস্ময়ের সহিত আরতির মুখের দিকে তাকাইল। দুই দিনেই কণ্ঠস্বরে মালিকানার সুর লাগিয়াছে, প্রণয়িনী প্রহরিণী হইয়া উঠিয়াছে। তবু নূতন চাকরির মত আরতির এই নূতন কর্ত্তৃত্ব পরেশের ভাল লাগিল, মাথা চুলকাইয়া কহিল, "মাসীমা ভাববেন।" আরতি কহিল, "মাসীমা যাতে না ভাবেন, তার ব্যবস্থা করা হবে— দুখের মা বাড়ী যাবার সময়ে খবর দিয়ে যাবে।" তারপর মুখ ও চোখের ভাবে ব্যাপারটির চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিয়া কহিল, "আমার রান্নার বেশী দেরী নেই। তুমি হাত-মুখ ধোবে তো ধুয়ে নাওগে।" বলিয়া চলিয়া গেল। পরেশ ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

রাত্রি দশটার পরে বৃষ্টি ও বায়ুর বেগ আরও বাড়িয়া গেল। পরেশ সত্যেনবাবুকে কহিল, "একটা ছাতা দিন, তা হ'লেই যেতে পারব।" সত্যেনবাবু কহিলেন, "এই ঝড়ে ছাতা নিয়ে পারবেন?" পরেশ কহিল, "খুব পারব।" সত্যেনবাবু ছাতা আনিতে গেলে আরতি দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া পরেশের মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, "কই, যাও দেখি।" সত্যেনবাবু ছাতা আনিলে পরেশ কহিল, "যেতে পারব না ব'লে মনে হচ্ছে।" সত্যেনবাবু হাসিয়া কহিলেন, "বললুম যে পারবেন না, তবু ওল্ডমেনদের কথায় তো আপনারা কাণ দেবেন না।" বলিয়া পরেশের মত পরিবর্ত্তনের আসল কারণটির দিকে কটাক্ষ করিলেন।

বৈঠকখানায় চৌকি পাতিয়া পরেশের বিছানার ব্যবস্থা হইল। রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত সকলে রোগীর ঘরে কাটাইল। সুনীতির জ্বর অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, ঘুমের ঔষধের প্রভাবে শান্তভাবে ঘুমাইতেছে।

সত্যেনবাবু পাশের ঘরে খোকাকে লইয়া শুইতে গেল, আরতি রহিল রোগীর ঘরে, পরেশ আসিয়া নিজের বিছানায় শুইল।

পরেশের ঘুম আসিল না। বাহিরে ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, ঝ'ড়ো বাতাস পাগলের মত গাছের ডালে নাড়া দিয়া দরজা-জানালায় ধাক্কা দিয়া কখনও তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, বিদ্যুতের আলো দরজা-জানালার ফাঁক দিয়া ঘরে ঢুকিয়া সারা ঘরটাকে ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে, মেঘের গুরু-গুরু ডাকে আকাশ ও পৃথিবী কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। পরেশের মনের মধ্যেও বাহিরের এই মাতামাতির ছোঁয়াচ লাগিল। লজ্জা-সঙ্কোচ, আইন-কানুন, রীতি-নীতি, শিক্ষা-শালীনতা, কোন কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একটি কোমল, কমনীয়, কবোষ্ণ নারীদেহকে দুই সবল বাহু দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য তাহার সমস্ত দেহ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

আজ সন্ধ্যার পর হইতে আরতি তাহাকে কারণে অকারণে কতবার স্পর্শ দিয়াছে। রাত্রে খাওয়ার পরে রোগীর ঘরে একটা ছোট টেবিল ঘেরিয়া বসিয়া তিনজনে তাস খেলিতেছিল। আরতি তাহার ঠিক পাশেই বসিয়া ছিল। কতবার হাতে-হাত ঠেকিয়াছিল, পায়ে পা ঠেকিয়াছিল, আরতির কাণের উপরের কুচা চুলগুলি তাহার গালে ঠেকিয়াছিল। আরতি ইচ্ছা করিয়া কতবার নিজের পায়ের পাতা দিয়া তাহার পায়ের পাতায় চাপ দিয়াছিল, এবং একবার পরেশ অনেকক্ষণ আরতির হাতটি নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া

ধরিয়া রাখিয়াছিল। শুইতে আসার ঠিক পূর্ব্বেই (সত্যেনবাবু অবশ্য কাছে-পিঠে ছিলেন না) তাহার গালে আঙুল দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া চোখের দৃষ্টি ঘন, কণ্ঠের স্বর গাঢ় করিয়া, ইঙ্গিতময় হাসি হাসিয়া, আরতি কহিয়াছিল, "যাও শুয়ে শুয়ে তোমার কমলার স্বপ্ন দেখগে।" উত্তরে পরেশ আরতির গালটি টিপিয়া দিয়াছিল, এবং তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অপ্রিয়ভাষিণীর আরও গুরুতর শাস্তি বিধানের উদ্যোগ করিতেই, সত্যেনবাবুর পায়ের শব্দ শুনিয়া আরতি ভ্রূ দুইটিতে সতর্কতাসূচক তরঙ্গ তুলিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সহসা মনে হইল, কে যেন দরজায় মৃদু আঘাত দিতেছে। পরেশ লাফাইয়া উঠিয়া বিছানা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। আরতি আসিয়াছে নাকি? কিংবা হাওয়ার শব্দও হইতে পারে! আবার মৃদু আঘাতের শব্দ। পরেশের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। দুই লাফে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আবার শব্দ! চাপাকণ্ঠে পরেশ প্রশ্ন করিল, "কে?" সতর্ক-মৃদু কণ্ঠে জবাব আসিল, "আমি আরতি, দরজা খোল।"

পরেশ দরজা খুলিতেই এক ঝলক শীতল জ'লো হাওয়া ঘরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিল আরতি—গায়ে নীল রঙের র‍্যাপার, মাথা খোলা; চুল বিশৃঙ্খল, মুখে রহস্যময় হাসি, পালিশ করা আবলুস কাঠের মত কালো চকচকে চোখ।

উত্তেজনায় পরেশের কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল, কোনমতে কহিল, "এই একলা ঘরে, মানে,—সত্যেনবাবু—" আরতি বাধা দিয়া আদেশের স্বরে কহিল, "দরজা বন্ধ ক'রে দাও না—ঘরে বৃষ্টির ছাট আসছে যে!" পরেশ দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

আরতি বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশ কাছে আসিতেই কহিল, "খুব ঘুমোচ্ছিলে বুঝি?" পরেশ কহিল, "না।"

আরতি কহিল, "এতক্ষণ ধ'রে ধাক্কা দিচ্ছি, খোলোনি কেন ?" পরেশ অপরাধীর মত কহিল, "শুনতে পাইনি—যা বাতাস আর বৃষ্টির শব্দ—তোমার দিদি কি করছেন আরতি ?" আরতি কহিল, "খুব ঘুমোচ্ছে। আমার কিছুতেই ঘুম এলনা—কেমন যেন ভয় করতে লাগল, ভাবলাম তোমার সঙ্গে একটু গল্প করিগে, দরজায় শেকল তুলে দিয়ে চ'লে এসেছি। তা তোমাকে বোধ হয় কষ্ট দিলাম ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে।" পরেশের ঠোঁট দুইটি শুকাইয়া গিয়াছিল, জিব দিয়া ভিজাইয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "বল কি আরতি! আমারও ঘুম আসেনি তোমার কথাই ভাবছিলাম।" চোখ দুইটি নাচাইয়া ব্যঙ্গের সুরে আরতি কহিল, "সত্যি নাকি! আমার ভাগ্য!"

লণ্ঠনের অতি মৃদু আলোকে আলো-ছায়াভরা ঘর, বাহিরে বর্ষণ-মুখর রাত্রি, কাছে-পিঠে কেহ কোথাও জাগিয়া নাই, সামনে দাঁড়াইয়া আরতি। পরেশের মনে হইল, কল্লোলময় সমুদ্রের মাঝখানে, নির্জ্জন এক দ্বীপে, প্রায়ান্ধকার প্রদোষে, সে ও আরতি যেন মুখোমুখী দাঁড়াইয়া আছে।

আরতি কহিল, "চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? শোও, আমি বরং একটা চেয়ার টেনে বসি।" পরেশ অপ্রতিভভাবে কহিল, "না না, তুমি বিছানায় ব'স, আমি চেয়ারে বসছি।" বলিয়া ঘরের এক পাশে জড়ো-করা চেয়ারগুলো হইতে একটা টানিয়া আনিবার জন্য যাইতে উদ্যত হইতেই খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া আরতি তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "কমলার মত কোমল আর কচি নই ব'লে আমার কাছে বসতে ইচ্ছে করে না বুঝি ?"

আরতির চাহনি, কণ্ঠস্বর ও স্পর্শে পরেশের মনে যে আগুন জ্বলিতেছিল তাহাতে ঘৃত প্রক্ষেপ করিল। চকিতে ফিরিয়া আরতির মুখোমুখী দাঁড়াইয়া দুই হাত দিয়া দুই বাহু চাপিয়া ধরিয়া তাহার

মুখের দিকে তাকাইয়া গাঢ়স্বরে কহিল, "করে আরতি, আরও অনেক কিছু ইচ্ছে করে।" আরতির পাতলা রাঙা ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিল মারাত্মক মদির হাসি। চোখের তারা দুইটি হইয়া উঠিল ভ্রমরের মত চঞ্চল; মুখ লাল করিয়া মৃদু কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "কি?" মুহূর্ত্তের মধ্যে উদ্দাম আবেগে পরেশ আরতিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, নিষ্ঠুর বাহুবন্ধনে তাহাকে নিপীড়িত করিয়া তাহার মুখে, চোখে, কপালে, কপোলে, গ্রীবায় চুম্বন করিতে লাগিল। আরতি নিজেকে ছাড়াইয়া লইবার জন্য ক্ষীণ চেষ্টা করিয়া কহিল, "ছাড়। তুমি বোধ হয় ভুল করছ, আমি কমলা নই, আরতি।"

পরেশ হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল,—"জানি, তুমি আমারই আরতি—আমার জীবনে সর্ব্বপ্রথম নারী, যে আমার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছে।"

আরতিও গভীর আবেগের সহিত কহিল, "তুমি আমার জীবনে প্রথম পুরুষ—যার হাতে ধরা দিলাম।" বলিয়া নিঃশেষে নিজেকে ছাড়িয়া দিল।

নিভৃত মিলনের প্রথম উচ্ছ্বাসটা থিতাইয়া আসিবার পর তাহারা দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া, একই শাল গায়ে জড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল।

আরতি কহিল, "তুমি কি আমাদের পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে ভাবছ?" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল। আরতি কহিল, "তারপর?"

"এখানের সব ব্যবস্থা ক'রে তোমার কাছে ফিরে যাব।" আরতি আবদারের সুরে কহিল, "না, যা ব্যবস্থা করতে হবে, কালই ক'রে ফেল, আর আসতে পাবে না তুমি।" পরেশ কহিল, "এত তাড়াতাড়ি?" বাধা দিয়া আরতি কহিল, "তা হোক, কি এমন

ব্যবস্থা করতে হবে ? বিনয়বাবুকে ব'লো, ক'রে দেবেন।” পরেশ কহিল, “বিনয়কাকা যে বাড়ীতে নেই।” আরতি কহিল, “নাই বা থাকলেন, পরে চিঠি লিখলেও চলবে। মোট কথা, আমি আর ছেড়ে দেব না তোমাকে।” পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, “আমাকে বিশ্বাস হয় না নাকি ?” আরতি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না, পুরুষকে বিশ্বাস করি না।” পরেশ কহিল, “কেন ?” জবাব দিল না আরতি।

আরতির মনে পড়িল, সুখেন্দুকে—তাহার মাসতুতো ভাইয়ের বন্ধু। তাহাদের বাড়ীতে আসিত, তাহাকে পড়াইত, কত উপহার দিত। সুখেন্দু পড়িত স্কটিশচার্চ্চ কলেজে, সে পড়িত বেথুন স্কুলে—একসঙ্গে প্রতিদিন ট্রামে করিয়া পড়িতে যাইত তাহারা, একসঙ্গে বাড়ী ফিরিত। ম্যাট্রিকুলেশান পাস করিয়া সে স্কটিশচার্চ্চে ভর্ত্তি হইল। সুখেন্দু তখন ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র, সেই সময়ে দুইজনে কতদিন কলেজ হইতে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গড়ের মাঠে, আলিপুর জু'তে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে—আরও কত জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত,—আবার যথাসময়ে ভাল ছাত্র-ছাত্রীর মত বাড়ী ফিরিত। এমনই করিয়া তাহারা দুইজন দুইজনকে ভালবাসিল, দুইজন দুইজনের মন জানিল, দুইজন পাশাপাশি বসিয়া কতদিন কত রঙিন স্বপ্ন দেখিল। বি. এ. পাস করিয়া সুখেন্দু ইউনিভার্সিটিতে চলিয়া গেল। সেখানে সহপাঠিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা ছাত্রী, নামজাদা সুন্দরী—সুমিত্রার ফাঁদে ধরা পড়িল। তারপর তাহাদের বাড়ী আসা বন্ধ করিল সে, তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিল, এবং অচিরে অবলীলাক্রমে তাহাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার ভালবাসা লজ্জায় অপমানে মনের কোণে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া অনাহারে আত্মহত্যা করিল।

আরতি কহিল, “কেন আবার। এমনিই বিশ্বাস করি না। তুমি

ফিরে এলে আর হয়তো ফিরবে না, কমলার হাতেই ধরা দেবে।” পরেশ আরতিকে ঘনতর করিয়া কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, “পাগল নাকি।”

আরতি মাথা নাড়িয়া কহিল, “আমি পাগল হই আর যাই হই, তোমাকে আমার সঙ্গেই যেতে হবে, কালই সব ব্যবস্থা ক’রে ফেল। আমার হাতে যখন ধরা পড়েছ, যতদিন বেঁচে থাকব ছাড়া পাবে ব’লে ভেব না।” ঘর হইতে যাইবার আগে আরতি কহিল, “কমলার ওপর হয়তো অন্যায় করছি আমি, কিন্তু ভগবান নিজে থেকে আজ পর্য্যন্ত কোনও কিছু আমাকে দেননি, তাই পরের হাত থেকে নিজের প্রার্থিত বস্তু ছোঁ মেরে কেড়ে নিতে হচ্ছে। কমলা হয়তো দুঃখ পাবে, কিন্তু জানি তার বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন আবার তার মুঠি ভরে দেবে—”

পরের দিন সকালে বাড়ী ফিরিবার সময়ে পরেশ দেখিল, বিনয়ের বৈঠকখানা খোলা। পরেশ ঘরে ঢুকিয়া হাঁকিল, “কাকাবাবু!” বিনয় সাড়া দিল, “কে? পরেশ? এস বাবা।” পরেশ বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখিল, বিনয় ঘর পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “কাকীমা এলেন না?” বিনয় কহিল, “পাগল! পৌষ মাসে আবার আসে? তা ছাড়া, ববির বিয়ে না হ’লে আসবে না।” একটা চেয়ার দেখাইয়া কহিল, “ওই চেয়ারটায় ব’স বাবাজী।” পরেশ কহিল, “থাক্, বসব না। ববি সেরেছে?” বিনয় কহিল, “হ্যাঁ, ঘা-টা প্রায় শুকিয়ে এসেছে।” ঢোক গিলিয়া পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “ববির বিয়ে কোথাও ঠিক হ’ল নাকি?” বিনয় কহিল, “ঠিক এমন কিছু হয়নি, তবে আমার শালা চেষ্টা করছে। আমার শালাকে জানো তো—মোক্তার মানুষ, কোথাও একটা লাগিয়ে দেবে ঠিক।”

পরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিনয় কহিল, “তা বাবাজী,

তোমার খবর বল—প্র্যাকৃটিশের কিছু উন্নতি হয়েছে?" পরেশ কহিল, "তা একটু হয়েছে বইকি।" বিনয় হাসিয়া কহিল, "আমি তো বলেছিলাম বাবাজী, সুবিধে হবে। বিয়ে না হতেই এই, বিয়ে হবার পরে আরও অনেক সুবিধে হবে।" পরেশ কহিল, "আমি একবার কলকাতা যাচ্ছি কাল।" বিনয় বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "এখন কলকাতা কেন? বিশেষ কোন কাজ আছে নাকি?"

পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, "হ্যাঁ, ওষুধ কতকগুলো কিনতে হবে। তা ছাড়া আরও কতকগুলো দরকারী জিনিস-পত্র—"

বাধা দিয়া বিনয় কহিল, "ফিরছ কখন?"

পরেশ কহিল, "দু-চার দিন দেরী হবে। মাসীমা একা থাকবেন, খোঁজখবর নেবেন একটু—"

বিনয় কহিল, "আমাকে বলতে হবে না বাবা, আমি তো নেবই, তা ছাড়া তোমার ডাক্তার আছেন, ঘনশ্যাম আছে, ওরা সবাই নেবে।"

সন্ধ্যার পরে পরেশ একটা বড় ট্রাঙ্কে কাপড়-জামা, ডাক্তারী বই ও অন্যান্য জিনিস-পত্র ভরিতেছিল, মাসীমা আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ দেখিয়া কহিলেন, "কলকাতা কি জন্যে যাচ্ছিস্?" পরেশ মুখ না তুলিয়াই কহিল, "কাজ আছে।" মাসীমা কহিলেন, "কি কাজ শুনি?"

"ওষুধ-পত্তর কিনতে হবে—জামা-কাপড় তৈরি করাতে হবে।"

বাধা দিয়া মাসীমা কহিলেন, "তোর শ্বশুরবাড়ীতে বলেছিস?" পরেশ কহিল, "কি দরকার? দু'দিন পরেই ফিরে আসছি তো!" মাসীমা কহিলেন, "তবু বলা উচিত ছিল, এখন ওরাই হ'ল তোর সত্যিকার আপনার, ওদের না জানিয়ে কোন কাজ করা উচিত নয় তোর।" পরেশ নীরবে নিজের কাজ করিতে লাগিল। মাসীমা কহিলেন, "তাড়াতাড়ি ফিরবি বাপু, বিয়ের আর বেশী দেরী নেই—"

দিন দশ পরে বিকাল পাঁচটার সময়ে কার্ত্তিক ডাক্তারের বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। গ্রামের ভদ্র-ইতর সকল শ্রেণীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কার্ত্তিক ডাক্তারের উঠানে আসিয়া জড়ো হইল। কার্ত্তিক ডাক্তার বারান্দার খাটের উপরে খাড়া উপবিষ্ট, কপালে কুঞ্চন-রেখাবলী, মুখে কঠোর গাম্ভীর্য্য, রক্তবর্ণ চক্ষের দৃষ্টি ভূমির উপরে ন্যস্ত। খাটের পাশে একটা মোড়ায় ঘনশ্যাম বসিয়া আছে; জানুর উপরে স্থাপিত ডান হাতের উপর মুখটি তির্য্যকভাবে রক্ষিত। তাহার ক্ষতি ও ক্ষোভের মাত্রা যে কার্ত্তিকের মাত্রাকে অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে পৌঁছিয়াছে, মুখের ভাবে তাহাই সে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। হারু ও পরাণ মোড়া সংগ্রহ করিতে না পারিয়া উঠানেই লম্ফঝম্প ও হাঁক-ডাক সুরু করিয়া দিয়াছে। কার্ত্তিকের অন্যান্য পারিষদেরা বারান্দায় কেহ উবু হইয়া বসিয়া, কেহ খাড়া দাঁড়াইয়া নীরবে অথবা সরবে ক্ষোভ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে।

রান্নাঘরের বারান্দায় কার্ত্তিক-গৃহিণী দেওয়ালে ঠেস দিয়া পা মেলিয়া বসিয়া আছে, তাহার পাশেই গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন তাহার মা। উভয়েরই মুখ বিষণ্ণ ও গম্ভীর। তাহাদের দুইজনকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে পাড়ার মেয়েরা—ইহারাও নিজ নিজ মুখে যথাসাধ্য সমবেদনার ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করতঃ 'আহা-উহু' করিতেছে। শ্রীমতী ও কমলা এখানে নাই। কোঠার উপরে অন্ধকার ঘরে পা মেলিয়া বসিয়া আছে শ্রীমতী, তাহার কোলে মুখ গুঁজিয়া খালি মেঝের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে কমলা।

হারু চীৎকার করিয়া কহিল, “কিছুতেই সহ্য করব না, যারা এর ভেতরে আছে তাদের নখে টিপে-টিপে মারব।” বলিয়া বাম হাতের বুড়া আঙ্গুলের নখের উপর ডান হাতের বুড়া আঙ্গুলের নখটি টিপিয়া, দাঁতে-দাঁত ঘষিয়া চোখ দুইটা ছোট ও কপাল কুঞ্চিত করিয়া উকুন মারিবার ভঙ্গী করিল।

পরাণ মুখ হাত নাড়িয়া কহিল, “হয়েছে, হয়েছে। তখন যে ভোজ খাবার লোভে সব দিশেহারা হয়ে গেলে কিনা। না হ'লে বলিনি তখন, মহেশ আচায্যির ছেলে, ও ঝাড়ের বাঁশ সোজা হবার নয়; শহরে লেখাপড়া শিখে এলেও ভাল ক'রে দেখে-শুনে বাজিয়ে তবে সব ঠিক কর? না, তখন বুক ঠুকে বলা হ'ল, কোন চিন্তা নেই, আমি যখন সুতো ধরেছি, তখন আর গোঁৎ খেতে সাহস করবে না। যতই হোক, ছাত্র তো! এখন গুরুভক্তির ঠ্যালাটা সামলাও।” বলিয়া ঘনশ্যামের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মাথাটা ঝাঁকাইয়া দিল। ঘনশ্যাম ঝাঁকড়া ভ্রূ দুইটির মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ ফাঁকটুকু একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া ভারী গলায় কহিল, “ঠিকই বলেছিলাম, কিছু গোলমাল হ'ত না, তবে পাড়ার লোকে বদচাল দেয় তো কি করব, বল!” হারু এতক্ষণ কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, “তার মানে? কিছু করতে পারব না আমরা? সারা সমাজের গায়ে একটা লোক খোঁচা মারবে হরদম, আর আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে সহ্য করব! তার চেয়ে সব একসঙ্গে গলায় কলসী বেঁধে নতুন পুকুরের জলে ডুবে মরিগে চল।” বলিয়া বোধ করি ডুবিয়া মরিবার জন্যই সদর দরজার দিকে ছুটিল। কিন্তু কেহই তাহার অনুগামী হইল না বা তাহাকে ফিরিতে অনুরোধ করিল না দেখিয়া কতকটা যাইয়াই ফিরিয়া আসিয়া ডান হাতটা শূন্যে নাড়িতে নাড়িতে কহিল, “ডুবে মরব

কিসের জন্যে? মরদের বাচ্চা, মেয়েমানুষ তো নই। কেউ না পারে একাই আমি শোধ নেব, কেমন ক'রে মেয়ের বিয়ে দেয়, দেখে নেব।"

পরাণ হাঁকিয়া কহিল, "আর ফটফটানি করতে হবে না। সব বাহাদুরি দেখা আছে। বিয়ে কি ক'রে বন্ধ করবে শুনি? ছেলেকেই যখন সরজমিন থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তখন—।"

হারু বাধা দিয়া কহিল, "এই মাথাতে অনেক বুদ্ধি আছে বাবা!" বলিয়া নিজের তালুতে বার কয়েক চাঁটি মারিয়া কহিল, "তোমাদের মত ভেজিটেবল মার্কা ঘি নয়, আসল গৌরীশঙ্কর মার্কা খাস নেউলরাম মাড়োয়ারীর দোকানের ঘি আমার মাথায়।" বলিয়া ঠোঁট দুইটি চাপিয়া বাম চোখটি ছোট করিয়া, ঘাড়টি বাঁকাইয়া কহিল, "বরের আসন থেকে হাত-কড়া দিয়ে বর উঠিয়ে নিয়ে আসব।" বলিয়া বাম হাতের উপর ডান হাতটি চাপাইয়া পরাণের দিকে বাড়াইয়া দিল।

হারু ও পরাণের বাড়াবাড়ি দেখিয়া ঘনশ্যাম মোড়ার উপরে গম্ভীরভাবে আর বসিয়া থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করিল না, দাঁড়াইয়া কহিল, "তোমরা বাজে বোকো না দেখি! কার যে কত ক্ষমতা, কত বুদ্ধি সব জানা আছে। ও ছেলের আশা ছেড়ে দাও—টেনে-হিঁচড়ে ধ'রে এনে ঘাড়ে মেয়ে চাপিয়ে দিতে হবে—এমন ফ্যালনা মেয়ে আমাদের নয়। উপযুক্ত পাত্র খুঁজে এনে ঠিক দিনে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।" কার কি ব্যবস্থা করতে হবে, সে এখন মুলতুবি থাক। আসল কাজ শেষ ক'রে সবাই মিলে ভেবে-চিন্তে ধীরে-সুস্থে স্থির করতে হবে।" সমবেত ইতরশ্রেণীর লোকগুলোর উদ্দেশ্যে ঘনশ্যাম হাঁকিয়া কহিল, "তোরা সব ঘর যা, কিছু ভাবনা নেই তোদের। ঠিক দিনে ভোজ খেতে চ'লে আসবি সব।" মহিলাদের

উদ্দেশে কহিল, "তোমরা সব বাড়ী যাও, কাজ-কর্ম্ম করগে, বিয়ে বন্ধ হবে না। জেনে রেখো—পিঁপড়ের পাখা বেরোলেই পাখী হয় না, পাখা ছিঁড়ে পিষে মারবার জন্যে আমরা এখনও বেঁচে আছি গাঁয়ে।" বলিয়া চোখ দুইটা চাড়াইয়া, হাতের মুঠা দুইটা বন্ধ করিয়া, দাঁতে দাঁত ঘষিল।

কার্ত্তিক ও পারিষদবর্গ ব্যতীত একে একে সকলে চলিয়া গেলে ঘনশ্যাম হাঁকিয়া কহিল, "শ্রীমতীদিদি কোথায় গেলে?" উপর কোঠা হইতে শ্রীমতী সাড়া দিল, "এই যে এখানে রয়েছি, যাই।"

অনতিবিলম্বে শ্রীমতী আসিতেই কার্ত্তিক ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করছে?"

শ্রীমতী কহিল, "কাঁদছিল, চুপ করেছে।"

কার্ত্তিক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "হুঁ।"

ঘনশ্যাম ফিসফিস করিয়া শ্রীমতীকে কহিল, "তুমি একবার বিনয়ের ওখানে যাও দেখি, আসল ব্যাপারটা জেনে এস। পরেশ ওর মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে পালিয়েছে, না সেই কায়েত ছুঁড়ীটার সঙ্গে গিয়ে জুটেছে।" হারু কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, বাধা দিয়া কহিল, "পাগল হয়েছ নাকি! বামুনের ছেলে—" ঘনশ্যাম সকলের দিকে চোখ বুলাইয়া কহিল, "গৌরীশঙ্কর মার্কা বুদ্ধি! যার মা বামুনের মেয়ে হয়ে আগুরীর হাতে জাত দিয়েছিল, তার ছেলে তো! তা ছাড়া, আজকাল এ রকম বিয়ে আকছার হচ্ছে।" বলিয়া শিবনেত্র হইয়া ঘাড় নাড়িল।

কিন্তু যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এই বিস্ফোরণ ও বিস্ফারণের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা মাত্র একখানি চিঠি, পরেশের—কার্ত্তিকের নামে। বেলা দুইটার সময়ে পিয়ন বিলি করিয়া গিয়াছিল, বেলা তিনটার সময়ে দিবানিদ্রা সমাপন করিয়া নিদ্রাজড়িত চক্ষে চিঠি পড়িতে পড়িতে কার্ত্তিক ডাক্তারের চোখের ঘুম এক মুহূর্ত্তে উবিয়া গিয়াছিল।

পরেশ লিখিয়াছিল :

কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সবিনয় নিবেদনমিদং, আমি নিরাপদে এখানে পৌঁছিয়াছি। এখানে আসিয়া দুই-চারিজন সতীর্থ বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া আর গ্রামে ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছে না। ভাবিতেছি, সুবিধা হইলে এইখানে অথবা অন্য কোন সহরে ব্যবসা সুরু করিব। এ অবস্থায় খুব সম্ভব আমার সহিত কমলার বিবাহ দিতে আপনি রাজী হইবেন না। কারণ আমি জানি, আপনি আপনার কন্যাটিকে নিজের চোখের সামনে রাখিতে চান। কাজেই আমি কমলাকে বিবাহ করিবার আশা ত্যাগ করিয়াছি। আশা করি, আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যে এই কয়দিনের মধ্যেই উপযুক্ত পাত্র সন্ধান করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে কমলার বিবাহ দিতে পারিবেন। এ কয়দিন আপনার কাছে যে স্নেহ ও সাহায্য পাইয়াছি, তাহার জন্য চিরদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব। ভবিষ্যতে কর্ম্মজীবনে যদি কোন দিন সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তাহা হইলে আবার আপনাদের চরণ দর্শন করিব। আশা করি, তখনও আপনাদের স্নেহ-বর্ষণ হইতে বঞ্চিত হইব না। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

আপনার স্নেহপ্রার্থী

পরেশ

সেইদিন সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় লণ্ঠন জ্বালিয়া বিনয় পড়িতেছিল, হঠাৎ শ্রীমতী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বিনয় রয়েছিস নাকি?" বিনয় কহিল, "কে? শ্রীমতী পিসি? এস, ব'স।"

শ্রীমতী ঢুকিয়া মেঝেতে পা মেলিয়া বসিয়া কহিল, "মহেশ আচার্য্যির বাড়ী গিছলাম, জানিস তো পরেশ কি কাণ্ড করেছে!" বিনয় সবিস্ময়ে কহিল, "কি?" শ্রীমতী তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিনয়ের মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের সূক্ষ্ম আমেজ মিশাইয়া কহিল, "জানিস না?" বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না তো!" শ্রীমতী বাঁকা হাসি হাসিয়া কহিল, "পরেশ আজ চিঠি লিখেছে ডাক্তারকে। জানিয়েছে, গাঁয়ে আর ফিরবে না। কমলাকে বিয়ে করবে না, সহরে ডাক্তারী করবে, আর—কোন এক সহুরে মেয়েকে বিয়ে করবে। ওর মাসীকে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে লিখেছে, ও যেন ঘর-দোর বন্ধ ক'রে চাবি তোর কাছে দিয়ে মেয়ের কাছে ফিরে যায়।" বিনয় বিস্ময়াহত কণ্ঠে কহিল, "তাই নাকি?" তারপর যেন কিছু মনে পড়িল, এই ভাবে মুখ ও চোখের ভঙ্গী করিয়া কহিল, "তাই বুঝি ঘনশ্যাম তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে চ'লে এল?" শ্রীমতী বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতে লাগিল, "আসবে না! ওরই হাতে গড়া সম্বন্ধ! ও মাঝে না থাকলে মহেশ আচার্য্যির ছেলের সঙ্গে কার্ত্তিক ডাক্তার কি মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হ'ত। যার মায়ের অমন কীর্ত্তি! ঘনশ্যাম অনেক ব'লে-ক'য়ে ডাক্তারকে রাজী করেছিল।" বিনয় চুপ করিয়া রহিল। শ্রীমতী বলিতে লাগিল, "সুধু ঘনশ্যাম কেন, সারা গাঁয়ের লোক জড়ো হয়েছিল যে। ডাক্তার-অন্ত প্রাণ সব, আসবে না? শুধু তোকেই দেখলাম না।" বিনয় লজ্জিত মুখে কহিল, "কিছু জানতাম না, স্কুলে ছিলাম কিনা। যাব কাল সকালে; ডাক্তার বুঝি মুষড়ে পড়েছেন?"

"তা একটু পড়েছে বইকি! সব আয়োজন হয়ে গেছে, বিয়ে না হ'লে তো সব পণ্ড। তা ছাড়া, পাকাপাকি হয়ে বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া মেয়ের পক্ষে ভারী খারাপ, এই লগ্নে যেমন ক'রে হোক বিয়ে দিতে

না পারলে, মেয়ের বিয়ে দেওয়াই দায় হবে।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তোকে কোন চিঠি দেয়নি পরেশ?" বিনয় প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না তো!" শ্রীমতী অবিশ্বাসের সুরে কহিল, "তোর কাছে তো একটা চিঠি লেখা উচিত ছিল তার; তোকে এত ভক্তি করে, বিশ্বাস করে; তোর কাছেই ঘরের চাবি রাখতে বলেছে।" বিনয় বিরক্তি চাপিয়া কহিল, "তা নিশ্চয়ই করে; চিরদিন তাকে স্নেহ করেছি, তার মঙ্গল কামনা করেছি, ভক্তি করবে না?" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীমতী কহিল, "কে মানা করেছে রে? যত ইচ্ছে ভক্তি করুক, তাই ব'লে কি পরের ভরাডুবি ক'রে দিতে হবে?" বিনয় তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, "কি বলতে চাও তুমি?" শ্রীমতীও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও উচ্চ করিয়া কহিল, "কি আর বলব? সবাই বলছে—পরেশ নাকি যাবার আগে তোকে সব জানিয়ে গিয়েছিল।" বিনয় প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "মিথ্যে কথা! আমার সঙ্গে দেখা করেছিল বটে, কিন্তু সে যে এখান থেকে একেবারে চ'লে যাচ্ছে, এ কথা ঘুণাক্ষরেও জানায়নি। বলেছিল—কলকাতা যাচ্ছি, দু-চার দিন পরে ফিরব, ওর মাসীর যেন খোঁজ-খবর নিই।" শ্রীমতী এতক্ষণ দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিল, ঠোঁট দুইটি চাপিয়া উপরে নীচে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "ওই তো জানানো হ'ল।" হঠাৎ কণ্ঠস্বর প্রখর করিয়া কহিল, "কার্ত্তিক ডাক্তার তোর কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছে রে?" বিনয় নীরবে বসিয়া রহিল। শ্রীমতী কহিতে লাগিল, "তোর উচিত ছিল সেদিন তখনই ডাক্তারকে খবর দেওয়া, তা হ'লে গাঁয়ের মুরুব্বিদের ডেকে সামনা-সামনি খোলাখুলি কথাবার্ত্তা হয়ে যেত। ছোঁড়া যদি বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই বলত, তা হ'লেও ডাক্তার তার ঘাড়ে মেয়ে চাপিয়ে দিতে চাইত, এমন ফ্যালনা মেয়ে তার

নয়। এমন হ্যাংলামি করাও তার কোষ্ঠীতে লেখেনি। তার পয়সার অভাব নেই, মেয়েরও রূপ-গুণের অভাব নেই যে, লোকের তোষামোদ করতে হবে।” কণ্ঠস্বর প্রখরতর করিয়া কহিল, “আর তোর যদি পরেশকে জামাই করবারই ইচ্ছা ছিল, কার্ত্তিক ডাক্তারকে আগে বললেই পারতিস। তা হ'লে ডাক্তার ওদিকে আর হাত বাড়াত না, বরং এমন মানুষ সে, হয়তো নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়ে দিত।” দম লইয়া কহিল, “এত চাল চালতেও হ'ত না, গাঁ থেকে পালাতেও হ'ত না। আর যদি চুপ ক'রেই ছিলি তো শেষ পর্য্যন্ত চুপ ক'রেই থাকলে হ'ত, মিছেমিছি এতবড় একটা মানুষের মাথা হেঁট করালি, একটা নির্দ্দোষী মেয়ের মনে কষ্ট দিলি—” বিনয় হতবুদ্ধির মত নির্ব্বাক্‌ভাবে শ্রীমতীর কথা শুনিতেছিল। ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিল, “তা হ'লে তোমাদের সকলের ধারণা, আমার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে আমারই পরামর্শে পরেশ এখান থেকে পালিয়েছে ?”

ঝঙ্কার দিয়া শ্রীমতী কহিল, “আমি কিছু জানি না বাবা, সবাই বলছে।”

বিনয় কহিল, “সবাইকে বলো, আমার মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে। আমি গরীব বটে তবু পরের জিনিসে লোভ করবার মত নীচ নই।” শ্রীমতী বিস্ময়ের স্বরে কহিল, “তাই নাকি ? কোথায় হ'ল ? কবে খবর পেলি ?” বিনয় কহিল, “আজই চিঠি এসেছে। দেখতে চাও তো আনছি।” বলিয়া বিনয় বাড়ীর ভিতর গিয়া একটা পোষ্টকার্ড লইয়া আসিল। শ্রীমতী কহিল, “পড়ে শোনা দেখি !”

বিনয়ের স্ত্রী লিখিতেছে, “দাদা এখানে ববির জন্য একটি সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। পাত্রটি দ্বিতীয় পক্ষ; বয়স কিছু বেশী বটে, কিন্তু পুলিসে চাকরি করে, মাসে মোটা উপার্জ্জন। প্রথম পক্ষের

একটি মাত্র ছেলে ও মেয়ে আছে। আমি মত দিয়াছি, আমাদের মত গরীবের মেয়ের ইহার চেয়ে কি ভাল বর জুটিবে? দাদা তোমার কথা ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তোমার হইয়া মত দিয়াছি। ভাগ্যে থাকিলে মেয়ে এখানেই সুখী হইবে আগামী ৫ই মাঘ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। তুমি পত্রপাঠ ছুটি লইয়া এখানে চলিয়া আসিবে।"

শ্রীমতী মুখ কালো করিয়া কহিল, "পুলিসের চাকরি! তবে তো অনেক টাকা রোজগার!" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ভারী সুখী হলাম শুনে। তাই তো বলেছিলাম বউমাকে—ভায়ের কাছে মেয়েকে নিয়ে যা, তারা সহরের লোক অনেক রকম জানে-শোনে, ধরাধরি ক'রে মেয়ের তোর গতি ক'রে দেবে।" মাথা নাড়িয়া, চোখ ঘুরাইয়া কহিল, "না হ'লে গাঁয়ে যা দুর্নাম উঠেছিল, ও মেয়ে পার করা শক্ত হ'ত। আমি উঠি বাবা, সবাইকে বলি গিয়ে।" বলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া কহিল, "এক কাজ কর্, চিঠিটি আমাকে দে—কাগজে কালিতে দেখলে কেউ আর অবিশ্বাস করবে না।"

৫ই মাঘ। রাত্রি একটা।

বহুবাজার ষ্ট্রীটে একটা ছোট দোতলা বাড়ীর ছাদের এক কোণে আলিসার কাছে দাঁড়াইয়া আরতি ও পরেশ। এই বাড়ীর দোতলায় দুইখানা ঘর তাহারা ভাড়া লইয়াছে। আজ আরতির বন্ধু, কর্পোরেশান স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, শ্রীমতী শোভনা দাস ও তাহার স্বামী প্রীতীন দাসের বাড়ীতে ও তাহাদের চেষ্টায় পরেশের সহিত আরতির হিন্দুমতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

সেদিন রাত্রি এগারোটার পর চাঁদ উঠিয়াছিল। তাহার মৃদু স্নিগ্ধ আলো, ঐশ্বর্য্যময়ী কন্যার প্রতি দরিদ্র পিতার স্নেহোপহারের মত আলোকময়ী নগরীর উপর কুণ্ঠিতভাবে বর্ষিত হইতেছিল। সেই জ্যোৎস্নার এক টুকরা চারিদিকের উঁচু বাড়ীগুলার মাথা ডিঙ্গাইয়া কোনমতে আরতিদের ছাদের এক কোণে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই-খানে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না-চিক্কণ নীলাভ ধূসর আকাশের পানে তাকাইয়া আরতি ও পরেশ স্বপ্ন দেখিতেছিল। আগামী অজ্ঞাত ভবিষ্যতের নয়, পশ্চাতে ফেলিয়া-আসা অতি পরিচিত অতীতের।

পরেশের মনে পড়িল ববির কথা, কমলার কথা। ববির অশ্রুসজল মুখখানি, কমলার সেদিনের সেই হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুইটি মনে পড়িল। জীবনের বাঁকে বাঁকে কে কোথায় হারাইয়া গেল, আর কোনদিন তাহাদের সহিত হয়তো দেখা হইবে না।

আরতির মনে পড়িল সুখেন্দুকে—ধবধবে ফর্সা রং, লম্বা-চওড়া চেহারা, খাড়া নাক, বিস্তৃত কপাল, চোখে দৃপ্ত দৃষ্টি। আরতি একদা ভালবাসিয়াছিল তাহাকে। কিন্তু সে ভালবাসা মরিয়া, গলিয়া, ধূলা হইয়া মনের এক কোণে জঞ্জালের মত জড়ো হইয়া আছে। তবুও এখনও কোন কোন দিন আরতি স্বপ্নে সুখেন্দুকে দেখে সেই আগের দিনের মত কলেজ পালাইয়া তাহার সঙ্গে সারা কলিকাতা সহরে টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

দুইজনের সুখাবিষ্ট আনন্দোজ্জ্বল মনের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম করুণ সুর বাজিয়া উঠিল, দুইজনেরই দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। আরতি আরও কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া কহিল, "কি ভাবছ গো?" পরেশ কহিল, "তুমি?"

৫ই মাঘ। রাত্রি একটা।

কোন এক মফঃস্বল সহরে—মোক্তার মামার বাড়ীতে ববির বিবাহের প্রথম পর্ব্ব অর্থাৎ কন্যাদান ও শুভদৃষ্টি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর এই সহরের পুলিসের দারোগা, বয়স চল্লিশের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী। বৎসর খানেক আগে বিপত্নীক হইয়াছে। প্রথম পক্ষের দরুণ বৎসর দশের একটি ছেলে ও বৎসর পাঁচের একটি মেয়ে আছে। কাজেই বিবাহ না করিয়া কোন রকমে বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিবে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু একটানা এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিবার পর মনটা তাঁহার ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল, রাস্তায় ঘাটে পনের হইতে পঁয়ত্রিশ পর্য্যন্ত যে কোন বয়সের মেয়েমানুষ দেখিলে জিব বাহির করিয়া লালা ফেলিতে সুরু করিল। উপরন্তু অন্দরে বৃদ্ধা পিসিমা, বাহিরে বন্ধুবান্ধবের দল পত্নীহীন জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে তাহার চোখের সামনে এমনই ভয়াবহ চিত্র আঁকিতে সুরু করিল যে, শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে রাজী হইয়া পড়িল এবং জনৈক মোক্তার বন্ধু (ববির মামা) তাহার ভাগিনেয়ীর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করিলে প্রথমতঃ বয়সের তারতম্যের দরুণ একটু খুঁৎ-খুঁৎ করিল বটে, কিন্তু মেয়েকে স্বচক্ষে দেখিবার পর আপত্তি তো করিলই না, বরং অতিরিক্ত উৎসাহী হইয়া উঠিল। বরের বয়স, লম্বা-চওড়া মেদবহুল লোমশ দেহ ও মেটে রং দেখিয়া সুখদা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু দাদার কাছে ধমক খাইয়া ও তাহা ছাড়া সস্তায় কার্য্য-সাধন হইবে ভাবিয়াও রাজী হইয়া গেল।

বাসর-ঘরে কন্যা ও বর বসিয়া আছে। বাড়ীর মেয়েরা বরের বয়স ও

পদমর্য্যাদা স্মরণ করিয়া কেহ কাছে ঘেঁষিতে সাহস করে নাই, জানালা ও দরজার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া মৃদু গুঞ্জন করিতেছে। বর একটা গড়গড়া হইতে লম্বা সটকায় তামাক টানিতেছে। পাশে লাল চেলীতে সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া ববি বসিয়া আছে। সুখদা একবার ঘরে ঢুকিয়া দ্বিধা-কম্পিত পদে কাছে আসিয়া ববির বাম হাতটি বরের ডান হাতে চাপাইয়া দিয়া, মুখস্ত-পড়া বলার মত, ফিসফিস করিয়া কহিল, "তোমার হাতে সঁপে দিলাম, বাবা! নেহাৎ ছেলেমানুষ, কিছু জানে না। দোষত্রুটী হ'লে ক্ষমা ক'রো।" বর এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া ববির কোমল কম্পমান হাতটি নিজের বাঘের থাবার মত প্রকাণ্ড কড়া-পড়া হাতের মুঠির মধ্যে চাপিয়া বাজখাঁই গলায় কহিল, "কিছু ভাবনা নেই আপনার। ছেলে-ছোকরা তো নই যে বুঝিয়ে বলতে হবে। মেয়ের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি।" সুখদা কম্পিত পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বর ববির সুগোল সুগঠিত কাঁচা সোনার মত রঙের হাতে, পাতলা হালকা সোনার চুড়িগুলির দিকে তাকাইয়া উচ্চকণ্ঠে আড়ালে আবডালে দণ্ডায়মান রমণীবৃন্দের উদ্দেশে কহিল, "এ্যাঃ! তা এযে তারের মত সরু দেখছি, বেশ ভারী ভারী চুড়ি গড়িয়ে দেব এখন।" বলিয়া হাতটি পরম লোভের সহিত টিপিতে লাগিল। ববি হাতটি সরাইয়া লইবার জন্য টান দিতেই বর কহিল, "লাগছে নাকি?" ববি নীরব। বর কহিল, "কথা কও না যে, ঘুম পেয়েছে নাকি? পেয়েছে তো হাত-পা মেলে শুয়ে পড়! আমিও একটু গড়াব ভাবছি, যা ধকল গেছে সারাদিন—এ বয়সে কি ওসব সয়?" বলিয়া হাতটি ছাড়িয়া দিতেই ববি হাতটি টানিয়া লইয়া জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া ঘোমটা আরও আধ হাত টানিয়া দিল।

বর শালমুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িয়া বার দুই এপাশ-ওপাশ করিয়া ববিকে কহিল, "ব'সে রইলে কেন? শোও না।" বলিয়া প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ববি তেমনই বসিয়া রহিল।

বাহিরে মেয়েরা একে একে সরিয়া পড়িয়া শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিল, বাড়ীর অন্যান্য লোকজন যে যেখানে পারিল, চাদর-মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সারা বাড়ীটা দিনান্তে হাটতলার মত খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল। শুধু ববির বরের নাসিকাধ্বনি, শীতের তীক্ষ্ণ শীতল বাতাসে বাড়ীর পাশে অশ্বত্থগাছের আন্দোলিত পাতাগুলার সরসর শব্দ, একটা রাত্রিচর পাখীর একটানা ডাক, বাড়ীর সদর-দরজার সামনে স্তূপীকৃত এঁটো পাতার চারিদিকে সমবেত কুকুরগুলার কলহের শব্দ—নিত্য প্রবহমান জীবনপ্রবাহের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতে লাগিল। বর ঘুমাইয়া পড়িতেই, ববি মাথার ঘোমটা খাটো করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া খোলা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরে জ্যোৎস্নালোকিত পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার মন এক মুহূর্ত্তে তাহার সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ পারিপার্শ্বিকতা অতিক্রম করিয়া অতীত জীবনের মধ্যে ফিরিয়া গেল। সেখানে তাহার পরেশ দাদাকে ঘেরিয়া কত আশা ও আনন্দ, কত হাসি ও কান্না, ভাবী জীবনের কত স্বপ্ন দেখা ও কল্পনার তুলিতে কত ছবি-আঁকা! দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইয়া গেল; কোথায় আসিল সে, কোথায় গেল পরেশ দাদা! জীবনে কোনদিন আর বোধ হয় দেখা হইবে না। সেদিন যদি শুধু পা না পুড়িয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া খাক হইয়া যাইত, যদি পরেশ দাদার চোখের সামনে তাহার চোখে জল দেখিয়া সে মরিতে পারিত, তাহা হইলে, যাহাকে সে কোনদিন চাহে নাই,

তাহারই চাহিদা মিটাইবার জন্য তাহাকে আজ দেহ মন সঁপিয়া দিতে হইত না।

ববির দুই চোখ হইতে জল পড়িতে লাগিল।

৫ই মাঘ। রাত্রি একটা।

কার্ত্তিক-কন্যা কমলারও বিবাহের প্রথম পর্ব্ব শেষ হইয়াছে; বর ও কন্যা বাসরে গিয়া বসিয়াছে। কার্ত্তিক ও কার্ত্তিক-গৃহিণী খুঁৎ খুঁৎ করিলেও পাত্রটি ভালই। বয়স বেশী নয়—পঁচিশ কি ছাব্বিশ। বাবা-মা বাঁচিয়া নাই, জেঠাইমা মানুষ করিয়াছেন। জেঠাইমারও নিজেদের একঘর ছোট-বড় ছেলেমেয়ে, কাজেই কার্ত্তিক ঘরজামাই রাখিতে চাহিলে তাহাদের আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। ছেলেটি শিক্ষিত ও উপার্জ্জনক্ষম; ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাস করিয়া কোন এক কলিয়ারীতে গুদাম-বাবুর কাজ করে। দেখিতে ঢ্যাঙ্গা, কাহিল, রং ফর্সাই বটে, তবে কয়লা-খাদের কড়া জল-হাওয়াতে কাল্‌চে রং ধরিয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে ঘনশ্যাম যে এমন ভাল পাত্র জুটাইয়াছে, এইজন্য পাড়ার লোক ঘনশ্যামকে ধন্য ধন্য করিতেছে।

বাসর-ঘরে বর ও কন্যাকে ঘেরিয়া পাড়ার মেয়েরা জটলা করিতেছে। শ্রীমতী বরের সামনে বসিয়া কহিল, "কি হে, পছন্দ হয়েছে?" বর হাসিয়া কহিল, "কি ক'রে বলব বলুন? ভাল ক'রে একটিবারও তো দেখতে পেলাম না!" মেয়েরা কোলাহল করিয়া উঠিল, একজন কহিল, "দেখা এত সস্তা নাকি? সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে, গলায় কাপড় দিয়ে, হাত জোড় ক'রে বিনিয়ে

বিনিয়ে বল দেখি—'বদন তোল, ঘোমটা খোল, চন্দ্রমুখী'!" শ্রীমতী ধমক দিয়া কহিল, "তোরা সব চুপ কর দেখি!" কমলার কাছে গিয়া কহিল, "বাসর-ঘরে বরের সামনে এত ঘোমটা দিতে হয় না, খোল দেখি।" বলিয়া ঘোমটাটি সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেই কমলা শ্রীমতীর হাতটি সরাইয়া দিয়া তীক্ষ্ণ চাপা-স্বরে কহিল, "যাও?" শ্রীমতী বোধ করি কমলার মনের কথা বুঝিল, বরকে কহিল, "ও ভাই, আমাদের সামনে ঘোমটা খুলবে না বলছে, আমরা গেলে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে খুলিও এখন।" বর হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাই হবে।"

সে কলিয়ারীতে চাকরি করে, মেয়েদের ঘোমটা-খোলা বিদ্যে তাহার জানা আছে। তাহাদের খাদের টাইম-বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কথা মনে পড়িল তাহার। ভারী লাজুক মেয়েটি, দেখিবামাত্র একহাত ঘোমটা টানিত। বউদিদি-দেবর সম্পর্কের জোরে মাস দুই আনা-গোনা করিয়া হাতের জল ও পান খাইয়া মেয়েটিকে ঘোমটা খোলাইয়াছিল সে। মেয়েটি শুধু ঘোমটা খুলে নাই —চিরদিনের মত ঘোমটার বালাই তুলিয়া দিয়াছে শেষে। স্বামীর ঘর ছাড়িয়া হাতের পর হাত বদলাইয়া এখন সে রাণীগঞ্জে স্বাধীন ব্যবসা করিতেছে।

প্রচুর গান, গল্প ও রসিকতার পর মেয়েরা একে একে বিদায় লইল। সকলের শেষে শ্রীমতী উঠিয়া কহিল, "থাক হে দুজনে চললাম"—চোখ ঠারিয়া কহিল, "বেশী নাড়াচাড়া ক'রো না যেন ভাই? দড়কচা মেরে যাবে তা হ'লে।" বলিয়া মুচকি হাসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

ঘর নির্জ্জন হইতেই বর কমলার কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া তাহার গায়ে হাত দিতেই কমলা একটু সরিয়া বসিল। বর দুই হাত দিয়া

কমলাকে জাপটাইয়া ধরিয়া কাছে টানিবার চেষ্টা করিতেই কমলা জোর করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া তীক্ষ্নস্বরে কহিল, "এমন করলে আমি চ'লে যাব বলছি।" বর ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, "ওরে বাবা! এ যে আমাদের ম্যানেজার সাহেবের মত মেজাজ দেখছি! থাক আর চ'লে গিয়ে কাজ নেই, কাছেই ব'স, তবে ঘোমটাটা খুলে রাখো দয়া ক'রে—মুখ দেখেই প্রাণটা ঠাণ্ডা করি এখন, তারপর—" চোখের ভঙ্গী করিয়া কহিল, "একদিন তো ধরা দিতে হবেই।" কমলা বরের দিকে পিছন ফিরিয়া আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

এক হৃদয়হীন পাষাণের কথা ভাবিয়া তাহার রুদ্ধ অশ্রু-স্রোত আর বাধা মানিল না।